পাতঞ্জলদর্শন,

ও

যোগ-পরিশিষ্ট।

পতঞ্জলি মুনিকৃত সূত্র, তাহার পদবোধিনী টীকা,
ভোজরাজকৃত রাজমার্ত্তণ্ডনাম্নী বৃত্তি,
বঙ্গানুবাদ ও যোগশাস্ত্রোক্ত
বিবিধ বিষয় সম্বলিত
উৎকৃষ্ট গ্রন্থ।

শ্রীকালীবর বেদান্তবাগীশ, ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক
সঙ্কলিত, সংশোধিত ও অনূদিত।

চতুর্থ সংস্করণ।

শ্রীহরিপদ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক প্রকাশিত।
৯১ নং দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রীট, (দেওয়ান বাটী)।

কলিকাতা,

নং গোয়াবাগান ষ্ট্রীট, "ভিক্টোরিয়া প্রেসে"
শ্রীপাচুগোপাল আস দ্বারা মুদ্রিত।

১৩১৪ সাল।

বিজ্ঞাপন।

পাতঞ্জল দর্শন ও যোগপরিশিষ্ট গ্রন্থ তৃতীয়বার মুদ্রিত ও প্রচারিত হইল। র্ব্বাপেক্ষা এবার এই গ্রন্থ অধিক বিশদ ও সুস্পষ্ট হইয়াছে।

ইহার সঙ্গে যে ভোজরাজকৃত রাজমার্ত্তণ্ডাভিধ বৃত্তি সংযোজিত আছে, তাহাও এবার বহু পুস্তক পরিদর্শনে সম্যক্ সংশোধিত হইয়াছে।

প্রথম মুদ্রণে এই পুস্তকে যে যে দোষ লক্ষিত হইয়াছিল, দ্বিতীয়বার মুদ্রণে তাহার পরিহার করা হইয়াছিল সত্য; পরন্ত তাহা সর্ব্বমনঃপূত হইয়াছিল, এরূপ মনে করিতে পারি নাই। আশা করি, এবার পুস্তকখানি সর্ব্ব-মনোরম হইবে।

শ্রীকালীবর বেদান্তবাগীশ।

চতুর্থবারের বিজ্ঞাপন।

এবার পুস্তকের কোনরূপ হ্রাস বৃদ্ধি পরিবর্ত্তন করা হইল না। কেবল মূল্যের হ্রাস করা হইল। মূল্য ২৲ টাকার স্থলে ১৸০ স্থির করা হইল।

শ্রীকালীবর বেদান্তবাগীশ।

অবতরণিকা।

এক জন প্রসিদ্ধ কবি একদা সাশ্চর্য্য হইয়া বলিয়াছিলেন, আমি চ[illegible] বৎসর পর্য্যন্ত নিরন্তর গদ্যে কথা কহিয়াছি; কিন্তু তখন গদ্য কি, তাহা জানিতাম না। এইরূপ, প্রত্যেক মনুষ্যই প্রায় প্রতিদিনই কোন না কোন যোগের কার্য্য করিতেছেন, অথচ [illegible] জিজ্ঞাসিত হইলে বলেন, আমরা যোগী নহি—যোগ কি তাহা জানি না। কি প্রকার কার্য্যের উপর বা কিরূপ মনোবৃত্তির উপর যোগ-শব্দের সঙ্কেত, তাহা জানা না থাকাতেই তাঁহারা উক্তবিধ প্রত্যুত্তর দিয়া থাকেন। স্বর্ণকার, শরনির্ম্মাতা, যন্ত্রনির্ম্মাতা, চিত্রকর ও জ্যোতির্ব্বিদগণ সময়ে সময়ে এরূপ বাহ্যজ্ঞানশূন্য ও তন্মনা হইয়া থাকেন যে, পার্শ্ব দিয়া হাতী চলিয়া গেলেও তাঁহারা দেখিতে পান না। তদ্রূপ তন্মনস্ক হইয়াও, তদ্রূপ বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়াও তাঁহারা উল্লেখ করিতে পারেন না যে, আমরা ক্ষণকালের নিমিত্ত যোগী হইয়াছিলাম। ডাক্তারেরা মিস্‌মেরাইজ্ (Mesmerise) করিয়া, অর্থাৎ কৌশলে অথবা ক্লোরোফরম (Chloroform) আঘ্রাণ করাইয়া ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তির অঙ্গকর্ত্তনাদি করিয়া থাকেন, [illegible] তাঁহারাও জানেন না যে, আমরা রোগীকে যোগীর তুল্য করিয়া [illegible] কার্য্য সমাধা করিতেছি। এইরূপ, অনেকানেক লৌকিক কার্য্য নির্ব্বাহের জন্য সর্ব্বদাই যোগের বিবিধ প্রতিচ্ছায়া অনুষ্ঠিত হইতেছে, তথাপি লোক তাহার মূল অনুসন্ধান করিতেছে না, এবং মূল যোগ কি, তাহা জানিবার ইচ্ছাও করিতেছে না।

"যোগ" কথাটী এ দেশের কত পুরাতন, তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। যোগ-শব্দটী যে, প্রথমে কোন্ প্রক্রিয়ার উপর উচ্চারিত হইয়াছিল, তাহাও এক্ষণে দুর্জ্ঞেয়। কেন-না, এখন আমরা নানা অর্থে যোগ-শব্দের ব্যবহার দেখিতে পাই। যে যে অর্থে, বা যে যে প্রক্রিয়ার উপর যোগ শব্দের সঙ্কেত বাঁধা আছে, তত্তাবতের একটী ক্ষুদ্র তালিকা প্রদত্ত হইতেছে।

১। কোন এক বাহ্যবস্তুতে অন্য এক বাহ্যবস্তু সংলগ্ন করার নাম যোগ।

২। এক বস্তুতে অন্য বস্তু মিশ্রিত করার নাম যোগ।

৩। কার্য্যের কারণসমূহ একত্র করণের নাম যোগ।

৪। যোদ্ধৃগণের অস্ত্রাদি বিধারণের (বিধানানুসারে ধারণ করার) নাম যোগ।

৫। বস্তুতত্ত্বনিশ্চায়ক যুক্তিবাক্যের নাম যোগ।

৬। ছল বা প্রকৃত তত্ত্ব গোপনপূর্ব্বক কার্য্য প্রদর্শনের নাম যোগ।

৭। দেহকে দৃঢ় ও সুস্থির করণের উপায়ের নাম যোগ।

৮। শব্দবিন্যাসের সুশৃঙ্খলার নাম যোগ।

৯। শব্দের অর্থবোধিকা-শক্তিবিশেষের নাম যোগ।

১০। কৌশলে কার্য্য নির্ব্বাহ করার নাম যোগ।

১১। লব্ধবস্তুর রক্ষণাবেক্ষণের নাম যোগ।

১২। চিন্তার দ্বারা দুর্লভ্য লাভের উপায়-পরিজ্ঞানের নাম যোগ।

১৩। বস্তুকে অন্য এক নূতন আকারে পরিণত করার নাম যোগ।

১৪। আত্মায় আত্মায় সংযোগ করার নাম যোগ।

১৫। বস্তুবিষয়ক চিন্তাপ্রবাহ উত্থাপিত করার নাম যোগ।

১৬। সমস্তমনোবৃত্তিনিরোধের নাম যোগ।

১৭। চিত্তকে একতান বা একাগ্র করণের নাম যোগ।

এই সপ্তদশপ্রকার যোগের মধ্যে, শেষোক্ত চারিপ্রকার যোগ যত-দুর্ব্বোধ্য ও দুঃসাধ্য,—অন্যগুলি তত দুর্ব্বোধ্য ও দুঃসাধ্য নহে। অসুরাচার্য্য উশনা, সুর-গুরু বৃহস্পতি, দেবরাজ ইন্দ্র, ঋষিশ্রেষ্ঠ পুনর্ব্বসু ও অগ্নিবেশ প্রভৃতি মহাত্মগণ প্রথমোক্ত ত্রয়োদশবিধ যোগের আদি-উপদেষ্টা; এবং হিরণ্যগর্ভ, মহেশ্বর, শিবানী, মহর্ষি কপিল, তৎশিষ্য পঞ্চশিখ মুনি, রাজর্ষি জনক, ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠ, যোগিবর দত্তাত্রেয়, জৈগীষব্য, যোগীশ্বর যাজ্ঞবল্ক্য ও পতঞ্জলি প্রভৃতি মুনিগণ শেষোক্ত যোগচতুষ্টয়ের পরম গুরু *। প্রথমোক্ত

"ব্রহ্মা মহেশ্বরঃ স্কন্দশ্চেন্দ্রঃ প্রাচেতসোমনুঃ।
বৃহস্পতিশ্চ শুক্রশ্চ ভারদ্বাজোমহাতপাঃ॥
বেদব্যাসশ্চ ভগবান্ তথা গৌরশিরা মুনিঃ।
এতে হি নীতিযোগানাং প্রণেতারঃ পরন্তপাঃ॥"—বৈশম্পায়ন।
"হিরণ্যগর্ভোযোগস্য বক্তা নান্যঃ পুরাতনঃ।"—যাজ্ঞবল্ক্য।

ত্রয়োদশপ্রকার যোগাভ্যাসের উপর নীতি, শিল্প ও চিকিৎসা প্রভৃতি বহুতর শাস্ত্র গ্রথিত হইয়াছে, এবং শেষোক্ত চতুর্বিধ যোগ অবলম্বন করিয়া বিবিধ অধ্যাত্মশাস্ত্র রচিত হইয়াছে।

শেষোক্ত যোগ-চতুষ্টয়ের উদ্দেশ্য বা অধিগম্য বস্তু এক; পরন্তু তাহার প্রাপক পথ অনেক বা ভিন্ন ভিন্ন। ভিন্ন ভিন্ন যোগপথের পথিকেরা সকলেই স্ব স্ব পথে গমনকালে অদ্ভুত অদ্ভুত বস্তু লাভ করেন ও দেখিতে পান। পথি-দৃষ্ট সেই সকল অদ্ভুত কুহকে যাঁহারা মুগ্ধ না হন, তাঁহারা সকলেই সেই এক অদ্বিতীয় অধিগন্তব্য প্রদেশে যাইয়া সকলেই সমান ফল লাভ করিতে পারেন। অন্যথা কে কোথায় গিয়া পড়েন, তাহার স্থিরতা নাই। সেই জন্যই যোগীরা যোগপথকে চতুষ্পথাকার কল্পনা করিয়া তাহার প্রত্যেক পথের দুর্গমতা বর্ণন করিয়া থাকেন।

ভিন্ন ভিন্ন আকারের চারিটি পথ থাকায় যোগকে চতুষ্পথ বলা হইল। সেই চতুষ্পথ বা চতুষ্প্রকারে বিভক্ত যোগপথ কি কি? তাহা শুনুন।

"মন্ত্রযোগোলয়শ্চৈব রাজযোগোহঠস্তথা।
যোগশ্চতুর্ব্বিধঃ প্রোক্তো-যোগিভিস্তত্ত্বদর্শিভিঃ॥"

মন্ত্রযোগ, লয়যোগ, রাজযোগ ও হঠযোগ। তত্ত্বদর্শী যোগীরা এই চারি-প্রকার যোগপথ আবিষ্কার করিয়াছেন। এই চতুষ্পথাকার যোগের ভিন্ন ভিন্ন পথগুলি ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন মহাযোগীর দ্বারা আবিষ্কৃত হইয়াছিল, এক সময়ে একের দ্বারা প্রকাশিত হয় নাই। যদি কাহারও জানিতে ইচ্ছা হয় যে, কোন্ সময়ে কোন্ পথ কোন্ মহাযোগীর দ্বারা আবিষ্কৃত হইয়াছিল? কোন্ পথের কিরূপ প্রণালী? এবং কোন্ পথের জন্যই বা কিরূপ সম্বল সংগ্রহ করিতে হয়? তাঁহাদের এ সকল প্রশ্নের প্রত্যুত্তর আমরা পরিশিষ্টে প্রদান করিব। তজ্জন্য তাঁহারা যেন উদ্বিগ্ন না হন। ফল কথা এই যে, প্রত্যেক যোগেই লয়-সম্বন্ধ আছে। লয় ছাড়া যোগ হয় না। লয় কি? কাহার লয়? চিত্তের লয়। চিত্ত কোন এক অনির্দ্দেশ্য আকারে লয় প্রাপ্ত হইলেই তদ্দশায় তাহাকে লয়-যোগ বলা যায়। এই লয়-যোগ, ইংরাজ পাঠককে সংক্ষেপে বুঝাইতে হইলে (Self mesmer-

[illegible]) সেল্‌ফ্ মেস্‌মেরিজম্, আর অনর্থক বর্ণীর্ণ পাঠককে বুঝাইতে হইলে, কৌশলে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হওয়া বা আপনাআপনি ইচ্ছাপূর্ব্বক চিত্ত লয় করা ভিন্ন অন্য শব্দ উচ্চারণ করিতে হয় না। এ সম্বন্ধে দ্বিতীয় কথা এই যে, ইংরাজদিগের উদ্ভাবিত পরাধীন চৈতন্যহরণের ছেদ ভেদ (কাটা ছেঁড়া) ভিন্ন অন্য কোন সুফল নাই, কিন্তু আমাদের যোগিগণের উদ্ভাবিত লয়-যোগের অনেকানেক সুফল আছে; পরন্তু সে সমস্ত ফল লোকাতীত।

যোগের সুফল ও অলৌকিক ক্ষমতা আছে শুনিয়া হয় ত অনেকেই হাসিবেন। অনেকেই হয় ত বুদ্ধিমোহবশতঃ যোগের অলৌকিক ক্ষমতায় বিশ্বাস করিতে পারিবেন না। না পারেন, না পারিবেন; তজ্জন্য আমরা ব্যথিত বা ঈর্ষান্বিত নহি। জিগীষাপরবশ হইয়া বাগ্‌জাল বিস্তারপূর্ব্বক তাঁহাদিগের সহিত আমরা বাগ্‌যুদ্ধ করিতে ইচ্ছুক নহি। আমরা জানি, বাক্যের দ্বারা ইহার সাফল্য সপ্রমাণ করা যায় না। উৎকট শ্রদ্ধা সহকারে যথোক্তনিয়মে অনুষ্ঠান করিয়া না দেখিলে ইহার ফলাফল সম্বন্ধে সত্য মিথ্যা কিছুই বলা যায় না। যদি বল, যুক্তির দ্বারা, তর্কের দ্বারা, বিজ্ঞানের দ্বারা জানিব? আমরা বলি, তাহা ভ্রম। যুক্তি, তর্ক, বিজ্ঞান, রসায়ন,—এ সকল লৌকিক-বুদ্ধি-প্রসূত। সুতরাং তাহারা লৌকিক জগতেই সঞ্চরণ করে। সেই জন্যই তাহারা অলৌকিক অস্তিত্বের সাক্ষ্য দিতে পারে না। যে কখন অলৌকিক দৃশ্য দেখে নাই, কি প্রকারে সে অলৌকিক অস্তিত্বে বিশ্বাস উৎপাদন করিবে? যাহাই হউক, ফল কথা এই যে, আমরা যখন যোগী নহি—যোগ করি নাই—যোগী দেখিও নাই, তখন হঠকারিতামাত্র অবলম্বন করিয়া যোগফলকে সম্পূর্ণ মিথ্যা বলিবার চেষ্টা করিলে আমাদের উডুম্বর-মশকের ন্যায় হইতে হইবে, সন্দেহ নাই। যোগফলের প্রতি মিথ্যা-দৃষ্টি প্রয়োগ না করিয়া তাহার অবশ্য কোন সত্য ফল আছে, এরূপ নিশ্চয় করিয়া তত্বোধার্থ যত্নবান্ হওয়াই আমাদের অতীব কর্ত্তব্য। *

* এস্থলে আমরা পাঠকগণকে অনুরোধ করি, তাঁহারা যেন মনোযোগপূর্ব্বক নিম্নলিখিত প্রবাদবাক্যগুলি পরীক্ষা করিয়া দেখেন। একটি প্রবাদ এই আছে যে, রাত্রিকালে গৃহমধ্যে কাঁচ্‌কে-পোকা-নামক পতঙ্গ আসিয়া প্রদীপ নির্ব্বাপিত করিবার উপক্রম করিলে, যিনি যিনি সেই গৃহে থাকিবেন, তাঁহারা সকলেই সজোরে আপন আপন হস্ত মুষ্টিবদ্ধ করিবেন। ২।৩ মিনিট পরেই দেখিবেন, সেই পতঙ্গের উড়িবার শক্তি স্তম্ভিত হইয়াছে এবং সে তৎ-

যোগীরা সর্ব্বজ্ঞ হন, দীর্ঘজীবী হন, অনাহারে জীবন ধারণ করিতে পারেন, বাসরোধেও তাঁহাদের জীবন রক্ষা হয়,—এ সকল কথা নিতান্ত অবিশ্বাস্য নহে। প্রকৃতি-শরীরে বা জীব-জগতে এরূপ অনেক দৃষ্টান্ত আছে, যাহা দেখিয়া, যোগিগণের উল্লিখিত সামর্থ্য থাকার প্রতি অন্ততঃ আংশিক বিশ্বাস উৎপাদন করা যাইতে পারে। বুদ্ধিমান্ মনুষ্য যদি তন্মনা হইয়া কিছু কাল প্রকৃতি-পুস্তক পাঠ করে, স্বভাবতত্ত্ব অনুসন্ধান করে, তাহা হইলে শীঘ্রই যোগফলের প্রতি বিশ্বস্ত হইতে পারে। মনুষ্য এ যাবৎ যে কিছু শিখিয়াছে, আমাদের বিশ্বাস এই যে, তাহার একটীও মনুষ্য-গুরুর নিকট শিখে নাই। সমস্তই প্রকৃতি-গুরুর নিকট শিখিয়াছে। আমরা অলসস্বভাব ও স্থূলবুদ্ধি লোক,—তাই আমরা বেদ, কোরাণ, কম্‌ট, ও মিল পড়ি। কিন্তু যাঁহারা অনলস, অধ্যবসায়ী ও তীক্ষ্ণবুদ্ধি,—তাঁহারা কোন মানুষের পুস্তক পড়েন না। সদাসর্ব্বদা প্রকৃতি-পুস্তকই পাঠ করেন। প্রকৃতি-পুস্তক পড়েন বলিয়াই তাঁহারা নূতন নূতন আবিষ্কার করিতে পারেন। মানুষের পুস্তকে কোন নূতন নাই, ইহা স্থির সিদ্ধান্ত। যোগীরাও প্রকৃতি-পুস্তক অধ্যয়ন করিয়া তাহা হইতে যোগবিদ্যা প্রকাশ করিয়াছিলেন,—ইহা তাঁহাদের গ্রন্থ দেখিলেই জানা যায়। বস্তুতঃ প্রকৃতিই যোগীদিগের আদি গুরু। প্রকৃতিতত্ত্ব বা স্বভাবতত্ত্ব পর্য্যালোচনা না করিলে তাঁহারা কোনক্রমেই যোগী হইতে পারিতেন না। স্বভাবের অনুকরণ বা স্বভাবকে স্বায়ত্ত করিতে পারিলেই যোগী হওয়া যায়। স্বভাবতত্ত্ব অনুসন্ধান করিলেই যোগীদিগের যোগ-কৌশল জানা যায়, এবং যোগের যে সকল অলৌকিক ফল বর্ণিত আছে, সে সমুদায়েও অবিশ্বাস থাকে না।

প্রকৃতিই যোগীদিগের গুরু এবং প্রকৃতিই যোগীদিগের বর্ণিত যোগফল বুঝিবার দৃষ্টান্ত স্থল,—এই দুই কথা এক্ষণে বিশদ করিয়া বুঝান আবশ্যক হইতেছে। প্রথম যোগী কোন্ স্বভাবের নিকট বা কোন্ প্রকৃতির নিকট,

---

করিয়া পড়িয়া গিয়াছে। ২য় প্রবাদ এই যে, যদি কখন তৃণময় স্থানে বসিবার আবশ্যক হয়, এবং সে স্থানে যদি অনেক জিনে জোঁক থাকে, তবে সজোরে বৃদ্ধাঙ্গুলির অগ্রভাগ দ্বারা তর্জ্জনী অথবা কনিষ্ঠাঙ্গুলির অগ্রভাগ টিপিয়া রাখিবেন। দেখিবেন, জলৌকা সকল নিকটে আসিয়াই স্তম্ভিত আছে। জগতের এইরূপ অনেক কাণ্ড আছে, যাহাদের কারণ অথবা [illegible]।

ism) শিক্ষা করিয়াছিলেন? তাহা অনুসন্ধান কর। অনুসন্ধান দ্বারা যখন জানিতে পারিবে যে, যোগীরা অমুক স্বভাবের নিকট অমুক বিজ্ঞান শিক্ষা করিয়াছিলেন, তখন অনায়াসেই তাহার তথ্য বুঝিতে পারিবে। তাহার ফলাফল সত্য কি মিথ্যা, তাহাও বুঝিতে পারিবে। যোগফলের সত্যাসত্য নির্ণয় করিবার জন্য এতদ্বিধ উপায় ভিন্ন অন্য কোন উপায় নাই। এ সম্বন্ধে আমরা এ স্থানে দিগ্দর্শনের নিমিত্ত, যোগলিপ্সু ব্যক্তিদিগের যোগমন্দিরপ্রবেশের দ্বারস্বরূপ দুই একটী সহজ নিদর্শন উদ্ধৃত করিলাম। এতদ্দৃষ্টে পাঠকগণ বোধ হয় অল্পক্লেশে যোগফলের সত্যাসত্য বুঝিতে পারিবেন।

প্রথম সার্ব্বজ্ঞ্য-শিক্ষা।—মানুষ সর্ব্বজ্ঞ হইতে পারে, এই জ্ঞান তাঁহারা প্রথমে সূর্য্যকান্তমণির নিকট প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। যথা—

"যথাঽর্করশ্মিসংযোগাদর্ককান্তোহুতাশনম্।
আবিষ্করোতি তূলেষু দৃষ্টান্তঃ স তু যোগিনঃ॥"

সূর্য্যরশ্মিসংযোগে সূর্য্যকান্তমণি বহ্নি আবিষ্কার করে, ইহা দেখিয়া যোগিগণ সার্ব্বজ্ঞ্য শিক্ষা করিয়াছিলেন।

কি আশ্চর্য্য উপদেশ! এ উপদেশের মর্ম্ম কি গভীর নহে? ঐ অত্যল্প কথার ভিতর কি শত সহস্র বিজ্ঞান লুক্কায়িত নাই? চিন্তা করিয়া দেখিলেই কি অঙ্গে পুলকোদ্গম হয় না? মস্তক কি বিস্ময়ে পরিপূর্ণ হয় না? ঘুড়ীর লকে বিদ্যুতের আবেশ দেখিয়া তাড়িত-বিজ্ঞান (Telegraph) শিক্ষা অপেক্ষা, বাষ্পবলে রন্ধন-স্থালীর মুখশরাব উৎপতিত হইতে দেখিয়া ষ্টিম্ওয়ার্কের সৃষ্টি করা অপেক্ষা, ফল-পতন-দৃষ্টে পার্থিব আকর্ষণ (Gravitation) জ্ঞান হওয়া অপেক্ষা,—আতস্ পাথরের দ্বারা সূর্য্যকিরণ কেন্দ্রীকৃত বা পুঞ্জীকৃত করিয়া তদ্দ্বারা তৃণপুঞ্জ দগ্ধ করিতে দেখিয়া, ইতস্ততোবিক্ষিপ্ত বা সহস্রমুখী বুদ্ধি-বৃত্তিকে এককেন্দ্রক করিয়া তদ্দ্বারা সূক্ষ্মবিজ্ঞান, ব্যবহিতবিজ্ঞান ও অতীতা-নাগতবিজ্ঞান আবিষ্কার করা কি অত্যধিক ক্ষমতার বিষয় নহে? সমধিক বিস্ময়াবহ নহে? সম্পূর্ণ নূতন নহে? বিস্তৃত, তরল বা বিরলাবয়ব সূর্য্য-কিরণ,—যাহাকে আমরা প্রভা বা আলোক বলি,—সে কাহাকেও দগ্ধ করে না। প্রত্যুত তাহাতে উত্তাপ নাই বলিয়াই প্রতীতি হয়। কিন্তু

কৌশলক্রমে বা উপায়ের বলে, সেই তরলায়িত আলোকরাশিকে যদি কেন্দ্রীকৃত করা যায়, ঘন বা পুঞ্জীকৃত করা যায়, তাহা হইলে দেখিবে যে, সেই সূর্য্যালোকসমূহের পুঞ্জন-স্থানে অর্থাৎ কেন্দ্রভবনে প্রলয়াগ্নির ন্যায় দাহিকা-শক্তি আবির্ভূত হইয়াছে। আতস পাথরের দ্বারা উক্ত সিদ্ধান্তের অত্যল্প মাত্র উদাহরণ দেখান যায়। সূর্য্যকিরণে একখানি অর্ককান্তমণি বা আতস্ পাথর ধর। তন্নিম্নে কতকগুলি তূলা কি শুষ্ক তৃণ রাখ। তূলায় অথবা তৃণে যদি অগ্নি জন্মিতে বিলম্ব দেখ,—তবে পাথরখানিকে অল্পে অল্পে, হয় উপরে, না হয় কিছু নীচে আন। যে স্থানে আসিলে পাথরের ফোকাস্ (Focus) ঠিক হইবে,—পাথর সেই স্থানে আসিবামাত্র দেখিবে, নিম্নস্থ তূলা অথবা তৃণ পুড়িয়া যাইতেছে। উহা পোড়ে কেন? না— ইতস্ততোবিক্ষিপ্ত সহস্রমুখ বিরলাবয়ব সূর্য্যকিরণ আতস্ পাথরের শক্তিতে এককেন্দ্রক হওয়ায় তাহার কেন্দ্রস্থানটী অগ্নিরূপে পরিণত হয়; সুতরাং কেন্দ্রস্থান-স্থিত দাহ্য বস্তু মাত্রেই দগ্ধ হইয়া যায়। এই যেমন দৃষ্টান্ত, তেমনি, ইন্দ্রিয়পথে বহির্গত, ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে বিক্ষিপ্ত, ও বহু স্থানে ব্যাপ্ত বুদ্ধিবস্তুকে-যদি প্রযত্নের দ্বারা, পথরোধের দ্বারা, একত্র করা যায়, ক্রমসঙ্কোচ-প্রণালীতে পুঞ্জীকৃত বা কেন্দ্রীকৃত করা যায়, তাহা হইলে সেই পুঞ্জীকৃত বা কেন্দ্রীকৃত বুদ্ধিতত্ত্বের অগ্রস্থিত যে কোন বস্তু,—সমস্তই তাহার বিষয় বা প্রকাশ্য হইবে। যে সকল বিষয় আমরা সহজে বুঝিতে পারি না, সে সকল বিষয় বুদ্ধিগম্য করিবার জন্য আমরা একাগ্রচিত্ত বা তন্মনা হই। বহুক্ষণ একাগ্র হইয়া চিন্তা করিলেই তাহা আমরা বুঝিতে পারি। কেন পারি? দিগন্তপ্রসারিণী বুদ্ধিবৃত্তি তখন একাগ্রতার দ্বারা, প্রযত্ন-বিশেষের দ্বারা পুঞ্জীকৃত হয়, পুঞ্জীকৃত হইলে তাহার ক্ষমতা বৃদ্ধি হয়, তাই আমরা বুঝিতে পারি। যেমন স্বল্পবিষয় জানিবার জন্য স্বল্প একাগ্রতা অবলম্বন করি, যোগীরা তেমনি, বস্তুর ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান অবস্থা জানিবার জন্য সমস্ত মনোবৃত্তি রুদ্ধ করত একমাত্র জ্ঞাতব্যবিষয়িণী বৃত্তিকে প্রবাহিতা করেন। অন্যান্য মনোবৃত্তি রুদ্ধ হইলে, বুদ্ধিতত্ত্বটী পুঞ্জীকৃত হইলে, তাহার অন্যান্য মুখ বন্ধ হইয়া গিয়া একটী মাত্র মুখ প্রবল হইলে, কোন বস্তুই তাহার অগোচর থাকে না। সহস্রমুখী বুদ্ধির অন্যান্য মুখ রুদ্ধ

করিয়া দিয়া একটী মাত্র মুখ খুলিয়া রাখিলে তাহার বেগ, প্রভাব, বল এত অধিক হয় যে, তাহা বর্ণনাতীত। সহস্রমুখী বুদ্ধি একমুখী হইলে তাহার বেগ অত্যধিক প্রবল হয়,—ইহা তাঁহারা কেবল আতস্ পাথরের নিকট শিক্ষা করেন নাই,—নদীর নিকটেও শিখিয়াছিলেন। নদীর সর্ব্বাঙ্গ রুদ্ধ করিয়া এক স্থানে একটী ছিদ্র করিয়া দিলে, সেই ছিদ্র-স্থানটীতে তাহার সমস্ত বেগ একত্র হইয়া এক মহান্ বেগ উপস্থিত করে। সে বেগের তুলনা নাই। তাহা দেখিয়া তাঁহারা শিক্ষা পাইলেন যে, বুদ্ধির সমস্ত মুখ বাঁধিয়া দিয়া একটী মাত্র মুখ খুলিয়া রাখিলে তাহারও অসাধারণ বেগ বা ক্ষমতা জন্মিবে।

বর্ণিত হইল, প্রকৃতিই মনুষ্যের সকল অভিজ্ঞতার ও সকল উন্নতির মূল। প্রকৃতিই সকল শিক্ষার আদর্শ বা পাঠ্যপুস্তক। প্রকৃতিই বিজ্ঞান-গৃহের প্রবেশ-দ্বার। বুদ্ধিমান্ মনুষ্য প্রকৃতি-পুস্তকের এক একটী অক্ষর পাঠ করেন, আর বুদ্ধিসহকারে তাহারই অনুরূপ এক একটী দৃশ্য আবিষ্কার করেন। প্রকৃতির অনুকরণ করা ভিন্ন মনুষ্যের সম্পূর্ণ নূতন সৃষ্টি করিবার সামর্থ্য নাই। আমরা যে বাষ্পীয়যান, ব্যোমযান ও তাড়িত-যন্ত্র প্রভৃতি দেখিয়া সাশ্চর্য্য হই, নূতন সৃষ্টি মনে করিয়া হর্ষে উৎফুল্ল হই, বস্তুতঃ উহার কিছুই নূতন নহে। সমস্তই স্বভাবের বা প্রকৃতির অনুকরণ। স্বভাবের অনুকরণ করিয়াই যোগীরা দীর্ঘজীবনাদি লাভ করেন।

দীর্ঘজীবন, অনাহার ও কুম্ভক শিক্ষা।—যোগিগণ প্রকৃতি-পুস্তক পাঠ করিতে করিতে আরও দেখিলেন, যদি আমরা উপায়ক্রমে ভেক, কচ্ছপ ও সর্পাদি জাতির স্বভাব অনুকরণ করিতে পারি ত দীর্ঘজীবী হইতে পারিব, এবং দীর্ঘকাল অনাহারে থাকিলেও আমাদের প্রাণবিয়োগ হইবে না।

"নাশ্নন্তি দর্দ্দুরাঃ শীতে ফণিনঃ পবনাশনাঃ।
কূর্ম্মাশ্চৈবাঙ্গগোপ্তারো দৃষ্টান্তা যোগিনোমতাঃ॥"

ঐ সকল জীব শীতকালে মৃত্তিকাবিবর ও গিরিগহ্বরাদি আশ্রয় করিয়া অনাহারে জড়বৎ কালযাপন করে। বিশেষতঃ শীতকালে ভেকজাতির দেহ প্রায় মৃত্তিকাতুল্য হইয়া যায়। তৎকালে তাহাদের ক্ষুধা, তৃষ্ণা, কি অঙ্গ

কোন চেতনকার্য্য, কিছুই থাকে না। কিন্তু বর্ষার প্রারম্ভ হইলে পুনশ্চ তাহারা নবজীবন প্রাপ্ত হয়। তখন তাহারা আহার বিহারাদি জৈবিক কার্য্য করিতে থাকে। যে যোগী কৌশলক্রমে ঐ সকল জীবের স্বভাব অনুকরণ বা অভ্যাস করিতে পারেন, তিনি সহজেই সমাহিত হইতে পারেন; এবং অনাহারেও দীর্ঘকাল জীবিত থাকিতে পারেন। তৎ-কালের অনাহার তাঁহার কিছুমাত্র ক্ষতি করিতে পারে না। কেন-না যোগীর সমাধি আর উল্লিখিত প্রাণিনিচয়ের শীতনিদ্রা প্রায় সমান।

যোগীরা যে প্রাণায়াম অনুষ্ঠান করেন, তাহা তাঁহারা উল্লিখিত প্রাণি-সমূহের নিকট শিক্ষা করিয়াছিলেন সন্দেহ নাই। তাঁহারা অনুসন্ধান করিয়া দেখিলেন যে, কোন এক নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যে সকল প্রাণীর শ্বাস-সংখ্যা অল্প ও অল্পায়ত,—সেই সকল প্রাণীরাই দীর্ঘজীবী। আর যাহা-দের শ্বাসসংখ্যা কিছু অধিক ও দীর্ঘ,—তাহারা অল্পায়ু অর্থাৎ তাহারা অল্প কাল জীবিত থাকে। ইহা দেখিয়া তাঁহারা স্থির করিলেন, মনুষ্য যদি আপনার শ্বাস-প্রশ্বাস অল্পায়ত ও অল্পসংখ্যক করিতে পারে, তাহা হইলে অবশ্যই তাহারা আপন আপন নির্দ্দিষ্ট জীবনকাল অপেক্ষা অধিককাল জীবিত থাকিতে পারে। জীব, শ্বাস-সংখ্যার ও শ্বাস-আয়তনের অল্পতা প্রযুক্তই যে দীর্ঘজীবী হয়,—স্বরোদয়যোগে তাহার কার্য্যকারণভাব বিস্তৃতরূপে বর্ণিত আছে। সে বিচার উঠাইয়া এস্থানে ভূমিকার অবয়ব-বৃদ্ধি করা আমাদের অভিপ্রেত নহে। তথাপি এস্থলে একটি তদনুযায়ী ক্ষুদ্র তালিকা প্রদান করিলাম।

প্রাণী	প্রতিমিনিটে	প্রায়িক-শ্বাস-সংখ্যা		প্রায়িক-পরমায়ু।
শশ	,,	৩৮। ৩৯	,,	৮ (বৎসর)
কপোত	,,	৩৬। ৩৭	,,	৮। ৯
বানর	,,	৩১। ৩২	,,	২০। ২১
কুক্কুর	,,	২৮। ২৯	,,	১৩। ১৪
ছাগল	,,	২৩। ২৪	,,	১২। ১৩
বিড়াল	,,	২৪। ২৫	,,	১২। ১৩
ঘোড়া	,,	১৮। ১৯	,,	৪৮। ৫০

মনুষ্য *	,,	১২।১৩	,,	১০০
হস্তী	,,	১১।১২	,,	ঐ
সর্প	,,	৭।৮	,,	১২০।২২
কচ্ছপ	,,	৪।৫	,,	১৫০।৫৫

এ সম্বন্ধে কএকটি খনার বচন আছে। তাহার একটি এই—

"নরা গজা বিশে শয়,
তার অর্দ্ধেক ঘোড়া বয়।
বাইশ বল্‌দা তের ছাগলা,
গুণে পড়ে বরা পাগলা।"

কেহ কেহ বলেন, "ভেবে ভেবে বরা পাগলা"; এইরূপ পাঠই সঙ্গত। তাহার তাৎপর্য্য এই যে, বরাহ সকল ছাগল অপেক্ষাও অল্পজীবী। বস্তুতঃ অনেক বৃহৎকায় পশু সর্ব্বদাই ধুঁকিতে থাকে। তন্নিবন্ধন তাহাদের রক্ত-সঞ্চলন-ক্রিয়ার আধিক্যহেতু দৈহিক-গঠন দৃঢ় ও বলাধিক্যযুক্ত থাকিলেও তাহাদের আয়ুষ্কাল অতি সংক্ষিপ্ত। ছাগ, গো, মেষ ও মহিষ প্রভৃতি পশুর রোমন্থকালে শ্বাসপ্রশ্বাসের আধিক্য ও আয়তন-বৃদ্ধি হয়। সেই জন্যই তাহারা দীর্ঘকাল জীবিত থাকে না। আয়ুঃক্ষয়কারী ও আয়ুর্ব্বৃদ্ধিকারী কারণান্তর বর্ত্তমান থাকিলে উল্লিখিত নিয়মের ব্যতিক্রম হইয়াও থাকে। যোগিগণ সেই জন্যই উল্লিখিত জীব-নিবহের শ্বাস-প্রশ্বাস আদর্শ করিয়া প্রথমতঃ প্রাণায়াম অভ্যাস করেন। পরন্তু সেই প্রাণায়াম-কার্য্যটি নিতান্ত বিঘ্নপরি-শূন্য নহে। উহা যদি সুনিয়মে শিক্ষা করা না হয়, তাহা হইলে, বিবিধ

---

* পূর্ব্বে যখন লোক সকল সবলকায়, অরোগী ও শতাধিক বৎসর জীবিত থাকিত, তখনকার শ্বাস-সংখ্যার সহিত এখনকার মনুষ্যের শ্বাস-সংখ্যার ঐক্য হয় না। তখনকার মনুষ্যের শ্বাস-সংখ্যা প্রায় ১১, ১২ই ছিল, কিন্তু এখনকার মনুষ্যের আয়ুর অল্পতা প্রভৃতির দোষে তাহাদের শ্বাস-সংখ্যা এক্ষণে প্রায় প্রতিমিনিটে ১৫।১৬ সংখ্যক হইয়া পড়িয়াছে। সেই জন্যই তন্ত্রশাস্ত্রকারেরা কলির মনুষ্যের শ্বাসসংখ্যা গণনা সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে,—"ষষ্টি-শ্বাসৈর্ভবেৎ প্রাণঃ ষট্‌প্রাণা নাড়িকা মতা। ষষ্টিনাড্যা অহোরাত্রং জপসংখ্যাক্রমো মতঃ॥ একবিংশতিসাহস্রং ষট্‌শতাধিকমীশ্বরি। জপতে প্রত্যহং প্রাণী"—ইত্যাদি। ইহার সংক্ষেপ অর্থ এই যে, মনুষ্যজীব এক অহোরাত্রে একুশ হাজার ছয় শ বার হংসমন্ত্র জপ করে অর্থাৎ শ্বাসপ্রশ্বাস নির্ব্বাহ করে। সুতরাং জানা গেল, কলির মনুষ্যেরা প্রতি মিনিটে ১৫ বার মাত্র শ্বাসপ্রশ্বাস সম্পন্ন করে। এই ব্যবস্থা প্রায়িক অর্থাৎ অধিকাংশ মনুষ্যের পক্ষে।

রোগ জন্মিবার সম্ভাবনা আছে। ফুসফুসের স্ফীতি-নিবন্ধন শ্বাস, কাস, মূত্রকৃচ্ছ্র, মস্তিষ্কবিকার ও বিবিধ বায়ুরোগ জন্মিতে পারে। ক্ষুধামান্দ্য, আহারে অরুচি, কোষ্ঠবদ্ধতা ও কায়িক পরিশ্রমে উদ্যমহীনতা প্রভৃতি দোষ প্রায়শঃই উৎপন্ন হইয়া থাকে।

সাধনের ব্যতিক্রম হইলেই রোগ জন্মিবে,—ইহা শুনিয়া ভয় পাওয়া উচিত নহে। কেন-না, ভোগজ উপসর্গের ন্যায় যোগজ উপসর্গেরও শান্তি হইয়া থাকে। "ভোগে রোগভয়ম্" ভোগে রোগভয় আছে। কুষ্ঠিনী সুন্দরী সম্ভোগ করিলে রোগ হইবে, ইহা ভাবিয়া কবে কোন্ কামুক ভোগ-বিমুখ হইয়াছে? তদ্রূপ, যোগীরাও যোগানুষ্ঠানের ব্যতিক্রম হইলে রোগ হইবে, ইহা ভাবিয়া যোগ-বিমুখ হন না। তাঁহাদের মনোভাব এই যে, রোগ হয় হইবে, তথাপি ছাড়িব না। রোগ হয়, চিকিৎসা করিব, চিকিৎসার দ্বারা তাহার শান্তিবিধান করিব। আমাদের ভোগজ ব্যাধি-নিচয় বৈদ্যের নিকট যত দুরপনেয় বা দুঃসাধ্য—যোগীর নিকট যোগজ ব্যাধি তত দুরপনেয় বা তত দুঃসাধ্য নহে। যোগীর নিকট যোগজ উপসর্গ সকল (রোগ) অতি যৎ-সামান্য ও তুচ্ছ বটে, পরন্তু তাহা বৈদ্যের নিকট তুচ্ছ নহে। বৈদ্যেরা কেবল ভোগীদিগের ভোগজ ব্যাধির শান্তিবিধান করিতে পারেন, যোগী-দিগের যোগজ উপসর্গের কিছুমাত্র করিতে পারেন না। যোগীদিগের চিকিৎসা এক স্বতন্ত্র কাণ্ড। আমরা এই গ্রন্থের পরিশিষ্টে তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া পাঠকগণের কুতূহল চরিতার্থ করিব। এক্ষণে প্রসঙ্গা-গত কথা পরিত্যাগ করিয়া প্রস্তাবিত বিষয়ে মনোনিবেশ করা যাউক।

প্রাণায়াম সাধন করিতে করিতে যোগী যখন তাহার উচ্চ-প্রান্তে আরোহণ করেন, তখন তাঁহার এক কিংবা দুই প্রসৃতি নির্জল দুগ্ধ হইলেই যথেষ্ট হয়। তখন তিনি উক্ত পরিমাণের অধিক আহার করিতে পারেন না। করিলেও তাহা পরিপাক প্রাপ্ত হয় না। তৎকালের উপযুক্ত দ্রব্য ব্যতীত, অনুপযুক্ত দ্রব্য ভোজন করিলেও তাহা তাঁহাদের পীড়াজনক হয়। তৎ-কালের অর্থাৎ যোগ-সাধন-কালের উপযুক্ত আহারীয় দ্রব্য কি? তাহা এই গ্রন্থের পরিশিষ্টে বলিব। কোন্ দ্রব্য কিরূপ করিয়া কি পরিমাণে ভোজন করিলে তৎকালের উপযুক্ত হইবে, অর্থাৎ পীড়াকর হইবে না, সে সমস্তই

যোগশাস্ত্রে লিখিত আছে এবং সে সকলের অধিকাংশই পরিশিষ্টে দেখিতে পাইবেন। এক্ষণে যাহা চলিতেছে, তাহাই চলুক।

আহারের পরিমাণ সঙ্কুচিত হইলে দেহ প্রথমতঃ কিঞ্চিৎ ক্লিষ্ট ও ক্ষীণ হয় বটে; কিন্তু তৎসঙ্গে ইন্দ্রিয়সংযম থাকায় পরিণামে সেই ক্ষীণদেহে এক আশ্চর্য্য কান্তি প্রাদুর্ভূত হয়। তাঁহার শরীর তখন রুগ্ন নহে অথচ অধিক বলশালীও নহে, এরূপ মধ্যাবস্থা প্রাপ্ত হয়। যদিও কাহারও কাহারও অধঃকায় কিছু কৃশ, কান্তিহীন ও শিরাব্যাপ্ত হয় বটে, পরন্তু তাঁহার মুখ-মণ্ডলে এমন এক অনির্বাচ্য শ্রী ও জ্যোতিঃ আবির্ভূত হয় যে, সে জ্যোতির ও সে শ্রীর সাদৃশ্য অন্য কোথাও দৃষ্ট হয় না। বিশেষতঃ তদীয় দৃষ্টি বা নেত্র-জ্যোতিঃ অতীব মহিমান্বিত হয়।

"যোগীকো ভোগীকো রোগীকো জান্,
আঁক্‌সে নিশান্ ঔর্ আঁক্‌সে পছান্।"

[জান্—হৃদয় বা অন্তঃকরণ। নিশান্—চিহ্ন। পছান্—পরিচয় পাওয়া]

বস্তুতঃ অপরিচিত লোকের চোক্-মুখের ভাবভঙ্গী দেখিয়া তিনি যোগী, কি ভোগী, কি রোগী, তাহা বিলক্ষণ অনুমান করা যায়।

পূর্ব্বকালে এক ঋষি একদা এক শিষ্যের প্রতি অগ্নিসেবার ভার অর্পণ করিয়া প্রবাসগমন করিয়াছিলেন। কিছু দিন পরে অগ্নিদেবতা সেই শিষ্যের প্রতি পরিতুষ্ট হইয়া শিষ্যকে ব্রহ্মজ্ঞান উপদেশ করিলেন। ঋষি গৃহাগত হইয়া দেখিলেন, শিষ্যের মুখকান্তিতে ও নেত্রজ্যোতিতে আর পূর্ব্বের ন্যায় অজ্ঞানভাব নাই। তিনি বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কথং সোম্য! ব্রহ্মবিদিব ভাসতে তে মুখম্?" বৎস! তোমার মুখ যে আজ্ ব্রহ্মজ্ঞদিগের মুখের ন্যায় উদ্ভাসিত দেখিতেছি কেন?

ঋষি যেমন শিষ্যের মুখ দেখিবামাত্র তাহার ব্রহ্মজ্ঞতা অনুভব করিতে পারিয়াছিলেন, সেইরূপ, সকল ব্যক্তিই নৈপুণ্য সহকারে চোক্ মুখ পর্য্যবেক্ষণ করিলে, সে ব্যক্তি যোগী, কি ভোগী, কি রোগী, তাহা বুঝিতে পারেন। হিন্দুস্থানী পণ্ডিতের ন্যায় একজন ইংরেজ পণ্ডিতও বলিয়াছেন, "A face is an index of a man's character." বস্তুতঃ মুখই পর-মনো-

বৃত্তি বুঝিবার আদর্শস্বরূপ। কারণ এই যে, মনুষ্যের অন্তঃকরণ বা অন্তঃকরণের বৃত্তি চিৎপ্রতিবিম্বিত হইয়া সদাসর্ব্বদা নেত্রপথে বহিরাগত হয় *। লোকের মনোভাব চৈতন্যের আলোকে পরিব্যাপ্ত হইয়া নেত্ররশ্মির যোগে বহিরাগত হয় বলিয়াই মুখমণ্ডলে বিবিধ বিকার প্রাদুর্ভূত হয়। সেই জন্যই অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা লোকের চোক্-মুখ দেখিয়া তাহাদের মনোভাব প্রায়ই বুঝিতে পারেন, অনভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ তাহা পারে না। যিনি অভিজ্ঞ অথবা যে মহাত্মা নিসর্গের উক্ত অদ্ভুত প্রভাব বুঝিতে পারেন, অবশ্যই তিনি তদ্বিষয়ক নূতন শিল্প উদ্ভাবন করিতে পারেন, সন্দেহ নাই। সেই নূতন শিল্পের দ্বারা তিনি না করিতে পারেন এমন কার্য্যই নাই। তিনি সেই দৃষ্টি-বিজ্ঞান বা চাক্ষুষী-বিদ্যার দ্বারা † মনুষ্যকে পাগল করিয়া তুলিতে পারেন, মুগ্ধ করিয়া রাখিতে পারেন, ইন্দ্রজাল বা বিবিধ ভোজবাজী (ভেল্কী) দেখাইতে পারেন, অন্যের আত্মায় ও অন্যের অন্তঃকরণে আপনার আত্মাকে ও আপনার ইচ্ছাশক্তিকে আবিষ্ট করিতে পারেন, অনন্তর তাহাকে আকর্ষণ, বিকর্ষণ ও অভিভূতীকরণ প্রভৃতি যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারেন। পূর্ব্বে অজ্ঞ লোকেরা এই চাক্ষুষী-বিদ্যাকে ছিটা মন্ত্র, ডাইনের মন্ত্র ও কামরূপ কামাখ্যার আজ্ঞা বলিয়া জানিত। পূর্ব্বে কামরূপবাসিনী রমণীরা নাকি এই চাক্ষুষী-বিদ্যার যৎকিঞ্চিৎ মহিমা জ্ঞাত ছিল, তাই তাহারা নির্ব্বোধ পুরুষদিগকে ভেড়া বানাইয়া রাখিত। এখনকার বারাঙ্গনারা ত কোন বিদ্যাই জানেন না, তথাপি, তাঁহারা সম্মুখে আদর্শ বা আয়না রাখিয়া মনোমুগ্ধকরী দৃষ্টি (চাহনী) শিক্ষা করেন, হাসি ও ভ্রূভঙ্গী প্রভৃতি শিক্ষা করেন। তাঁহাদের অভিপ্রায়, আমরা যুবকদিগকে "আইস" বলিয়া ডাকিব না; তাহারা কামান্ধ ও মুগ্ধ হইয়া আপনাআপনি আমাদের নিকট আসিবে। অনেক ফকীর, অনেক দরবেশ, অনেক বাউল, অনেক নেড়া বৈষ্ণব, অনেক নানক-পন্থী ও অনেক সন্ন্যাসী চাক্ষুষী-বিদ্যা কি? তাহা জানেন না,

---

* "চক্ষুর্গ্রস্থমনোবৃত্তি-শ্চিদ্‌যুক্তা রূপভাসিকা।
দৃষ্টিরিত্যুচ্যতে তজ্‌জ্ঞৈঃ সৈব লিঙ্গং তদাত্মনঃ॥"
তদাত্মনঃ তস্য জনস্য আত্মনঃ স্বভাবস্য অন্তঃকরণস্য বা লিঙ্গং গমকম্।

† চাক্ষুষী নাম বিদ্যেয়ং যাং সোমায় দদৌ মনুঃ।
দদৌ স বিশ্বাবসবে মম বিশ্বাবসুর্দদৌ॥"—মহাভারত।

তথাপি তাঁহারা উঁহার যৎকিঞ্চিৎ প্রতিচ্ছায়া শিক্ষা করিতে ত্রুটী করেন না। ফল, মনের ভাব, মনের ইচ্ছা, মনের নেশা বা মনের আসক্তি চক্ষে আনিতে না পারিলে লোককে আত্মমতে আকর্ষণ ও বশ্য করা যায় না, লোক সংগ্রহ করাও যায় না, এ কথা মিথ্যা নহে। যে সাধক বা ধর্ম্মাচার্য্য আপনার অন্তরের ইচ্ছাকে, ধর্ম্মের নেশাকে চক্ষে আনিতে পারেন, সেই সাধকই লোককে আত্মমতে আকর্ষণ করিতে পারেন; অন্যে পারেন না।

প্রাকৃত মনুষ্যেরা অতি জঘন্য অভিলাষ চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত যৎসামান্যাকারের চাক্ষুষী-বিদ্যা বা তাহার আভাসমাত্র অভ্যস্ত করিয়া থাকে। কিন্তু যোগীরা অতি উচ্চতম ক্ষমতালাভের নিমিত্ত, যাহা উচ্চতম দৃষ্টিবিজ্ঞান বা চাক্ষুষী-বিদ্যা, তাহারই অনুশীলন ও শিক্ষা করেন। তাঁহাদের যোগশাস্ত্রে যে "ত্রাটক" নামক যোগের উল্লেখ আছে, তাহা সেই অদ্ভুত দৃষ্টিবিজ্ঞানের বা চাক্ষুষী-বিদ্যার ক্ষুদ্রতম শাখা। দৃক্‌শক্তি বাড়াইবার জন্য, সূক্ষ্ম ও ব্যবহিত বস্তু দেখিবার জন্য, সিদ্ধগন্ধর্ব্বাদি অমানবপ্রাণী সন্দর্শনের জন্য, চাক্ষুষ জ্যোতিকে স্বাধীন করিবার জন্য, নিদ্রাতন্দ্রাদি অশেষবিধ চাক্ষুষ-দোষ বিনাশের জন্য, প্রথমতঃ তাঁহারা ত্রাটক-বিদ্যা বা ত্রাটক-যোগ শিক্ষা করেন। ত্রাটক-বিদ্যা শিখিবার প্রথম সোপান এই—

"নিরীক্ষেন্নিশ্চলদৃশা সূক্ষ্মলক্ষ্যং সমাহিতঃ।
অশ্রুপ্রপাতপর্য্যন্ত-মার্য্যৈস্তৎ ত্রাটকং স্মৃতম্ ॥
মোচনং নেত্ররোগাণাং তন্দ্রাদীনাং কবাটকম্।
এতচ্চ ত্রাটকং গোপ্যং যথা হাটকপেটকম্ ॥"

কোন এক সজ্যোতিঃ বস্তুর (ধাতুর) অথবা প্রস্তরের দ্বারা প্রস্তুত সুন্দর সুদৃশ্য বা নেত্রপ্রীতিকর একটী সূক্ষ্ম লক্ষ্য সম্মুখে রাখিবে। অনন্তর যোগাসনে উপবিষ্ট ও তন্মনা হইয়া নির্নিমেষ নেত্রে কেবল তাহাই দেখিতে থাকিবে। যতক্ষণ চক্ষে জল না আইসে, ততক্ষণ দেখিবে। শরীর না নড়ে, পলক না পড়ে, মন বিচলিত না হয়, এরূপ নিয়মে, চক্ষে জল আসা পর্য্যন্ত সেই দৃশ্যের প্রতি চক্ষুকে বা দৃষ্টিকে আবদ্ধ রাখিবে। চক্ষে জল আসিলেই তাহা আর দেখিবে না। কিছুকাল এইরূপ করিলেই দৃক্‌শক্তি বাড়িয়া

যাইবে। চক্ষুর দোষ সকল নষ্ট হইবে। নিদ্রাতন্দ্রাদি স্বাধীন হইবে এবং চক্ষুর রশ্মিনির্গমপ্রণালী বিশুদ্ধ হইয়া আসিবে।

"গাঢ়াতপে স্বপ্রতিবিম্বমীশ্বরম্,
নিরীক্ষ্য বিস্ফারিতলোচনদ্বয়ম্।
যদাঽঙ্গনে পশ্যতি স্বপ্রতীকম্,
নভোঽঙ্গনে তৎক্ষণমেব পশ্যতি॥"

* * * * *

প্রখর রৌদ্রের সময় আত্মপ্রতিবিম্ব (ছায়া) নিরীক্ষণ পূর্ব্বক আকাশে নেত্রদ্বয় বিস্ফারিত করিবেক। অনন্তর, ক্রমে যখন চত্বরে আত্মপ্রতীক দৃষ্ট হইবে, তখন তাহা আকাশেও দৃষ্ট হইবে। এই প্রক্রিয়ায় সিদ্ধ হইলে যোগী গগনচর সিদ্ধপুরুষদিগকেও দেখিতে পান।

চাক্ষুষী-বিদ্যা লাভের জন্য এইরূপ অনেক সুপন্থা আছে। পরন্তু সে সকল পন্থা অত্যন্ত দুর্জ্ঞেয় ও দুষ্প্রচার আছে। এই বিদ্যার অধিকারী হইবার জন্য, সদাসর্ব্বদা অভ্যাসের জন্য, অপর কতকগুলি এরূপ সুগম প্রক্রিয়ার উপদেশ আছে—যাহা সকল লোকেই সহজে (অক্লেশে) আয়ত্ত করিতে পারে। পরন্তু সে সকল প্রক্রিয়া কেবল ত্রাটক-বিদ্যালাভের উপায় নহে, মনঃস্থৈর্য্যেরও উপায় বটে। প্রক্রিয়াগুলি এই:—সদাসর্ব্বদা নাসাগ্রদর্শন ও দেবচক্ষু করিয়া ললাট-বিন্দুদর্শন প্রভৃতি। যথা—

"নাসাগ্রং দৃশ্যতে যেন পদ্মাসনগতেন বৈ।
মনসোমরণং তস্য খেচরত্বং প্রসিধ্যতি॥"
"ভ্রুবোরন্তর্গতা দৃষ্টিঃ * * * *॥" ইত্যাদি।

যোগী পদ্মাসনে উপবিষ্ট ও তন্মনা হইয়া নাসাগ্রমাত্র দর্শন করিবেন।

---

১ * আমাদের দেশে যে শালগ্রাম শিলা, ধাতুনির্ম্মিত দেবমূর্ত্তি ও ত্রিকোণাকার স্বস্তিক যন্ত্র প্রভৃতি সম্মুখে রাখিয়া পূজা করিবার পদ্ধতি প্রচারিত আছে, এই ত্রাটক যোগই তাহার মূল। ত্রাটকযোগে অধিকারিতা লাভের জন্যই উক্ত প্রথার সৃষ্টি হইয়াছিল, কিন্তু তাহা এক্ষণে বিপরীত অর্থে পরিণত হইয়াছে। স্বর্ণরৌপ্যরেখাদিসমন্বিত শালগ্রাম শিলা, বাণলিঙ্গ শিব, অষ্টধাতুনির্ম্মিত দেবমূর্ত্তি, স্ফটিকনির্ম্মিত ও স্বর্ণরৌপ্যনির্ম্মিত ত্রিকোণ যন্ত্র চতুষ্কোণ ও ষট্-কোণ যন্ত্র প্রভৃতি সম্মুখে রাখিয়া আমরা প্রত্যহই পূজা করি, পরন্তু উদ্দেশ্যজ্ঞান না থাকা-

ক্ষারতে করিতে ক্রমেই তাঁহার মনের মরণ অর্থাৎ মনোবৃত্তির লয় বা অনু-খান হইবে এবং খেচরী-বিদ্যায় পটুতা জন্মিবে *।

দৃষ্টি যদি ভ্রূদ্বয়ের অন্তরস্থ বিন্দুকেন্দ্রে আবদ্ধ হয় ত শীঘ্রই ত্রাটক-সিদ্ধি ও সমাধি জন্মে।

এই ভারতবর্ষে একসময়ে এই উচ্চতম যোগবিদ্যার এমন প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল যে, গৃহে গৃহে স্ত্রীলোকেরাও এই বিদ্যায় পারদর্শিনী হইত। মহাভারতে একটী আখ্যায়িকা আছে। তাহাতে লিখিত আছে, সুলভা নাম্নী জনৈক রমণী যোগবিদ্যায় ঐরূপ অভিজ্ঞা ছিলেন যে, তৎকালের প্রধান যোগী জনক রাজাকেও তিনি যোগবলে অভিভূত করিয়াছিলেন। যথা—

"সুলভা ত্বস্য ধর্ম্মেষু মুক্তোনেতি সসংশয়া।
সত্ত্বং সত্ত্বেন যোগজ্ঞা প্রবিবেশ মহীপতেঃ॥
নেত্রাভ্যাং নেত্রয়োরস্য রশ্মীন্ সংযম্য রশ্মিভিঃ।
সা চ সঞ্চোদয়িষ্যন্তী যোগবন্ধৈর্ব্ববন্ধ হ॥" ইত্যাদি।

যোগিনী সুলভা শুনিলেন যে, রাজর্ষি জনক মুক্তপুরুষ ও পরমযোগী। অনন্তর তিনি তাঁহার মুক্ততা পরীক্ষা করিবার জন্য মিথিলা নগরীতে উপস্থিত হইলেন। তৎপরে তিনি আপনার বুদ্ধিসত্ত্বের দ্বারা রাজার বুদ্ধিসত্ত্বে (অন্তঃকরণমধ্যে) প্রবেশ করিলেন। কিরূপে তিনি আপনার আত্মাকে রাজার অন্তরে প্রবিষ্ট করাইলেন? ইহা ঐ শ্লোকের পরশ্লোকে ব্যক্ত আছে। অর্থাৎ তিনি আপনার চক্ষুর্দ্বয়কে রাজার চক্ষুর্দ্বয়ের অভিমুখে ঠিক সমসূত্র-

---

তেই আমরা তাহাঁর ফলভোগী হই না। আজন্মকাল শালগ্রাম পূজা করিয়াও আমরা ত্রাটক ফলে বঞ্চিত হই, ইহা সামান্য আক্ষেপের বিষয় নহে।

* ত্রাটক যোগে অধিকারী হইবার জন্যই সদাসর্ব্বদা নাসাগ্র, ভ্রূমধ্য ও ললাটবিন্দু দর্শন করিতে হইবে। এই মহতী সাধনাকে সুগম করিবার জন্যই ঋষিরা কেহ ভ্রূমধ্যে, কেহবা ললাটমধ্যে তিলক ধারণ করিতেন। অভিপ্রায় এই যে, সেই সেই স্থানে কোন একটা চিহ্ন বিন্যাস করিলে দৃষ্টি তাহাতে সহজে আবদ্ধ করা যায়। এতদ্বিধ অভিপ্রায় সিদ্ধির জন্যই ঋষিরা তিলক ধারণের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। কিন্তু এক্ষণকার ভট্টাচার্য্য মহাশয়েরা সে উদ্দেশ্য ভুলিয়া গিয়া "স্নানের সাক্ষী কোঁটা" করিয়া তুলিয়াছেন। বৈষ্ণবী রমণীরা যে নাসাগ্রে রসকলি তিলক পরেন, ভাবিয়া দেখিলে, তাহাই উত্তম অবলম্বন। তাহাই নাসাগ্র-দর্শন-সাধনার অত্যন্ত সুগম উপায়। পরন্ত তাহা এক্ষণে বৈরাগী ভুলাইবার প্রধান বা উচ্চতম উপায় বলিয়া গণ্য হইয়াছে।

পাতক্রমে স্থাপিত করিয়া এবং আপনার নেত্ররশ্মির দ্বারা রাজার নেত্ররশ্মি সংযত করিয়া, তাঁহার আত্মাকে যোগরূপ বন্ধনে বদ্ধ করিলেন। রাজাও সেই সুলভার অদ্ভুত কার্য্য দর্শনে বিস্মিত হইয়া, ইনি আমাকে কিজন্য বাঁধিতেছেন? ইহা জানিতে ইচ্ছা করিলেন।

যোগিনী সুলভা রাজর্ষি জনককে যাহা করিতেছিলেন, তথায় কোন ইংরাজ দর্শক থাকিলে বলিতেন, সুলভা রাজাকে Mesmerise মেস্‌মেরাইজ্ করিতেছে। যাহাই হউক, এখনকার মেস্‌মেরিজ্‌ম্ সুলভার সেই কার্য্যের ছায়ার স্বরূপ হইলেও হইতে পারে।

ভাল এক প্রসঙ্গাগত কথায় প্রস্তাবিত কথা ভুলিয়া গেলাম। সে সকল কথা কোথায় বা কোন্ প্রান্তে পড়িয়া আছে তাহার ঠিকানা নাই। এ সকল অবান্তর কথা থাকুক, পুনর্ব্বার প্রস্তাবিত বিষয় উত্থাপিত করা যাউক।

"সমে শুচৌ শর্করাবহ্নিবালুকা-
বিবর্জিতে শব্দজলাশ্রয়াদিভিঃ।
মনোঽনুকূলে ন চ চক্ষুঃপীড়নে,
গুহানিবাতাশ্রয়ণে প্রযোজয়েৎ ॥"

সমাধিলিপ্সু যোগী জনশূন্য, বায়ুশূন্য, ও উপদ্রবশূন্য মনোরম প্রদেশে বাস করত স্বীয় অভীষ্ট সাধনে নিবিষ্ট থাকিবেন। যে স্থানে কোন অপ্রীতিকর বা মনশ্চাঞ্চল্যজনক উপদ্রব বিদ্যমান থাকে—অথবা কোন উৎকট শব্দাদি শুনিবার সম্ভাবনা থাকে—যোগী তাদৃশ স্থলে বাস করিবেন না। অপক্কনিদ্রাবস্থায় হঠাৎ কোন উৎকট ধ্বনি কর্ণপ্রবিষ্ট হইলে, কি শরীরে কোন বেদনাদায়ক বস্তু স্পৃষ্ট হইলে, সহসা নিদ্রাচ্ছেদ হওয়ায় যেমন মনের স্বাস্থ্য বিনষ্ট হয়, সেইরূপ, অপক্ক সমাধি অবস্থাতেও হঠাৎ কোন উৎপাত-ঘটনা হইলেও মনের একাগ্রতা ভাঙ্গিয়া যায়, এবং তজ্জনিত মনের চমক্ ও তাহা হইতে বিবিধ মানস ব্যাধি উৎপন্ন হয়। সেই কারণে যোগসাধন-কালে নির্জ্জন গিরিগুহা ও উপদ্রবশূন্য নিবিড় অরণ্য আশ্রয় করাই কর্ত্তব্য। গিরিগহ্বরে ও ভূ-বিবরে বাস করিলে প্রকারান্তরে সর্পাদি জাতির বিবর-বাসের অনুকরণ করাও হয়। ঐ সকল প্রাণী যেমন

শীতসময়ে গর্ত্তপ্রবেশপূর্ব্বক অনাহারে কাল যাপন করে, যোগীরাও তদ্রূপ গিরিগহ্বরে ও নিবিড় নিকুঞ্জোদরে প্রবেশপূর্ব্বক সমাহিত হইয়া থাকেন। এরূপ শুনা গিয়াছে যে, অনেক বুজ্‌রুক্ মুসলমান ফকীর গর্ত্ত খনন করিয়া তন্মধ্যে অতি যৎসামান্য আহার অবলম্বন করিয়া মাসাধিক কাল বাস করিয়াছেন। বিবর-বাসের অন্যবিধ উদ্দেশ্যও আছে। তাঁহাদের মনোভাব এই যে, বাহিরের বায়ু সর্ব্বদাই পরিবর্ত্তনশীল। তন্নিবন্ধন তাহার উষ্ণতাদিও ন্যূনাধিক হয়। বায়ুর পরিবর্ত্তন ও তাহার সেই ন্যূনাধিক-গুরুত্বাদির দ্বারা শরীরেরও পরিবর্ত্তন বা অবস্থান্তর হয়। সেইজন্য, শরীরকে অপেক্ষাকৃত স্থিরতর রাখিবার জন্য, যে স্থানে বায়ুর পরিবর্ত্তন বা তাহার রূপান্তর অতি অল্প পরিমাণে হয়, যোগীদিগের তাদৃশ স্থান আশ্রয় করাই কর্ত্তব্য। তাদৃশ স্থানই জড় অবস্থায় বাস করিবার বিশেষ উপযোগী। গর্ত্তে বা গিরিগহ্বরে বাস করিলে যদিও শরীরের ত্বক্ কিছু বিকৃত হইবার সম্ভাবনা,—নির্ম্মল ও বহমান বায়ু সেবন না করিলে যদিও পীড়া হইবার সম্ভাবনা আছে,—কিন্তু সে সম্ভাবনা কুম্ভক অর্থাৎ দৈহিক বায়ুর বেগধারণ-পূর্ব্বক সমাহিত বা বাহ্যজ্ঞানবর্জ্জিত অবস্থায় আছে কি না সন্দেহ। চিকিৎসকদিগের নির্ণীত উক্ত নিয়ম বোধ হয় সমাধি অবস্থায় খাটে না। চিত্তের দৃঢ় একাগ্রতাই তাঁহাদের শরীরকে তখন অবিকৃত রাখে।

বায়ুর বেগধারণ যে সমাধির বা বাহ্য-সংজ্ঞা-বিলোপের প্রধান কারণ, তাহা আধুনিক ডাক্তারগণের মত অবলম্বন করিলেও সপ্রমাণ করা যায়। ডাক্তারেরা বলেন, বহুক্ষণ পর্য্যন্ত বারংবার নিশ্বসিত বায়ু সেবন করিলে লোকের বাহ্যজ্ঞান বিলুপ্ত হয়। ডাক্তারদিগের এই মত যদি সত্য হয় ত যোগীদিগের "বার বার রেচক, পূরক ও কুম্ভক করিলে সমাধি জন্মে" এ মত সত্য না হইবে কেন? ইংরাজ ডাক্তারেরা বলেন, বায়ু যতই ফুসফুস্ হইতে বহির্গত হয়, ততই তাহাতে (Nitrogen) ক্ষারজানের আধিক্য হয়। কোন কোন ডাক্তার নাকি দেখিয়াছেন, উপর্য্যুপরি বার বার ও ঘনঘন নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলে, প্রতিবারের নিশ্বসিত বায়ুতে শতকরা এক ভাগ করিয়া ক্ষারযানের বৃদ্ধি হয়। অন্য এক সাহেব ডাক্তার বলিয়াছেন—যে সকল প্রাণীর দেহে উষ্ণশোণিত প্রবাহিত হয়, তাহাদিগকে যদি গবাক্ষবর্জ্জিত

প্রকোষ্ঠমধ্যে আবদ্ধ রাখা যায়,—তাহা হইলে যখন তত্রস্থ বায়ুতে শতকরা ১০ কি ১১ ভাগ ক্ষারযান জন্মিবে,—তখন আর তাহাদের চৈতন্য থাকিবে না। নিশ্চয়ই তাহারা তখন অচৈতন্য হইয়া পড়িবে। ইংরাজদিগের বর্ণিত নিশ্বসিত বায়ুর পুনঃপুনঃ সেবন যদি চৈতন্য-হরণের বা বাহ্যজ্ঞান-বিলোপের কারণ হয় ত যোগীদিগের বর্ণিত রেচক পূরক ও কুম্ভক-নামক প্রাণায়াম-ক্রিয়াটী সমাধিলাভের কারণ না হইবে কেন ?

আরও দেখা যায় যে, সকল জীবের শ্বাসক্রিয়া ধীরে ধীরে সম্পন্ন হয়,—তাহাদের দৈহিক সন্তাপ অতি অল্প। যাহারা ঘন ঘন নিশ্বাস ছাড়ে,—তাহাদের দৈহিক উষ্ণতা কিছু অধিক। জীব আত্ম-শরীরের তাপ-পরিমাণের অল্পাধিক্য অনুসারে ক্ষুৎপিপাসাকুল হইয়া থাকে। শিশুগণ ঘন ঘন শ্বাস প্রশ্বাস ত্যাগ করে বলিয়া তাহাদের দেহের তাপপরিমাণ কিছু অধিক। তজ্জন্যই তাহারা ক্ষুৎপিপাসা সহ্য করিতে অক্ষম। যুবকদিগের শ্বাসসংখ্যা অপেক্ষাকৃত অল্প, তন্নিবন্ধন তাঁহাদের দৈহিক তাপও অল্প, সেইজন্য তাঁহারা কিছু অধিক সহিষ্ণু। পক্ষিজাতির দৈহিক সন্তাপ প্রায় ১০৬ হইতে ১০৯, সেই জন্য তাহারা দুই তিন দিনের অধিক ক্ষুৎপিপাসা সহ্য করিয়া জীবিত থাকিতে পারে না। সর্পজাতির দেহ পক্ষিজাতির দেহের ন্যায় সন্তপ্ত নহে; তৎকারণে তাহাদের নিকট অল্পপরিমিত (Oxygen) অম্লযান বায়ুই যথেষ্ট। এবং সেই কারণেই তাহারা তিন চারি মাস আহার না করিয়াও থাকিতে পারে *। প্রাণায়ামপরায়ণ যোগীদিগেরও দৈহিক সন্তাপ অল্প,—সুতরাং তাঁহারাও সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সহিষ্ণু। এমন কি, তাঁহারা সর্পজাতির ন্যায় দীর্ঘকাল পান ভোজন ও নির্ম্মল বায়ু সেবন না করিয়াও জীবিত ও বিনা উদ্বেগে গিরিবিবরে ধ্যাননিমীলিতনেত্রে থাকিতে পারেন।

ব্রাহ্মণেরা যে আয়তস্বরে প্রণবোচ্চারণ করিয়া থাকেন, তাহা তাঁহাদের প্রাণায়াম শিক্ষার বিশেষ উপযোগী। প্রণব যদি বিহিতনিয়মে বার বার উচ্চারিত হয় ত তৎসঙ্গে কিছু না কিছু প্রাণসংযম হইবেই হইবে। অর্থাৎ যে সময়ের মধ্যে তাঁহাদের অন্যূন তিন বার নিশ্বাস হইত, বিহিতক্রমে

* "ফণিনঃ পবনাশনাঃ।" প্রসিদ্ধি আছে যে, সর্পেরা বায়ু মাত্র ভোজন করিয়া অনেক দিন জীবিত থাকিতে পারে।

প্রণবোচ্চারণ করিলে সেই সময়ের মধ্যে তাঁহাদের একটীর অধিক নিশ্ব হইতে পারে না। মনঃসংযোগপূর্ব্বক প্রণবোচ্চারণ করিলে তাহা যে প্রাণায়ামের [illegible]কারী হয়, তেমনি, অন্যান্য উপকারও সাধিত হ কি উপ[illegible] তাহা একটু অনুসন্ধান করিলেই জানা যায়। মন সংযোগপূ[illegible]স্বরবিশিষ্ট প্রণবাদি অল্পাক্ষর-শব্দের উচ্চারণ যে শরী উপর কি[illegible] কার্য্য করে? কিরূপ শক্তি বা ক্ষমতা বিস্তার করে? তাহা অতীব দুর্বোধ্য। অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে তাহার যৎকিঞ্চিন্মাত্র লৌকিক ফল দেখা যায়। সে ফলটীও প্রায় সমাধির তুল্য অর্থাৎ সুষুপ্তি বা নিঃস্বপ্ন নিদ্রার তুল্য। মানসিক উদ্বিগ্নতা হেতু রাত্রে যাঁহাদের শীঘ্র নিদ্রাকর্ষণ হইবে না,—তাঁহারা পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন, একমনে দীর্ঘস্বরবিশিষ্ট ওঁ অথবা হ্রীঁ প্রভৃতির কোন এক শব্দ অন্যূন ৫০০ বার স্মরণ করিলে অত্যুত্তম তৃপ্তিজনক নিদ্রার আবির্ভাব হয় কি না। স্মরণকালে চিত্তকে প্রশান্তভাবে নিমগ্ন রাখিবে, অথবা কোন এক তৃপ্তিকর বিষয়ে নিবিষ্ট রাখিবে। কদাচ চঞ্চল হইতে দিবে না। তাহা হইলে ক্রমে উত্তম নিদ্রার আবির্ভাব হইবে *। উত্তম নিদ্রা হইবার কারণ এই যে, স্নায়বিক উত্তেজনায় শরীর ও মন ম্লান হইলে উক্তবিধ শব্দের অনুধ্যানে স্নায়বিক উগ্রতার শান্ত হয়। এই সকল নিগূঢ়তত্ত্ব অনুসন্ধান দ্বারা স্থিরীকৃত হয় যে, একমনে প্রণব কি অন্য কোন মন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে ক্রমে স্নায়বিক উগ্রতা শান্ত হইয়া অবশেষে উৎকৃষ্ট নিদ্রার অনুরূপ অত্যুত্তম সমাধিও আবির্ভূত হইতে পারে। ওঁ প্রভৃতি ঈশ্বর-বোধক শব্দ ভিন্ন অন্য কোন নিরর্থক শব্দের উক্তবিধ শক্তি আছে কি না, তাহা আমরা জ্ঞাত নহি; পরন্তু আমরা দেখিতে পাই, যোগিগণ যোগ-সাধনকালে অনির্ব্বচনীয়শক্তিপূর্ণ ঈশ্বরবোধক শব্দ ভিন্ন অন্য কোন নিরর্থক শব্দ অবলম্বন বা উচ্চারণ করেন না। মন্ত্রজপের চরমে অত্যুত্তম সমাধি জন্মে, ইহা দেখিয়াও যোগীরা মন্ত্রজপকে যোগের অন্যতম পথ বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। এই মন্ত্রযোগের কিয়দংশ পরিশিষ্টে বর্ণন করিব। †

---

* "নমস্কৃত্যাঽব্যয়ং বিষ্ণুং সমাধিস্থঃ জপেন্নিশি।
জপন্নিষ্টমনুং শান্তঃ সুখসুপ্তো ভবত্যধিকম্‌॥"—সর্ব।

† পূর্ব্বকালের ব্রাহ্মণেরা রোগ শোক নিবারণের জন্য যে বিবিধ শান্তি স্বস্ত্যয়নাদি (মন্ত্র-

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, আদিম মনুষ্যেরা নিসর্গের বা প্রকৃতির অনুকরণ করিয়াই যোগী হইতেন। সর্পাদিজাতির হৈমন্তিক জড়তা ও অনশন প্রভৃতি অনেকানেক দুষ্কর কার্য্য সকল কখন কখন মানবদিগেরও ঘটিয়া থাকে। পরন্তু অজ্ঞ লোকেরা অনবধানবশতঃ তাহার কারণ অনুধাবন করিতে পারে না। অনেক মানব কিছুমাত্র প্রকৃতিতত্ত্ব জানে না—অথচ তাহারা এরূপ অনেক কার্য্য করে—যাহার সঙ্গে যোগের কোন কোন অঙ্গের বিলক্ষণ সৌসাদৃশ্য আছে। ভানুমতীর বাজী তাহার অন্যতম নিদর্শন। ভানুমতীর বাজীকে আমরা সমাধির অনুকরণ বলিলেও বলিতে পারি। কেননা, সেই কার্য্য দেখাইবার পূর্ব্বে তাহাকে কুম্ভক করিতে হয় ও তদ্দ্বারা আপনার বাহ্যচৈতন্য বিলুপ্ত করিতে হয়। শরীরের মধ্যে বায়ুপুঞ্জ আবদ্ধ থাকাতে তাহার শরীর যখন নিতান্ত লঘু হইয়া পড়ে, তখন সে এক গাছী যষ্টিমাত্র অবলম্বন করিয়া শূন্যোপরি যোগাসনে উপবিষ্ট থাকিতে পারে। ক্রমে তাহার অবলম্বিত যষ্টিগাছিকে ধীরে ধীরে সরাইয়া লইলেও, সে সাগরবক্ষে ভাসমান তরণির ও তুলারাশির ন্যায় শূন্যোপরি বায়ুসমুদ্রে ভাসিতে পারে। এই কার্য্যে পটুতা লাভ করিতে হইলে, শৈশব কালেই উহার শিক্ষারম্ভ করিতে হয়। বয়স অধিক হইলে এই কার্য্য অতি দুষ্কর হইয়া দাঁড়ায়। সেই জন্যই ভোজবাজী-ব্যবসায়ীরা আপন আপন কন্যাদিগকে উক্তবিদ্যা শিখাইবার নিমিত্ত অতি শৈশব কালেই তাহাদিগকে প্রথমতঃ জলমগ্ন হইতে শিখায়। শিক্ষার সময় দুগ্ধ, ঘৃত, মাংসের যুস্ ও কোমল অন্নমণ্ড প্রভৃতি সুপথ্য প্রদান করে। ক্রমে যখন জলমগ্ন থাকা অভ্যস্ত হয়, তখন তাহারা অন্যূন অর্দ্ধদণ্ডকাল জলমগ্ন থাকিতে কিছুমাত্র ক্লেশ বোধ করে না। তখন তাহাদিগকে স্থলে বালুকারাশির উপর বদ্ধপদ্মাসনে উপবিষ্ট করাইয়া কুম্ভক করিতে শিখায়। কুম্ভকাভ্যাস সুদৃঢ় হইলে ক্রমে তাহার নিম্নস্থ বালুকারাশি অল্পে অল্পে (নিঃসাড়ে) সরাইয়া লয়। এই প্রক্রিয়ার দ্বারা ক্রমে তাহাদের নিরবলম্ব

জপ ও চণ্ডীপাঠ প্রভৃতি.) করিতেন, ভাবিয়া দেখিলে, সে সকল কার্য্য অযুক্ত বা অমূলক বলিয়া বোধ হয় না। পরন্তু সে সমুদায়ই একতন্মূলক বলিয়াই প্রতীত হইবে। একমনে মন্ত্রোচ্চারণ ও মন্ত্রার্থস্মরণ করিতে করিতে যদি মানসিক উগ্রতার শান্তি হয় ত তৎক্রমে মানসিক পরিবর্ত্তন ও অঘটিত যোগাদি প্রকাশিত না হইবে কেন?

হইয়া শূন্যোপরি যোগাসনে বসিবার শক্তি জন্মে। বাজীকরদিগের এই যৎসামান্য কুম্ভকাভ্যাস অপেক্ষা যোগীদিগে কুম্ভকাভ্যাস অতীব গুরুতর ও অসাধারণ ফলপ্রদ জানিবেন।

কুম্ভকাভ্যাস সুগম ও তাহার স্থিতিকাল দীর্ঘ করিবার জন্য যোগীরা জিহ্বার নিম্নত্বক্ ছিন্ন করিয়া দেন। দুই চারি দিন নবনীত মর্দ্দন করিলেই ছিন্নস্থান শুকাইয়া যায়। অনন্তর সেই ছিন্নমূল জিহ্বায় নবনীত মাখাইয়া তাহা লৌহ-আঙ্কোড়নীর দ্বারা আকর্ষণ করেন। কিছুদিন এই প্রক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিলেই তাঁহাদের জিহ্বা পূর্ব্বাপেক্ষা দীর্ঘ ও পাতলা হইয়া পড়ে। এতদ্দ্বারা তাঁহারা সহজেই সর্পাদিজাতির স্বভাব অনুকরণ করিতে সমর্থ হন। তাঁহাদের প্রত্যাশা এই যে, জিহ্বাকে উক্ত প্রকারে বড় ও পাতলা করিতে পারিলে আমরাও ভেকাদির ন্যায় দীর্ঘকাল অনাহার ও নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারিব। বস্তুতঃ ভেক ও সর্পাদিজাতির জিহ্বা স্বভাবতঃই দীর্ঘ, পাতলা ও সমধিক স্থিতিস্থাপকগুণবিশিষ্ট। শীতনিদ্রার সময় তাহা তাহারা উৎকর্ষণ পূর্ব্বক কণ্ঠকূপে প্রবিষ্ট করত সুখে ও নিরশনে কাল যাপন করে। ইহা দেখিয়া যোগীরাও আপনাদের লম্বিত-জিহ্বার অগ্রভাগ দ্বারা উপজিহ্বাকে চাপিয়া শ্বাসচ্ছিদ্রের অপ্রশস্তপথ রুদ্ধ করত কুম্ভকাবিষ্ট হন। পরন্তু যাঁহাদের জিহ্বা স্বভাবতঃই কিছু লম্বা ও পাতলা,—তাঁহাদের জিহ্বার মূলত্বক্ ছিন্ন করিতে হয় না। কিছুদিন চেষ্টা করিলেই তাঁহারা জিহ্বাকে সহজে অন্ননালীপ্রদেশে বা কণ্ঠকূপে প্রবিষ্ট করিতে পারেন। যোগিগণ বলেন, এতদ্বিধ উপায় অবলম্বন করিলে অনেক দিন পর্য্যন্ত বায়ুর বেগধারণ করিয়া থাকা যায়। ইহাই কুম্ভকস্থায়িত্বের বিশেষ সহায় এবং যোগশাস্ত্রে ইহারই অন্য নাম খেচরী মুদ্রা। *

যোগীরা আরও বলেন যে, চতুর্বিংশতি বৎসর এতদ্রূপ কুম্ভকাভ্যাস করিতে পারিলেই শরীরের সমস্ত শোণিত পয়োবৎ শুভ্ররসে পরিণত হয়। তখন আর তাহার দেহে মানবীয় উপাদান থাকে না। তৎপরিবর্ত্তে তখন এক অনির্ব্বচনীয় অভিনব উপাদান আবির্ভূত হয়। সেই জন্যই তাঁহাদের

* "ছেদন-চালন-দোহৈর্জিহ্বাং সংবর্দ্ধয়েত্তাবৎ।
যাবদিয়ং ভ্রূমধ্যং স্পৃশতি তবতি তদা খেচরী সিদ্ধিঃ।"

মানবোচিত ক্ষুধা, তৃষ্ণা, নিদ্রা, সুখ, দুঃখ, কিছুরই অনুভব থাকে না। এ সম্বন্ধে মহাভারতে একটী ক্ষুদ্র আখ্যায়িকা আছে। তাহার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম এই যে, মঙ্কনক-নামা জনৈক ঋষি যোগচর্য্যায় রত ছিলেন। এক দিন কুশধারে তাঁহার অঙ্গুলি কর্ত্তিত হওয়ার পর, কর্ত্তিত স্থান হইতে শাক-রস নিঃসৃত হইল। তদ্দর্শনে তিনি হর্ষে উন্মত্তপ্রায় হইলেন। তাঁহার বিস্ময়ভঙ্গের জন্য পরমযোগী সদাশিব তথায় আবির্ভূত হইলেন এবং তিনি আপনার অঙ্গুলি ছিন্ন করিয়া ছিন্নস্থান হইতে ভস্মাকার শুভ্র রস নির্গত করিয়া দেখাইলেন। শরীবের শোণিত দুগ্ধবর্ণ হইয়া গেলেও মানুষ বাঁচে, এ কথা আজ কাল বলিবার যোগ্য না হইলেও বলিলাম। যোগীদিগের লেখা দেখিয়াই বলিলাম। আরও দুই চারিটী অবসরোচিত কথা বলিব, বিরক্ত হইবেন না।

শ্বাসপ্রশ্বাসের অল্পাধিক্য শরীরের উপর যে কত কার্য্য করে, কত ক্ষমতা বিস্তার করে, একজন বিলাতী ডাক্তারের চিকিৎসাবৃত্তান্ত শুনিলে তাহার যৎকিঞ্চিৎ মর্ম্ম বোধগম্য হইতে পারে। ইয়ুরোপবাসী জনৈক খ্যাতনামা ডাক্তার শস্ত্রচিকিৎসাকালে রোগীকে ক্লোরোফরম প্রভৃতি চৈতন্যহারক ঔষধ ব্যবহার না করাইয়া অন্য একটী নূতন উপায় অবলম্বন করিতে বলেন—অর্থাৎ রোগীকে তিনি ঘন ঘন নিশ্বাস তুলিতে ও ফেলিতে বলেন। আরও বলেন যে, প্রতি মিনিটে শ্বাস প্রশ্বাসের সংখ্যা এক শতের (১০০) ন্যূন না হয়। রোগী দক্ষিণপার্শ্বে শয়িত হইলে চিকিৎসক তাহার মুখ বস্ত্রের দ্বারা আবৃত করিয়া দেন, এবং নিকটে কোনপ্রকার বিকট শব্দ কি অন্য কোন উপদ্রব হইতে দেন না। ৭।৮ মিনিট অতীত হইতে না হইতেই ঐ প্রক্রিয়ার প্রভাবে তাহার স্নায়বিক উত্তেজনা উপশান্ত ও চৈতন্যলোপ হয়। এই প্রক্রিয়ার দ্বারা দিবা অপেক্ষা রাত্রিকালে ও পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের চৈতন্যহরণ করা কিছু সুসাধ্য। রোগী অচৈতন্য হইবার পূর্ব্বে আপনার মস্তক কিছু ভার বোধ করে এবং তাহার মুখশ্রী কিছু রক্তিম হয়। ইহার অল্পকাল পরেই তাহার মুখ মলিন, বিবর্ণ ও তাহার হৃৎস্পন্দন মৃদু হইয়া আইসে। ডাক্তার হিউসন্ বলেন, এই প্রক্রিয়ার দ্বারা চৈতন্য হরণ করিলে কোন প্রকার বিপদের আশঙ্কা নাই।

মনুষ্য উক্ত প্রক্রিয়ায় হতচেতন হয় কেন? তাহা বুঝিবার জন্য অনেক সুযুক্তি আছে। তাহার স্থূল স্থূল দুই একটী যুক্তির উল্লেখ করিলেই বোধ হয় পাঠকবর্গের কৌতূহল নির্ব্বাপিত হইবে। প্রথম যুক্তি এই যে, উপর্য্যুপরি ঘন ঘন শ্বাস টানিতে থাকিলে, রক্তের অম্লযান স্বল্প হইয়া পড়ে; সুতরাং ক্ষারযানের আধিক্য হইয়া তাহার স্নায়ুমণ্ডলকে বিষাক্ত করিয়া তুলে। সুতরাং তাহার মস্তিষ্কও বিষক্রিয়ায় অভিভূত হইয়া নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়ে। এই যুক্তিটী ডাক্তার হিউসনেব সম্মত। ডাক্তার বন্ উইল্‌ও "ক্ষারযানের আধিক্যই চৈতন্যলোপেব কারণ" বলিয়া উক্ত মতের পোষকতা কবেন। কিন্তু এতদপেক্ষা, ঘন ঘন শ্বাসপ্রশ্বাস নির্ব্বাহ হওয়ায় তাহার মস্তিষ্কগত কৈশিকশিরাসমূহ রুধিরস্রোতে পরিপ্লুত হইয়া উঠে, তন্নিবন্ধনই তাহার চৈতন্যলোপ হয়, এই মতটি বোধ হয় অধিক সঙ্গত। ইচ্ছাপূর্ব্বক বা যত্নসহকারে শ্বাসপ্রশ্বাস উত্থাপিত করিতে চিত্তের যে একাগ্রতা লাগে, সেই একাগ্রতা যে নিদ্রাতুল্য সমাধির বা সংজ্ঞাবিষ্টত্বের কারণ নহে, এরূপ বলাও যায় না। যাহা হউক, শ্বাসরোধের সহায়তায় যে কত শত অলৌকিক অদ্ভুত কার্য্য সম্পন্ন হয়, তাহা লিখিয়া শেষ কবা যায় না। শ্বাসরোধেব সহায়তায় বাজীকরেরা অন্য একটী অদ্ভুত কার্য্য করিয়া থাকে, এস্থলে তাহাও বলা যাইতে পারে। একখানি চতুষ্কোণ ও দীর্ঘ বস্ত্রের চারিটী কোণ চারিদিক্ হইতে চারিজনে ধরিয়া রাখে। বাজীকর শ্বাসরোধপূর্ব্বক অনায়াসেই তাহার উপর দিয়া দ্রুতপদসঞ্চারে দৌড়িয়া যায়। বস্ত্রে কিছুমাত্র ভার লাগে না। এমন কি, বস্ত্রে তাহার পদস্পর্শ হইল কি না, তাহাও বোধগম্য করা যায় না। অনেকেই গল্প কবেন, অমুকস্থানে এক যোগী আসিয়াছিল, সে খড়ম ও জুতা পায়ে দিয়া জলের উপব দিয়া গিয়াছিল। যাঁহাবা বাজীকরদিগের বস্ত্র পার হওয়া দেখিয়াছেন, তাঁহাবা উক্ত জনরবকে কদাচ গল্প বা মিথ্যা বলিয়া মনে করেন না। কারণ, যে কৌশলে বস্ত্রের উপরে দৌড়িতে পারা যায়, সেই কৌশলেই জলেব উপর দৌড়িতে পারা যায়।

প্রাণায়ামপ্রসঙ্গে এপর্য্যন্ত অনেক কথাই বলা হইল। তাহাতে স্থির হইল, অভ্যাসই বলবৎ বস্তু। অভ্যাস করিলে সিদ্ধ না হয় এমন কার্য্যই নাই। অভ্যাস করিলে স্বাভাবিক অবস্থা অপেক্ষা অত্যধিককাল রুদ্ধশ্বাসে থাকা

যায় ও বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়াও থাকা যায়। তাহার দেহ তৎকালে এত লঘু হয় যে, নিষ্পিঞ্জিত-তুলা-রাশির ন্যায় শূন্যোপরি ভাসমান হইতে পারে। এ কথায় হয় ত অনেকেই জিজ্ঞাসা করিবেন যে, বায়ুই জীবের জীবন,—যাহা ছাড়া হইয়া জীব ক্ষণার্দ্ধও জীবিত থাকিতে পারে না,—প্রাণধারণের প্রধান উপকরণ তাদৃশ বায়ু অবরুদ্ধ থাকিবে, অথচ সে মরিবে না, ইহা কিরূপ কথা? এ প্রশ্নের সদুত্তর দেওয়া আমাদের সাধ্য নহে। রাশি রাশি শারীর-শাস্ত্র সংগ্রহ করিলেও উক্ত প্রশ্নের সদুত্তর দিতে পারা যায় কি না সন্দেহ। যাহাই হউক, এ সম্বন্ধে অন্ততঃ দুই একটী কথা বলা আবশ্যক হইতেছে।

শ্বাসরোধপূর্ব্বক বহুদিন অনশনে থাকিলেও যোগীর যে প্রাণক্ষয় হয় না, এতদ্বিষয়ে অনেক কারণ আছে। সে সকল কারণ আমরা পরিষ্কাররূপে বুঝাইয়া দিতে অক্ষম। বিবেচনা হয়, এ বিষয়ের দুই একটী নিদর্শন পাইলে বুদ্ধিমান্ পাঠক উহার তথ্য অনুমান করিতে সক্ষম হইবেন। দীর্ঘকাল অনাহারে থাকিলেও যে শরীরবিনাশ হয় না, তাহা দীর্ঘনিদ্রা, স্বল্পাহার ও প্রগাঢ় চিন্তা,—এই তিনটী বিষয়ের সর্ব্বাঙ্গীন তথ্য অনুসন্ধান করিলে কিছু না কিছু বুঝা যাইতে পারে। ঐ তিন ব্যাপার যে শরীরের উপর কি কি অদ্ভুত কার্য্য করে, তাহা বুঝিতে পারিলেই পূর্ব্বোক্ত প্রশ্নের সদুত্তর পাইবেন।

দীর্ঘনিদ্রা।—এরূপ শুনা গিয়াছে, কোন কোন সময়ে কোন কোন মানুষ হঠাৎ এরূপ নিদ্রালুতা প্রাপ্ত হইয়াছিল যে, তাহাদের কেহ এক মাস, কেহ বা ততোধিক কাল নিদ্রাভিভূত থাকিত। তাহাদের সেই দীর্ঘনিদ্রা-রূপ রোগের কারণ নির্ণয় ও জাগ্রদবস্থা আনয়নের নিমিত্ত অনেক সুবিজ্ঞ ডাক্তারের মস্তক ঘুরিয়া গিয়াছিল। তাদৃশ নিদ্রারোগের স্থল নির্দ্দেশার্থ রামায়ণ-বিখ্যাত কুম্ভকর্ণের উল্লেখ না করিয়া, কালের ঔচিত্য অনুসারে আমরা একজন ইয়ুরোপীয় লোকের উল্লেখ করিতে বাধ্য হইলাম। এরূপ শুনা গিয়াছে, "টিম্বরি"-নামক স্থানে "বিল্টন্"-নামক জনৈক শ্রমজীবী মনুষ্য অবিচ্ছেদে মাসাধিক কাল নিদ্রাভিভূত থাকিত। তাহার এরূপ অভ্যাস হইয়াছিল যে, সে আপনার তাদৃশ দীর্ঘনিদ্রার মধ্যে জলবিন্দুও পান করিত না। অথচ তাহার শরীরের স্থূলতা ও লাবণ্যাদি সমস্তই যথা-বৎ ও অব্যাহত ছিল। ইংরাজদিগের লেখনীমুখে আমরা এরূপ অনেক

দীর্ঘনিদ্রার বা নিদ্রারোগের সংবাদ পাইয়াছি, কিন্তু কোনও নিদ্রিতকে কখন অনাহারে কৃশ হইতে শুনি নাই। বস্তুতঃ প্রগাঢ়নিদ্রার প্রভাব অর্থাৎ অজ্ঞাত শক্তি যে, শরীরের উপর কি কি কার্য্য করে ও কি কি কার্য্য করে না,—তাহা কে বলিতে পারে? মোটামোটি আমরা এই মাত্র বলিতে পারি, যে কারণে, দীর্ঘনিদ্রাকালে ক্ষুদ্বোধ থাকে না, যোগীর সমাধিকালেও হয় ত তদনুরূপ কারণেই ক্ষুধা বিনিবৃত্ত থাকে। অতএব, যোগীর সমাধি আর নিদ্রারোগীর নিদ্রা প্রায় তুল্যকার্য্যকারী।

প্রগাঢ়-চিন্তা।—ইনি ক্ষুধামান্দ্যের এক মহাগুরু। যাঁহারা সদা সর্ব্বদা চিন্তারত থাকেন, তাঁহারা অধিক ভোজন করিতে পারেন না। করিলেও তাহা তাঁহাদের পরিপাক হয় না। দেহকে কৃশ ও নিস্তেজ করিতে এমন আর কেহই নাই। সত্য বটে, "চিন্তা জরোমনুষ্যাণাম্"—চিন্তার দ্বারাই মনুষ্য জীর্ণ, শীর্ণ ও রুগ্ন হইয়া পড়ে; সত্য বটে, চিন্তার প্রভাবেই মনুষ্য ক্ষুদ্বোধে বঞ্চিত থাকে, তজ্জন্য তাহারা রুগ্ন ভুগ্ন ও কৃশ হয়; পরন্তু এতৎসম্বন্ধে কিছু বিশেষ বিচার্য্য আছে। সকল চিন্তা ও সকল চিন্তার ফলাফল সমান নহে। উৎকণ্ঠাপূর্ব্বক চিন্তা হইলে তাহাই শরীরের নাশক হয়, সরস চিন্তায় শরীরের নাশ হয় না। অথচ তাহা ক্ষুদ্বোধের নিবারক হয়। একজন বৃদ্ধ বৈদ্য (চরক) শরীরপুষ্টি সম্বন্ধে বলিয়াছেন;—

"অচিন্তনাচ্চ কার্য্যাণাং ধ্রুবং সন্তর্পণেন চ।
স্বপ্নপ্রসঙ্গাচ্চ নরো বরাহ ইব পুষ্যতি॥"

মনুষ্যের যদি কর্ত্তব্যচিন্তা (কার্য্যোৎকণ্ঠা) না থাকে, সমস্ত ইন্দ্রিয় যদি পরিতৃপ্ত থাকে, তৎসঙ্গে যদি সুনিদ্রা থাকে, তাহা হইলে তাদৃশ মনুষ্য বরাহের ন্যায় স্থূল বা পরিপুষ্ট হয়। অতএব, কার্য্যোৎকণ্ঠাই শরীরের নাশক। অকর্ম্মপুরুষের যে স্বাত্মচিন্তা অথবা সুখবিশেষের অনুধ্যান, তাহা তাহার শরীরের পোষক বৈ নাশক নহে। কেননা, কার্য্যচিন্তাই চিন্তা, আত্মচিন্তা চিন্তা নহে। যেমন "অকামো-বিষ্ণুকামোবা"—ঈশ্বরানুগ্রহ প্রার্থনা, প্রার্থনা মধ্যে গণ্য নহে, তদ্রূপ, আত্মধ্যানরূপ চিন্তাও চিন্তা বলিয়া গণ্য নহে। সেই জন্যই লোক কার্য্যচিন্তাবর্জ্জিত ব্যক্তি দেখিলে তাহাকে নিশ্চিন্তপুরুষ

বলিয়া উল্লেখ করে। এ সম্বন্ধে অন্য এক সিদ্ধান্ত কথা এই যে, কার্য্যচিন্তাই হউক, আর ঈশ্বরচিন্তাই হউক, আর সুখবিশেষের ধ্যানই হউক, ধ্যান বা চিন্তা নিশ্চিত ক্ষুধানাশক। মনুষ্য যখন কার্য্যচিন্তায় রত থাকে, অথবা কোন অনির্ব্বচনীয় সুখে নিমগ্ন থাকে, তখন তাহাদের ক্ষুদ্বোধ থাকে না, ইহা অনুভবসিদ্ধ কথা। পরন্তু তন্মধ্যে প্রভেদ এই যে, কার্য্যচিন্তার চিত্তের ও দৈহিক উপাদানের ক্ষয় হয়, কিন্তু পরমাত্ম-চিন্তায় ও সুখবিশেষের চিন্তায় তাহা হয় না। চিত্ত যদি তৃপ্তিরসে পরিপূর্ণ থাকে ত তদবস্থায় শরীরও ক্ষয়োদয়রহিত থাকে। এ কথা বোধ হয় কোনও ব্যক্তি অস্বীকার করিতে পারিবেন না। যোগীর সমাধিতেও বোধ হয় অনির্ব্বচনীয় আনন্দ-রস প্রবাহিত থাকে, সেই জন্যই তাঁহারা অনাহার করিয়াও কৃশ হন না অথচ জীবিত থাকেন।

দীর্ঘচিন্তার দ্বারা ক্ষুদ্বাধা নিবৃত্ত হয়,—এতৎপ্রসঙ্গে এস্থলে আরও একটী গুরুতর কথা বলিতে হইল। দেখিতে পাওয়া যায়, অতি যৎসামান্য চিন্তা (ধ্যান) উপস্থিত হইয়া দীর্ঘকাল স্থায়ী হইলে তৎসঙ্গে তাহার শরীরও পরিবর্ত্তিত হয়। অঙ্গচেষ্টা সকল শিথিল, অবয়ব কৃশ ও বিবর্ণ, দৃষ্টি বিকৃত ও বৈলক্ষণ্যযুক্ত হয়। চিত্তও তখন অপেক্ষাকৃত তন্ময় হইয়া পড়ে। শরীর যখন সামান্য চিন্তার বলে উক্তবিধ পরিণামের অধীন হইয়া পড়ে, তখন যে, সে উৎকট চিন্তার বলে কোনরূপ উৎকট পরিণামের অধীন হইবে, তাহা বলা বাহুল্য। উৎকট চিন্তা বা প্রগাঢ় ধ্যান সমভাবে ও সমবলে দীর্ঘকাল স্থায়ী হইলে যে শরীরের কি কি পরিবর্ত্তন হয় ও হয় না, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা দুঃসাধ্য। ঈদৃশ স্থলে মনস্তত্ত্ববিৎ বা প্রকৃতিতত্ত্বজ্ঞ যোগীরা বলেন, ধ্যান যদি অবিচ্ছিন্ন অর্থাৎ অনন্তরিতরূপে দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়—চিত্ত যদি ধ্যেয়-সারূপ্য প্রাপ্ত হইয়া দীর্ঘকাল অবস্থিত থাকে—তাহা হইলে তাহার শরীরও ক্রমে হয় তদাকার (ধ্যেয়বস্তুর আকার) প্রাপ্ত হইবে, না হয় অন্য কোন আকারে পরিণত হইবে। এই সিদ্ধান্তটী উত্তম রূপে হৃদ্গম করাইবার নিমিত্ত তাঁহারা তৈলপায়িকা-নামক পতঙ্গের ভয়-জনিত ধ্যানের প্রভাব বর্ণন করিয়া থাকেন। তৈলপায়িকা (আর্শুলা বা তেলাপোকা) কাঁচ পোকাকে (কুমরুকে পোকাকে) অত্যন্ত ভয় করে।

কাঁচ পোকা যদি তেলাপোকাকে একবার স্পর্শ করে, তাহা হইলে আর তাহার অব্যাহতি নাই। সে ভয়ে এমন অভিভূত হয় যে, সে মরিয়াছে কি জীবন্ত আছে, তাহা জানা যায় না। ক্রমে ৮।১০ দিনের মধ্যে তাহার শরীরের গঠন পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়, তখন সে কাঁচপোকার আকার ধারণ করে। কাঁচপোকার আকার হয় কেন? না—কাঁচপোকার স্পর্শাবধি তাহার চিত্ত ভয়ে ছিন্নভিন্ন, জড়ীভূত ও পরিবর্ত্তিত হইতে থাকে, তন্ময় অর্থাৎ কাঁচপোকার আকারে পরিণত হইতে থাকে। সুতরাং বুঝিতে হইবে, সেই ভয়জনিত ধ্যানের প্রভাবেই তাহার চিত্ত তন্ময় হইয়া যাওয়ায় তৎপ্রভাবে তাহার শরীরও কাঁচপোকার আকারে পরিণত হইয়া যায়। *

---

* তেলাপোকা কাঁচপোকা হয়, এ কথা শুনিয়া হয় ত অনেক পাঠক হাস্য করিবেন। তাঁহাদের সেই চাপল্যপ্রভব হাস্য নিবারণ করাইবার জন্য আমরা একটী ইংরাজী ইতিবৃত্ত উদ্ধৃত করিতে বাধ্য হইলাম। ইতিহাসটী ১২৯০ সালের বৈশাখ মাসের প্রবাহ-পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। পাঠকগণের গোচরার্থ তাহা অবিকল উদ্ধৃত করিলাম।

"জীবন্ত পাথরের মানুষ।—প্রাণিগণের অস্থি কালে প্রস্তরীভূত হয়। ভূগর্ভে ইহার যথেষ্ট নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু সজীব মনুষ্যে অস্থিসমূহ প্রস্তরীভূত হয়, এ কথা অতি বিস্ময়জনক সন্দেহ নাই। ডবলিন নগরের কৌতুকাগারে (মিউজিয়মে) এই অত্যাশ্চার্য্য ব্যাপারের প্রমাণ আছে। কর্ক-নামক নগরবাসী ক্লার্ক-নামক এক ব্যক্তি সজীব অবস্থায় সম্পূর্ণরূপে প্রস্তরীভূত হইয়া গিয়াছিল এবং সেই অবস্থায় সে বহুদিন জীবিত ছিল। যাহারা ক্লার্ককে জানিত, তাহারা সকলেই বলিয়াছে, এই অভূতপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন ঘটিবার পূর্ব্বে ক্লার্ককে সকলে ক্ষিপ্রকারী ও বলশালী ব্যক্তি বলিয়া জানিত। একরাত্রে ঘোরতর সুরাপানাদি অত্যাচারের পর ক্লার্ক মাঠে পড়িয়াছিল। উত্থানকালে ক্লার্ক বুঝিতে পারিল, তাহার শরীর কেমন অবশ হইয়া গিয়াছে। তাহার পর, ক্রমে ক্লার্কের চক্ষু, চর্ম্ম ও অন্ত্রাদি ব্যতীত অন্য সকল অবয়ব প্রস্তরভাবাপন্ন হইয়া গেল। তখন সে সাহায্য বিনা বসিতে ও উঠিতে পারিত না এবং পরিশেষে সে নিজদেহ কোনো দিকে নত করিতে পারিত না। দাঁড় করাইয়া দিলে ক্লার্ক দাঁড়াইতে পারিত, কিন্তু নড়িবার চেষ্টা করা তাহার সাধ্যাতীত হইয়াছিল। তাহার দুইপাটী দাঁত জোড়া লাগিয়া একখান হইয়া গিয়াছিল। তরল খাদ্য তাহার উদরে চালাইয়া দিবার অভিপ্রায়ে দাঁত ভাঙ্গিয়া ফাঁক করা হইয়াছিল। তাহার রসনা স্বকার্য্য সাধনে অক্ষম হইয়াছিল এবং মৃত্যুর কিছু পূর্ব্বে সে আর চক্ষেও দেখিতে পাইত না। ডবলিনের কৌতুকাগারে ক্লার্কের প্রস্তরীভূত দেহ সযত্নে রক্ষিত আছে।

প্রাচীন গ্রীসের দেবতত্ত্বমধ্যে এতাদৃশ কাহিনী এক আধটা শুনা যায়। আমাদের দেশে গৌতমপত্নী অহল্যা বহুকাল পাষাণী হইয়াছিল।" (পাষাণভাব প্রাপ্ত হইবার পূর্ব্বে অবশ্যই ইঁহার কোন উৎকট মনোবিকার বা চিন্তাবেগ উপস্থিত হইয়াছিল; তাহারই প্রভাবে অহল্যার মানবীয় উপাদান নষ্ট (ডিকম্পোজ) হইয়া গিয়া নূতন এক-প্রকার গঠন উপস্থাপিত করিয়াছিল, সন্দেহ নাই।

ভয়জনিত-ধ্যানের ন্যায় কামজনিত, দ্বেষজনিত, স্নেহজনিত ও প্রীতিজনিত ধ্যানও হয়। সেই সেই ধ্যানে চিত্তও তন্ময় হয়; তন্ময়তানিবন্ধন তাহাদের দেহাদিও অন্যথাপ্রাপ্ত হয়। ভয়, কাম, দ্বেষ ও স্নেহ প্রভৃতি যদি ঈশ্বরের প্রতি উৎকট বা প্রগাঢ় হইয়া পড়ে, তাহা হইলে সে মোক্ষপদ পাইতে পারে। এই অভিপ্রায়েই ভাগবত-পুরাণে* কামভাবে গোপীগণের, ভয়ে কংসের, দ্বেষ হেতুক শিশুপাল প্রভৃতির মোক্ষ হওয়া বর্ণিত হইয়াছে।*

যোগীরা আরও এক অদ্ভুত কথা বলিয়া থাকেন, তাহাও এস্থলে ব্যক্ত করা আবশ্যক বোধ হইতেছে। তাঁহারা বলেন, প্রত্যেক মনুষ্যের দৃশ্যমান ভৌতিক চক্ষু ছাড়া অন্য একটী তৃতীয় চক্ষু আছে। যাবৎ না সেই তৃতীয় চক্ষু প্রস্ফুটিত হয়, তাবৎ তাহা থাকা না থাকা তুল্য। সেইজন্যই যোগীরা তাহাকে যোগানুষ্ঠান দ্বারা উন্মীলিত করিবার চেষ্টা করেন। দৃশ্যচক্ষুর দ্বারা কেবল কতকগুলি স্থবিষ্ঠ বাহ্যবস্তু মাত্র দেখা যায়, সূক্ষ্ম বা কোন আভ্যন্তরীণ বস্তু দেখা যায় না। কিন্তু প্রজ্ঞানময় তৃতীয় চক্ষুর দ্বারা সূক্ষ্ম, ব্যবহিত, বিপ্রকৃষ্ট ও আভ্যন্তরীণ, সমস্ত বস্তুই দেখা যায়, জ্ঞাত হওয়া যায়। সেই তৃতীয় চক্ষুর অন্য নাম দিব্যচক্ষু, আর্ষবিজ্ঞান, জ্ঞানচক্ষু ইত্যাদি। সেই চিন্ময় বা জ্ঞানময় তৃতীয় চক্ষুর গোলোক (আশ্রয়) ভ্রূসন্ধির উপরিস্থ ললাটভাগের অভ্যন্তর। ললাটাভ্যন্তরে তদ্বিধ তৃতীয় চক্ষু আছে, ইহা জানাইবার জন্যই আমাদের পরমযোগী সদাশিব ত্রিনেত্র এবং শিবানীও ত্রিনেত্রা। যোগী হইলেই সেই তৃতীয় চক্ষু উন্মীলিত হইবে, নচেৎ হইবে না, ইহা জানাইবার জন্যই আমরা মহাযোগী শিবের ললাটে অন্য একটী জ্যোতির্ম্ময় চক্ষু অঙ্কিত করি। তাঁহার বাহ্যচক্ষু অর্থাৎ নীচের দুই চক্ষু অর্দ্ধনিমীলিত কেন? তাহাও বলিতেছি। তাঁহার আঁখি ধুস্তুর পানে ঢুলু ঢুলু নহে। তৃতীয় চক্ষু সর্ব্বক্ষণ বিকসিত থাকায় তাঁহার দিদৃক্ষাবৃত্তি (দর্শনেচ্ছা) আর নিম্নচক্ষুতে আইসে না। প্রত্যুত নিম্নচক্ষের সমুদায় শক্তি তাঁহার সেই ঊর্দ্ধচক্ষুতেই যাইতেছে। সেই জন্যই তাঁহার নিম্নচক্ষু নিষ্ক্রিয়ের ন্যায় ও অর্দ্ধনিমীলিত ঢুলু ঢুলু দেখা যায়। তুমিও যদি ধ্যানী হও, জ্ঞানী হও,

---

* "কামাদ্‌গোপ্যোভয়াৎ কংসো-দ্বেষাচ্চৈদ্যাদয়োনৃপাঃ ;
সম্বন্ধাদ্‌ বৃষ্ণয়ো যূয়ং স্নেহাদ্ভক্ত্যা বয়ং বিভো !"—ভাগবত।

যোগী হও, তোমারও যদি তৃতীয় চক্ষু উন্মীলিত হয়, তাহা হইলে তোমারও দৃশ্য চক্ষুর্দ্বয় ক্রমে অর্দ্ধনিমীলিত ও ঢুলু ঢুলু হইয়া আসিবে।

দৃশ্যমান স্থূল চক্ষুর দ্বারা দেখা, আর অদৃশ্য তৃতীয় চক্ষুর দ্বারা দেখা, তুল্যপ্রণালীক নহে। অত্যন্ত প্রভেদ আছে। যেরূপ ক্রমে বা যেরূপ প্রণালীতে তাঁহারা তৃতীয় চক্ষুর দ্বারা বস্তু দর্শন করেন, তাহা তাঁহাদের মৌখিক সংবাদে জানা যায়। সেই সংবাদটী কিরূপ? তাহা শুন।

যোগীরা বলেন, আমরা যখন তৃতীয় চক্ষু উন্মীলিত করিবার ইচ্ছা করি, চর্ম্মচক্ষুর অগ্রাহ্য বস্তু গ্রহণ করিতে বাঞ্ছা করি—অর্থাৎ কোন ইন্দ্রিয়াতীত বস্তু জানিতে ইচ্ছা করি, তখন আমরা প্রথমতঃ ইচ্ছাশক্তির দ্বারা ইন্দ্রিয়দ্বার রুদ্ধ করত সমুদায় দিদৃক্ষাবৃত্তি পুঞ্জীকৃত করিয়া ললাটাভ্যন্তরস্থ চিত্তের উপর অর্পণ করি। তদ্বলে চিত্ত তখন একতান হয় এবং ভৌতিক-চক্ষুর সমুদায় শক্তি সেই একাগ্রীকৃত চিত্তে গিয়া আবিষ্ট হয়। আমরা তখন প্রবল ইচ্ছাশক্তির দ্বারা ভৌতিক-চক্ষুর ও অন্যান্য ভৌতিক-ইন্দ্রিয়ের শক্তিসমূহ আকর্ষণ করিয়া তৎসমুদায়কে পুঞ্জীকৃত, কেন্দ্রীকৃত, বা একমুখ করিয়া তাহা চিত্তের উপর প্রয়োগ করি। এই কার্য্য করিবামাত্র আমাদের চিত্তস্থান (ললাটাভ্যন্তর) যেন দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠে—অর্থাৎ তথায় একপ্রকার আশ্চর্য্য আলোক প্রাদুর্ভূত হয়। সেই আলোকে আমরা পূর্ব্বসঙ্কল্পিত বা দিদৃক্ষিত বস্তু অবাধে দেখিতে পাই। পৃথিবীর প্রান্তস্থিত বস্তু দেখিবার ইচ্ছা হইলে আমাদের সেই প্রান্তস্থানে যাইতে হয় না। তাহা আমরা এই ললাটমধ্যেই দেখিতে পাই। ঈপ্সিত বস্তু দেখিবার জন্য আমাদের কোন ভৌতিক আলোকের প্রয়োজন হয় না। সেই জ্যোতির্ম্ময়, আলোকময় বা প্রজ্ঞানময় তৃতীয়-চক্ষুর দ্বারা আমরা ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান, সূক্ষ্ম, ব্যবহিত (যাহার মধ্যে ব্যবধান আছে), বিপ্রকৃষ্ট (বহুদূরস্থ), সমস্ত বস্তুই দেখিতে পাই।

এতাদৃশ তৃতীয় চক্ষু প্রস্ফুটিত হইবার পূর্ব্বে—অর্থাৎ যোগসিদ্ধ হইবার পূর্ব্বে, বিবিধ অলৌকিক, আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক ঘটনা অনুভূত হইতে থাকে। বিবিধ অমানুষ-দৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। আকাশে কখন দেবদেবীর প্রতিমূর্ত্তি, কখন দেবানুচরদিগের ছায়া, কখন ইষ্টদেবতার

প্রতিমূর্ত্তি, কখন দিব্যগন্ধ, কখন বা দিব্যবাণী (দৈববাণী), কখন বা দিব্য-নিনাদ জ্ঞানস্থ হয়। দেহাভ্যন্তরে কখন ঘণ্টানিনাদ, কখন বেণুবীণাদির শব্দ, হৃদয়ে কখন ইষ্টদেবতার বা উপাস্য দেবতার উদয়, ইত্যাদি বহু অলৌকিক আশ্চর্য্য ব্যাপার দৃষ্ট, শ্রুত ও অনুভূত হইতে থাকে। সে সকল ব্যাপার সত্য? কি বিশ্বাসের ছলনা? তাহা আমরা জানি না। এ সম্বন্ধে সার উপ-দেশ এই যে, যখন দেখিবে, উক্তপ্রকার অলৌকিক বা অমানুষ কাণ্ড সকল প্রত্যক্ষ হইতেছে, তখনই জানিবে, তোমার সিদ্ধি অদূরে। সুতরাং সেই সকল অমানুষ বা অলৌকিক আশ্চর্য্য দৃশ্য সন্দর্শন করিয়া ভীত হইও না, মুগ্ধও হইও না। সে সকল ঘটনাকে জাগ্রৎস্বপ্ন বা জাগ্রদ্‌ভ্রম মনে করিও না। বায়ুরোগ বা মস্তিষ্কবিকার বিবেচনা করিও না। বরং দৃঢ়তা সহ-কারে সমধিক উৎসাহী, সমধিক আনন্দিত ও যোগবলের প্রতি সমধিক বিশ্বস্ত হইও। তাহা হইলে শীঘ্রই তোমার তৃতীয় চক্ষু বিকসিত হইবে, শীঘ্রই তোমার অষ্টমহাসিদ্ধি লাভ হইবে।

যোগীদিগের এই কথা, এই উপদেশ, কতদূর সত্য, তাহা জানি না। কোন সূক্ষ্ম বস্তুর ধ্যান করিয়া কৃতকার্য্য হইয়াছেন, যাঁহারা কোন সাধনার্থ সদাসর্ব্বদা ধ্যানরত থাকেন, তাঁহাদিগকে অনুরোধ করি, যেন পরীক্ষা বা অনুভব করিয়া দেখেন,—তাঁহাদের সেই সেই চিন্তার ফললাভকালে কোনরূপ আলোকোদয় অনুভূত হয় কি না। আমাদের বিবেচনা হয়, তাঁহাদেরও ললাটাভ্যন্তরে যৎকিঞ্চিৎ আলোক প্রাদুর্ভূত হয়। লৌকিক-পুরুষের লৌকিক-বস্তু-ধ্যানের ফললাভ-কালেও ললাটাভ্যন্তর যে কিছু না কিছু প্রদীপ্ত হয়, তৎপক্ষে সন্দেহ নাই।

প্রসঙ্গাগত কথায় উন্মত্ত হইয়া আমরা অনেক দূর আসিয়াছি সত্য; পরন্তু উদ্দেশ্য-হারা হই নাই। অতএব, এক্ষণে স্বল্পাহার সম্বন্ধে আরও দুই চারিটী কথা বলিব, অবশেষে পূর্ব্বগৃহীত পথে গমন করিব।

স্বল্পাহার।—মনুষ্যের দৈনন্দিন শ্রমাদির দ্বারা যে দৈহিক উপাদানের ক্ষয় হয়, দৈনন্দিন আহারাদির দ্বারা তাহা আবার পরিপূরিত হয়। যাহা-দের শ্রমাদি অল্প, তাহারা অল্পভোজী। আর যাহারা বহুপরিশ্রমী, তাহারা বহুভোজী। এক জন কৃষকের আহারের সহিত এক জন শ্রমবিমুখ ভদ্র-

লোকের আহার তুলিত করিয়া দেখিলেই প্রোক্ত সিদ্ধান্ত সপ্রমাণ হইবে। অত-এব শ্রমাদির অল্পতাই যখন স্বল্পক্ষয় ও স্বল্পাহারের কারণ, তখন ভাবিয়া দেখ, যোগীর দৈহিক ক্ষয়ের ও তৎপূরণার্থ আহারের কি-পরিমাণ কারণ সন্নিহিত আছে। প্রায় সর্ব্বক্ষণই তাঁহারা নিশ্চলভাবে নিদ্রাভিভূতের ন্যায় উপবিষ্ট থাকেন। সর্ব্বদাই তাঁহাদের অভ্যন্তর সাত্ত্বিক আনন্দে পূর্ণ থাকে। সুতরাং তাঁহাদের দৈহিক ক্রিয়াও উপশান্ত বা স্তম্ভিত থাকে। এরূপ স্থলে তাঁহাদের অনাহারজনিত দৈহিক ক্ষয়ের সম্ভাবনা কি? প্রথম প্রথম তাঁহাদের অল্পমাত্র ভোজনের আবশ্যক থাকে বটে, কিন্তু যখন তাঁহাদের সমস্ত দৈহিক ক্রিয়া সম্পূর্ণরূপে শান্ত বা স্তম্ভিত হয়, তখন আর তাঁহাদের আহারের প্রয়োজন থাকে না। শরীর নিশ্চল, চিত্ত আনন্দপূর্ণ ও রসবাহী থাকায় তাঁহাদের দৈহিক ক্ষয় হয় না, সুতরাং তৎপূরণার্থ আহারেরও প্রয়োজন হয় না। এমন কি, সে অব-স্থায় তাঁহাদের শ্বাসরোধজনিত মৃত্যুও হয় না।

শ্বাস-প্রশ্বাসের দ্বারা দেহের অশেষ উপকার সাধিত হয় বটে; শ্বাস-প্রশ্বাস এই মলময় দেহের মার্জ্জনীস্বরূপ বটে; দেহের যে-কিছু মালিন্য, যে কিছু বিকৃতি, যে-কিছু দূষিত পদার্থ, সমস্তই শ্বাস-প্রশ্বাসের দ্বারা নিরাকৃত ও শোধিত হয় বটে; কিন্তু যে স্থলে শ্রমাদির অল্পতাহেতু আহারাদির স্বল্পতা থাকে, সে স্থলে সেরূপ দেহে অধিক পরিমাণে দূষিত পদার্থ সঞ্চিত হয় না। যে যৎকিঞ্চিৎ হয়, তাহার সংশোধন জন্য অল্পমাত্র উপকরণ থাকিলেই যথেষ্ট হয়—অর্থাৎ দিনান্তে দুই একবার মাত্র শ্বাস-প্রশ্বাস সম্পন্ন হইলেই তাহার সংশোধন হইতে পারে। শারীরিক ক্রিয়ার বিরাম জন্য সমাহিত যোগীর দেহে যে যৎকিঞ্চিৎ দুষ্ট পদার্থ জন্মে, শ্বাসরোধহেতু তাহা তাঁহার দেহেই থাকিয়া যায়। সেই আবদ্ধ ও ক্রমসঞ্চিত দূষিত বস্তর এমন এক অজ্ঞাত শক্তি থাকিতে পারে, যদ্দারা তাঁহার চৈতন্যহরণ অথচ জীবিত থাকা অস-ম্ভব হয় না। শরীরের দূষিত পদার্থ শরীর হইতে বহির্গত হইয়া না গেলে শরীরে ও তৎসংসৃষ্ট চিত্তে যে বিবিধ বিষক্রিয়া উপস্থিত হয়, বোধ হয় তাহা কেহই অবিশ্বাস করিতে পারেন না।

প্রসঙ্গক্রমে ক্ষুধা কি? তাহা নিরূপণ করা আবশ্যক বোধ হইতেছে। কেননা, ক্ষুধার প্রকৃত তথ্য ও যথোচিত স্বভাব পরিজ্ঞাত হইতে পারিলে,

বোধ হয় যোগিগণের অনশনজীবনের প্রতি বিশ্বাস হইলেও হইতে পারে। ক্ষুধা কি? উহা কিপ্রকারে উৎপন্ন হয়? ক্ষুধার উপাদান কি? সকল প্রশ্নের প্রকৃত প্রত্যুত্তর দেওয়া সুকঠিন। তথাপি আমরা তৎ-সম্বন্ধে কিছু না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না।

একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত বলেন, ক্ষুধা একপ্রকার স্পৃহা বা ইচ্ছোদ্রেক মাত্র। সেই উদ্রেকের দ্বারা আমরা শরীরের ক্ষতিপূরক খাদ্যের প্রয়োজন বুঝিতে পারি। শ্বাস-প্রশ্বাস ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সঞ্চলনাদি-জনিত দৈহিক উপাদানের ক্ষয় হইলে তাহা আমরা ক্ষুধার দ্বারা জানিতে পারি। সেই সময় যদি আমরা শরীরে খাদ্য প্রয়োগ না করি, সেই উদ্রিক্ত স্পৃহাকে অর্থাৎ বুভুক্ষাকে যদি আমরা খাদ্যপ্রয়োগ দ্বারা বিনিবৃত্ত না করি,, তাহা হইলে সেই ক্ষুধা ক্রমে বর্দ্ধিত হইয়া আমাদিগকে যাতনা প্রদান করে, অবশেষে প্রাণবায়ুকেও দেহ হইতে বিযুক্ত করিয়া দেয়।

এই সিদ্ধান্ত যে কত দূর সঙ্গত, কত দূর যুক্তিযুক্ত, তাহা আমরা উত্তমরূপ বুঝিতে পারি না। কেননা, তামাক, অহিফেন ও মৃত্তিকা প্রভৃতি দ্রব্য—যাহাতে কিছুমাত্র শরীরপোষক বস্তু নাই,—সেই সকল দ্রব্যের দ্বারাও আমরা অনেক সময়ে ক্ষুদ্বাধা নিবারিত হইতে দেখিয়াছি।

খাদ্যের অভাব হইলেই ক্ষুধা জন্মে, ইহা দেখিয়া অনেকেই অনুমান করেন, খাদ্যের অভাবই ক্ষুধার উপাদান কারণ। এ সম্বন্ধে দেশীয় ও বিদে-শীয় পণ্ডিতেরা বলেন, ক্ষুধার সময় জঠর শূন্য ও তাহার উভয় পার্শ্বের ত্বক্ আকুঞ্চিত ও পরস্পর ঘর্ষিত হইয়া থাকে। সেই ঘর্ষণেই ক্ষুদ-যাতনা উপস্থিত হয়। এই মত কতদূর সত্য, তাহা দুই চারিটি প্রমাণের দ্বারাই জানা যায়। ১ম,—ক্ষুধা অনুভব হইবার অনেক পূর্ব্বে জঠর শূন্য হয় অথচ তখন ক্ষুদ-যাতনা অনুভূত হয় না। ২য়,—অনেক রোগীকে অনেক সময়ে মাসাধিক কাল শূন্য-জঠরে থাকিতে দেখা গিয়াছে অথচ তাহারা কিছুমাত্র ক্ষুদ্বাধা অনুভব করে নাই। অনেক উন্মাদ দীর্ঘকাল অনাহারে থাকে অথচ তাহারা কিছুমাত্র কাতর হয় না। ৩য়,—অনেক শোকাভিভূত লোকের ক্ষুধা থাকে না, প্রত্যুত তাহারা ভোজনকে অতি দুষ্কর জ্ঞান করে। *

* নদীয়া জেলার অন্তর্গত "দামুর হুদো"-নামক গ্রামে একটী স্ত্রীলোক ছিল। সে কিছু-

ক্ষুধা সম্বন্ধে অন্য এক প্রবাদও আছে। যে সকল ঔদর্য্য-রসে ভুক্ত-দ্রব্যের পরিপাক হয়—বৈদ্যেরা যাহাকে জঠরাগ্নি বলেন, সেই রস খাদ্যের অভাবে জঠরত্বক্ জীর্ণ করিতে থাকে। তদ্রূপ প্রকারে জঠরত্বক্ জীর্ণ হওয়া আর ক্ষুদ্‌যাতনা অনুভূত হওয়া তুল্য কথা। এ প্রবাদ সুসঙ্গত হইত—জঠরে যদি ঐ রস সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকা নির্ণীত হইত। ডাক্তারেরা পুনঃ পুনঃ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, ঐ রস জঠরে প্রস্তুত থাকে না। খাদ্য নিক্ষিপ্ত হইলে পর তাহারই উত্তেজনায় উৎপাদিত ও নিঃসারিত হয়। কেহ বা ইহাও বলেন, ঐ রস আদৌ নিঃসৃত হয় না। স্তনে দুগ্ধসঞ্চয় হইলে তাহার বিস্তারস্থলে যেমন প্রথমতঃ হর্ষজনক চেতনা, পরে তাহাতে বেদনাবিশেষ অনুভূত হয়, সেইরূপ, পাচক-রস জঠরকোষে উৎপন্ন হইয়া প্রথমে কিঞ্চিৎ সুখদায়ক হয়, পশ্চাৎ তাহা আবদ্ধ হওয়ায় বেদনাদায়ক হয়। এ কথা গ্রাহ্য কি অগ্রাহ্য, তাহা বুঝা যায় না। পাচক-রস যে স্তন্যপদার্থের ন্যায় উৎপন্ন হইয়া আপন আপন কোষে আবদ্ধ হয়, তাহার কোন প্রমাণ নাই। ডাক্তারেরা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, অত্যন্ত ক্ষুধার সময় খাদ্যদ্রব্য পিচকারীর দ্বারা নাভিমধ্যে প্রপূরিত করিয়া দিলেও ক্ষুধার শান্তি হয়। ক্ষুধাসম্বন্ধে অপর এক মত আছে, তাহার বিন্দুবিসর্গও আমরা বুঝি না। ক্ষুধা একপ্রকার চেতনা। উহা সর্ব্বশরীরব্যাপিনী হইলেও তাহার গোলক অর্থাৎ প্রকাশস্থান জঠর। শ্রান্তির দ্বারা সমস্ত শরীর অলস হইলে যেমন চক্ষুতে

মাত্র পান ভোজন করিত না। অথচ তাহার শরীর সুস্থ ও লাবণ্যযুক্ত ছিল। অনেক নীলকর সাহেব ও অনেক বাঙ্গালী তাহার সেই অদ্ভুত অবস্থা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। তাহার সেই অনশন-ব্রতের সম্বন্ধে জনরব এই যে, স্ত্রীলোকটি বিধবা হইলে ২০।২২ দিন পর্য্যন্ত শোকে অভিভূত ছিল। পান ভোজন দূরে থাকুক, এ কাল পর্য্যন্ত সে শয্যা হইতেও উঠে নাই। ক্রমে শোক হ্রাস হইয়া আসিলে তাহার আহারে ইচ্ছা জন্মিল। আহার করিল, কিন্তু তাহা উদরস্থ হইল না, বমন হইয়া গেল। পরদিনও ঐরূপ হইল। প্রতিদিন যখন বমি হইতে লাগিল, তখন সে আহার পরিত্যাগ করিল। আহার পরিত্যাগ অবধি সে দীর্ঘকাল জীবিত ছিল এবং বিশেষ কোন রোগগ্রস্ত হয় নাই, বলহীন বা কৃশও হয় নাই। প্রতিদিন স্নান করাতে তাহার একবার কি দুইবার মাত্র প্রস্রাব হইত, মলচেষ্টা হইত না। এই রমণী বাঙ্গালা ১২৮০ সালেও জীবিতা ছিল।

নিদ্রার আবেশ হয়,—শ্রান্তিসম্ভূত সর্ব্বশরীর-ব্যাপিনী উক্ত চেতনাও তেমনি জঠর প্রদেশে আবির্ভূত বা প্রকাশ প্রাপ্ত হইয়া ক্ষুধা নাম ধারণ করে।

এই সকল মতের মধ্যে কোন্ মত সত্য, তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। বস্তুতঃ, ক্ষুধার স্বরূপ নিতান্ত দুর্ব্বোধ্য। দুর্ব্বোধ্য বলিয়াই বহুজনে বহুপ্রকার বলেন। যিনি যতই বলুন, কেহই যখন ক্ষুধাশান্তির প্রকৃত কারণ বা নির্দ্দিষ্ট কারণ নির্ণয় করিতে পারেন না, তখন অবশ্যই তাঁহাদিগকে যোগ-বিশেষকে ক্ষুধাশান্তির কারণতাপক্ষে বিশ্বাস করিতে হইবে। উন্মত্তেরা, জ্বরিতেরা ও শোকাতুরেরা যখন দীর্ঘকাল অনাহারে থাকিতে পারে, তখন, ধ্যান-যোগীরা যে তাহা পারেন না, এ কথার কোন অর্থ নাই। নাভির মধ্যে খাদ্যদ্রব্য প্রবেশ করাইলে যদি ক্ষুধার শান্তি হয় ত তালুমধ্যে জিহ্বাগ্র প্রবিষ্ট রাখিলে তাহার শান্তি না হইবে কেন? ফলতঃ, ক্ষুধা ও তন্নিবৃত্তির মধ্যে যে কি এক অদ্ভুত ও নিগূঢ় কার্য্যকারণভাব আছে, তাহা অস্মদাদির অবোধ্য। যোগীরা বলেন যে, "কণ্ঠকূপে সংযমাৎ ক্ষুৎপিপাসাজয়ঃ।"—আমরা যখন চিত্তকে কণ্ঠকূপে নিমগ্ন রাখিয়া সমাহিত হই, তখন আমাদের ক্ষুধা তৃষ্ণা কিছুই থাকে না। যাহাই হউক, প্রোক্ত উদাহরণ-নিচয় পর্য্যালোচনা করিয়া আমরা কোন ক্রমেই যোগিগণের অনাহার-জীবনে অবিশ্বাস করিতে পারি না। মনের যে কি অসীম ক্ষমতা আছে, এবং মন যে কখন কিরূপ কারণ অবলম্বন করিয়া শরীরকে কখন কিরূপ করিয়া তুলে, তাহা কে বলিতে পারে? যাহাই হউক, অতঃপর আর আমরা মুখ-দোষী হইতে ইচ্ছা করি না। ভূমিকা উপলক্ষ্যে আমরা অনেক কথাই বলিলাম এবং অনেক চাপল্য প্রকাশ করিলাম। আমরা যখন যোগী নহি, কখনও কোনরূপ যোগ-যাগ করি নাই, তখন যোগের রহস্যকথা বলায় আমাদের অবশ্যই চাপল্য প্রকাশ পাইতেছে সন্দেহ নাই। পরন্তু ইহাও বলিতেছি, এ সকল কথার একটীও আমরা উৎপ্রেক্ষা করিয়া বলি নাই। এ সমস্তই যোগীর কথা। পূর্ব্ব পূর্ব্ব যোগীরা যাহা বলিয়া গিয়াছেন, আমরা তাহার অনুবাদ মাত্র আপনাদিগের সমক্ষে অর্পণ করিলাম। সুতরাং আমরা এ বিষয়ে দোষ-গুণের দায়ী নহি।

"আলোক্য সর্ব্বশাস্ত্রাণি বিচার্য্য চ পুনঃপুনঃ।
ইদমেকং সুনিষ্পন্নং যোগশাস্ত্রমতং পরম্ ॥"

পাতঞ্জলদর্শনম্।

সমাধি-পাদঃ।

"যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী।"

যাহার যেরূপ ভাবনা, সে তদনুরূপ সিদ্ধিই লাভ করে। অথবা যে যাহা ভাবে—সে তাহাই পায়। এই চিরন্তনী কথাটী প্রথমতঃ যোগীদিগের মুখ হইতে উচ্চারিত হইয়াছিল। কথাটীর অর্থ কতদূর সত্য, তাহা পরীক্ষা করিয়া না দেখিলে, ঘটনাবলির সহিত মিলাইয়া না দেখিলে, অনুষ্ঠান করিয়া না দেখিলে, বুঝা যাইতে পারে না।

ভাবনার মূলকারণ ইচ্ছা। ইচ্ছোদ্রেক না হইলে যখন ভাবনাপ্রবাহ উৎপন্ন হয় না,—তখন অবশ্যই তাহার মূলকারণ ইচ্ছা। ভাবনাস্রোতের উত্থাপক ইচ্ছার যে কত বল—ভাবনার যে কি অসাধারণ মহিমা—মানব-মনের যে কত ক্ষমতা, সকল মানব তাহা জানে না। বহির্জ্জগতের যে-কিছু শিল্প, সে সমস্তই মনঃপ্রসূত,—এ কথা বোধ হয় অসত্য নহে। আর্য্য ঋষিরা যাহাকে "যোগ" বলেন, তাহাও মনঃপ্রসূত শিল্পবিশেষ। "যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলম্।"—ক্রিয়ার কৌশলের নাম যোগ। বহির্জ্জগতের কার্য্য-কৌশল যেমন যোগ, তেমনি, অন্তর্জ্জগতের কার্য্যকৌশলও যোগ। এই যোগই এতদ্‌গ্রন্থের প্রতিপাদ্য এবং ইহাকে মানস-ক্রিয়ার কৌশল অথবা মানস-শক্তির শিল্প ব্যতীত অন্য কিছু বলা যায় না। এ সম্বন্ধে যোগীরা বলেন, যোগ-নামক মানস-শিল্পের ক্ষমতা বা প্রভাব এত অধিক যে, তাহা যোগা-ভ্যাস ব্যতীত বোধগম্য হইবার নহে। ফলতঃ, লৌকিক জগতে যোগ-নামক মানস-শিল্পের অসাধ্য কিছুই নাই বলিলেও বলা যায়। তাদৃশ

* চারি ভাগের এক ভাগকে পাদ বলে। এই গ্রন্থ চারি ভাগে বিভক্ত। সেই জন্য ইহার ভাগগুলিকে পরিচ্ছেদ না বলিয়া "পাদ" শব্দে উল্লেখ করা হয়। অন্যান্য গ্রন্থে এরূপ বিভাগকে পরিচ্ছেদ বলে।

অসাধ্যসাধক অদ্ভুত মানস-শিল্পের (যোগের) আদিবক্তা হিরণ্যগর্ভ (ব্রহ্মা)। যোগীশ্বর যাজ্ঞবল্ক্য ও পতঞ্জলি প্রভৃতি যোগিগণ তাঁহারই উপদিষ্ট পথে বিচরণ করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন, তাঁহারই উপদেশসমূহ বিশদ করিয়া বুঝাইবার জন্য বিবিধ গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। সেই সকল গ্রন্থের মধ্যে পতঞ্জলি-প্রোক্ত গ্রন্থটী অতি উত্তম; তজ্জন্যই আমরা তাহার তাৎপর্য্য অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলাম। পতঞ্জলিকৃত-যোগশাস্ত্রের প্রথম সূত্র এই :—

অথ যোগানুশাসনম্ ॥ ১ ॥

হিরণ্যগর্ভ প্রভৃতির উপদিষ্ট যোগশাস্ত্র পুনরারম্ভ করা যাইতেছে।

যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ ॥ ২ ॥

মনের বৃত্তিসমূহকে রুদ্ধ করার নাম যোগ।

মনোবৃত্তি রুদ্ধ করার নাম "যোগ",—এ কথার অর্থ অত্যন্ত গভীর ও অতিবিস্তীর্ণ। যোগ-নামক মানস-শিল্প জানিতে হইলে অগ্রে মানস-ক্রিয়া বা মনোবৃত্তি কি ও কতপ্রকার, তাহা জানিতে হয়। বৃত্তি কি? তাহা পশ্চাৎ ব্যক্ত হইবে। তাহা কতপ্রকার? অগ্রে তাহাই বলা যাউক। মনোবৃত্তি অসংখ্য; সুতরাং এক একটী করিয়া গণিতে গেলে শেষ হয় না। ফল, এক একটী করিয়া গণনা করিবার আবশ্যক নাই। মনোবৃত্তির অবস্থাগত বিভাগ বা শ্রেণী জানিতে পারিলেই যোগ-নামক মানস-শিল্পের উপকরণ বিষয়ে জ্ঞানলাভ করা যায়। মনস্তত্ত্ববিৎ যোগিগণের মতে মনোবৃত্তি অসংখ্য হইলেও তত্তাবতের অবস্থাবিভাগ অসংখ্য নহে,—অর্থাৎ মানবদিগের মানস-ক্রিয়ার শ্রেণী পাঁচ প্রকারের অধিক নহে; যথা—ক্ষিপ্ত, মূঢ়, বিক্ষিপ্ত, একাগ্র ও নিরুদ্ধ। মনুষ্যের যতপ্রকার মনোবৃত্তি থাকুক, সমস্তই ঐ পাঁচ প্রকারের অন্তর্গত। এক্ষণে ক্ষিপ্ত বৃত্তি কি? তাহা শুন।

(১) অথ আরম্ভে। যোগঃ সমাধিঃ। যুজ্ সমাধৌ ধাতুঃ। তস্য অনুশাসনম্ উপদিষ্টস্য তস্য পুনরুপদেশঃ। হিরণ্যগর্ভাদিভিরুপদিষ্টং যোগশাস্ত্রমারভ্যত ইতি সূত্রার্থঃ।

(২) বিষয়সম্বন্ধাচ্চিত্তস্য যা পরিণতিঃ সা বৃত্তিঃ। তাসাং নিরোধঃ স্বকারণে লয়ঃ যোগঃ। চিত্তস্য ক্ষিপ্তং মূঢ়ং বিক্ষিপ্তমেকাগ্রং নিরুদ্ধঞ্চেতি পঞ্চ ভূময়ঃ (অবস্থাঃ) সন্তি। তাসু নিরুদ্ধস্যৈব যোগশব্দবাচ্যতা মুখ্যা। রজস্তমোবৃত্তিনিরোধরূপত্বাদেকাগ্রতায়া অপি যোগশব্দবাচ্যতা ভবতি।

ক্ষিপ্ত।—ক্ষিপ্ত নাম শুনিয়া পাগল অবস্থা মনে করিও না। মনের অস্থিরতা অর্থাৎ চঞ্চলাবস্থা। তাদৃশী বৃত্তির নাম ক্ষিপ্ত। মন যে স্থির থাকে না, এক বিষয়ে নিবিষ্ট থাকে না, সন্তুষ্ট থাকে না, ইহা হউক তাঁহা হউক করিয়া সর্ব্বদাই অস্থির হয়, জলৌকার ন্যায় একটী ছাড়িয়া অন্য একটী—সেটী ছাড়িয়া আর একটী গ্রহণ করিবার জন্য ব্যতিব্যস্ত হয়,—তাহাই তাহার ক্ষিপ্ততা। বাহ্য-বস্তুর আকাঙ্ক্ষায় অস্থির থাকাই ক্ষিপ্ততা। এক্ষণে মূঢ়-নামক মনোবৃত্তির পরিচয় কিরূপ, তাহা বলা যাইতেছে।

মূঢ়।—মন যখন কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য অগ্রাহ্য করিয়া কামক্রোধাদির বশীভূত হয়, এবং নিদ্রাতন্দ্রাদির অধীন হয়, আলস্যাদি বিবিধ তমোময় বা অজ্ঞানময় অবস্থায় নিমগ্ন থাকে,—তখন তাহার মূঢ়াবস্থা। বিক্ষিপ্ত কি? তাহাও বলিতেছি।

বিক্ষিপ্ত।—এই অবস্থার সহিত পূর্ব্বোক্ত ক্ষিপ্তাবস্থার অত্যল্পই প্রভেদ আছে। প্রভেদ এই যে, চিত্তের পূর্ব্বোক্তপ্রকার চাঞ্চল্যের মধ্যে ক্ষণিক স্থিরতা। অর্থাৎ মন চঞ্চলস্বভাব হইলেও, সে মধ্যে মধ্যে যে স্থির হয়,—সেই স্থির হওয়াকেই আমরা বিক্ষিপ্ত নাম প্রদান করিয়া থাকি। চিত্ত যখন দুঃখজনক বিষয় ত্যাগ করিয়া সুখজনক বস্তুতে স্থির হয়, চিরাভ্যস্ত চাঞ্চল্য পরিত্যাগ করিয়া ক্ষণকালের জন্য নিরবলম্বতুল্য হয়, অথবা কেবলমাত্র সুখাস্বাদে নিমগ্ন থাকে,—তখন তাহার বিক্ষিপ্ত ভাব হইয়াছে, ইহা জানিবে। এক্ষণে একাগ্র বৃত্তি কিরূপ তাহা শুন।

একাগ্র।—একাগ্র ও একতান এই দুই শব্দ একই অর্থে প্রযুক্ত হয়। চিত্ত যখন কোন এক বাহ্যবস্তু অথবা আভ্যন্তরীণ বস্তু অবলম্বন করিয়া নির্বাতস্থ নিশ্চল নিষ্কম্প দীপশিখার ন্যায় স্থির বা অবিকম্পিতভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকে, অথবা চিত্তের রজস্তমোবৃত্তি অভিভূত হইয়া গিয়া কেবল মাত্র সাত্ত্বিক বৃত্তি উদিত থাকে,—অর্থাৎ প্রকাশময় ও সুখময় সাত্ত্বিক বৃত্তি মাত্র প্রবাহিত হইতে থাকে, তখন জানিবে, তাহার একাগ্র বৃত্তি জন্মিয়াছে। এক্ষণে নিরুদ্ধ বৃত্তি কিরূপ, তাহা শুন।

নিরুদ্ধ।—পূর্ব্বোক্ত একাগ্রবৃত্তি অপেক্ষা নিরুদ্ধবৃত্তির অনেক প্রভেদ আছে। প্রভেদ কি, তাহা বলিতেছি।—একাগ্রবৃত্তিতে চিত্তের কোন না

কোন অবলম্বন থাকে, কিন্তু রুদ্ধবৃত্তিকালে তাহা থাকে না। চিত্ত তখন আপনার কারণীভূত প্রকৃতিতে প্রলীন ও কৃতকার্য্যের ন্যায় নিশ্চেষ্ট থাকে, দগ্ধসূত্রের ন্যায় কেবলমাত্র সংস্কারভাবাপন্ন হইয়া থাকে। সেই কারণে তখন তাহার কোনওপ্রকার বিসদৃশ পরিণাম দর্শন হয় না। আত্মার অস্তিত্বের দ্বারাই তৎকালে তাহার দেহ বিধৃত ও অবিকৃত থাকে, মৃতের ন্যায় নিপতিত ও পূতিভাবপ্রাপ্ত হয় না।

চিত্তের এবংবিধ পাঁচ ভূমিকার অর্থাৎ পাঁচপ্রকার চিত্তাবস্থার মধ্যে প্রথমোক্ত ভূমিকাত্রয়ের সহিত যোগের আদৌ সম্পর্ক নাই। "যোগে সুখ আছে" শুনিয়া বিক্ষিপ্ত চিত্তে কদাচিৎ যোগসঞ্চার হইলেও হইতে পারে বটে, পরন্তু তাহা স্থায়ী হইতে পারে না। কাযে কাযেই, বিক্ষিপ্তাবস্থচিত্তকে যোগ-সংজ্ঞা দেওয়া যায় না। সেই কারণে, একাগ্র ও নিরুদ্ধ, এই দ্বিবিধ চিত্তবৃত্তিকেই যোগ শব্দে ব্যবহৃত করা যায়। তন্মধ্যে নিরুদ্ধ অবস্থাই যোগশব্দের প্রকৃত বা মুখ্য অর্থ জানিবে। পরন্তু নিরুদ্ধ অবস্থাটী সহজে বোধগম্য হইবার নহে। এই অবস্থা পাইবার জন্য যোগীকে প্রথমে উপায় দ্বারা চিত্তের ক্ষিপ্ত, মূঢ় ও বিক্ষিপ্ত অবস্থা দূরীকৃত করিতে হয়। অনন্তর একাগ্র ও নিরুদ্ধ অবস্থা উপস্থাপিত করিতে হয়। নিরুদ্ধাবস্থা উপস্থিত হইলে কি হয়, তাহা বলা যাইতেছে।—

তদা দ্রষ্টুঃ স্বরূপেঽবস্থানম্ ॥৩॥ বৃত্তিসারূপ্যমিতরত্র ॥৪॥

সেই সময়ে অর্থাৎ চিত্তবৃত্তির নিরোধ বা নিরুত্থান-সময়ে দ্রষ্টার অর্থাৎ আত্মার বা পুরুষের স্বীয়রূপে অবস্থিতি হয়। তাৎপর্য্য এই যে, এই অবস্থাতেই আত্মার স্বরূপ অপ্রচ্যুত থাকে, অন্যান্য সময়ে তিনি বুদ্ধিবৃত্তির সহিত

---

(৩) তদা তস্মিন্ নিরোধকালে দ্রষ্টুঃ চিৎস্বভাবস্য আত্মনঃ স্বরূপে চিন্মাত্রতায়াম্ অবস্থানং ভবতীতি শেষঃ। পুরুষস্য চৈতন্যমাত্রং স্বভাবো ন তু বৃত্তয় ইতি কুসুমাপগমে স্ফটিকস্যেব বৃত্ত্যপগমে তস্য স্বরূপপ্রাপ্তিরিতি দিক্।

(৪) ইতরত্র অন্যস্যামবস্থায়াম্। বৃত্তয়ঃ বক্ষ্যমাণলক্ষণাঃ তাভিঃ সারূপ্যং সমানাকারত্বং তত্তদাত্মনা ভ্রমো ভবতীতি বাক্যশেষঃ। অতএব ন তদাপি তস্য স্বরূপক্ষতিরস্তি লৌহিত্যভ্রমকালে স্ফটিকস্যেবেতি দ্রষ্টব্যম্।

একীভূত থাকায় তাঁহার স্বরূপ প্রচ্ছন্ন থাকে। সেই জন্যই মনুষ্য অযোগী অবস্থায় স্বরূপ-সাক্ষাৎকারে বা যথার্থ আত্মজ্ঞানে বঞ্চিত থাকে।

আশঙ্কা।—আমরা দেখিতেছি, নিরুদ্ধাবস্থা আর মনের লয় বা বিনাশ প্রায় তুল্য কথা। নিরুদ্ধাবস্থায় যদি চিত্তের লয় বা অভাব হয় ত থাকে কি? কিছুই ত থাকে না? সুতরাং সে অবস্থাকে যোগ না বলিয়া এক প্রকারের মরণ বলাই ত উচিত? কেন-না, মনের লয় আর আত্মার বিনাশ তুল্য। পতঞ্জলি বলেন, না,—তুল্য না। অনেক প্রভেদ আছে। অজ্ঞ মানবদিগের ঐপ্রকার ভ্রম হয় বটে; পরন্তু মন আর আত্মা, এই দুইটি যে পৃথক্ পদার্থ,—তাহা যোগিগণের সমাধিকালেই প্রমাণীকৃত হয়। মন ও আত্মা এক বস্তু হইলে সমাধিকালে চিত্তবিলয় হইবামাত্র অবশ্যই তাঁহাদের দেহের পতন হইত। যখন তাহা হয় না, তাঁহাদের শরীর যখন যেমন তেমনই থাকে, তখন আর তৎকালে তাঁহাদের মনোলয় হইয়াছে বলিয়া আত্মারও লয় হইয়াছে বলিতে পার না। তৎকালে তাঁহাদের আত্মার যথার্থ রূপ (অনারোপিত স্বরূপ) প্রতিষ্ঠিত থাকে, এইরূপ বলাই উচিত। অতএব, মনোবৃত্তির নিরোধ-কালে পুরুষ বা আত্মা আপনার প্রকৃত রূপে প্রতিষ্ঠিত থাকেন, অন্যান্য সময়ে সেরূপ থাকেন না। অন্যান্য সময়ে তিনি চিত্তবৃত্তির সহিত একীভূত হইয়া বিবিধভাবে দৃশ্য হন। যখন যেমন বৃত্তি, তখন তেমনি রূপ প্রাপ্ত হন। কতপ্রকার মনোবৃত্তি আছে? তাহা বলা যাইতেছে।—

বৃত্তয়ঃ পঞ্চতয্যঃ ক্লিষ্টা অক্লিষ্টাঃ ॥৫॥

মনের বৃত্তি প্রধানতঃ পাঁচপ্রকার। সেই পাঁচপ্রকার মনোবৃত্তি আবার দুইপ্রকার। তন্মধ্যে ক্লেশদায়ক বলিয়া এক প্রকারের নাম ক্লিষ্ট, এবং ক্লেশের (সংসারদুঃখের) নাশক বলিয়া অন্যপ্রকারের নাম অক্লিষ্ট। ইহার বিস্তৃত ব্যাখ্যা এইরূপ,—

বিষয়ের সহিত সম্পর্ক হইবামাত্র চিত্ত যে বিষয়াকার প্রাপ্ত হয়, তাহার সেই বিষয়াকার প্রাপ্ত হওয়ার নাম বৃত্তি। অর্থাৎ দেহস্থ ইন্দ্রিয় ও বহিঃস্থ

(৫) বিষয়সম্বন্ধাৎ চিত্তস্য পরিণামবিশেষা বৃত্তয় ইত্যুক্তম্। তাশ্চ ক্লিষ্টাদিভেদেন দ্বিধা, প্রমাণাদিভেদেন চ পঞ্চতয্যঃ পঞ্চাবয়বাঃ পঞ্চভিরক্লেশরূপেতাঃ বিভক্তাঃ। তত্র অবিদ্যাদি ক্লেশফলাঃ ক্লিষ্টাঃ। অক্লিষ্টাস্তু তদ্বিপরীতাঃ। তে চাগ্রে স্ফুটীভবিষ্যন্তি।

বিষয়, দুইয়ের সম্বন্ধবশতঃ মনের বিবিধ অবস্থা বা পরিণাম (পরিবর্ত্তন) হইতেছে। সেই সকল মনঃপরিণামের নাম বৃত্তি। এই বৃত্তিকে আমরা জ্ঞান নামে উল্লেখ করি। বিষয় অসংখ্য; সুতরাং বৃত্তিও অসংখ্য। বৃত্তি অসংখ্য হইলেও তত্তাবতের শ্রেণী বা প্রকারগত বিভাগ অসংখ্য নহে। প্রকারগত বিভাগ প্রধানকল্পে পাঁচ, এবং অন্য এক ভাবে তাহা দুই। সেই দুইয়ের একের নাম ক্লিষ্ট ও অন্যতরের নাম অক্লিষ্ট। রাগ, দ্বেষ, কাম, ক্রোধ প্রভৃতি বৃত্তিগুলি ক্লেশের অর্থাৎ সংসার-দুঃখের কারণ বলিয়া ক্লিষ্ট। শ্রদ্ধা, ভক্তি, বৈরাগ্য, মৈত্রী ও করুণা প্রভৃতি বৃত্তি তাহার বিপরীত অর্থাৎ দুঃখনিবৃত্তিরূপ মোক্ষের কারণ বলিয়া অক্লিষ্ট। ক্লিষ্ট বৃত্তিগুলি হেয়, এবং অক্লিষ্টবৃত্তিগুলি উপাদেয় অর্থাৎ রাখিবার যোগ্য। পরন্তু যোগের সময়, কি—ক্লিষ্ট কি অক্লিষ্ট—সমস্ত মনোবৃত্তিই রুদ্ধ করিতে হয়। এক্ষণে মনোবৃত্তির প্রকারগত পাঁচ বিভাগ কি কি? তাহা নির্ণীত হইতেছে।—

প্রমাণ-বিপর্য্যয়-বিকল্প-নিদ্রা-স্মৃতয়ঃ ॥৬॥

প্রমাণবৃত্তি, বিপর্য্যয়বৃত্তি, বিকল্পবৃত্তি, নিদ্রাবৃত্তি ও স্মৃতিবৃত্তি। এই পাঁচপ্রকার মনোবৃত্তির লক্ষণ যথাক্রমে বর্ণিত হইবে। তন্মধ্যে প্রথমতঃ প্রমাণবৃত্তি কি ও তাহা কতপ্রকার? তাহা বর্ণিত হইতেছে।—

প্রত্যক্ষানুমানাগমাঃ প্রমাণানি ॥৭॥

প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আগম,—এই তিনপ্রকার মাত্র প্রমাণ-বৃত্তি আছে। কোন এক দ্রবীকৃত ধাতু ছাঁচে ঢালিবা মাত্র তাহা যেমন ঠিক্ ছাঁচের

---

(৬) প্রমাণাদীনাং লক্ষণন্তু সূত্রেণৈবোক্তম্।

(৭) প্রমাণশব্দোঽজহল্লিঙ্গঃ। তেন প্রমাণানীতি প্রয়োগঃ। প্রমাকরণং প্রমাণমিতি প্রমাণসামান্যলক্ষণম্। প্রমা চ অবাধিতার্থাবগাহী বোধঃ। চিত্তস্য অর্থাকারায়াং পরিণত্যাং তত্র যশ্চিদাত্মনঃ প্রতিবিম্বঃ স চাস্মিন্ শাস্ত্রে পৌরুষেয়ো বোধঃ ফলমিতি চোচ্যতে। তত্র ইন্দ্রিয়সম্বন্ধদ্বারা চিত্তস্য বিষয়েণ সহ সম্বন্ধে সতি যা তত্র বিশেষনির্দ্ধারণা বৃত্তিরুপজায়তে সা প্রত্যক্ষম্। হেতুদর্শনাৎ হেতুমতি যা সাধ্যতাবচ্ছেদকসামান্যনির্দ্ধারণা বৃত্তির্জায়তে সা অনুমানম্। আপ্তেন দৃষ্টোঽনুমিতো বার্থো যেন শব্দেনোপদিশ্যতে তস্মাচ্চ শব্দাৎ শ্রোতুর্যা তদর্থবিষয়া তদাকারা বা বৃত্তিরুদেতি সা আগম ইতি সংক্ষেপঃ।

আকার ধারণ করে, সেইরূপ, জীবের অন্তঃকরণও বাহ্যবস্তুর সহিত সংযুক্ত হইবা মাত্র ঠিক্ সেই সংযুক্তবস্তুর আকারে পরিণত হয়। অন্তঃকরণের তদ্বিধ পরিণামকেই আমরা জ্ঞান বলি, কিন্তু যোগশাস্ত্রকারেরা তাহাকে বৃত্তি বলেন। অপিচ, ছাঁচ একপ্রকার, কিন্তু ঢালিবার দোষে, কি অন্য কোন দোষে যদি তাহার বৈলক্ষণ্য হয়, তাহা হইলে তাহা যেমন মিথ্যা হয়, সেই-রূপ, বস্তু একপ্রকার, কিন্তু মনোবৃত্তি অন্যপ্রকার, এরূপ ঘটিলেও সে বৃত্তি বা সে জ্ঞান মিথ্যা হয়। মনোবৃত্তি সকল অবলম্বিত বস্তুর অবিকল সাদৃশ্যে উৎপন্ন হইলেই তাহা প্রমিতি বা সত্য-জ্ঞান নামে গণনীয়, আর বিপরীত ভাবে উৎপন্ন হইলে তাহা বিপর্য্যয়, ভ্রম বা মিথ্যাজ্ঞান বলিয়া স্বীকার্য্য। এতল্লক্ষণাক্রান্ত প্রমাণবৃত্তি সকল তিনপ্রকার কারণে উদিত হয় বলিয়া সে সকলের তিন শ্রেণী করা হয়। প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আগম। ইন্দ্রিয়ের সহিত বহির্বস্তুর সংযোগ হইবার পরেই যে মনোমধ্যে তদ্বস্তুর অনুরূপ বৃত্তি জন্মে, সেই বৃত্তির নাম "প্রত্যক্ষ"। এক বস্তুর প্রত্যক্ষের পর তৎ-সহচর অন্য অপ্রত্যক্ষ বস্তুর প্রতীতি হইলে (যেমন ধূম প্রত্যক্ষের পর তৎ-সহচর বহ্নির প্রতীতি) তাহা "অনুমান"। এবং বিশ্বস্তবাক্য শ্রবণ করিবার পর তদ্বাক্যবোধ্য পদার্থের জ্ঞান জন্মিলে অর্থাৎ তদাকারা বৃত্তি জন্মিলে তাহা "আগম"। এক্ষণে বিপর্য্যয়বৃত্তি কিরূপ? তাহা বলা যাইতেছে।—

বিপর্য্যয়োমিথ্যাজ্ঞানমতদ্রূপপ্রতিষ্ঠম্॥৮॥

সেই জ্ঞান মিথ্যা, যে জ্ঞান তদ্রূপে প্রতিষ্ঠিত হয় না অর্থাৎ যে জ্ঞানের বিষয় দেখিতে গেলে অন্যথা হইয়া যায়, সেই জ্ঞানের নাম 'বিপর্য্যয়'। এই বিপ-র্য্যয় জ্ঞানকে ভাল করিয়া বুঝাইতে হইলে বলিতে হয়, বস্তু একপ্রকার, কিন্তু মনোবৃত্তি অন্যপ্রকার, সেইরূপ হইলেই তাহা বিপর্য্যয়, ভ্রম বা মিথ্যা হইবে। এ কথা পূর্ব্বেও বলা হইয়াছে। এই বিপর্য্যয়-নামক ভ্রমের রজ্জু-সর্প, শুক্তি-রজত, মরু-মরীচিকা প্রভৃতি অনেক দৃষ্টান্ত আছে।

---

(৮) যস্য যৎ পারমার্থিকং রূপং তস্মিন্ ন প্রতিষ্ঠতীত্যতদ্রূপপ্রতিষ্ঠম্। অতথাভূতে-ঽর্থে তথাভূততয়োৎপদ্যমানং মিথ্যাজ্ঞানং বিপর্য্যয়ঃ ভ্রম ইতি যাবৎ। অস্যৈব ভেদাঃ পঞ্চ ক্লেশা ইত্যগ্রে স্ফুটীভবিষ্যতি।

শব্দজ্ঞানানুপাতী বস্তুশূন্যোবিকল্পঃ ॥ ৯ ॥

বস্তু নাই অথচ শব্দজন্য একপ্রকার মনোবৃত্তি জন্মে। তাদৃশ মনো-বৃত্তির নাম বিকল্প, অর্থাৎ অনাসন্ন কল্পনার নাম বিকল্প। বস্তু নাই, অথচ শব্দের প্রভাবে মনোবৃত্তি জন্মে, ইহার দৃষ্টান্ত "আকাশ-কুসুম"। আকাশ-কুসুম নাই, অথচ তাহা শুনিবামাত্র মনোমধ্যে একপ্রকার বৃত্তি জন্মে। পদার্থ দুইটী, কিন্তু শব্দের প্রভাবে একটী বৃত্তি জন্মিলে তাহাও বিকল্প হইবে। বস্তু একটী অথচ শব্দের প্রভাবে যদি দুইটী সংশ্লিষ্টবৃত্তি জন্মে, তবে তাহাও বিকল্প হইবে। আত্মা ও চৈতন্য বস্তুতঃ এক ; পবন্তু "আত্মার চৈতন্য" বলিলে দুইটী সংশ্লিষ্ট বৃত্তি জন্মে। চৈতন্যযুক্ত বুদ্ধিতত্ত্বরূপ অহং-তত্ত্বটী বস্তুতঃ দুই পদার্থ ; কিন্তু "আমি" এই শব্দের দ্বারা এক বৈ দুই বৃত্তি (জ্ঞান) জন্মে না। অতএব, বস্তুর স্বরূপ প্রতীক্ষা করে না, অথচ একটী অনাসন্ন বা আগন্তুক কল্পনাত্মক মিথ্যা বৃত্তি জন্মে,—সেরূপ স্থলে সে জ্ঞান বা সে বৃত্তি বিকল্প নামে গণ্য।

অভাবপ্রত্যয়ালম্বনা বৃত্তির্নিদ্রা ॥ ১০ ॥

যাহাতে সমুদায় মনোবৃত্তি লীন হয়, সেই অজ্ঞান অবলম্বন করিয়া যে অনির্ভিন্ন মনোবৃত্তি উদিত থাকে, সেই অনির্ভিন্ন মনোবৃত্তির নাম নিদ্রা অর্থাৎ সুষুপ্তি।

বস্তুতঃ নিদ্রাও একপ্রকার মনোবৃত্তি। প্রকাশস্বভাব সত্ত্বগুণের আচ্ছা-দক তমোগুণের উদ্রেক অবস্থাকেই আমরা নিদ্রা বলি। তমঃ বা অজ্ঞান পদার্থই নিদ্রাবৃত্তির অবলম্বন। যখন তমোময় অজ্ঞানময় নিদ্রা-বৃত্তির উদয় হয়, তখন সর্ব্বপ্রকাশক সত্ত্বগুণটী অভিভূত থাকে। সেই জন্যই তৎকালে অন্য কোন বস্তুর প্রকাশ থাকে না। থাকে না বলিয়াই লোকে বলে, "আমি নিদ্রিত ছিলাম, আমার জ্ঞান ছিল না।" বস্তুতঃ তখন তাহার

---

(৯) শব্দজন্যং জ্ঞানং শব্দজ্ঞানং তৎ অনুপতিতুং শীলং যস্য স তথোক্তঃ। নির্বিষয়ঃ। তাদৃশো যোঽধ্যবসায়ঃ স বিকল্পঃ। নরশৃঙ্গাদিশ্রবণসমনন্তর মবশ্যমেব ভবতি নির্বিষয়া বৃত্তিঃ। তস্যা যো বিষয়ো নরশৃঙ্গাদিঃ স নাস্তীতি তস্যা নির্বিষয়ত্বম্‌। তস্যা বিপর্য্যয়-বৎ বাধো নাস্তীতি পুরোক্তাৎ বিপর্য্যয়াদ্ভেদঃ।

(১০) কার্য্যং প্রতি অযতে গচ্ছতীতি প্রত্যয়ঃ কারণম। অভাবে জাগ্রৎস্বপ্নবৃত্তীনাং প্রবিলয়ে কারণং তমঃ। তদেব আলম্বনং বিষয়ো যস্যাঃ সা তথোক্তা বৃত্তিঃ নিদ্রেত্যুচ্যতে।

কোন জ্ঞান ছিল না এমন নহে, অজ্ঞানবিষয়ক জ্ঞান ছিল। সেই জন্যই সে, নিদ্রাভঙ্গের পর তৎকালের অজ্ঞানবৃত্তি স্মরণ করিয়া থাকে। নিদ্রাকালে অজ্ঞানময় বা তমোময় বৃত্তি অনুভূত হইয়াছিল বলিয়াই নিদ্রাভঙ্গের পর তাহার স্মরণ হয় এবং সেই স্মরণের দ্বারাই তাহার বৃত্তিত্ব নির্ণীত হয়।

অনুভূতবিষয়াসম্প্রমোষঃ স্মৃতিঃ ॥ ১১ ॥

বস্তু একবার অনুভূত অর্থাৎ প্রমাণবৃত্তিতে আরূঢ় হইলে তাহা আর যায় না; সংস্কাররূপে থাকিয়া যায়। সেই থাকাকে আমরা স্মৃতি নাম দিয়া উল্লেখ করি; তাৎপর্য্য এই যে, জাগ্রৎ অবস্থায় যাহা দেখা যায়, যাহা শুনা যায়, যাহা কিছু অনুভব করা যায়, চিত্তে তাহার সংস্কার আবদ্ধ হয়। উদ্বোধক উপস্থিত হইলেই সেই সকল সংস্কার প্রবল হইয়া চিত্তক্ষেত্রে সেই সকল পূর্ব্বানুভূত বস্তুর স্বরূপ পুনরুদিত করিয়া দেয়। সংস্কার-সমুৎপন্ন সেই সকল মনোবৃত্তির নাম স্মরণ। ক্রমবর্ণিত এতদ্বিধ পাঁচ শ্রেণী বৈ ছয় শ্রেণীর মনোবৃত্তি নাই। যোগকালে এই পাঁচপ্রকার মনোবৃত্তিই রুদ্ধ করিতে হয়। রুদ্ধ করিবার উপায় দ্বিবিধ। অভ্যাস ও বৈরাগ্য।

অভ্যাসবৈরাগ্যাভ্যাং তন্নিরোধঃ ॥

অভ্যাসের ও বৈরাগ্যের দ্বারা উক্ত সমুদায় বৃত্তির নিরোধ হইয়া থাকে। বৈরাগ্যের দ্বারা চিত্তের বহির্গতি ফিরিয়া গিয়া অন্তর্মুখী গতি জন্মে। অর্থাৎ কেবল মাত্র আত্মার প্রতিই তাহার অভিনিবেশ জন্মে। ক্রমে একাগ্র ও নিরুদ্ধ অবস্থা আইসে। এই দুই অবস্থা অর্থাৎ একাগ্র ও নিরুদ্ধ অবস্থা দৃঢ় করিবার নিমিত্ত, স্থায়ী করিবার নিমিত্ত, অভ্যাসের আবশ্যক আছে। কেননা, একমাত্র অভ্যাসের দ্বারাই উহা দৃঢ় বা স্থায়ী হয়, অন্য উপায়ে হয় না।

যাহার যে বস্তুতে উৎকট বিরাগ জন্মে, তাহার চিত্ত সে বস্তুতে থাকিতে চাহে না, প্রত্যুত চঞ্চল হয়। ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ। এতদ্দৃষ্টান্তে, মনুষ্য যদি

---

(১১) অনুভূতঃ প্রমাণবৃত্ত্যারূঢ়ঃ যঃ বিষয়ঃ বস্তু, তস্য যঃ অসম্প্রমোষঃ অস্তেয়ঃ সংস্কারদ্বারেণ বুদ্ধাবুপারোহঃ সঃ স্মৃতিরিত্যুচ্যতে।

(১২) অভ্যাসবৈরাগ্যাভ্যাং বক্ষ্যমাণলক্ষণাভ্যামেব তাসাং বৃত্তীনাং নিরোধঃ অনুষ্ঠানং সেৎস্যতীতি বাক্যশেষঃ।

সকল বিষয়েই বিরাগ উৎপাদন করিতে পারে, তাহা হইলে তাহাদের কেন না সকল বিষয়ে মনোনিরোধ হইবে? অপিচ, বৈরাগ্য অপেক্ষা অভ্যাসের ক্ষমতা অধিক। যে যেরূপ অভ্যাস করে, সে সেইরূপ স্বভাবই প্রাপ্ত হয়। ইহা নিশ্চিত জানিবে যে, অভ্যাস দৃঢ় হইলেই তাহা স্বভাবের সমবল ধারণ করে। মন যে স্থির থাকে না, তাহাও তাহার অভ্যাসের ফল ব্যতীত অন্য কিছু নহে। জীবের মন চিরকাল কেবল চঞ্চলতা বা অস্থিরতা অভ্যাস করিয়াছে, সেই জন্যই আর সে এখন সহজে স্থির হইতে পারে না। হেত্বন্তর এই যে, সে চঞ্চল স্বভাব প্রাপ্ত হইয়াছে; এখন যদি আবার স্থির হওয়া অভ্যাস করে, তাহা হইলে সে অবশ্যই স্থিরস্বভাব প্রাপ্ত হইবে। অতএব, অভ্যাসের ও বৈরাগ্যের দ্বারা যে চিত্তের অনন্তবৃত্তি অবরুদ্ধ হইয়া একতান-বৃত্তি স্থায়ী হইতে পারে, নির্বৃত্তি অবস্থা আসিতে পারে, তাহা যুক্তিশূন্য নহে।

তত্র স্থিতৌ যত্নোঽভ্যাসঃ ॥ ১৩ ॥

চিত্তকে স্থির করিবার জন্য যে যত্ন, যে যত্নে রাজস তামস বৃত্তি নিরুত্থান হয়, সেই যত্নবিশেষের নাম অভ্যাস। বস্তুতঃ অভ্যাসের সংক্ষিপ্ত লক্ষণ এই যে, বিষয়াভিনিবেশ ত্যাগ করিয়া চিত্তকে যত্নপূর্ব্বক বার বার একাগ্র বা একতান করা এবং তাহার পূর্ব্বসাধক যম-নিয়মাদি সাতপ্রকার যোগাঙ্গের অনুষ্ঠান করা। ফল-কথা এই যে, যে যত্নের দ্বারা চিত্তের একাগ্রতা প্রতিষ্ঠিত হয়, সেই যত্নে ও তদ্রূপ অনুষ্ঠানে তৎপর থাকার নাম অভ্যাস। যম-নিয়মাদির দ্বারা পরিশোধিত চিত্তকে বার বার একাগ্র করিতে করিতে ক্রমে তাহা দৃঢ় অর্থাৎ অবিচাল্য হইয়া দাঁড়াইবে। যখন দেখিবে, অভ্যাস দৃঢ় হইয়াছে, তখন তুমি তাদৃশ চিত্তকে যখন ইচ্ছা তখনই একতান করিতে পারিবে।

স তু দীর্ঘকালনৈরন্তর্য্যসৎকারাসেবিতোদৃঢ়ভূমিঃ ॥ ১৪ ॥

---

(১৩) রজস্তমোবৃত্তিশূন্যস্য চিত্তস্য একাগ্রতাপরিণামঃ স্বরূপনিষ্ঠঃ পরিণামো বা স্থিতিঃ, তস্যাং যত্নঃ অত্যান্তোৎসাহঃ পুনঃপুনস্তথাত্বেন চেতসি নিবেশনং বা অভ্যাস ইতি শব্দ্যতে।

(১৪) স তু অভ্যাসস্তু দীর্ঘকালং নৈরন্তর্য্যেণ তপোব্রহ্মচর্য্যবিদ্যাশ্রদ্ধাদিরূপেণ চ সৎকারেণ আদরাতিশয়েন বা আসেবিতঃ সম্যক্ অনুষ্ঠীয়মানঃ সন্ দৃঢ়ভূমিঃ স্থিরঃ ভবতীতি শেষঃ।

তাদৃশ অভ্যাস দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া সদাসর্ব্বদা ও শ্রদ্ধাসহকারে সম্পন্ন করিতে পারিলে ক্রমে তাহা দৃঢ় অর্থাৎ অবিচলিত হয়।

বস্তুতঃ উক্তবিধ অভ্যাস দু পাঁচ দিনে দৃঢ় হয় না। দুই একবার করিলেও হয় না। অযত্নপূর্ব্বক করিলেও হয় না। শ্রদ্ধার সহিত, ভক্তির সহিত, উৎসাহের সহিত, সদাসর্ব্বদা অভ্যাস করিতে পারিলেই তাহা দীর্ঘকালে গিয়া দৃঢ়তা প্রাপ্ত হয়। তদ্রূপ যোগাভ্যাস যখন দৃঢ় হইবে, তখন তোমার চিত্ত তোমারই অধীন হইবে। তখন আর তোমাকে এখনকার মত চিত্তের অধীন থাকিতে হইবে না। তখন তুমি তাদৃশ স্বাধীন চিত্তকে যখন ইচ্ছা তখন এবং যথায় ইচ্ছা তথায় নিবিষ্ট করিতে পারিবে। অভ্যাস যেমন অত্যধিক যত্নসাধ্য, বৈরাগ্য আবার ততোধিক ত্যাগসাধ্য।

দৃষ্টানুশ্রবিকবিষয়বিতৃষ্ণস্য বশীকারসংজ্ঞা বৈরাগ্যম্ ॥১৫॥

দৃষ্টবিষয় ও শাস্ত্রপ্রতিপাদিত বিষয়, যুগপৎ উভয় বিষয়েই সম্পূর্ণরূপে নিঃস্পৃহ হইতে পারিলে, "বশীকার"-নামক বৈরাগ্য জন্মে। অর্থাৎ ঐহিক ও পারলৌকিক ভোগেচ্ছা ত্যাগ করিতে পারিলেই উৎকৃষ্ট বৈরাগ্য হয়।

বস্তুতঃ বৈরাগ্য জন্মান অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার। ভোগস্পৃহা বর্জ্জনের নাম বৈরাগ্য। পরন্তু তাহা বস্তুবিবেকের অধীন। অনুসন্ধানের দ্বারা যদি প্রত্যেক বস্তুর দোষ হাড়ে-হাড়ে মর্ম্মে-মর্ম্মে প্রত্যক্ষ করা যায়, তবেই তদ্-বিষয়ক স্পৃহা পরিত্যক্ত হইতে পারে, নচেৎ পারে না। যখন অনুসন্ধান দ্বারা শত শত বস্তুর দোষ দেখা যায় এবং শত শত বস্তুতে বিতৃষ্ণা জন্মে,—তখন অবশ্যই সহস্র সহস্র বস্তুর দোষ দেখা যাইবে এবং তত্তাবতের স্পৃহাও পরিত্যক্ত হইতে পারিবে। তদ্রূপ দৃঢ়সঙ্কল্পের বা মনোবৃত্তির সাহায্যে, জগতের প্রত্যেক বস্তুই সদোষ ও দুঃখপ্রদ,—এতদ্রূপ ভাবনা (চিন্তা) আরম্ভ করিলে অথবা উক্তপ্রকার দৃঢ়সঙ্কল্প ধারণ করিলে, ক্রমে সকল বিষয়েই বৈরাগ্য জন্মিতে পারিবে।

---

(১৫) দৃষ্টঃ ইহৈবোপলভ্যমানঃ স্রক্চন্দনবনিতাদিঃ। অনুশ্রবো বেদস্তদ্বোধিতঃ স্বর্গাদিরানুশ্রবিকঃ। তয়োর্দ্বয়োরপি বিষয়য়োর্নশ্বরত্বদুঃখানুষক্তত্বাদিদোষদর্শনাৎ বিতৃষ্ণস্য নিঃস্পৃহস্য যা বশীকারসংজ্ঞা মমৈবৈতে বশ্যা নাহমেষাং বশ্য ইতি জ্ঞানং সা বৈরাগ্যমিত্যুচ্যতে।

বৈরাগ্যের বিষয় অর্থাৎ পরিত্যক্তব্য বস্তু দুইপ্রকার;—দৃষ্ট ও অদৃষ্ট। যাহা দেখা যায়, তাহা দৃষ্ট; এবং যাহা দেখা যায় না, তাহা অদৃষ্ট। স্ত্রী, অন্ন, পান ও উপলেপন প্রভৃতি বর্ত্তমান ভোগসাধন বস্তু সকল দৃষ্ট; এবং স্বর্গ, অমৃত, অপ্সরা ও অমরত্ব প্রভৃতি পারলৌকিক ভোগ্য বস্তু সকল অদৃষ্ট। কেননা, এ সকল বস্তুর অস্তিত্ব বা ভোগ বর্ত্তমান শরীরে অনুভূত হয় না। "পরে উহা ভোগ করিব" এতদ্রূপ প্রত্যাশায় আমরা উহার আকার ও অস্তিত্ব কল্পনা করিয়া লই। শাস্ত্রের প্রতি বিশ্বাস করি বলিয়াই আমাদের উক্তবিধ প্রত্যাশা জন্মে। যাহাই হউক, যদি উক্ত দ্বিবিধ (ঐহিক ও পারত্রিক) বিষয়ের ক্ষণভঙ্গুরত্বাদিদোষ প্রত্যক্ষ হয়, তাহা হইলে অবশ্যই উক্ত দ্বিবিধ বিষয়ের প্রতি বৈরাগ্য জন্মিবে। উক্ত দ্বিবিধ বিষয় হইতে নিঃস্পৃহ হইতে পারিলেই তত্ত্বজ্ঞানের ও সমাধির উপযুক্ত উৎকৃষ্ট বৈরাগ্য জন্মিবে। বৈরাগ্যের অঙ্কুরাবস্থা হইতে তাহার পূর্ণতাপ্রাপ্তি পর্য্যন্ত পর্য্যালোচনা করিলে চারিপ্রকার অবস্থা বা বিভাগ দৃষ্ট হইবে। প্রথম অবস্থা যতমান। দ্বিতীয় ব্যতিরেক। তৃতীয় একেন্দ্রিয়। চতুর্থ বশীকার। চিত্তের বিষয়ানুরাগ নষ্ট করিবার চেষ্টা জন্মিলে তাহা যতমান-নামক বৈরাগ্য। ইহা বৈরাগ্যের অঙ্কুর বা প্রথমাবস্থা। অনন্তর কোন্ অনুরাগ নষ্ট হইল, কোন্ অনুরাগই বা সজীব থাকিল, তাহা পরীক্ষার দ্বারা জ্ঞাত হইয়া সজীব অনুরাগ-গুলিকে দগ্ধ করিবার চেষ্টা করার নাম ব্যতিরেক। এই ব্যতিরেক-চেষ্টা বৈরাগ্যের দ্বিতীয়াবস্থা। ক্রমে যখন দেখিবে, চিত্ত আর কোন বিষয়ে অনুরক্ত হয় না, আকৃষ্টও হয় না, কিন্তু মধ্যে মধ্যে যৎকিঞ্চিৎ বা অত্যল্প ঔৎসুক্যমাত্র জন্মে, অর্থাৎ বিষয়ানুরাগের সংস্কারমাত্র অবশেষিত হইয়াছে, তখনই জানিবে, একেন্দ্রিয়-নামক বৈরাগ্য জন্মিয়াছে। এই একেন্দ্রিয়-নামক জ্ঞান-পরিপাক-অবস্থাটী বৈরাগ্যের তৃতীয় স্থানে সন্নিবিষ্ট। ক্রমে যখন সূক্ষ্ম ঔৎসুক্যটুকুও থাকিবেক না, অর্থাৎ বিষয়ানুরাগের সংস্কারগুলিও বিলুপ্ত হইয়া যাইবে, তখন জানিবে, অত্যুৎকৃষ্ট বশীকার-জ্ঞান জন্মিয়াছে, এবং বৈরাগ্যও তখন চতুর্থাবস্থা বা পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে। এই বশীকার জ্ঞান বা বৈরাগ্য উপস্থিত হইলে ইহলোকের কথা দূরে থাকুক,—স্বর্গলোকের কথা দূরে থাকুক,—ব্রহ্মলোকের প্রতিও স্পৃহা থাকিবেক না। এই বশীকার

যখন দৃঢ় হয়, তখন তাহা পরবৈরাগ্য নাম ধারণ করে। সেই পরবৈরাগ্যই নির্ম্মল জ্ঞানের চরমসীমা ও যোগের বা সমাধির অসাধারণ উপকরণ।

তৎ পরং পুরুষখ্যাতেগু´ণবৈতৃষ্ণ্যম্ ॥১৬॥

পুরুষ-বিষয়ক জ্ঞান অর্থাৎ আত্মসাক্ষাৎকার হইতে তাদৃশ পরবৈরাগ্য উৎপন্ন ও স্থিরীভূত হয়। তৎকালে তাঁহার গুণের প্রতি অর্থাৎ প্রকৃতির প্রতি বিতৃষ্ণা জন্মে। প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য্য তখন আর তাঁহাকে প্রলোভিত করিতে পারে না। সুতরাং তিনি তখন নির্বিঘ্নে নিরোধ-সমাধি অবলম্বন করিয়া কালাতিপাত করিতে সমর্থ হন। যোগের বা সমাধির বিশেষ বিশেষ লক্ষণ বা বিশেষ বিশেষ অবস্থা, যাহা যোগশাস্ত্রে বর্ণিত আছে, এক্ষণে সেইগুলির প্রতি মনোনিবেশ করুন।

বিতর্কবিচারানন্দাস্মিতানুগমাৎ সম্প্রজ্ঞাতঃ ॥১৭॥

বিতর্ক, বিচার, আনন্দ ও অস্মিতা;—এই চারিপ্রকার অবস্থা বা প্রভেদ থাকায়, সম্প্রজ্ঞাত-সমাধিটী চারিপ্রকার বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। এই বিষয়টী পরিষ্কার করিয়া বুঝাইতে হইলে অনেক কথা বলিতে হয়। যথা—

এক-বস্তু-বিষয়ক তীব্রভাবনা বা উৎকটচিন্তা-প্রয়োগের নাম যোগ ও সমাধি। সর্ব্ববৃত্তিনিরোধ অর্থাৎ চিত্তের নিরালম্ব অবস্থাও যোগ ও সমাধি। শেষোক্ত সমাধির প্রথমাবস্থায় ভাব্যপদার্থের (যাহা ভাবা যায় তাহার নাম ভাব্য) জ্ঞান থাকে বটে; পরন্তু ক্রমে তাহার অভাবও হয়। চিত্ত তখন বৃত্তিশূন্য বা নিরালম্ব হইয়া কেবল অস্তিত্বমাত্রে অবস্থিত থাকে। সেই সকল পর্য্যালোচনা করিয়া যোগীরা বলিয়াছেন যে, সমাধি দুই-

(১৬) তৎ বৈরাগ্যং পুরুষখ্যাতেঃ পুরুষস্য খ্যাতিজ্ঞ´ানম্ আত্মসাক্ষাৎকার ইতি যাবৎ তস্মাৎ পুরুষদর্শনাভ্যাসাৎ ধর্ম্মমেঘাখ্যাৎ ধ্যানাৎ ভবতি। তস্যৈব ফলীভূতং গুণবৈতৃষ্ণ্যং প্রকৃতিবিষয়কং বৈরাগ্যং জায়তে। তচ্চ পরং নিরোধসমাধেরত্যন্তানুকূলত্বাদুৎকৃষ্টম্।

(১৭) সম্যক্ সংশয়বিপর্য্যয়রহিতত্বেন প্রজ্ঞায়তে ভাব্যস্য স্বরূপং যত্র সঃ সম্প্রজ্ঞাতঃ সমাধিঃ। স চ বিতর্কাদিচতুষ্টয়ানুগতত্বাচ্চতুর্বিধঃ। তত্র স্থূলে সাক্ষাৎকারবতী প্রজ্ঞা বিতর্কঃ। সূক্ষ্মসাক্ষাৎকারবতী প্রজ্ঞা বিচারঃ। ইন্দ্রিয়সাক্ষাৎকারবতী প্রজ্ঞা আনন্দঃ। অস্মিতাসাক্ষাৎকারবতী প্রজ্ঞা অস্মিতা। অস্মিতা আত্মনা সহৈকীভূতা বুদ্ধিঃ।

প্রকার। সম্প্রজ্ঞাত সমাধি ও অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি। (সম্—সম্যক্, প্র—প্রকৃষ্টরূপে, জ্ঞা—জানা)। ভাব্য-পদার্থের বিস্পষ্ট জ্ঞান অলুপ্ত থাকে বলিয়া প্রথমোক্ত সমাধির নাম "সম্প্রজ্ঞাত" আর "ন কিঞ্চিৎ প্রজ্ঞায়তে" কোনপ্রকার বৃত্তি বা জ্ঞান থাকে না বলিয়া শেষোক্ত সমাধির নাম "অসম্প্রজ্ঞাত"।

ধানুষ্কেরা যেমন প্রথমে স্থূল লক্ষ্য বিদ্ধ করিতে শিখে, ক্রমে সূক্ষ্ম ও সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম পদার্থ গ্রহণ পূর্ব্বক তাহা বিদ্ধ করিতে অভ্যাস করে, সেইরূপ, প্রথমযোগীরাও প্রথমে স্থূলতর শালগ্রাম, কি অন্য কোন কল্পিত দেবমূর্ত্তি, অথবা কোনরূপ ভৌতিক পদার্থ অবলম্বন পূর্ব্বক তদুপরি ভাবনাস্রোত প্রবাহিত করিতে শিক্ষা করেন। পরে সূক্ষ্ম, ক্রমে সূক্ষ্মতম পদার্থ অবলম্বন করিয়া চিন্তা-স্রোত প্রবাহিত করেন। সুতরাং জানা গেল, তাঁহাদের ধ্যেয় বা ভাব্যবস্তু দুইপ্রকার;—স্থূল ও সূক্ষ্ম। "স্থূল" ও "সূক্ষ্ম" এই দুই শব্দের দ্বারা যাহা বুঝা যাইতে পারে, সে সমস্তই তাঁহাদের ভাব্য বা ধ্যেয় বটে; পরন্তু তন্মধ্যে কিঞ্চিৎ বিশেষ ব্যবস্থা আছে। যথা—বাহ্য-স্থূল ও বাহ্য-সূক্ষ্ম। এবং আধ্যাত্মিক-স্থূল ও আধ্যাত্মিক-সূক্ষ্ম। ক্ষিতি, জল, তেজ, বায়ু, আকাশ,—এই পাঁচপ্রকার ভূত বাহ্য-স্থূল নামে, এবং ইন্দ্রিয়গুলি আধ্যাত্মিক-স্থূল নামে কথিত হয়। উহাদের কারণীভূত সূক্ষ্ম তন্মাত্র বা পরমাণু সকল এবং অহংতত্ত্ব ও বুদ্ধিতত্ত্ব-নামক অধ্যাত্মবস্তু সকল যথাক্রমে বাহ্য-সূক্ষ্ম ও আধ্যাত্মিক-সূক্ষ্ম নামে প্রখ্যাত হয়। এতদ্ভিন্ন আত্মা ও ঈশ্বর, এই দুই পৃথক্ ভাব্য বস্তুও আছে। এই সকল ভাব্য অবলম্বন করিয়া ভাবনা-স্রোত প্রবাহিত করিতে পারিলে ভাব্য-বস্তুর সামর্থ্যাদি অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন ফললাভ হইয়া থাকে। সমাধির প্রারম্ভেই যদি বাহ্য-স্থূলে আভোগ অর্থাৎ সাক্ষাৎকাররূপিণী প্রজ্ঞা জন্মে,—তাহা হইলে তাহাকে "বিতর্ক" বলা যায়। বাহ্য-সূক্ষ্মের সাক্ষাৎকার লাভ হইলে তাহা "বিচার" আখ্যা প্রাপ্ত হয়। কোন আধ্যাত্মিক-স্থূল যদি সমাধির আলম্বন হয়, আর তাহাতে ধ্যানজ-প্রজ্ঞা জন্মে,—তাহা হইলে সে অবস্থার নাম "আনন্দ"। বুদ্ধিসম্বলিত অভিব্যঙ্গ্য চৈতন্যে অর্থাৎ জীবাত্মাতে যদি তাদৃশ আভোগ (সাক্ষাৎকারবতী প্রজ্ঞা) জন্মে, তাহা হইলে তাহার নাম "অস্মিতা"। এই বিভাগ অনুসারে সম্প্রজ্ঞাত যোগ বা সম্প্রজ্ঞাত-সমাধি চারিপ্রকার

বিভাগে বিভক্ত। ইহাদের ক্রমানুগত শাস্ত্রীয় নাম "সবিতর্ক," "সবিচার," "সানন্দ" ও "সাস্মিত"। এতদ্ভিন্ন ঈশ্বরে যে সম্প্রজ্ঞাত যোগ সাধিত হয়,—তাহা স্বতন্ত্র; এবং তাহার ফলও ভিন্ন। ঈশ্বরাত্মায় সম্প্রজ্ঞাতযোগ সাধিত হইলে তৎকালে কোনপ্রকার কর্ত্তব্য অবশিষ্ট থাকে না। সে সাধক পূর্ণকাম হইয়া নিত্যতৃপ্ত অবস্থায় কল্পকল্পান্ত অতিবাহন করিতে সক্ষম হয়। উল্লিখিত ভাব্য-সমূহের যে কোন ভাব্যের উপর ধ্যানপ্রবাহ ছুটাইবে,—ধ্যান পরিপক্ক বা প্রগাঢ় হইলে চিত্ত অল্পে অল্পে সেই সেই ভাব্যের সারূপ্য প্রাপ্ত হইবে। চিত্ত তখন তন্ময় হইয়া অবিচালারূপে প্রতিষ্ঠিত থাকিবে। তৎকালে অন্য কোন জ্ঞান বা মনোবৃত্তি উদিত থাকিবে না। ভবিষ্যতে যদি কখন উদয়োন্মুখ হয়, তথাপি তাহা সেই ধ্যেয়াকারপ্রাপ্ত স্থিরবৃত্তির প্রতিরোধ করিতে পারিবে না। তাদৃশ স্থিরবৃত্তি যখন কিছুতেই প্রতিরুদ্ধ হইবে না, তখন তাহাকে "সম্প্রজ্ঞাত সমাধি" বলিয়া জানিবে। এই সম্প্রজ্ঞাত-সমাধি-সম্বন্ধে আরও কিছু জ্ঞাতব্য আছে। কি? তাহা বলিতেছি। ভাবিয়া দেখ, যখন তুমি কোন ঘটের কি পটের ধ্যান কর, তখন তোমার ঘট-জ্ঞানের সঙ্গে অথবা পট-জ্ঞানের সঙ্গে মৃত্তিকার অথবা বস্ত্রখণ্ডের জ্ঞান থাকে কি না। অবশ্যই থাকে। তৎসঙ্গে 'আমি'-জ্ঞানও থাকে। আবার কখন কখন এমনও হয়,—ঘটজ্ঞান লুপ্ত হইয়া যায়, কেবল 'আমি'-জ্ঞান ও মৃত্তিকাজ্ঞান পরস্পর জড়িত হইয়া হরিহরমূর্ত্তির ন্যায় এক বা অভিন্ন আকারে স্ফুরিত হইতে থাকে। আবার এরূপও হয়,—উক্ত দুই জ্ঞান পরস্পর পৃথক্ থাকে, অথচ তাহাদের পূর্ব্বাপরীভাব থাকে না, অর্থাৎ অশ্বিনীকুমারের ন্যায় যুগপৎ একযোগেই ভাসিতে থাকে। কখন কখন এমনও হয়,—অন্যান্য জ্ঞান লুপ্ত হইয়া যায়, কেবলমাত্র ঘটজ্ঞান, অথবা মৃত্তিকাজ্ঞান, অথবা কেবলমাত্র 'আমি'-জ্ঞান বর্ত্তমান থাকে। এরূপ হয় কি না, একটু ভাবিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিবে। যিনি কখন ভাবিতে ভাবিতে হতজ্ঞান হইয়াছেন, অত্যন্ত তন্মনা হইয়াছেন, তিনিই বুঝিবেন, উহা হয় কি না। তিনিই উক্ত উপদেশের সত্যতা বুঝিতে পারিবেন, অন্যে পারিবেন কি না সন্দেহ। যাহাই হউক, উক্ত দৃষ্টান্তে ধ্যানের বা সমাধির পরিপাকদশায় যদি ধ্যেয়বস্তুর জ্ঞান বৈ অন্য কোন জ্ঞান না

থাকে, অর্থাৎ অহং-জ্ঞান, কি ধ্যেয়বস্তুর উপাদান-জ্ঞান, কিংবা তাহার নাম-জ্ঞান না থাকে (প্রতিমাকার জ্ঞান বৈ প্রতিমার নাম-জ্ঞান কি তাহার উপাদান-জ্ঞান অর্থাৎ প্রস্তরাদি-জ্ঞান না থাকে), অর্থাৎ চিত্ত যদি সম্পূর্ণরূপে তন্ময় হইয়া যায়, তাহা হইলে, সেপ্রকার সমাধি সবিতর্ক না হইয়া নির্বিতর্ক সমাধি হইবে। সবিচারস্থলে উক্তপ্রকার তন্ময়তা ঘটিলে তাহাকে নির্বিচার বলা যাইবে। সানন্দ ও সাস্মিত-নামক সমাধিতে উক্তবিধ তন্ময়ীভাব জন্মিলে যথাক্রমে বিদেহলয় ও প্রকৃতিলয় বলা যাইবে। যদি আত্মা ও ঈশ্বরবিষয়ক-সম্প্রজ্ঞাতসমাধির পরিপাকদশায় উক্তবিধ একতানতা জন্মে, তাহা হইলে যথাক্রমে নির্ব্বাণ ও ঈশ্বরসাযুজ্য প্রাপ্ত বলা যাইবে।

কোন কোন যোগী বলেন, যোগী যদি ভূতের অথবা ইন্দ্রিয়ের প্রতি উক্তবিধ ভাবনাপ্রবাহ উত্থাপিত করিয়া চিত্তকে সর্ব্বতোভাবে তন্ময় করিয়া মৃত হন, আর মরণের পরেও যদি তাঁহার সে তন্ময়তা নষ্ট না হয়, বিদ্যমান থাকে, তাহা হইলে আমরা সে যোগীকেও বিদেহলয়ী বলিব। প্রকৃতি, মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কারতত্ত্ব, অথবা কোন এক তন্মাত্রায় লীন হইলে তাঁহাদিগকে আমরা প্রকৃতিলয়ী বলিয়া উল্লেখ করিব।

সম্প্রজ্ঞাত সমাধি বলা হইল, এক্ষণে অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি কি? তাহা বলা যাইতেছে।—

বিরামপ্রত্যয়াভ্যাসপূর্ব্বঃ সংস্কারশেষোঽন্যঃ ॥১৮॥

বিরাম শব্দের অর্থ নিবৃত্তি। কাহার নিবৃত্তি? মনোবৃত্তির নিবৃত্তি। মনোবৃত্তি-নিবৃত্তির প্রধান কারণ বৈরাগ্য। পুনঃ পুনঃ, বার বার, বৈরাগ্য উত্থাপিত করিতে করিতে, কালে কোনও বৃত্তি উদ্ভূত হয় না। চিত্ত তখন দগ্ধবীজের ন্যায় নিঃশক্তি হইয়া যায়। সুতরাং তাহাকে তখন 'নাই' বলিলেও বলা যায়। কেন-না, সূক্ষ্ম সংস্কার মাত্র থাকে, অন্য কিছু থাকে না।

(১৭) বিরামঃ বিতর্কাদিচিন্তাত্যাগঃ সর্ব্ববৃত্তীনামভাব ইতি যাবৎ। তস্য প্রত্যয়ঃ কারণং পরং বৈরাগ্যম্। তস্য অভ্যাসঃ পৌনঃপুন্যেনানুষ্ঠানং পূর্ব্বে যস্য স তথোক্তঃ। সংস্কারশেষঃ নির্বৃত্তিকত্বাৎ সত্তামাত্রপ্রতিষ্ঠঃ নিরলম্ব ইতি যাবৎ। অন্যঃ সম্প্রজ্ঞাতাদ্ভিন্নঃ অসম্প্রজ্ঞাত ইত্যর্থঃ। পরবৈরাগ্যাভ্যাসাৎ পূর্ব্বপূর্ব্বসংস্কারনাশক্রমেণ সর্ব্ববৃত্ত্যভাবরূপো নিরবলম্বনামধেয়োঽসম্প্রজ্ঞাতঃ সমাধির্ভবতীতি সূত্রার্থঃ।

সংস্কারভাবাপন্ন হইয়া থাকা আর না থাকা প্রায় তুল্য, অর্থাৎ তাহা না থাকার ন্যায়। তাদৃশ নিরবলম্ব-চিত্তাবস্থার নাম অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি।

সম্প্রজ্ঞাত সমাধির অত্যন্ত পরিপাক হইলে চিত্ত তখন আপনা-আপনিই ভাব-চ্যুত হইয়া যায়। সুতরাং তখন সহজেই নিরবলম্বতা ঘটে। তাদৃশ নিরবলম্ব সমাধির নাম অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি। "অত্র ন কিঞ্চিৎ প্রজ্ঞায়তে" এ অবস্থায় কোনপ্রকার মনোবৃত্তি থাকে না। এতদ্বিধ নিরবলম্ব-সমাধির সময় চিত্ত প্রসুপ্তের ন্যায়, অভাবপ্রাপ্তের ন্যায় অথবা লয়-প্রাপ্তের ন্যায় হইয়া থাকে। তাদৃশ নিরবলম্বতা সহজে হয় না। কঠোরতর বৈরাগ্যা-ভ্যাসের শেষসীমায় যাইতে পারিলেই উক্তবিধ নিরবলম্বতা লাভ করা যায়, নচেৎ যায় না। তাদৃশ অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি সকল ব্যক্তির হয় না। সম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে যাহার তৃপ্তি হয় না, সেই যোগীরই অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি হয়। তিনিই সর্ব্বপ্রকার চিন্তা ত্যাগ করিতে ও চিত্তকে নিরবলম্ব করিতে সমর্থ। চিত্তকে নিরবলম্ব করিবার প্রধান উপায় অতৃপ্তি। সকল বিষয়েই অতৃপ্তি, অর্থাৎ চিত্তে কোনপ্রকার বৃত্তি উঠিতে দিব না, সম্প্রজ্ঞাত বৃত্তিকেও থাকিতে দিব না, এতদ্রূপ দৃঢ়সঙ্কল্প। উক্তপ্রকার দৃঢ়সঙ্কল্প-বলে চিত্ত ক্রমেই নিরবলম্ব হইয়া আইসে। সম্প্রজ্ঞাতবৃত্তি অর্থাৎ ধ্যেয়বস্তু পরিত্যাগ করিলেও যদি তৎকালে চিত্তের অন্য বৃত্তি থাকে, অর্থাৎ অন্য বস্তু মনে আইসে, তবে তাহাকেও মন হইতে তাড়াইয়া দিবে। ফল-কথা এই যে, যখন যে বৃত্তি উঠিবে, তখনই তাহাকে "এটীও যাউক" ইত্যাকার দৃঢ় সঙ্কল্পের দ্বারা দূরীকৃত করিবে। বার বার ঐরূপ করিতে করিতে কালে ও ক্রমে অভ্যস্ত, ক্রমে তাহা দৃঢ় হইবে। অবশেষে সেই দৃঢ়াভ্যাসপ্রভাবে চিত্ত আর কোনও বিষয় গ্রহণ করিবে না। ক্রমে প্রসুপ্তের ন্যায় ও লয়-প্রাপ্তের ন্যায় হইয়া যাইবে। সুতরাং চিত্ত তখন নিশ্চল, নিরবলম্ব ও স্বপ্রতিষ্ঠ অবস্থা প্রাপ্ত হইবে। সেই স্বপ্রতিষ্ঠ অবস্থাই যোগীদিগের অস-প্রজ্ঞাতযোগ ও নির্বীজ সমাধি।

ভবপ্রত্যয়োবিদেহপ্রকৃতিলয়ানাম্ ॥ ১৯॥

---

(১৯) ভূতেন্দ্রিয়াণামন্যতমস্মিন্ বিকারে অনাত্মনি আত্মত্বভাবনয়া দেহপাতানন্তরং ভূতেষু ইন্দ্রিয়েষু বা লীনা বিদেহাঃ। অব্যক্তমহদহঙ্কারপঞ্চতন্মাত্রেষু প্রকৃতিষু আত্মত্বভাবনয়া লীনাঃ

বিদেহলয়ী ও প্রকৃতিলয়ী—এই দুই যোগীর যে সম্প্রজ্ঞাতযোগ, তাহা ভবপ্রত্যয় অর্থাৎ অজ্ঞানমূলক। অজ্ঞানমূলক বলিয়া মুক্তির কারণ নহে।

অভিপ্রায় এই যে, সম্প্রজ্ঞাতযোগ দুইপ্রকার;—ভবপ্রত্যয় আর উপায়-প্রত্যয়। বিদেহলয়ী ও প্রকৃতিলয়ী—এই দুই যোগীর যে সম্প্রজ্ঞাতযোগ, তাহা ভবপ্রত্যয় নামে উক্ত হয়। যাঁহারা মুমুক্ষু, তাঁহারা বিদেহলয়ী হইতে চাহেন না। প্রকৃতিলয়ী হইতেও ইচ্ছা করেন না। তাঁহারা সেই ভব-প্রত্যয় অর্থাৎ অজ্ঞানমূলক ও নশ্বরফল সম্প্রজ্ঞাতযোগ ইচ্ছা করেন না। বিদেহলয়ী কি? তাহা শুন। যাঁহারা কোন মহাভূতে অথবা সূক্ষ্মতম ইন্দ্রিয়ে সম্প্রজ্ঞাতযোগ সিদ্ধ করিয়াছেন, দেহপাত হইলেও যাঁহাদের অব-লম্বিত যোগ নষ্ট হয় না,—প্রত্যুত যাঁহারা দেহপাতের পরেও সেই মহাভূতে অথবা সেই ইন্দ্রিয়ে গিয়া লীন হইয়া থাকেন,—তাঁহারা বিদেহলয়ী। যাঁহারা অব্যক্ত (প্রকৃতি), মহৎ, অহঙ্কার, অথবা কোন তন্মাত্রায় চিত্ত লয় করিয়াছেন, তাঁহারা প্রকৃতিলয়ী। প্রথমোক্ত বিদেহলয়ী ও শেষোক্ত প্রকৃতিলয়ী—এই দ্বিবিধ যোগীরাই মুক্তিফলে বা কৈবল্যফলে বঞ্চিত হন। কারণ এই যে, তাঁহাদের সেই সম্প্রজ্ঞাতযোগ ভবপ্রত্যয় (ভব=অবিদ্যা, প্রত্যয়=কারণ) অর্থাৎ অবিদ্যামূলক। যেহেতু তাঁহারা সকলেই অনাত্ম-পদার্থে মনোলয় করিয়াছেন, সেই হেতু তাঁহারা কৈবল্যলাভে বঞ্চিত। সুষুপ্তিভঙ্গের পর জাগ্রদবস্থা-প্রাপ্তির ন্যায় তাঁহাদের চিত্ত পুনর্ব্বার যথা-কালে সংসারগতি প্রাপ্ত হয়। সেই কারণে, যাঁহারা মুমুক্ষু, তাঁহারা বিদেহলয়ী ও প্রকৃতিলয়ী হইতে ইচ্ছা করেন না। ভবপ্রত্যয়যোগের দিকে দৃক্‌পাতও করেন না।

শ্রদ্ধাবীর্য্যস্মৃতিসমাধিপ্রজ্ঞাপূর্ব্বক ইতরেষাম্ ॥ ২০ ॥

প্রকৃতিলয়াঃ। তেষাং চিত্তং সংস্কারমাত্রশেষমিত্যসম্প্রজ্ঞাতঃ। স চ ভবপ্রত্যয়ঃ, ভবন্তি জায়ন্তে অস্যাং জন্তব ইতি ভবঃ অবিদ্যা অনাত্মন্যাত্মবুদ্ধিরূপা, স এব প্রত্যয়ঃ কারণং যস্য স তথোক্তঃ। অবিদ্যাহেতুকোঽয়ং যোগো মুমুক্ষুভির্হেয় ইতি তাৎপর্য্যার্থঃ।

(২০) বিদেহ-প্রকৃতিলয়ব্যতিরিক্তানান্তু যোগিনাং শ্রদ্ধাদিপূর্ব্বকঃ—শ্রদ্ধাদয়ঃ পূর্ব্বে উপায়া যস্য স তথাবিধঃ সম্প্রজ্ঞাতো যোগো ভবতীতি বাক্যশেষঃ। তত্র শ্রদ্ধা যোগবিষয়ে চিত্তস্য প্রসন্নতা। বীর্য্যম্ উৎসাহঃ। স্মৃতিঃ অনুভূতাসম্প্রমোষঃ চিত্তস্য অব্যাকুলত্বং বা।

যাঁহারা বিদেহলয়ী ও প্রকৃতিলয়ী নহেন—অর্থাৎ যাঁহারা মুমুক্ষু বা কৈবল্যাভিলাষী, তাঁহাদের যোগ উপায়-প্রত্যয়, অর্থাৎ তাঁহাদের যোগ পর পর উপায়পূর্ব্বক উৎপন্ন হয়। শ্রদ্ধা, বীর্য্য, স্মৃতি, সমাধি ও প্রজ্ঞা—এতৎক্রমেই জন্মে। সুতরাং তাঁহারা আত্মসাক্ষাৎকার লাভ করত প্রকৃতির আলিঙ্গন হইতে মুক্ত হন।

প্রথমতঃ তাঁহাদের যোগের প্রতি, আত্মসাক্ষাৎকারের প্রতি শ্রদ্ধা জন্মে। পরে বীর্য্য, তৎপরে স্মৃতি, অনন্তর একাগ্রতা, পশ্চাৎ তদ্বিষয়ক প্রজ্ঞা জন্মে। প্রজ্ঞালাভের পরেই তাঁহাদের উৎকৃষ্টতম সমাধি জন্মে, এবং তাহা হইতেই তাঁহারা প্রকৃতিনির্ম্মুক্ততা বা কৈবল্য লাভ করেন। যোগের প্রতি, যোগফলের প্রতি চিত্ত প্রসন্ন হওয়ার নাম শ্রদ্ধা। শ্রদ্ধা জন্মিলেই ক্রমে তাহা হইতে বীর্য্য অর্থাৎ সমধিক উৎসাহ (অথবা শক্তিবিশেষ) জন্মে। বীর্য্য জন্মিলেই স্মৃতি অর্থাৎ অনুভূতপদার্থের অবিস্মরণ হয়। লোকে যাহাকে চিত্তের অব্যাকুলতা বা ধ্যানশক্তি বলে, তাহাই এস্থলে স্মৃতিশব্দের তাৎপর্য্যার্থ জানিবে। চিত্তের অব্যাকুলতা বা ধ্যানশক্তি জন্মিলেই সমাধি (চিত্তের একাগ্রতা) জন্মে। সমাধি জন্মিলেই প্রজ্ঞা অর্থাৎ জ্ঞাতব্য-প্রবিবেক হয়। লোকে যাহাকে বস্তুর যথার্থস্বরূপসাক্ষাৎকার বলে,—যোগীরা তাহাকে জ্ঞাতব্যপ্রবিবেক ও প্রজ্ঞা বলেন। বস্তুতঃ, শ্রদ্ধা হইলেই উৎসাহ বা যত্ন হয়, যত্ন হইলেই ধ্যানশক্তি জন্মে, ধ্যানশক্তির প্রভাবেই একাগ্রতা দৃঢ় হয়, একাগ্রচিত্ত হইতে পারিলেই জ্ঞাতব্যসাক্ষাৎকার হয়। জ্ঞাতব্য-সাক্ষাৎকার হইলে যোগের সমুদায় কার্য্য বা অঙ্গ পূর্ণ হয়। সম্প্রজ্ঞাত-যোগ যদি এতদ্রূপ উপায়-পরম্পরায় অথবা এতদ্রূপ প্রণালীক্রমে ঈশ্বর অথবা আপন আত্মা অবলম্বন করিয়া উৎপন্ন হয়, তাহা হইলেই কৈবল্যলাভ হয়, নচেৎ স্বর্গাদিমাত্র লাভ হয়। কৈবল্যলাভ হইলে পুনর্ব্বার সংসারে আসিতে হয় না, অন্যথা সংসারে আসিতে হইবেই হইবে।

সমাধিরেকাগ্রতা। প্রজ্ঞা জ্ঞাতব্যপ্রবিবেকরূপা। তত্র শ্রদ্ধাবতো বীর্য্যং জায়তে। স যোগবিষয়ে উৎসাহবান্ ভবতীতি যাবৎ। সোৎসাহস্য তু স্মৃতিরুপজায়তে। স্মরণসামর্থ্যাচ্চ চেতঃ সমাধীয়তে। সমাহিত এব ভাবাং বিজানাতি। তদভ্যাসাচ্চ সম্প্রজ্ঞাতযোগো ভবতীতি ক্রমঃ।

তীব্রসংবেগানামাসন্নঃ ॥ ২১ ॥

কার্য্যপ্রবৃত্তির মূলীভূত সংস্কারবিশেষের নাম সংবেগ। সেই সংবেগ যাহাদের তীব্র, তাহাদের শীঘ্র সমাধি হয়।

বস্তুতঃ উল্লিখিত প্রণালী অবলম্বন করিলেও সকলের ভাগ্যে সমানরূপে ও সমান সময়ে ফললাভ সংঘটন হয় না। তাহার কারণ এই যে, কার্য্যসম্পাদনের মূলকারণ যে সংস্কার বা মনোবৃত্তি, তাহা সকলের সমান নহে। কাহারও তীব্র, কাহারও মধ্য, কাহারও বা মৃদু অথবা অল্প। যাহার কার্য্যশক্তি তীব্র, সে সর্ব্বাপেক্ষা শীঘ্র কর্ত্তব্যসম্পাদন করিতে পারে। অন্যে তাহার সমান হইতে পারে না। কার্য্যশক্তি বা কার্য্যসম্পাদনের মূল-কারণ সংস্কার কি? তাহা শুন। যে শক্তি থাকায় কার্য্য করিবার পূর্ব্বে মনোমধ্যে সমস্ত কার্য্যবিবরণ অথবা কার্য্যের ইতিকর্ত্তব্যতা সকল শীঘ্র প্রকাশ পায়, চিত্তের সেই শক্তির নাম সংস্কার। ইহার অন্য নাম "সংবেগ"। এই সংবেগ যাহার তীব্র, সে শীঘ্র কার্য্য করিতে পারে, অন্যে সেরূপ পারে না। এজন্য তীব্রসংবেগ যোগীরাই শীঘ্র সমাধি লাভ করেন, অন্যের বিলম্ব হয়।

মৃদুমধ্যাধিমাত্রত্বাত্ততোঽপি বিশেষঃ ॥ ২২ ॥

মৃদু, মধ্য ও অধিমাত্র প্রভৃতি ভেদ থাকায় তাহাতেও আবার বিশেষ আছে। তাৎপর্য্য এই যে, পূর্ব্বে যে শ্রদ্ধা প্রভৃতি উপায়ের কথা বলা হইয়াছে, সে সকল, সকলের সমান নহে। কাহারও বা মৃদু, কাহারও বা মধ্য, কাহারও বা অধিমাত্র অর্থাৎ অতিপ্রবল। এতদনুসারেই সিদ্ধি-কালের তারতম্য হইয়া থাকে। যাহার শ্রদ্ধাদি মৃদু, তাহার বিলম্ব হয়। যাহার শ্রদ্ধাদি মধ্য, তাহার কিছু শীঘ্র হয়। যাহার শ্রদ্ধাদি প্রবল, তাহারই কার্য্য সর্ব্বাপেক্ষা শীঘ্র সম্পন্ন হয়। ইহাতে বলা হইল যে, যোগিগণের যোগশক্তি বা সংবেগ তীব্র হইলে, শ্রদ্ধাদি উপায় সকল সমধিক প্রবল বা তীক্ষ্ণ হইলে, শীঘ্র শীঘ্র সমাধি হয়, অন্যথা কিছু বিলম্ব লাগে।

---

(২১) সংবেগঃ ক্রিয়াহেতুর্দৃঢ়তরঃ সংস্কারঃ। স তীব্রো যেষাং তেষাং সমাধিরাসন্নঃ শীঘ্রমেব নিষ্পদ্যত ইত্যর্থঃ।

(২২) ততঃ তত্র অপি বিশেষঃ অস্তীতি শেষঃ। তত্রাপি মৃদুতীব্র-মধ্যতীব্রাধিমাত্রতীব্রত্বাদিভির্ভেদো দ্রষ্টব্যঃ।

ঈশ্বরপ্রণিধানাদ্বা ॥ ২৩ ॥

সম্প্রজ্ঞাতসমাধিলাভের অন্য এক সুগম উপায় আছে। কি? ঈশ্বরপ্রণিধান, অর্থাৎ ঈশ্বরোপাসনা। ঈশ্বরানুধ্যান দ্বারাও জীবের সমাধিলাভ হয়। যোগীর ঈশ্বরোপাসনা কিরূপ? তাহা এস্থলে সংক্ষেপে বলা যাইতেছে। ঈশ্বরের প্রতি বিশিষ্ট ভক্তি উচ্ছলিত করা আর ঈশ্বরোপাসনা সমান কথা। যোগী কায়িক, বাচিক, মানসিক—সকল ব্যাপারই ঈশ্বরের অধীন জ্ঞান করিবেন। যখন যে কার্য্য করিবেন, ফলের প্রতি দৃষ্টি না করিয়া, সুখের অনুসন্ধান না করিয়া, সমস্ত কার্য্যই পরমগুরু পরাৎপর পরমেশ্বরে অর্পণ করিবেন। যখন কিছু না করিবেন, তখনও তাঁহাকে ধ্যান করিবেন। অকপটে পুলকিত হইয়া অনবরত ঐরূপ করিলেই তোমার ঈশ্বরোপাসনা সিদ্ধ হইবে। তখন তুমি দেখিবে, তোমার অভিলষিত সিদ্ধির নিমিত্ত সেই পরমগুরু পরমেশ্বরের শুভানুগ্রহ তোমার আত্মায় অধিরূঢ় হইয়াছে, এবং পূর্ব্বোক্ত উৎকৃষ্ট সম্প্রজ্ঞাতসমাধি লাভের আর অধিক বিলম্ব নাই।

ঈশ্বর কি? তাহা কথঞ্চিৎ বোধগম্য না হইলে তৎপ্রতি বিশিষ্ট ভক্তি জন্মিবার সম্ভাবনা নাই। সেইজন্যই পরমকারুণিক মহাযোগী পতঞ্জলি সেই ভাবরূপী পরমগুরু পরমেশ্বরের উপদেশ করিয়াছেন। ভাবুক না হইলে পতঞ্জলির সেই অত্যল্প উপদেশ দ্বারা হৃদয়ে ঈশ্বরের স্বরূপ আরূঢ় করান যায় না। পতঞ্জলি বলিতেছেন—

ক্লেশকর্ম্মবিপাকাশয়ৈরপরামৃষ্টঃ পুরুষবিশেষ ঈশ্বরঃ ॥ ২৪ ॥

ক্লেশ, কর্ম্ম, বিপাক ও আশয় যাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না, যাবন্ত সংসারী আত্মা ও যাবন্ত মুক্তাত্মা হইতে যিনি পৃথক বা স্বতন্ত্র,—তিনি ঈশ্বর।

(২৩) ঈশ্বরঃ বক্ষ্যমাণলক্ষণঃ. তত্র প্রণিধানং ভক্তিবিশেষঃ বিশিষ্টোপাসনমিতি যাবৎ। তস্মাদপ্যাসন্নতমঃ সমাধির্ভবতীতি শেষঃ। বা-শব্দো ভক্ত্যুপায়স্য সুগমত্বখ্যাপনার্থঃ।

(২৪) ক্লেশা বক্ষ্যমাণলক্ষণা অবিদ্যাদয়ঃ পঞ্চ। কর্ম্ম ধর্ম্মাধর্ম্মৌ। বিপাকাঃ কর্ম্মফলানি। আশয়াঃ ফলানুকূলাঃ সংস্কারাশ্চিত্তস্থাঃ। এতৈরপরামৃষ্টঃ কালত্রয়েঽপ্যসম্বদ্ধঃ। পুরুষবিশেষঃ স্বতন্ত্র আত্মা। ঈশ্বরঃ সর্ব্বনিয়ামকঃ নিরতিশয়জ্ঞানেচ্ছাক্রিয়াশক্তিমানিতি যাবৎ। অত্র বিশেষপদেন কালত্রয়াসম্বন্ধবাচিনা মুক্তজীবেভ্যো ব্যাবৃত্তিঃ কৃতা। তেষান্তু পূর্ব্বকালে বন্ধত্রয়সম্বন্ধ আসীদিত্যনুসন্ধাতব্যম্।

ক্লেশ অর্থাৎ অজ্ঞানাদি পাঁচপ্রকার। যাহা আত্মা চিত্তের সহিত এক হইয়া ভোগ করিতেছেন এবং যাহা থাকাতে আত্মা জীব হইয়াছেন, তাহা। কর্ম্ম অর্থাৎ নানাপ্রকার ক্রিয়া, জীব যাহা প্রতিক্ষণ অনুষ্ঠান করিতেছে। বিপাক অর্থাৎ কর্ম্মফল, যাহা এই শরীরে সুখদুঃখাদিভোগ নামে পরিচিত। আশয় অর্থাৎ সংস্কার। কর্ম্ম করার পর চিত্তে যে কৃত-কর্ম্মের ভাব আহিত হয়, তাহা সংস্কার। মিলিতার্থ এই যে, তিনি জীবের ন্যায় ক্লেশভাগী নহেন, তিনি সর্ব্বক্লেশবিমুক্ত। জীবের ন্যায় তাঁহার ফলভোগ হয় না। তাঁহার সুখ, দুঃখ, জন্ম ও আয়ু-ভোগও হয় না। তিনি নিত্য, নিরতিশয়, অনাদি ও অনন্ত। সংসারী আত্মা যেমন চিত্তের সহিত একীভূত থাকায় বাসনা-নামক সংস্কারের বশীভূত, তিনি সেরূপ নহেন। তিনি অচিত্ত; তন্নিমিত্ত তিনি বাসনা-রহিত। জন্য জ্ঞান ও জন্য ইচ্ছার সহিত তাঁহার স্বাভাবিক জ্ঞানের ও স্বাভাবিক ইচ্ছার তুলনা হয় না। তিনি এক, অসাধারণ, অচিন্ত্য-শক্তিযুক্ত ও দেহাদিরহিত আত্মা বা পরম পুরুষ।

তত্র নিরতিশয়ং সর্ব্বজ্ঞত্ববীজম্ ॥ ২৫ ॥

তাঁহার নিরতিশয় জ্ঞান থাকায় তিনি সর্ব্বজ্ঞ অর্থাৎ তাঁহাতে সর্ব্বজ্ঞতার অনুমাপক পরিপূর্ণ জ্ঞানশক্তি বিদ্যমান আছে। অন্য আত্মার তাহা নাই। ফলিতার্থ এই যে, তিনি ভক্ত-সাধকের হৃদয়ে স্বতঃই প্রকাশ পান। তাঁহার স্বরূপ অন্যকে বোধগম্য করাইতে হইলে অনুমানের সাহায্য লইতে হয়। সে অনুমান এইরূপ: সকল আত্মাতেই কিছু না কিছু জ্ঞান আছে। সকল আত্মাই কিছু না কিছু অতীত, অনাগত ও বর্ত্তমান বুঝিতে পারে। কেহ অল্পজ্ঞ, কেহ বা তদপেক্ষা অধিকজ্ঞ। আবার তাহাদের অপেক্ষা অধিকজ্ঞ আত্মাও আছে। মনে কর, যাহা অপেক্ষা অধিকজ্ঞ আত্মা আর নাই, তিনিই পরমগুরু পরাৎপর পরমেশ্বর। যেমন অল্পতার শেষ সীমা পরমাণু, আর বৃহত্ত্বের চরম সীমা আকাশ, সেইরূপ জ্ঞান-ক্রিয়া-শক্তির অল্পতার পরা কাষ্ঠা ক্ষুদ্রজীব, আর তাহার আতিশয্যের পরা কাষ্ঠা ঈশ্বর।

(২৫) সর্ব্বজ্ঞত্বস্য যৎ বীজং জ্ঞাপকং নিরতিশয়ং জ্ঞানং তৎ তত্র তস্মিন ভগবতি অস্তীত্যনুমীয়তে। যত্র নিরতিশয়ং জ্ঞানং তত্র সর্ব্বজ্ঞত্বমিতি নিরতিশয়জ্ঞানবত্ত্বেন সর্ব্বজ্ঞত্বসিদ্ধেস্তেনৈব রূপেণ তস্যানুমানমিতি দিক্। নিরতিশয়ত্বং কাষ্ঠাপ্রাপ্তত্বম্।

স পূর্ব্বেষামপি গুরুঃ কালেনানবচ্ছেদাৎ ॥ ২৬ ॥

তিনি পূর্ব্ব পূর্ব্ব সৃষ্টিকর্ত্তাদিগেরও গুরু অর্থাৎ উপদেষ্টা। তিনি কালের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন নহেন; অর্থাৎ সকল কালেই তাঁহার অস্তিত্ব। অভিপ্রায় এই যে, ব্রহ্মাদি দেবতাদিগকে সৃষ্টিকর্ত্তা বলা যায় বটে, কিন্তু ঈশ্বর তাঁহাদিগেরও স্রষ্টা ও উপদেষ্টা। ব্রহ্মাদির জন্ম ও বিনাশ আছে, কিন্তু তাঁহার জন্ম নাই, বিনাশও নাই। তিনি অনাদি ও অনন্ত। সেই অনাদি অনন্ত আদি পিতা পরমেশ্বর ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করিয়া তাঁহাকে বেদ অর্থাৎ সৃষ্টিজ্ঞান উপদেশ করিয়াছিলেন। অতএব, তিনিই সর্ব্বস্রষ্টা ও সর্ব্বজ্ঞানের আকর।

তস্য বাচকঃ প্রণবঃ ॥ ২৭ ॥

তাঁহার বোধক শব্দ প্রণব অর্থাৎ ওঁ। শৃঙ্গলাঙ্গুলাদিযুক্ত পশুবিশেষের সহিত "গো" এই শব্দের যেরূপ সঙ্কেত বা সম্বন্ধ, ঈশ্বরের সহিত প্রণবের সেইরূপ সম্বন্ধ। পশুবিশেষের প্রতি "গো" শব্দের সঙ্কেত থাকা যাঁহারা জ্ঞাত আছেন, তাঁহাদের নিকট "গো" শব্দ উচ্চারণ করিলে যেমন তাঁহাদিগের হৃদয়ে সেই পশুবিশেষের আকার উদিত হয়, তেমনি, ওঁ বলিলেও সঙ্কেতজ্ঞ সাধকের হৃদয়ে ঈশ্বরভাব উদিত হয়। উপাসনার নিমিত্ত ঈশ্বরের সহিত প্রণবের সঙ্কেতবন্ধন করা হইয়াছে সত্য বটে; কিন্তু ইহা আজ কাল নহে। অনাদিকালের প্রণবের সহিত অনাদি ঈশ্বরের অনাদি সম্বন্ধ স্থির আছে। অনাদি কাল হইতেই যোগীরা প্রণবকে ঈশ্বরবাচক বলিয়া জানেন।

তজ্জপস্তদর্থভাবনম্ ॥ ২৮ ॥

প্রণবের জপ ও তাহার অর্থধ্যান করাই উপাসনা। যোগীরা ঈশ্বরের

---

(২৬) সঃ ভগবান্ পূর্ব্বেষাম্ আদ্যানাং স্রষ্টৄণাং ব্রহ্মাদীনাম্ অপি গুরুঃ উপদেষ্টা, যতঃ স কালেন নাবচ্ছিদ্যতে অনাদিত্বাৎ। ব্রহ্মাদীনাস্ত্বাদিমত্বাদস্তি কালেনাবচ্ছেদঃ।

(২৭) তস্য বাচকঃ অভিধায়কঃ শব্দঃ প্রণবঃ ওঁকারঃ। ঈশ্বরোঙ্কারয়োর্যো বাচ্যবাচকলক্ষণঃ সম্বন্ধঃ স চ সঙ্কেতেন ব্যজ্যতে, ন তু কেনচিৎ ক্রিয়ত ইতি দ্রষ্টব্যম্।

(২৮) তস্য প্রণবস্য জপঃ যথাবদুচ্চারণং তদর্থস্য চ ভাবনং পুনঃপুনশ্চেতসি বিনিবেশনং তত্র ঈশ্বরস্য উপাসনং ভবতীতি শেষঃ। তচ্চ একাগ্রতায়াঃ সাধনোপায় ইত্যর্থঃ।

অন্যরূপ উপাসনা করেন না, কেবল প্রণবমন্ত্র জপ (বাচিক ও মানসিক উচ্চারণ) ও তাহার অর্থ ধ্যান করেন। তাঁহারা যখন দৈহিক কার্য্য করেন, তখনও তাঁহাদের ঈশ্বরধ্যান ত্যাগ হয় না। ঈশ্বরধ্যানসম্বন্ধে মহাসাধক তুলসীদাস একটী সদৃষ্টান্ত ভাষা-শ্লোক বলিয়া গিয়াছেন। যথা—

"তুলসী য্যাসা ধেয়ান্ ধর্,
য্যাসা বিয়ান্‌কা গাই।
মুমে তৃণ চানা টুটে,
চেৎ রাখয়ে বাছাই।"

নবপ্রসূতা গাভী যেমন তৃণ-চণকাদি ভক্ষণ করে অথচ চিত্তকে বৎসের প্রতি অর্পিত রাখে (রাখে কি না, তাহা বৎসের নিকট গেলেই বুঝিতে পারিবেন), সেইরূপ, যোগীরাও বাহ্য কার্য্য করেন অথচ সর্ব্বদা প্রণবজপ ও প্রণবার্থধ্যান করেন। করিতে করিতে তাঁহাদের চিত্ত তাঁহাতেই বিনিবিষ্ট ও একাগ্র হইয়া পড়ে, ক্রমে সমাধিও উপস্থিত হয়।

ততঃ প্রত্যক্‌চেতনাধিগমোঽপ্যন্তরায়াভাবশ্চ ॥ ২৯ ॥

সর্ব্বদা প্রণবজপ ও প্রণবার্থ ধ্যান করিতে করিতে চিত্ত যখন নির্ম্মল হইয়া আইসে, তখন তাঁহাদের প্রত্যক্ চৈতন্য অর্থাৎ শরীরান্তর্গত আত্মা স্বসম্বন্ধি যথার্থ জ্ঞানের গোচর হন। তখন কোন বিঘ্নই থাকে না, নির্ব্বিঘ্নে সমাধিলাভ হয়।

ব্যাধিস্ত্যানসংশয়প্রমাদালস্যাবিরতিভ্রান্তিদর্শনালব্ধ-ভূমিকত্বানবস্থিতত্বানি চিত্তবিক্ষেপাস্তেঽন্তরায়াঃ ॥ ৩০ ॥

(২৯) ততঃ তজ্জপ-তদর্থভাবনাভ্যাং যোগিনঃ প্রত্যক্‌চেতনাধিগমঃ=প্রতীপং অঞ্চতীতি প্রত্যক্ বুদ্ধেরপ্যান্তরঃ আত্মা ইত্যর্থঃ। স চাসৌ চেতনঃ দৃক্‌শক্তিঃ তস্যাধিগমঃ সাক্ষাৎকারঃ অন্তরায়াঃ বক্ষ্যমাণাস্তেষামভাবশ্চ ভবতীতি বাক্যশেষঃ।

(৩০) ব্যাধিঃ প্রসিদ্ধঃ। স্ত্যানম্ অকর্ম্মণ্যতা চিত্তস্য। সংশয়ঃ যোগঃ সাধ্যো ন বেতি জ্ঞানম্। প্রমাদঃ অনুষ্ঠানশীলতা সাধনেষু ঔদাসীন্যম্। আলস্যং কায়চিত্তয়োর্গুরুত্বং যোগপ্রবৃত্ত্যভাব-কারণম্। অবিরতিঃ চিত্তস্য বিষয়তৃষ্ণা। ভ্রান্তিদর্শনং বিপরীতবুদ্ধিঃ যোগাসাধনেষু যোগ-সাধনবুদ্ধিস্তথা তৎসাধনেঽপ্যসাধনত্ববুদ্ধিরিত্যর্থঃ। অলব্ধভূমিকত্বং কুতশ্চিৎ নিমিত্তাৎ সমাধিভূমেরবক্ষ্যমাণস্য অলাভঃ। অনবস্থিতত্বং তত্র চিত্তস্য অস্থিরত্বম্। অন্তরায়ো বিঘ্নঃ।

অযোগী অবস্থায় (বিষয়ভোগাবস্থায়) যথার্থ আত্মজ্ঞান ও সমাধিলাভ না হইবার যে কারণ আছে,—তাহার নাম "বিঘ্ন"। বিঘ্ন অনেক; তন্মধ্যে এই কয়টী প্রধান। যথা—ব্যাধি, স্ত্যান, সংশয়, প্রমাদ, আলস্য, অবিরতি, ভ্রান্তিদর্শন, অলব্ধভূমিকত্ব, এবং অনবস্থিতত্ব। ব্যাধি = ধাতুবৈষম্যজনিত জ্বরাদি অবস্থা-প্রাপ্তি। স্ত্যান = মনের অক্ষমতা (ইচ্ছা থাকিলেও কার্য্য করিবার শক্তির অভাব)। সংশয় = যোগ করিতে পারিব কি না অথবা যোগ হয় কি না ইত্যাকার জ্ঞান। প্রমাদ = চিত্তের ঔদাসীন্য (উদ্যম-রাহিত্য)। আলস্য = শরীরের ও মনের গুরুত্ব (যদ্দ্বারা যোগে অপ্রবৃত্তি জন্মে)। অবিরতি = বিষয়তৃষ্ণা অর্থাৎ ইহা হউক, উহা হউক, ইত্যাকার আকাঙ্ক্ষা। ভ্রান্তিদর্শন = ভ্রমজ্ঞান অর্থাৎ একে আর জ্ঞান; যেমন শুক্তি-খণ্ডে রজত-জ্ঞান। যোগপক্ষে ভ্রম এই যে, যাহা যোগের উপকরণ নহে, তাহাকে উপকরণ মনে করা; এবং যাহা উপকরণ, তাহাকে অনুপকরণ মনে করা। অলব্ধভূমিকত্ব = কোন কারণে বা প্রতিবন্ধবশতঃ যোগাবস্থা প্রাপ্ত না হওয়া (যোগ আরম্ভ করিয়া কোনরূপ সিদ্ধিলক্ষণ না দেখিলে চিত্তে বিক্ষেপ উপস্থিত হয়। মনে হয় যে, বৃথা পণ্ডশ্রম হইতেছে। ইহাও অন্যতর বিঘ্ন)। অনবস্থিতত্ব = চিত্তের অস্থিরতা (কোন এক যোগাবস্থা পাইলেও চিত্ত তাহাতে স্থির বা সন্তুষ্ট না থাকা)। এইগুলির প্রত্যেকটীই সমাধি-লাভের বিঘ্ন বা বিপক্ষ। ঐ সকল দোষ নিঃশক্তি বা নিহত না হইলে কি একাগ্রতা, কি সমাধি—কিছুই হয় না। ঐ সকল দোষ রজঃ ও তমঃপ্রভাবে উপস্থিত হইয়া চিত্তকে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত করায়, একাগ্র হইতে দেয় না। পূর্ব্বোক্ত প্রকারের ঈশ্বরোপাসনা ও পশ্চাৎ বক্তব্য যোগাঙ্গসমূহের অনুষ্ঠান করিতে পারিলে ঐ সকল দোষ বিলুপ্ত হইয়া যায়। দোষ সকল লুপ্ত বা বিদূরিত হইলেই একাগ্র-শক্তি স্থায়ী হয়, সমাধিলাভও হয়।

রজোজন্য অস্থিরতা বা চলচ্চিত্ততা যোগের বা সমাধির প্রবল বিঘ্ন। সেই প্রবল বিঘ্ন নিবারণের জন্য চিত্তকে বার বার স্থির বা একতান করিতে হয়। বার বার একতান করিতে করিতে চিত্ত যথাকালে স্থিরস্বভাব হয়। স্থিরস্বভাব হইলেই যোগ অদূরবর্ত্তী হয়। চিত্ত স্থির না হইবার অন্যান্য কারণও আছে। যথা—

দুঃখদৌর্ম্মনস্যাঙ্গমেজয়ত্বশ্বাসপ্রশ্বাসা বিক্ষেপসহভুবঃ ॥৩১॥

দুঃখ, দৌর্ম্মনস্য, অঙ্গকম্পন, শ্বাস, প্রশ্বাস—এগুলিও বিক্ষেপের জনক এবং সমাধির শত্রু।

বিক্ষেপ অর্থাৎ রজোজন্য অস্থিরতা। দুঃখ, দৌর্ম্মনস্য, অঙ্গকম্পন, শ্বাস, প্রশ্বাস—এগুলি সেই বিক্ষেপের সহচর; অর্থাৎ বিক্ষিপ্ত অবস্থায় এ সমুদায়গুলিই বর্ত্তমান থাকে। দুঃখ কি? তাহা সকলেই জানেন। ইচ্ছার ব্যাঘাত হইলে যে মনঃক্ষোভ জন্মে, তাহার নাম দৌর্ম্মনস্য। শারীরিক অস্থিরতার নাম অঙ্গকম্পন। ইহা আসন ও মনঃস্থৈর্য্যের বিশেষ প্রতিববন্ধক। যে কোন কারণে হউক, বিক্ষেপ অর্থাৎ চিত্তস্থৈর্য্যের অভাব হইলে তৎসঙ্গে দুঃখাদি উপস্থিত হইবেই হইবে। দুঃখাদি উপস্থিত হইলে অবশ্যই চিত্তস্থৈর্য্যের অভাব হইবে। সুতরাং দুঃখাদিও যোগের প্রতিবন্ধক বা প্রবল বিঘ্ন। সেইজন্যই বর্ণিতপ্রকার বিক্ষেপ ও তদুপদ্রব দুঃখ, দৌর্ম্মনস্য, অঙ্গপ্রচলন, শ্বাস ও প্রশ্বাসকে জয় করা আবশ্যক বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। পূর্ব্বোক্ত প্রকারের অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা ঐ সকলের জয় হইতে পারে, এবং নিম্নলিখিত উপায়েও হইতে পারে।

তৎপ্রতিষেধার্থমেকতত্ত্বাভ্যাসঃ ॥৩২॥

এ সকল দোষ নিবারণের জন্য একতত্ত্ব অভ্যাস; অর্থাৎ বিক্ষেপ ও তদুপদ্রব দুঃখাদি নিবারণের জন্য কোন এক অভিমত তত্ত্ব (যে কোন মনোরম আকৃতি বা প্রীতিজনক বস্তু) ধ্যান করিবে। ধ্যানের সময় মন যেন অন্য দিকে না যায়; সেই ধ্যেয়বস্তুতেই যেন স্থির থাকে। যিনি ঈশ্বরকে ভালবাসেন, তিনি ঈশ্বরধ্যান করিবেন। যিনি রামমূর্ত্তি ভালবাসেন, তিনি রামমূর্ত্তি চিন্তা কবিবেন। যতক্ষণ না ও যত দিন না তুমি স্বীয় ইষ্ট-

(৩১) দুঃখং প্রসিদ্ধম্‌। দৌর্ম্মনস্যম্‌ ইচ্ছাবিঘাতাৎ মনসঃ ক্ষোভঃ। অঙ্গমেজয়ত্বম্‌ অঙ্গানাং প্রচলনম্‌। প্রাণো যদ্বাহ্যবায়ুমাচামতি স শ্বাসঃ। যৎ কৌষ্ঠ্যং বায়ুং রেচয়তি স প্রশ্বাসঃ। অত্র অনিচ্ছত ইত্যাহঃ পূরকরেচকয়োর্নিরাসার্থম্‌। এতে বিক্ষেপৈঃ সহ ভবন্তীতি বিক্ষেপসহভুবঃ। বিক্ষিপ্তচিত্তস্যৈবৈতে ভবন্তীত্যর্থঃ।

(৩২) তেষাং বিক্ষেপাণাং নিষেধার্থম্‌ একস্মিন্‌ কস্মিংশ্চদভিমতে তত্ত্বে অভ্যাসঃ পুনঃপুনশ্চিত্তনিবেশনং কর্ত্তব্যঃ। তদ্বলাৎ জাতায়ামেকাগ্রতায়াং বিক্ষেপাঃ প্রশমমুপযান্তীত্যর্থঃ।

দেবতায় একতান বা অনন্যচিত্ত হইতে পার, ততক্ষণ ও ততদিন বার বার বহুবার ধ্যান করিবে। যখন ধ্যান করিবে না, সাংসারিক কার্য্য করিবে, তখনও তুমি স্বকৃত কায়িক বাচিক মানসিক—সমুদায় কার্য্যই সেই পরম-গুরুর ও ইষ্টদেবের প্রতি অর্পণ করিবে। এইরূপ করার নাম 'একতত্ত্বা-ভ্যাস'। একতত্ত্বাভ্যাসের দ্বারা তোমার চিত্তে একাগ্রশক্তি প্রাদুর্ভূত হইবে। ধ্যেয়বস্তুর সহিত চিত্তের অবিচ্ছিন্নসংযোগ উৎপন্ন হইবে। চিত্ত যদি পরমেশ্বরে কি অন্য কোন অভিমত তত্ত্বে তন্ময় হইয়া যায়, তাহা হইলে আর বিক্ষেপ, কি বিক্ষেপের উপদ্রব দুঃখাদি, কিছুই থাকিবে না। এতদ্ভিন্ন আরও এক উপায় আছে। যথা—

মৈত্রীকরুণামুদিতোপেক্ষাণাং সুখদুঃখপুণ্যাপুণ্য-
বিষয়াণাং ভাবনাতশ্চিত্তপ্রসাদনম্ ॥৩৩॥

সুখ, দুঃখ, পুণ্য ও পাপ বিষয়ে যথাক্রমে মৈত্রী, করুণা, মুদিতা ও উপেক্ষা ভাবনা করিবে। এই প্রক্রিয়ার দ্বারাও চিত্ত প্রসন্ন অর্থাৎ নির্ম্মল হয়।

তাৎপর্য্য এই যে, একাগ্রতা শিক্ষার পূর্ব্বে, প্রথমে চিত্ত পরিষ্কার করিতে হইবে। অপরিষ্কৃত বা মলিন চিত্ত সূক্ষ্মবস্তুগ্রহণে অসমর্থ হইয়া বিক্ষিপ্ত হয়, স্থির বা সমাহিত হয় না। স্বচ্ছস্বভাব 'কাচ' যদি 'মলিন' থাকে, তবে, তদ্দ্বারা প্রতিবিম্ব-পাতন কার্য্য সাধিত হয় না। আকর্ষণক্ষম চুম্বক যদি মলদিগ্ধ থাকে, তাহা হইলে সেও আপন ক্ষমতায় বঞ্চিত থাকে। এই যেমন দৃষ্টান্ত, তেমনি, চিত্তও মলিন থাকিলে সূক্ষ্মবস্তুগ্রহণে ও স্থৈর্য্যে অক্ষম হয়। যদি বল, চিত্তের আবার মলিনতা কি? ইহাতে যোগীরা বলেন, চিত্তের মলা কাচের মলার ন্যায় নহে। রজস্তমোজন্য ঈর্ষা ও দ্বেষ প্রভৃতিই চিত্তের মলা। সে সকল মল উন্মার্জ্জিত না হইলে চিত্ত স্থিতিপ্রবাহযোগ্য ও প্রকাশময় হয় না। সেইজন্যই অগ্রে নিম্নলিখিত উপায়ে চিত্তের পরিকর্ম্ম অর্থাৎ মলাপনয়ন করিতে হয়, পশ্চাৎ সমাধি অভ্যাসে প্রবৃত্ত হইতে হয়।

---

(৩৩) সুখিতেষু সাধ্বেষাং সুখিত্বমিতি মৈত্রীম্, দুঃখিতেষু কথন্নু নামৈষাং দুঃখবিমুক্তিরিতি করুণাং, পুণ্যবৎসু পুণ্যানুমোদনেন মুদিতাং হর্ষম্, অপুণ্যবৎসু চ উপেক্ষাং মাধ্যস্থ্যবৃত্তিম্ ঔদাসীন্যং বা ভাবয়েৎ। এবং ভাবনয়া চিত্তস্য প্রসাদনং মলাপনয়নং ভবতি। ততশ্চ সমাধিরাবির্ভবতীতি সূত্রতাৎপর্য্যম্।

পরের সুখ, পরের দুঃখ, পরের পুণ্য ও পরের পাপ দেখিলে যথাক্রমে মৈত্রী, করুণা, মুদিতা ও উপেক্ষা করিবে। পরের সুখ দেখিলে সুখী হইও, ঈর্ষা করিও না। পরের সুখে সুখী হইতে অভ্যাস করিলে তোমার ঈর্ষামল বিদূরিত হইবে। তুমি যেমন সর্ব্বদা আত্মদুঃখনিবারণের ইচ্ছা কর, পরের দুঃখ দেখিলেও ঠিক্ সেইরূপ ইচ্ছা করিও। পরের দুঃখে দুঃখী হইতে শিখিলে তোমার চিত্তে বিদ্বেষ-মল থাকিবে না, পরাপকার-চিকীর্ষাও থাকিবে না। আপনার পুণ্যে বা আপনার শুভানুষ্ঠানে যেমন হৃষ্ট হও, পরের পুণ্যে ও পরের শুভানুষ্ঠানেও সেইরূপ হৃষ্ট হইও। পর-পুণ্যে হৃষ্ট হইতে শিখিলে তোমার মনের অসূয়ামল বিদূরিত হইবে। পরের পাপে বিদ্বেষ করিও না, ঘৃণাও করিও না। ভাল মন্দ কিছুই আন্দোলন করিও না। সর্ব্বতোভাবে উদাসীন থাকিও। ঐরূপ থাকিলে তোমার চিত্তের অমর্ষ-মল নিবারিত হইবে। সুখিতের প্রতি মৈত্রী, দুঃখিতের প্রতি করুণা, পুণ্যবানের প্রতি মুদিতা বা প্রেম, পাপীর প্রতি উপেক্ষা অর্থাৎ ঔদাসীন্য অবলম্বন করিবে। প্রত্যেক রাজস ও তামস বৃত্তির বিরুদ্ধে সাত্ত্বিক-বৃত্তি সকল উদিত করিবে। করিতে করিতে তোমার চিত্ত অল্পে অল্পে নির্ম্মল হইয়া উত্তমরূপ একাগ্রশক্তিসম্পন্ন হইবে।

চিত্ত নির্ম্মল হইলে, একাগ্রযোগ্য হইলে, তাহাকে স্থির বা একতান করিবার অন্য এক সুগম উপায় আছে। কি? তাহা বলা যাইতেছে।—

প্রচ্ছর্দ্দনবিধারণাভ্যাং প্রাণস্য ॥৪॥

বায়ুর প্রচ্ছর্দ্দন (আকর্ষণপূর্ব্বক বমন বা পরিত্যাগ) ও বিধারণ (আকৃষ্যমাণ বায়ুকে যথোক্তবিধানে ধারণ)—এই দুই প্রক্রিয়ার দ্বারাও চিত্তকে স্থির বা একতান করা যায়। প্রথমে শাস্ত্রোক্ত প্রণালী অবলম্বন করিয়া,

(৩৫) প্রচ্ছর্দ্দনং নাম নাসাপুটাভ্যাং কৌষ্ঠ্যস্য বায়োঃ শাস্ত্রোক্তরীত্যা বহির্নিঃসারণম্। বিধারণং নাম প্রাণস্য শাস্ত্রোক্তবিধানেন গতিবিচ্ছেদকরণম্। তাভ্যাং চিত্তমেকত্র লক্ষ্যে স্থিতিং লভত ইতি যোজ্যম্। বা-শব্দোঽত্র বক্ষ্যমাণোপায়ান্তরাপেক্ষয়া বিকল্পার্থঃ। রেচক-পূরক-কুম্ভকভেদেন ত্রিবিধঃ প্রাণায়ামঃ। স চ চিত্তস্যৈকাগ্রতাং নিবধ্নাতি। অত্রায়মভিসন্ধিঃ—সর্ব্বাসামিন্দ্রিয়বৃত্তীনাং প্রাণবৃত্তিপূর্ব্বকত্বাৎ মনঃপ্রাণয়োশ্চ স্বব্যাপারে তুল্যযোগক্ষেমত্বাৎ নিরুদ্ধপ্রাণঃ সমস্তেন্দ্রিয়বৃত্তিনিরোধদ্বারেণ চিত্তস্যৈকাগ্রতায়াং প্রভবতীতি দিক্।

গুরূপদেশক্রমে, নাসিকার দ্বারা অমৃতময় বাহ্যবায়ুর আকর্ষণ করিবে। পরিমিতরূপে ও যোগশাস্ত্রোক্ত বিধানে তাহা ধারণা করিবে। অনন্তর তাহা ধীরে ধীরে ও শাস্ত্রানুযায়ী নিয়মে ত্যাগ করিবে। এই প্রক্রিয়াকে "প্রাণায়াম" বলে। প্রাণ+আ+যম্=প্রাণকে সম্যক্ সংযত অর্থাৎ ইচ্ছানুরূপ নিরোধ করণ। প্রাণ যদি ইচ্ছাধীন হয়, তাহা হইলে চিত্তকে সহজে অনাকুল অর্থাৎ স্থির করা যায়। কেন-না, যে-কোন ইন্দ্রিয়কার্য্য—সমস্তই প্রাণ-গতির অধীন। প্রাণই শ্বাসপ্রশ্বাসরূপ গতি অবলম্বন করিয়া সমুদয় দেহযন্ত্র পরিচালিত করিতেছে। ভিন্ন ভিন্ন ইন্দ্রিয়কে ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যে উন্মুখ করিয়া দিতেছে। খাদ্য-দ্রব্যকে রক্তাদি আকারে পরিণত করিয়া প্রত্যেক অঙ্গে অর্পণ করিতেছে এবং তৎক্রমে প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের ও প্রত্যেক দেহযন্ত্রের স্বাস্থ্য, বল ও স্বভাব রক্ষা করিতেছে। প্রাণই ইন্দ্রিয়চক্রের, নাড়ীচক্রের ও মনের পরিচালক, এবং প্রাণই মনশ্চাঞ্চল্যের প্রধান কারণ। প্রাণের চলনে মনের চলন,—প্রাণের নিরোধে মনের নিরোধ,—প্রাণের স্থিরতায় মনের স্থিরতা হয়। ঘড়ীর প্যান্ডুলমের ন্যায় প্রাণ এদিক্ ওদিক্ করিতেছে বলিয়াই কাঁটার ন্যায় মন এদিক্ ওদিক্ করিতেছে। প্যান্ডুলম-স্থানীয় প্রাণ যদি না চলে, স্থির হয়, তাহা হইলে কাঁটা-স্থানীয় মনও স্থির হয়। যেমন প্যান্ডুলমের গতি সদোষ হইলে কাঁটার গতিও সদোষ হয়, তেমনি, প্রাণ-গতির দোষেই মনের গতি সদোষ হয়। কাম, ক্রোধ, লোভ, ভয় ও মোহ প্রভৃতি যে কিছু মনোদোষ, যে কিছু বিক্ষেপ, সমস্তই প্রাণ-গতির দোষে উৎপন্ন হয়। প্রাণ-গতি যদি নিরুদ্ধ হয় ত মনোদোষও নিবারিত হয়। প্রাণ যদি স্থির হয় ত মনও নিরুত্থান হয়। এই গূঢ় রহস্যটী জ্ঞাত হইয়া যোগীরা মনোদোষ নিবারণের জন্য, তাহার বিক্ষেপ বিনাশের জন্য, পাপক্ষয়ের জন্য, প্রাণায়ামের উপদেশ করিয়াছেন। এই প্রাণায়াম যদি সুসিদ্ধ হয়, আয়ত্ত হয়, তাহা হইলে মনের যে কিছু বিক্ষেপ, সমস্তই বিদূরিত হয়। নির্দ্দোষ ও নির্ব্বিক্ষেপ চিত্ত তখন আপনা হইতেই সুপ্রসন্ন, সুপ্রকাশ, স্বচ্ছস্থিতিপ্রবাহযোগ্য বা একাগ্রযোগ্য হইয়া পড়ে।

বিষয়বতী বা প্রবৃত্তিরুৎপন্না মনসঃ স্থিতিনিবন্ধিনী ॥৩৫॥

(৩৫) বিষয়া গন্ধাদয়ঃ। তে ফলত্বেন বিদ্যন্তে যস্যাঃ সা তথোক্তা। প্রবৃত্তিঃ প্রকৃষ্টা বৃত্তিঃ

বিষয়বতী প্রবৃত্তি অর্থাৎ দিব্যগন্ধাদিসাক্ষাৎকাররূপা প্রজ্ঞা জন্মিলেও মন স্থির হয়। অভিপ্রায় এই যে, চিত্ত উল্লিখিত উপায়ে নির্ম্মল হইলে, স্থির-স্বভাব প্রাপ্ত হইলে, তখন তাহাকে যথেচ্ছ নিয়োগ করা যায়, যথা ইচ্ছা তথায় স্থাপন পূর্ব্বক তন্ময় করা যায়। নির্ম্মল চিত্তকে যখন যাহাতে স্থাপিত করিবে, তখন তাহাতেই সে স্থির হইবে, তন্ময় হইবে। তদন্তর সমুদায় স্বরূপ ও অন্তস্তত্ত্ব সাক্ষাৎকৃত হইবে, কোন অংশই আবৃত থাকিবে না। যদি চন্দ্রে স্থাপন কর, তাহা হইলে চন্দ্রেই তন্ময় হইবে ও চন্দ্রতত্ত্ব সাক্ষাৎ-কৃত হইবে। যদি সূর্য্যে ধারণ কর ত সূর্য্যতত্ত্বও প্রত্যক্ষ হইবে। ইহা-রই নাম দিব্য-জ্ঞান, ইহারই নাম যোগজ-প্রজ্ঞা। প্রথম-যোগীরা প্রথমে দেহের প্রতি মনোনিবেশ করেন। দৈহিক অঙ্গবিশেষে মনঃসংযম করিয়া তাঁহারা অনেক আশ্চর্য্য তত্ত্ব প্রত্যক্ষ (মানস-প্রত্যক্ষ) করিয়া থাকেন। নাসাগ্রে চিত্তসংযম করিয়া তাঁহারা দিব্যগন্ধ প্রত্যক্ষ করেন। জিহ্বাগ্রে চিত্তসংযম করিলে বিদ্যারসবিজ্ঞান জন্মে। তাল্বগ্রে দিব্যরূপ, জিহ্বা-মধ্যে দিব্যস্পর্শ, জিহ্বামূলে দিব্যশব্দ অনুভূত হয়। অধিক কি, তাঁহারা যে কোন স্থূল বিষয়ে চিত্তসংযম করেন, সেই বিষয়েই তাঁহাদের দিব্য-জ্ঞান বা উৎকৃষ্ট প্রজ্ঞা উপস্থিত হয়। ইহা দেখিয়া যোগের প্রতি ও যোগফলের প্রতি তাঁহাদের দিন দিন শ্রদ্ধা, ভক্তি ও বিশ্বাস বাড়িতে থাকে। তদ্বলে তাঁহাদের চিত্তের একাগ্রতাও দিন দিন বাড়িতে থাকে। ক্রমে সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্মতম বিষয়ে একাগ্র হইবার জন্য অগ্রসর হইতে থাকে।

বিশোকা বা জ্যোতিষ্মতী ॥ ৩৬ ॥

উদরকন্দরের উর্দ্ধে, হৃৎপিঞ্জরের মধ্যে, অন্তঃসুষির ও অপূপাকার এক-খণ্ড মাংস আছে, তাহা প্রায় পদ্মাকার বলিয়া হৃৎপদ্ম নামে বিখ্যাত। এই

সাক্ষাৎকাররূপা প্রজ্ঞা ইত্যর্থঃ। সা উৎপন্না সতী মনসঃ স্থিতিনিবন্ধিনী চিত্তস্য স্থৈর্য্যহেতু-র্ভবতি। নাসাগ্রাদৌ চিত্তং ধারয়তো দিব্যগন্ধাদিসাক্ষাৎকারো ভবতি। ততশ্চ যোগফলে বিশ্বাসঃ সমুৎপদ্যতে। তস্মাচ্চ চিত্তমনাকুলং সমাধীয়ত ইতি ভাবঃ।

(৩৬) প্রবৃত্তিরুৎপন্না মনসঃ স্থিতিনিবন্ধিনীত্যনুবর্ত্ততে। জ্যোতিঃ সাত্ত্বিকঃ প্রকাশঃ স প্রশস্তো ভূয়ানতিশয়বাংশ্চ বিদ্যতে যস্যাং প্রবৃত্ত্যাং সা সংবিদিত্যর্থঃ। সা চ বিশোকা সুখময়সত্ত্বসাক্ষাৎকারাৎ বিগতঃ শোকো রজঃপরিণামো যস্যাঃ সা তথাবিধা। অয়মত্রাভি-

হৃৎপদ্ম রেচক প্রাণায়াম দ্বারা উর্দ্ধমুখ (অথবা উর্দ্ধমুখ ভাবনা) করিয়া তদন্তরালে চিত্ত ধারণ করিলে একপ্রকার জ্যোতিঃ বা আলোক অনুভূত হয়। সে জ্যোতির বা আলোকের তুলনা নাই। তাহা নিস্তরঙ্গ ও নিষ্কল্লোল ক্ষীরোদ সমুদ্রের ন্যায় প্রশান্ত ও মনোরম। নির্ম্মল ও সুশুভ্র। তাহাতে ক্ষণে ক্ষণে সূর্য্য প্রভা, চন্দ্রপ্রভা, মণিপ্রভা এবং অন্যান্য শত শত বিচিত্র প্রভা প্রস্ফুরিত হইতে দেখা যায়। এ আলোক বা এ জ্যোতিঃ মনোগোচর হইলে আর কোন শোকই থাকে না। সেই জন্যই এ আলোক "বিশোক" নামে খ্যাত। এই বিশোক-জ্যোতির অন্য নাম বুদ্ধিসত্ত্ব ও চৈতন্যপ্রদীপ্ত অস্মিতা (সাত্বিক অহঙ্কার)। চিত্ত হৃৎপদ্মসম্পুটমধ্যস্থ বুদ্ধিসত্ত্বধ্যানে নিমগ্ন হইলে, তন্ময় হইলে, শীঘ্রই সম্প্রজ্ঞাত-সমাধি বা উৎকৃষ্টতম যোগ জন্মে।

বীতরাগবিষয়ং বা চিত্তম্॥ ৩৭॥

মহাত্মাদিগের বৈরাগ্যযুক্ত অন্তঃকরণ ধ্যান করিলে কখন কখন তাহাও চিত্তস্থৈর্য্যের হেতু হয়।

জিহ্বামূল, জিহ্বাগ্র, তাল্বগ্র, হৃৎপদ্ম, তৎকর্ণিকাগত নাড়ীচক্র ও তদন্তরালস্থ বুদ্ধিসত্ত্ব,—এই সকল স্থানে চিত্তসংযম করা যেমন একাগ্রতাসিদ্ধির উৎকৃষ্ট উপায়, তেমনি; অন্য এক উৎকৃষ্ট উপায় আছে। কি? বীতরাগের চিত্তে চিত্তার্পণ। সিদ্ধপুরুষের চিত্তে চিত্তসংযোগ করিলেও একাগ্রতা জন্মিতে পারে; অর্থাৎ মহাপুরুষদিগের নির্ম্মল চিত্ত ধ্যান করিতে করিতে ক্রমে উৎকৃষ্টতম সম্প্রজ্ঞাত যোগ বা একাগ্রতা জন্মিতে পরে।

স্বপ্ননিদ্রাজ্ঞানালম্বনং বা ॥৩৮॥

স্বপ্ন অর্থাৎ সুষুপ্তি। নিদ্রা অর্থাৎ স্বপ্নদর্শন। সুষুপ্তি-কালের সুখ ও স্বপ্ন-

---

সন্ধিঃ—হৃৎপদ্মসম্পুটমধ্যে প্রশান্তকল্লোলক্ষীরোদার্ণবপ্রখ্যং বুদ্ধিসত্ত্বং ভাবয়তঃ প্রজ্ঞালোকপ্রাদুর্ভাবাৎ সর্ব্বপ্রবৃত্তিক্ষয়ে চেতসঃ স্থৈর্য্যমুৎপদ্যত ইতি যোগফলে যোগিনাং বিশ্বাসঃ সমুপজায়তে।

(৩৭) বীতরাগাঃ পরিত্যক্তবিষয়াভিলাষাঃ ব্যাসশুকাদয়ঃ তেষাং যচ্চিত্তং তদেব বিষয়ঃ আলম্বনং যস্য তত্তথোক্তং চিত্তং মনসঃ স্থিতিমুৎপাদয়িষ্যতি। ব্যাসশুকাদীনাং চিত্তে ধার্য্যমাণং চিত্তং স্থিতিপদং লভত ইত্যর্থঃ।

(৩৮) স্বপ্নশব্দঃ সুষুপ্তিপরঃ। জ্ঞানশব্দো জ্ঞেয়পরঃ। নিদ্রাস্বপ্নজ্ঞেয়াবলম্বনমপি চিত্তং

দৃষ্ট মনোরম মূর্ত্তি ধ্যান করিলেও চিত্তস্থৈর্য্য হইতে পারে। তাৎপর্য্য এই যে, মনোরম স্বপ্ন দর্শনের ও সুখনিদ্রার পর, সেই সেই স্বপ্নদৃষ্ট মনোরম বস্তুতে ও সেই সেই সৌষুপ্ত-সুখে মনোনিবেশ করিবে। স্বপ্নে যদি কোন মনোহর দেবমূর্ত্তি বা ইষ্টমূর্ত্তি সন্দর্শন কর, তবে, জাগিবামাত্র সেই স্বপ্নদৃষ্ট মনোরম মূর্ত্তিতে চিত্তার্পণ করিবে। স্বপ্নে যদি কখন নির্ম্মল সুখানুভব হয়, তবে, সেই সুখ তন্মনা হইয়া ধ্যান করিবে। করিতে করিতে ক্রমেই তোমার চিত্তে দৃঢ় একাগ্রশক্তি প্রাদুর্ভূত হইবে।

যথাভিমতধ্যানাদ্বা ॥ ৩৯ ॥

ফল, যে কোন মনোজ্ঞ বস্তু, যাহা মনে হইলে তোমার মন প্রফুল্ল হয়, শান্ত হয়, একাগ্রতা শিক্ষার নিমিত্ত তুমি তাহাই ধ্যান করিবে। তাহাতেই তোমার চিত্তে একাগ্রশক্তি আসিবে। রামমূর্ত্তি ভাল লাগে ত রামমূর্ত্তি ধ্যান করিবে। কৃষ্ণমূর্ত্তি ভাল লাগে ত কৃষ্ণমূর্ত্তি চিন্তা করিবে। বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি ভাল লাগে ত তাহাতেই চিত্তার্পণ করিবে। ফল কথা এই যে, কোন এক অভিমত বা বাঞ্ছিত বস্তু অবলম্বন করিয়া একাগ্রতা শিক্ষা করিবে। শিক্ষা সমাপ্ত হইলে, ধ্যেয়-পদার্থে চিত্তস্থৈর্য্য অভ্যস্ত হইলে, দৃঢ় হইলে, পশ্চাৎ তুমি যথা ইচ্ছা তথায় একাগ্র হইতে পারিবে। কি অন্তর্জগতের নাড়ীচক্র, কি বহির্জগতের চন্দ্র সূর্য্য, কি স্থূল, কি সূক্ষ্ম,—সর্ব্বত্রই চিত্তপ্রয়োগ ও সর্ব্বত্রই চিত্তকে তন্ময় করিতে পারিবে। (এ স্থানে বলা আবশ্যক যে, কামিনীমূর্ত্তি ভাল লাগে বলিয়া যেন কামিনীমূর্ত্তি ধ্যান করিও না। করিলে যোগ দূরে থাকুক,—বিয়োগ-সাগরে ডুবিবে)।

পরমাণুপরমমহত্ত্বান্তোঽস্য বশীকারঃ ॥ ৪০ ॥

মনঃস্থৈর্য্যহেতুর্ভবতি। স্বপ্নে ভগবতো মূর্ত্তিমতাস্তমনোহরমারাধয়ন্ প্রবুদ্ধস্তত্রৈব চিত্তং ধারয়েৎ। সুষুপ্তৌ যৎ নির্ম্মলং সুখং তত্রাপি চিত্তং ধারয়েৎ। সা ধারণা মনসঃ স্থিতিমুৎপাদয়িষ্যতি।

(৩৯) কিং বহুনা, যদ্যদভিমতং শিবরামকৃষ্ণাদিরূপং, বাহ্যং বা চন্দ্রসূর্য্যাদিকম্, আভ্যন্তরং বা নাড়ীচক্রাদিকং, তত্তদ্ধ্যানাদপি চেতঃ স্থিরং ভবতি। এতেন চিত্তম্ একত্র লব্ধস্থিতিক-মন্যত্রাপি স্থিতিং লভত ইতি সূচিতং ভবতি।

(৪০) অস্য সূক্ষ্মে নিবিশমানস্য চিত্তস্য পরমাণ্বন্তঃ পরমমহত্ত্বান্তশ্চ বশীকারঃ অপ্রতিঘাতো

পূর্ব্বোক্ত মৈত্রী-ভাবনাদির দ্বারা চিত্ত-নৈর্ম্মল্য ও বাঞ্ছিত তত্ত্বে মনো-নিবেশ-শক্তি বা একাগ্রশক্তি জন্মিলে, চিত্ত স্থিরস্বভাব প্রাপ্ত হইলে, সে চিত্ত তখন কি পরমাণু, কি পরম মহৎ,—সর্ব্বত্রই স্থির হয়, কিছুতেই কুণ্ঠিত হয় না, বিক্ষিপ্তও হয় না। সূক্ষ্মতম পরমাণু হইতে বৃহত্তম পরমাত্মা পর্য্যন্ত সমুদায় বস্তুই তাহার গ্রাহ্য, প্রকাশ্য বা বশ্য হয়।

ক্ষীণবৃত্তেরভিজাতস্যেব মণের্গ্রহীতৃগ্রহণ-গ্রাহ্যেষু তৎস্থতদঞ্জনতাসমাপত্তিঃ ॥ ৪১ ॥

নির্ব্বৃত্তিক চিত্ত স্ফটিকমণির ন্যায় তন্ময়ীভাব ধারণে সক্ষম ও সংযুক্ত-ফলভাগী হয়। স্ফটিক যখন যে রঙের বস্তুতে অর্পিত হয়, হইবামাত্র সেই রঙেই রঞ্জিত হয়। সেইরূপ, নির্ম্মলচিত্ত যে বস্তুতে অর্পিত হয়, হইবামাত্র সেই বস্তুতেই সমাসক্ত, স্থির ও তন্ময় হয়। একাগ্রতা শিক্ষার নিয়ম এই যে, প্রথমে গ্রাহ্য অর্থাৎ ইন্দ্রিয়বিজ্ঞাত পদার্থ অবলম্বন করিয়া একাগ্রতা অভ্যাস করিতে হয়। জ্ঞেয় বস্তু দ্বিবিধ;—স্থূল ও সূক্ষ্ম। প্রথমে স্থূল, পরে সূক্ষ্ম। প্রথমতঃ স্থূলে চিত্ত স্থির করা অভ্যস্ত করিতে হয়। অভ্যস্ত হইলে, ক্রমে মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার প্রভৃতি আভ্যন্তরীণ বস্তু অবলম্বন করিতে হয়। ইন্দ্রিয়ে চিত্তস্থৈর্য্য হইলে, পশ্চাৎ অস্মিতায় বা জীবাত্মায় একতান হইতে হয়। অবশেষে পরমাত্মায় অথবা ঈশ্বরে মনোলয় করিতে হয়। এতদ্রূপ সোপান-পরম্পরা অবলম্বন ব্যতীত, সহসা অর্থাৎ একবারেই সেই পরম মহৎ পরমেশ্বরে সমাহিত হওয়া যায় না। যখন দেখিবে, চিত্ত আর কোথাও প্রতিহত হয় না, সর্ব্বত্রই স্থির হয়, তখনই জানিবে যে, তোমার

ভবতীতি শেষঃ। পরমাণুপর্য্যন্তে সূক্ষ্মে তথা আকাশাদিপরমমহৎপর্য্যন্তে স্থূলে যোগিনাং মনো ন প্রতিহন্যত ইতি ভাবঃ। তেন বশীকারেণ চিত্তং লব্ধস্থিতিকং জ্ঞাত্বা তত্ত্বদুপায়ানুষ্ঠানা-নুপয়স্তবাদিত্যুপদেশো দ্রষ্টব্যঃ।

(৪১) ক্ষীণা বৃত্তয়ো যস্য তথাবিধস্য চিত্তস্য গ্রহীতৃগ্রহণগ্রাহ্যেষু অস্মিতেন্দ্রিয়বিষয়েষু তৎস্থতদঞ্জনতাসমাপত্তির্ভবতি। তৎস্থত্বং তদেকাগ্রতা। তদঞ্জনতা তন্ময়ত্বম্। স্বরূপপরি-ত্যাগেন তদ্রূপপ্রাপ্তিরিতি যাবৎ। দৃষ্টান্তমাহ—অভিজাতস্যেব মণেঃ। যথা অভিজাতস্য শুদ্ধস্য স্ফটিকমণেস্তত্তদাশ্রয়বশাৎ তত্তদ্রূপপ্রাপ্তির্ভবতি, তথা নির্ম্মলস্যাপি চিত্তস্য ভাব্যবস্তূপরাগাৎ ভাব্যরূপপ্রাপ্তির্ভবত্যেব। গ্রহীতৃগ্রহণগ্রাহ্যেষিত্যত্র গ্রাহ্যগ্রহণগ্রহীতৃবিষয়কসমাপত্তিরার্থিকত্বাৎ

চিত্ত বশীভূত হইয়াছে। তখন আর, তোমার চিত্ত স্থির করিবার জন্য বিশেষ উপায় অবলম্বন করিতে হইবে না। কোনপ্রকার অনুষ্ঠান করিতে হইবে না।

তত্র শব্দার্থজ্ঞানবিকল্পৈঃ সঙ্কীর্ণা সবিতর্কা ॥৪২॥

সেই-সেই-প্রকার সমাপত্তির বা তন্ময়তার মধ্যে যাহা শব্দজ্ঞান দ্বারা কি অর্থজ্ঞানদ্বারা সঙ্কীর্ণ অর্থাৎ প্রতিবিদ্ধ বা বিশিষ্টবৈশিষ্ট্যভাবে স্ফুরিত হয়, তাদৃশ তন্ময়তার বা তাদৃশ সমাপত্তির নাম সবিতর্ক (সবিতর্ক সমাধি)।

স্মৃতিপরিশুদ্ধৌ স্বরূপশূন্যেবার্থমাত্রনির্ভাসা নির্ব্বিতর্কা ॥৪৩॥

যদি শব্দের ও অর্থের স্মরণ পরিশুদ্ধ অর্থাৎ বিলুপ্ত হইয়া যায়, কেবল মাত্র ধ্যেয় বস্তুই চিত্তকে অধিকার করিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহাকে নির্বিতর্ক সমাপত্তি বা নির্বিতর্ক সমাধি বলিবে।

এতয়ৈব সবিচারা নির্ব্বিচারা চ সূক্ষ্মবিষয়া ব্যাখ্যাতা ॥৪৪॥

ইহার দ্বারা অর্থাৎ সবিতর্ক ও নির্ব্বিতর্ক নির্ণয়ের দ্বারা সূক্ষ্মবিষয়ক সবিচার ও নির্ব্বিচার সমাধিও নির্ণীত হইল, ইহা বুঝিতে হইবে।

গ্রাহ্যা, নামজ্ঞেয়বস্তুবিষয়া ইতি যাবৎ। গ্রহণং জ্ঞানকরণানি ইন্দ্রিয়াণি। গ্রাহ্যো বিষয়ঃ নাম নামাদিমদ্বস্তু চ। গ্রহীতা অস্মিতা জীব ইতি যাবৎ।

(৪২) তত্র তাসু সমাপত্তিষু যা সমাপত্তিঃ শব্দার্থজ্ঞানবিকল্পৈঃ সঙ্কীর্ণা তৈস্তৈরুজ্জ্বলা সা সবিতর্কা ইত্যুচ্যতে। অয়ং ভাবঃ—গৌরিত্যুক্তে শব্দার্থজ্ঞানানি ত্রীণ্যভিন্নানি ভাসন্তে। তত্র গৌরিতি শব্দ ইত্যেকো বিকল্পঃ। অয়ং হি গৌরিত্যুপাত্তয়োরর্থজ্ঞানয়োঃ শব্দাভেদবিষয়কঃ। তথা গৌরিত্যর্থ ইত্যেকো বিকল্পঃ। অয়ং গৌরিত্যুপাত্তয়োঃ শব্দজ্ঞানয়োরর্থাভেদবিষয়কঃ। এবং গৌরিতি জ্ঞানমিত্যেকো বিকল্পঃ। অয়ন্তু গৌরিত্যুপাত্তয়োঃ শব্দার্থয়োর্জ্ঞানাভেদগোচরঃ। ত এতে বিকল্পাঃ, অসদভেদগোচরত্বাৎ। এবং ঘটঃ পটঃ ইত্যাদাবপি বিকল্পা জ্ঞেয়াঃ। তত্র শব্দজ্ঞানাভ্যামভেদেন বিকল্পিতে স্থূলে গবাদিবস্তুনি সমাহিতচিত্তস্য যোগিনঃ সমাধিজন্য-সাক্ষাৎকারো যতঃ কল্পিতার্থমেব গৃহ্লাতি ততঃ সা সমাধিপ্রজ্ঞা শব্দার্থজ্ঞানানাং বিকল্পৈঃ সঙ্কীর্ণা তৈস্তৈরুজ্জ্বলা ভবতি। অতএব সা সঙ্কীর্ণা সমাপত্তিরিত্যুচ্যতে।

(৪৩) স্মৃতেঃ শব্দার্থস্মরণস্য পরিশুদ্ধৌ প্রবিলয়ে ত্যাগে সতীত্যর্থঃ। অর্থমাত্রনির্ভাসা বিকল্পত্যাগাৎ অবিকল্পিতার্থরূপং যৎ গ্রাহ্যং তৎস্বরূপেণৈব নির্ভাসমানা অতএব স্বরূপশূন্যা ইব গ্রাহ্যাকারাকারিতা ইব যা সমাপত্তিস্তন্ময়তা সা নির্বিতর্কা ইত্যুচ্যতে।

(৪৪) এতয়া সবিতর্কয়া নির্ব্বিতর্কয়া চ এব সূক্ষ্মবিষয়া সূক্ষ্মাঃ তন্মাত্রান্তঃকরণরূপাঃ বিষয়া

সূক্ষ্মবিষয়ত্বঞ্চালিঙ্গপর্য্যবসানম্ ॥ ৪৫ ॥

সবিচার ও নির্ব্বিচার সমাধির বিষয় সূক্ষ্ম এবং তাহার সীমা প্রকৃতি। ইন্দ্রিয়, তন্মাত্রা, অহংতত্ত্ব, অনন্তর মূল প্রকৃতি। এতদ্রূপ ক্রমপরম্পরা অনুসারেই তাহা প্রকৃতিতে গিয়া পরিসমাপ্ত হয়। ৪২ হইতে ৪৫ পর্য্যন্ত চারি সূত্রের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা-এইরূপ:—

নির্ম্মল চিত্ত অভিমত বস্তুতে তন্ময় হইলে তাহাকে "সম্প্রজ্ঞাত" যোগ বলে। এই সম্প্রজ্ঞাত-যোগ "সবিকল্প সমাধি" ইত্যাদি নানা নামে অভিহিত হয়। সেই তন্ময়তার বা সমাধির প্রকার-প্রভেদ আছে। সেই প্রভেদ অনুসারে তাহার চারিপ্রকার নাম কল্পিত হইয়া থাকে। যথা—"সবিতর্ক" "নির্ব্বিতর্ক" "সবিচার" ও "নির্বিচার"। স্থূল-আলম্বনে তন্ময় হইলে তাহা সবিতর্ক ও নির্ব্বিতর্ক, এবং সূক্ষ্ম আলম্বনে তন্ময় হইলে তাহা সবিচার ও নির্ব্বিচার। চিত্ত যখন স্থূলে তন্ময় হয়, তখন যদি তৎসঙ্গে বিকল্পজ্ঞান থাকে, তবে সে তন্ময়তা "সবিতর্ক"; এবং যদি বিকল্প জ্ঞান না থাকে, তবে তাহা "নির্ব্বিতর্ক" আখ্যা প্রাপ্ত হয়। চিত্তের তন্ময়তায় বা ধ্যেয়াকার-প্রাপ্তিতে যে বিকল্পজ্ঞানের সংস্রব থাকে, তাহা নিম্নলিখিত ব্যাখ্যা দেখিলে প্রতিপন্ন হইবে।

চিত্ত যে-কোন পদার্থে অভিনিবিষ্ট হউক, অগ্রে নাম, পরে সঙ্কেত-স্মৃতি, পশ্চাৎ বস্তুর স্বরূপে গিয়া পর্য্যবসিত হয়। ভাবিয়া দেখ, অগ্রে ঘ-অ-ট এই বর্ণত্রয়ের জ্ঞান, পশ্চাৎ কম্বুগ্রীবাদিমদ্বস্তুবিশেষের সহিত তাহার যে সঙ্কেত আছে তাহার স্মরণ, পশ্চাৎ ঘটাকারা চিত্তবৃত্তি নিষ্পন্ন হয় কি না। যদি হয়, তবে নিশ্চিত জানা গেল, প্রত্যেক তন্ময়তায় উক্ত বিকল্পত্রয়ের অর্থাৎ উক্ত আনুপূর্ব্বিক জ্ঞানত্রয়ের সংস্রব আছে। আবার এমনও হয় যে, ঘট দেখিবামাত্রে অথবা ঘটশব্দের শ্রবণ-সমকালে কম্বুগ্রীবাদিমদ্বস্তু ও তাহার সহিত ঘটশব্দের সঙ্কেত-জ্ঞান এবং ঘ-অ-ট এই বর্ণজ্ঞান অথবা "ঘট" ইত্যাকার

যস্তাঃ সা স বিচিরা। নির্ব্বিচারা চ সমাপত্তিঃ ব্যাখ্যাতা। স্থূলবিষয়ক-সবিতর্ক-নির্ব্বিতর্ক-যোগবৎ সূক্ষ্মবিষয়ক-সবিচার-নির্ব্বিচারয়োর্ভেদো দ্রষ্টব্য ইত্যর্থঃ।

(৪৫) সবিচারনির্ব্বিচারসমাপত্ত্যোর্ষৎ সূক্ষ্মবিষয়ত্বমুক্তং তৎ অলিঙ্গে প্রধানে পর্য্যবস্যতীতি অলিঙ্গপর্য্যবসানং তৎপর্য্যন্তমিতি যাবৎ।

নামজ্ঞান শীঘ্র উৎপন্ন হইয়া প্রথমোৎপন্ন জ্ঞান লুপ্ত হইয়া যায়, কেবলমাত্র ঘটাকার জ্ঞান বা ঘটাকারা মনোবৃত্তি বিদ্যমান থাকে। অতএব, যে স্থলে স্থূল আলম্বনের নামজ্ঞান ও সঙ্কেতজ্ঞান থাকে, সে স্থলে সবিতর্ক। যে স্থলে সঙ্কেতজ্ঞান কি নামজ্ঞান থাকে না, কেবলমাত্র অর্থাকার জ্ঞান থাকে, সে স্থলে নির্ব্বিতর্ক। চিত্ত যদি কৃষ্ণে তন্ময় হয় এবং তৎসঙ্গে যদি নামজ্ঞান ও সঙ্কেতজ্ঞান থাকে, তাহা হইলে তাহা সবিতর্ক, এবং যদি নামজ্ঞান ও সঙ্কেতজ্ঞান না থাকে, কেবলমাত্র নবজলধরমূর্ত্তি স্ফুরিত হয়, তাহা হইলে তাহা নির্ব্বিতর্ক কৃষ্ণযোগ হইবে। সবিচার ও নির্ব্বিচার যোগও ঐরূপ। তদ্দ্বয়ের আলম্বনীয় বিষয় সূক্ষ্ম বস্তু। তন্মধ্যে প্রথম পঞ্চভূত। তদপেক্ষা সূক্ষ্ম তন্মাত্রা ও ইন্দ্রিয়। তদপেক্ষা সূক্ষ্ম অহংতত্ত্ব। তদপেক্ষা সূক্ষ্ম মহত্তত্ত্ব। তদপেক্ষা সূক্ষ্ম প্রকৃতি। সূক্ষ্মবিষয়ক যোগের চরম সীমা এই পর্য্যন্ত বটে; পরন্তু পরমাত্মযোগ বা পরব্রহ্মযোগ এতদপেক্ষাও সূক্ষ্ম ও স্বতন্ত্র।

তা এব সবীজঃ সমাধিঃ ॥ ৪৬ ॥

উক্ত চতুর্ব্বিধ সম্প্রজ্ঞাত যোগকে "সবীজ" সমাধি বলে। কেন-না, উহা সবীজ অর্থাৎ আলম্বনযুক্ত। অথবা উহা বীজের ন্যায় অঙ্কুরজনক, অর্থাৎ ঐ সকল সমাধিতে পুনঃ সংসারাবস্থার বীজ থাকে। সমাধিভঙ্গের পর পুনশ্চ তাহা হইতে সংসারাঙ্কুর উৎপন্ন হয়।

নির্ব্বিচারবৈশারদ্যেঽধ্যাত্মপ্রসাদঃ ॥ ৪৭ ॥

উক্ত চতুর্ব্বিধ সবীজ সমাধির মধ্যে সবিতর্ক সমাধিই নিকৃষ্ট। তদপেক্ষা নির্ব্বিতর্ক সমাধি উৎকৃষ্ট। নির্ব্বিতর্ক অপেক্ষা সবিচার শ্রেষ্ঠ এবং সবিচার অপেক্ষা নির্ব্বিচার শ্রেষ্ঠ। এই উৎকৃষ্ট নির্ব্বিচার-যোগ উত্তমরূপ অভ্যস্ত হইলে চিত্তের স্বচ্ছ-স্থিতি-প্রবাহ দৃঢ় হয়। কোন দোষ বা কোনপ্রকার

(৪৬) তাঃ পূর্ব্বোক্তাঃ সমাপত্তয়ঃ বীজেন আলম্বনেন সহ বর্ত্তমানত্বাৎ বিবেকখ্যাত্যভাবেন বদ্ধবীজস্য সত্বাদ্বা সবীজঃ সমাধিরিত্যুচ্যতে।

(৪৭) নির্ব্বিকল্পকরূপা প্রধানান্তসূক্ষ্মগোচরা সমাপত্তির্নির্ব্বিচারা ইতি পূর্ব্বমেবোক্তম্। তস্যা বৈশারদ্যাৎ অতিনৈর্ম্মল্যাৎ অত্যন্তস্বচ্ছস্থিতিরূপো বৃত্তিপ্রবাহ ইতি যাবৎ। তস্মিন্ সতি যোগিনাম্ অধ্যাত্মপ্রসাদঃ আত্মনিষ্ঠঃ সাক্ষাৎকারবিশেষঃ সমুপজায়তে।

ক্লেশ কি কোন মালিন্যই থাকে না। সর্ব্বপ্রকাশক চিত্তসত্ত্ব তখন নিতান্ত নির্ম্মল হয়, আত্মাও তখন বিজ্ঞাত হন। ইহারই নাম অধ্যাত্ম-বিজ্ঞান।

তত্র ঋতম্ভরা প্রজ্ঞা ॥ ৪৮ ॥

তৎকালে যে উৎকৃষ্ট ও নির্ম্মল প্রজ্ঞা অর্থাৎ জ্ঞানালোক আবির্ভূত হয়, তাহার নাম সমাধি-প্রজ্ঞা। এই সমাধি-প্রজ্ঞার নাম "ঋতম্ভরা প্রজ্ঞা"। এ প্রজ্ঞা কেবল ঋত অর্থাৎ সত্যকেই প্রকাশ করে। তৎকালে ভ্রমের ও প্রমাদের লেশও থাকে না। যোগিগণ এই ঋতম্ভরা প্রজ্ঞার দ্বারা সমুদায় বস্তু যথাবৎ সাক্ষাৎকার করিয়া থাকেন এবং উৎকৃষ্টতম চরমযোগ অর্থাৎ নির্ব্বিকল্প সমাধি লাভ করিয়া মুক্ত হন।

শ্রুতানুমানপ্রজ্ঞাভ্যামন্যবিষয়া বিশেষত্বাৎ ॥৪৯॥

এই নির্ব্বিচার প্রজ্ঞার সহিত অন্য কোন প্রজ্ঞার তুলনা হয় না। কি ইন্দ্রিয়জনিত প্রজ্ঞা, কি অনুমানজনিত প্রজ্ঞা, কি শাস্ত্রজ্ঞানজনিত প্রজ্ঞা, কিছুই এই ভাবনা-প্রকর্ষ-জনিত নির্ব্বিচার প্রজ্ঞার সমকক্ষ নহে। কেননা, উল্লিখিত প্রজ্ঞা বস্তুর একদেশ বা সামান্যাকারমাত্র গ্রহণ করে, বিশেষ তত্ত্ব গ্রহণ করে না। সূক্ষ্ম, ব্যবহিত, কিংবা বিপ্রকৃষ্ট (দূরস্থ) বস্তু গ্রহণ করিতে পারে না। কিন্তু এই যোগজ-প্রজ্ঞা কি সূক্ষ্ম, কি বিপ্রকৃষ্ট, কি ব্যবহিত,—সমস্তই গ্রহণ করে, প্রকাশ করে। কারণ এই যে, বুদ্ধিপদার্থ মহান্, সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্বপ্রকাশক। তাহার যে সর্ব্বপ্রকাশকত্ব-শক্তি আছে, তাহা রজঃ ও তমোরূপ মলে কলুষিত থাকে। কলুষিত থাকাতেই অত্যন্তব্যাপক

---

(৪৮) তত্র নির্ব্বিচারবৈশারদ্যে সতি যোগিনঃ ঋতম্ভরা নাম প্রজ্ঞা সমুৎপদ্যতে। যয়া প্রজ্ঞয়া সর্ব্বং যথাবৎ পশ্যন্ যোগী প্রকৃষ্টতমং যোগং প্রাপ্নোতি। ঋতম্ অবিকল্পিতং সত্যমিতি যাবৎ। তৎ বিভর্ত্তি প্রকাশয়তীতি ঋতম্ভরা। কদাচিদপি তস্য বিপর্য্যাসো নোপপদ্যত ইতি ভাবঃ।

(৪৯) শ্রুতম্ আগমজ্ঞানম্। অনুমানং পূর্ব্বোক্তম্। তাভ্যাং যা জায়তে প্রজ্ঞা সা সামান্যবিষয়া। ন হি তয়োর্বিশেষপ্রতিপত্তৌ সামর্থ্যমস্তি। কিন্ত্বস্যাস্তদস্তি। অতএবেয়ং তাভ্যামন্যবিষয়া বিশেষবিষয়া চ। ইদমত্র দ্রষ্টব্যম্—বুদ্ধিসত্ত্বং ব্যাপকত্বাৎ প্রকাশকত্বাদ্বস্তুতঃ সর্ব্বগ্রহণক্ষমমপি তমসাবৃতং সৎ মানমপেক্ষ্যাল্পবিষয়ং ভবতি। যদা তু তৎ সমা-

ও সর্ব্বপ্রকাশক বুদ্ধি প্রায়ই আপনার প্রধানতম ক্ষমতায় বঞ্চিত আছে। যোগাভ্যাস দ্বারা যদি সে মল অপনীত হয়, তাহা হইলে সে অবশ্যই সর্ব্বজ্ঞ হইবে, সর্ব্ববস্তু প্রকাশ করিবে।

তজ্জঃ সংস্কারোঽন্যসংস্কারপ্রতিবন্ধী ॥ ৫০ ॥

তজ্জনিত সংস্কার অন্যসংস্কারের প্রতিবন্ধক জানিবে। তাৎপর্য্য এই যে, উক্তপ্রকার নির্ব্বিচার সমাধি অভ্যাস করিতে করিতে, বারবার সমাধিপ্রজ্ঞা উদিত করিতে করিতে, পূর্ব্বকালের (অযোগী অবস্থার) অভ্যস্ত সমুদায় জ্ঞান-সংস্কার বিনষ্ট হইয়া যায়; সুতরাং তৎকালে কেবল সেই সমাধিপ্রজ্ঞাই বিদ্যমান থাকে। ক্রমে সমাধিপ্রজ্ঞাও নিরুদ্ধ হয়। সমাধিপ্রজ্ঞা নিরুদ্ধ হইলেও কিছুকাল তাহার সংস্কার (অভ্যাসের ছায়া অথবা সংস্কার) থাকে। যখন তন্মাত্রে পর্য্যবসন্ন হয়, তখন আর তাহার কোন কর্ত্তব্যই থাকে না, কোন চেষ্টা, কোন ক্লেশ, কোন ক্রিয়া,—কিছুই থাকে না। এই স্থানেই চিত্ত-চেষ্টার শেষ, এই স্থানেই চিত্ত-গতির পরিসমাপ্তি।

তস্যাপি নিরোধে সর্ব্বনিরোধান্নির্বীজঃ সমাধিঃ ॥ ৫১ ॥

সেই সম্প্রজ্ঞাতবৃত্তিটীও যখন নিরুদ্ধ হয়, তখন, সর্ব্বনিরোধরূপ নির্বীজ সমাধি জন্মে। তাৎপর্য্য এই যে, যোগী বহুকাল হইতে নিরোধাভ্যাস করিতে-ছিলেন। এক্ষণে সেই অভ্যাসের বলে তাঁহার চিত্তের সেই অবলম্বনটীও নিরুদ্ধ বা বিলীন হইয়া গেল। চিত্ত যে-বীজ অবলম্বন করিয়া বর্ত্তমান ছিল, এক্ষণে তাহাও নষ্ট হইল; সুতরাং এক্ষণে নির্বীজ-সমাধি হইল। এই নির্বীজ-সমাধি যেমন পরিপাক প্রাপ্ত হইল, চিত্ত অমনি আপনার জন্মভূমি

যিনা বিগততমঃপটলং সর্ব্বতঃ প্রকাশমানম্ অতিক্রান্তমর্য্যাদং ভবতি, তদা প্রকাশানন্ত্যাৎ তস্য সর্ব্বগোচরতা জায়তে। অতস্তস্যাং সমাধিপ্রজ্ঞায়াং সূক্ষ্মব্যবহিতাদিবস্তূনাং বিশেষঃ স্ফুটমেব প্রকাশতে।

(৫০) তজ্জঃ নির্ব্বিচারসমাধিপ্রজ্ঞাজন্যঃ সংস্কারঃ অন্যান্ ব্যুত্থানজান্ সংস্কারান্ প্রতিবধ্নাতি। সেতি সেতীত্যভ্যাসদার্ঢ্যাদেব ব্যুত্থানসংস্কারাঃ সম্প্রজ্ঞাতবৃত্তয়শ্চ লীয়ন্ত ইতি তাৎপর্য্যম্

(৫১) অভ্যাসদার্ঢ্যাৎ তস্য সম্প্রজ্ঞাতস্য নিরোধে প্রবিলয়ে সতি সর্ব্ববৃত্তিনিরোধাৎ

প্রকৃতি আশ্রয় করিল। প্রকৃতিও স্বতন্ত্রা হইলেন, সচ্চিৎ-স্বপ্রকাশ পুরুষও প্রকৃতিবন্ধন হইতে মুক্ত হইলেন। আর তাঁহার শরীর হইবে না, জন্মমরণ হইবে না, সুখদুঃখের আত্যন্ত ভোগ করিতেও হইবে না।
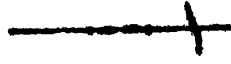
সর্ব্বাসাং চিত্তবৃত্তীনাং স্বকারণে প্রবিলয়াৎ নির্বীজঃ সমাধিরুৎপদ্যতে। ততশ্চ কালক্রমেণ নির্বীজনিরোধসংস্কারপ্রচয়ে সতি স্বকারণে চিত্তমপি লীয়তে। ততশ্চ পুরুষো মুক্তো ভবতি প্রকৃতিত্যাগাৎ কেবলো ভবতীতি ভাবঃ॥

সাধনপাদঃ।

"উপায়েন হি সিধ্যন্তি কার্য্যাণি ন মনোরথৈঃ।"

মনুষ্য বিনা চেষ্টায় কিছুই পায় না। এক একটী বিষয় সুসিদ্ধ করিতে মানুষের যে কত ক্লেশ ও কত অনুষ্ঠান আবশ্যক হয়, কতপ্রকার উপায় অবলম্বন করিতে হয়, তাহা যিনি করিয়াছেন তিনিই জানেন।

কোন কার্য্য করিতে হইলে অগ্রে প্রস্তুত হইতে হয়। প্রস্তুত না হইয়া, আপনাতে কার্য্যশক্তির উদ্রেক না করিয়া, সহসা যিনি কার্য্যে প্রবৃত্ত হন,—তাঁহার কার্য্যসিদ্ধি দূরে থাকুক,—হয় ত বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়া পড়েন। অতএব, প্রস্তুত না হইয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতরণ করা শ্রেয়স্কর নহে।

পূর্ব্বসাধন আয়ত্ত করা আর প্রস্তুত হওয়া, তুল্য কথা। প্রস্তুত হওয়া আর অধিকারী হওয়া, সমানার্থক। অতএব, যিনি যেরূপ পূর্ব্বসাধন আয়ত্ত করেন, তিনি তদ্রূপ প্রস্তুত অথবা তদ্বিষয়ে অধিকারী হন। যিনি যে বিষয়ে প্রস্তুত, তিনি সেই বিষয়েরই অধিকারী; অন্যে অনধিকারী। যিনি প্রস্তুত হন নাই, বা পূর্ব্বসাধন আয়ত্ত করিতে পারেন নাই, তিনি সে বিষয়ের অনধিকারী বা অযোগ্য পাত্র; ইহা বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিবেন না। পণ্ডিত হইবার জন্য ও শিল্পী হইবার জন্য প্রথমতঃ যেমন পাণ্ডিত্যের ও শিল্পের পূর্ব্বসাধন আয়ত্ত করিতে হয়, বিবিধ ক্রিয়া-যোগের (কৌশলের) অনুষ্ঠান করিতে হয়, তদ্রূপ, যোগী হইবার জন্য প্রথমতঃ পূর্ব্বসাধন আয়ত্ত করিতে হয়—কতকগুলি ক্রিয়াযোগের অনুষ্ঠান করিতে হয়। সমাধিযোগের পূর্ব্বসাধনস্বরূপ ক্রিয়াযোগগুলি আয়ত্ত না করিয়া সহসা যিনি উচ্চতম সমাধিযোগের উদ্দেশে ধাবিত হন, তাঁহার সমাধিলাভ দূরে থাকুক, হয় ত অনিবার্য্য বিপদ্ আসিয়া তাঁহাকে অভি-ভূত করিবে। সেই কারণে যোগীরা মুমুক্ষুদিগের উপকারার্থ কতকগুলি ক্রিয়া-যোগের উপদেশ করিয়াছেন। যিনি কখনও কোন যোগসাধক কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন নাই, তিনি যদি যোগী হইতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে প্রথমতঃ ক্রিয়াযোগের অনুষ্ঠান করিতে হইবে। পূর্ব্বোক্ত সমাধি-

যোগ ও তাহার সাক্ষাৎ সাধনগুলি সকলের পক্ষে সুসাধ্য নহে। যাহা করিলে তাহা সুসাধ্য হইয়া আসিবে, অগ্রে তাহাই করা কর্ত্তব্য। এ বিষয়ে বোধ হয় কাহারও অমত নাই। সমাধি-যোগ সুসাধ্য করিবার প্রথম সোপান ক্রিয়াযোগ। ক্রিয়াযোগে সিদ্ধ হইতে পারিলেই সমাধিযোগে অধিকারী হওয়া যায়; ইহা যুক্তিসঙ্গত ও শাস্ত্রসম্মত কথা। ক্রিয়াযোগ কি? তাহা বলা যাইতেছে।—

তপঃস্বাধ্যায়েশ্বরপ্রণিধানানি ক্রিয়াযোগঃ ॥ ১ ॥

তপস্যা, স্বাধ্যায় (বেদাভ্যাস) ও ঈশ্বরপ্রণিধান;—এই তিনপ্রকার অনুষ্ঠানের নাম ক্রিয়াযোগ।

শ্রদ্ধাপূর্ব্বক শাস্ত্রোক্ত ব্রতনিয়মাদি অনুষ্ঠান করার নাম তপস্যা, প্রণব প্রভৃতি ঈশ্বরবাচক শব্দের জপ অর্থাৎ অর্থস্মরণপূর্ব্বক উচ্চারণ এবং অধ্যাত্ম-শাস্ত্রের মর্ম্মানুসন্ধানে রত থাকার নাম স্বাধ্যায়, এবং ভক্তিশ্রদ্ধাসহকারে ঈশ্বরার্পিতচিত্ত হইয়া কার্য্য করার নাম ঈশ্বরপ্রণিধান। তুলসীদাস-নামক জনৈক সাধক শেষোক্ত কথাটী উত্তমরূপে বুঝাইয়া দিয়াছেন।—

"তুল্‌সী য়্যাসা ধেয়ান্ ধর্ জ্যাছা বিয়ান্‌কা গাই,
মু-মে তৃণ চানা টুটে ঔর্ চেৎ রাখয়ে বাছাই।"

তুলসীদাস আপনিই আপনাকে উপদেশ দিতেছেন। অরে তুলসি! নবপ্রসূতা গাভী যেমন বৎসের প্রতি মন রাখিয়া আহারাদি কার্য্য নির্ব্বাহ করে, তুইও সেইরূপে তাঁহাকে ধ্যান কর্। তুলসী যেমন নবপ্রসূতা গাভীর দৃষ্টান্তে ঈশ্বরার্পিতচিত্ত হইয়াছিলেন, যোগী হইবার ইচ্ছা থাকিলে সকল ব্যক্তিরই উক্ত দৃষ্টান্তের অনুসরণে অর্থাৎ নবপ্রসূতা গাভীর দৃষ্টান্তে ঈশ্বরপ্রণিধানে রত হওয়া অতীব কর্ত্তব্য।

তপস্যা কেন?—না, তপস্যাব্যতিরেকে যোগসিদ্ধি হইবার সম্ভাবনা নাই।

(১) তপঃ=ব্রহ্মচর্য্য-সত্য-মৌন-ধর্ম্মানুষ্ঠান-দ্বন্দ্বসহন-মিতাহারাদিকম্। স্বাধ্যায়ঃ=প্রণব-শ্রী-রুদ্র-পুরুষসূক্তাদিমন্ত্রাণাং জপঃ মোক্ষশাস্ত্রাধ্যয়নঞ্চ। ঈশ্বরপ্রণিধানম্=ঈশ্বরোপাসনম্। তচ্চ তস্মিন্ ভক্তিশ্রদ্ধাতিশয়রূপং ফলাভিসন্ধানং বিনা কৃতানাং কর্ম্মণাং তস্মিন্ পরমগুরৌ সমর্পণরূপঞ্চ।

"নাতপস্বিনোযোগঃ সিধ্যতি।" তপস্বী না হইলে যোগসিদ্ধি হইবে না। কেন-না, মনুষ্যের চিত্তে অনাদিকালের বাসনা ও অবিদ্যা (অজ্ঞান) বদ্ধমূল হইয়া আছে, তপস্যাব্যতীত তাহার ক্ষয়সম্ভাবনা নাই; চিত্তে বাসনা থাকিতে যোগ হইবার সম্ভাবনা নাই; কাজে কাজেই বাসনানাশের নিমিত্ত তপস্যা করার আবশুক আছে। বাসনা কি? তাহা একটু স্থিরচিত্তে শুন।

মনে কর, কোন ব্যক্তি আহারান্তে নিদ্রা গেল। এক-দিন, দু-দিন, ক্রমে দশ পোনর দিন নিদ্রা গেল। দশ পোনর দিন নিদ্রা যাইতে যাইতে তাহার এমন এক কু-অভ্যাস হইয়া আসিল যে, সে আর আহারান্তে নিদ্রা না যাইয়া থাকিতে পারে না। যতই কার্য্য থাকুক—তাহাকে সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া নিদ্রা যাইতেই হইবে। এরূপ হয় কেন?—না, মনুষ্যের মন, ইন্দ্রিয়, শরীর,—এ সমস্তই প্রসঙ্গপ্রবণ; অর্থাৎ মনুষ্য যে বিষয়ে প্রসক্ত হয়, অধিক দিন ধরিয়া যে কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, ক্রমে তাহার চিত্ত সেই কার্য্যেই নত হয়, সেই বিষয়েই প্রধাবিত হয়; সুতরাং সে সেই কার্য্য করিবার জন্য ব্যতিব্যস্ত হয়, অন্য কার্য্য করিতে তাহার ইচ্ছা হয় না। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া সিদ্ধান্ত করা হইতেছে যে, মনুষ্য যখন যেরূপে যে কার্য্যের প্রসঙ্গ করে (আসক্ত হইয়া অনুষ্ঠান করে), তাহাদের চিত্ত সেই সময়ে ও সেই প্রকারে সেই কার্য্য করিবার জন্য উন্মুখ বা প্রধাবিত হয়। ঠিক্ সেইরূপে ও সেই সময়ে অবশ হইয়া আপনা-আপনি বিক্ষিপ্ত হয়। মনুষ্যগণের এতদ্রূপ প্রসঙ্গপ্রবণতাকে লোকে "নেসা" এই ভাষা-নাম দিয়া উল্লেখ করে, এবং তাহাই শাস্ত্রীয় ভাষায় অভ্যাসজনিত সংস্কার, স্বভাব, প্রকৃতি ও বাসনা নামে অভিহিত হয়। তদ্বিধ বাসনা থাকায় লোকের অনেক সময়ে অনেকপ্রকার কার্য্যহানি হয়। মনুষ্য যখন দুই চারি দিন মাত্র নারীপ্রসঙ্গ, ক্রীড়াপ্রসঙ্গ ও অন্যবিধ ব্যসন-প্রসঙ্গ করিয়া অভিভূতচিত্ত ও অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে, তখন যে, সে অনাদিকালের অভ্যস্ত কার্য্য-বাসনা, ক্লেশ-বাসনা ও সংসার-বাসনা লইয়া যোগী হইবে, এ কথা বড় সঙ্গত নহে। সুতরাং যোগী হইবার ইচ্ছা থাকিলে, অগ্রে সংসার-বাসনার অথবা চিত্তস্থ ক্লেশ-বাসনার নাশক ক্রিয়াযোগ অবলম্বন করা কর্ত্তব্য হইবে। সেই ক্রিয়াযোগ সমাধি-উদ্ভবের পূর্ব্বনিমিত্ত এবং ক্লেশ-বিনাশের প্রধান কারণ।

স সমাধিভাবনার্থঃ ক্লেশতনূকরণার্থশ্চ ॥ ২ ॥

অর্থ এই যে, উক্ত তিনপ্রকার অথবা তিন প্রকারের কোন এক-প্রকার ক্রিয়াযোগ অবলম্বন করিয়া কালবর্ত্তন করিতে করিতে যোগাধিকার দৃঢ় হইয়া আসিবে। ক্লেশ সকল ক্ষীণ হইবে এবং সমাধি-শক্তিও জন্মিবে। মনুষ্য যদি উদ্দেশ্য স্থির রাখিয়া ভক্তিসহকারে তপস্যা করে, তন্মনা হইয়া প্রণব কি অন্য কোন ঈশ্বরবাচক শব্দের ধ্যান (জপ) করে, সদা-সর্ব্বদা অধ্যাত্ম-শাস্ত্রের অর্থানুসন্ধান করে, ঈশ্বরার্পিতচিত্ত বা অনাসক্ত হইয়া জীবনাতিপাত করে, তাহা হইলে, অবশ্যই তাহার চিত্তগতি ফিরিয়া যাইবে, বিষয়-বাসনার স্রোত রুদ্ধ হইয়া যাইবে, এবং ক্লেশ সকল ক্ষীণ হইয়া পড়িবে। ক্লেশ কি ? তাহা বলা যাইতেছে।—

অবিদ্যাস্মিতারাগদ্বেষাভিনিবেশাঃ ক্লেশাঃ ॥ ৩ ॥

অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ;—এই পাঁচপ্রকার মনোধর্ম্মের নাম ক্লেশ। এই পাঁচপ্রকার ক্লেশের বা মনোধর্ম্মের বিস্তৃত বিবরণ পশ্চাৎ ব্যক্ত হইবে। ফলতঃ এই পাঁচপ্রকার ক্লেশ অযথার্থজ্ঞান বা মিথ্যাজ্ঞান ব্যতীত অন্য কিছু নহে। ঐ পাঁচপ্রকার মিথ্যাজ্ঞান যতই বাড়িবে, ততই প্রকৃতির আলিঙ্গন গাঢ় হইবে। যতই প্রকৃতির আলিঙ্গনে মুগ্ধ হইবে, ততই সুখ দুঃখের স্রোত বাড়িবে (বৈকারিক সুখ সুখ নহে, ইহা মনে রাখা আবশ্যক)। অতএব, যাহাতে ক্লেশ-নামক মিথ্যাজ্ঞান সঞ্চিত না হয়, এবং সঞ্চিত মিথ্যাজ্ঞান সকল যাহাতে দগ্ধ হইয়া যায়, তাহা করা যোগলিপ্সুদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য।

অবিদ্যা ক্ষেত্রমুত্তরেষাং প্রসুপ্ততনুবিচ্ছিন্নোদারণাম্ ॥ ৪ ॥

---

(২) সঃ ক্রিয়াযোগঃ। সমাধিঃ উক্তলক্ষণঃ। তস্য ভাবনম্ উৎপাদনং তদর্থঃ। ক্লেশাঃ বক্ষ্যমাণস্বরূপাঃ। তনূকরণং সদোস্তবতাং তেষাং কাদাচিৎক উদ্ভবঃ কার্য্যপ্রতিবন্ধো বা তৎকরণম্। তস্মৈ অয়মিতি তদর্থঃ। ক্রিয়াযোগেন হি ক্লেশচ্ছিদ্রেষু লব্ধাবসরঃ সমাধির্বিবেকখ্যাতিমুৎপাদ্য সবাসনক্লেশান্ দহতীতি তাৎপর্য্যার্থঃ।

(৩) অবিদ্যাদীনাং লক্ষণং। সূত্রৈরেব স্ফুটীভবিষ্যতি। তে চ কর্ম্মতৎফলপ্রবর্ত্তকত্বেন দুঃখহেতুত্বাৎ ক্লেশা ইত্যাখ্যায়ন্তে।

(৪) অবিদ্যা অতস্মিংস্তদ্বুদ্ধিরূপঃ অনাত্মন্যাত্মাভিমানরূপো বা মোহঃ। সা চ উত্তরেষাম্

উক্ত ক্লেশপঞ্চকের মধ্যে প্রথমোক্ত অবিদ্যা-ক্লেশটী পরবর্ত্তী অস্মিতাদি ক্লেশের ক্ষেত্র অর্থাৎ উৎপত্তিস্থান (মূল কারণ)। কেননা, এক মাত্র অবিদ্যা হইতেই ক্রমে অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ, অভিনিবেশ,—এ সমস্তই উৎপন্ন হয়। এই সকল ক্লেশ আবার সকল সময়ে সমানাকারে থাকে না। কেহ কখন প্রসুপ্তরূপে, কেহ কখন তনু অর্থাৎ সূক্ষ্মতাপ্রাপ্ত হইয়া, কেহ কখন বিচ্ছিন্ন অবস্থায়, কেহ বা কখন উদারভাবে অর্থাৎ বিস্পষ্টরূপে চিত্তক্ষেত্রে বাস করে। ক্লেশের প্রসুপ্তাবস্থা কিরূপ ? তাহা শুন।

প্রসুপ্ত অর্থাৎ লীন। লীনভাবে থাকা, শক্তিরূপে থাকা, এবং প্রসুপ্ত থাকা,—এ সকল তুল্য কথা। বীজমধ্যে যেমন বৃক্ষশক্তি প্রসুপ্ত থাকে, লীন বা লুকায়িত থাকে, তদ্রূপভাবে থাকার নাম প্রসুপ্ত। বিদেহ-লয় ও প্রকৃতি-লয় যোগীদিগের চিত্তে যে ক্লেশ থাকে, তাহা বীজে বৃক্ষশক্তি থাকার ন্যায় প্রসুপ্ত বা প্রলীন থাকে। বীজ হইতে যেমন কালে অঙ্কুরোদ্গম হয়, তাঁহাদের সেই প্রসুপ্তক্লেশ হইতেও তেমনি পুনর্ব্বার সংসারাঙ্কুর উদ্গত হয়। এক্ষণে তনু অর্থাৎ সূক্ষ্মরূপের উদাহরণ কিরূপ ? তাহা বিবেচনা কর।

তনু অর্থাৎ সূক্ষ্ম। সূক্ষ্ম শব্দের অর্থ এ স্থলে সংস্কারভাব। যে সকল ক্লেশ সংস্কার বা বাসনারূপে অবস্থান করে, তাহাদের নাম তনু। এই তনুক্লেশ দগ্ধ-বীজের ন্যায় শক্তিবিহীন। এক্ষণে বিচ্ছিন্নক্লেশ কিরূপ ? তাহা শুন।

বিচ্ছিন্ন অর্থাৎ বিচ্ছেদপ্রাপ্ত। একটী প্রবল হইলে যে অন্যটীর হ্রাস হয়, খর্ব্বতা হয়, সেই খর্ব্বতাকে আমরা তাহার বিচ্ছেদ বলি। রাগকালে ক্রোধ অভিভূত থাকে ; সুতরাং তাহা তখন বিচ্ছিন্ন। ক্রোধ খর্ব্ব হয়, সুতরাং তাহা তখন বিচ্ছিন্ন। অনুসন্ধান করিলে এরূপ অনেক উদাহরণ পাইবেন। সম্প্রতি উদার ক্লেশের স্বরূপ বর্ণনা করা যাউক।

উদার অর্থাৎ পরিপূর্ণ অথবা জাজ্বল্যমান। বিস্পষ্ট অথবা কার্য্যাবস্থ। যে ক্লেশ যখন পূর্ণ অবস্থায় থাকে,—বিস্পষ্ট অথবা জাজ্বল্যমান থাকে, অর্থাৎ আপন আপন কার্য্য করিতে থাকে, সে ক্লেশ তখন উদার।

অস্মিতাদীনাং ক্ষেত্রং প্রসবভূমিঃ। সত্যামবিদ্যায়ামস্মিতাদীনামুদ্ভবদর্শনাৎ। তে চ প্রসুপ্তাদি-ভেদাচ্চতুর্বিধাঃ। তত্র যে শক্তিরূপেণাবতিষ্ঠন্তে তে প্রসুপ্তাঃ প্রলীনাঃ। যে চ বাসনারূপেণাব-তিষ্ঠন্তে তে তনবঃ সূক্ষ্মাঃ। যে চ যেন কেনচিৎ বলবতা অভিভূতাস্তিষ্ঠন্তি তে বিচ্ছিন্নাঃ। যে তু প্রব্যক্তস্বশক্তিতিষ্ঠন্তি তে উদারাঃ।

ক্লেশ-নামক অবিদ্যাদি-পঞ্চকের কথিত-প্রকার চারি অবস্থা দৃষ্ট হয়। ক্রিয়াযোগের দ্বারা ঐ চতুষ্প্রকার ক্লেশকে দগ্ধবীজের ন্যায় নিঃশক্তি করিতে হয়। নচেৎ উহারা অনর্থ আনয়ন করিবে। উঁহা যে কোন অবস্থায় থাকুক—থাকিলেই অনর্থ। সুতরাং অগ্রে উহাদিগকে ক্রিয়াযোগের দ্বারা তনূকৃত অর্থাৎ সূক্ষ্ম (দগ্ধবীজের ন্যায় নিঃশক্তি) করিতে হইবে; পশ্চাৎ যোগ বা সমাধি অভ্যাস করিতে হইবে। চিত্তের ক্লেশ-নামক ধর্ম্ম দগ্ধ করিতে পারিলেই যোগী হওয়া যায়, নচেৎ সমস্তই বিফল হয়। এক্ষণে অবিদ্যা কি? তাহা বলিতেছি।—

অনিত্যাশুচিদুঃখানাত্মসু নিত্যশুচিসুখাত্মখ্যাতিরবিদ্যা॥ ৫॥

অনিত্য, অশুচি, দুঃখ ও অনাত্মপদার্থের উপর যথাক্রমে নিত্য, শুচি, সুখ ও আত্মতা (আমি ও আমার ইত্যাকার) জ্ঞানের নাম অবিদ্যা।

ফল কথা এই যে, যাহা যাহার প্রকৃত স্বরূপ নহে, তাহাতে তাহার জ্ঞান হওয়ার নাম অবিদ্যা। এই অবিদ্যাই জীবের অনর্থের বীজ। ইহার বিবরণ এই যে, যাহা বাস্তবিক অনিত্য, তাহাকে আমরা নিত্য বলিয়া বিবেচনা করি। দেবগণ অনিত্য,—কিন্তু তাঁহাদিগকে আমরা অমর মনে করি। যাহা বাস্তবিক অশুচি, তাহাকেই আমরা শুচি মনে করি। শরীর অত্যন্ত অশুচি, কিন্তু তাহাকে আমরা শুচি বিবেচনা করি। যাহা বাস্তবিক অসুন্দর, তাহাকে আমরা সুন্দর বিবেচনা করি। স্ত্রীকায়া বাস্তবিক অসুন্দর, কিন্তু [illegible]রা তাহাকে সৌন্দর্য্যের আধার বিবেচনা করি। যাহা বাস্তবিক দুঃখ, তাহাকেই আমরা সুখ বিবেচনা করি। বিষয়ভোগ বাস্তবিক দুঃখ, পরন্তু তাহাকে আমরা যার পর নাই সুখ মনে করি এবং তাহাই পাইবার জন্য ব্যাকুল হই। যাহা আত্মা নহে ও আমারও নহে, তাহাকেই আমরা আমি ও

(৫) অতস্মিংস্তদ্বুদ্ধিরবিদ্যেতি তৎসামান্যলক্ষণম্। অনিত্যাদিষু নিত্যাদিবুদ্ধিরিতি তু তদ্বিশেষপ্রতিপাদনম্। অমরা দেবা ইত্যনিত্যেষু নিত্যত্বভ্রান্ত্যা বধ্যতে। অশুচৌ স্ত্রীকায়ে শুচিত্বভ্রান্ত্যা বধ্যতে। কায়স্যাশুচিত্বং ব্যাসেন বর্ণিতম্। "স্থানাদ্বীজাদুপষ্টম্ভান্নিস্যন্দান্নিধনাদপি। কায়মাধেয়শৌচত্বাৎ পণ্ডিতা হ্যশুচিং বিদুঃ॥" ইতি। বিণ্মূত্রসঙ্কুলং মাতুরুদরং স্থানম্। শুক্রশোণিতং বীজম্। অন্নপরিণামজশ্লেষ্মাদিরুপষ্টম্ভঃ। সর্ব্বদ্বারৈর্মলনিঃসরণং নিস্যন্দঃ। নিধনং মরণম্। তেন হি শ্রোত্রিয়কায়োঽপ্যশুচির্ভবতি। আধেয়শৌচত্বং স্নানানুলেপনাদিনা

আমার জ্ঞান করিয়া মুগ্ধ হই। শরীর আমি নহি ও আমারও নহে, অথচ তাহাতে আমি ও আমার—ইত্যাকার বুদ্ধি ধারণ করি। এরূপ অনেক উদাহরণ আছে। তদ্বিধ ও এতদ্বিধ যে-কিছু বিপরীত বুদ্ধি,—সমস্তই অবিদ্যা। জীব দেহগ্রহণের সঙ্গে সঙ্গেই প্রতিবিধ অবিদ্যার বশবর্ত্তী হয় এবং অবিদ্যাগ্রস্ত হইয়াই তাহারা অস্মিতার অধীন হয়। অস্মিতা কি? তাহা শুন।—

দৃগ্ দর্শনশক্ত্যোরেকাত্মতৈবাস্মিতা ॥ ৬ ॥

দৃক্-শক্তি যে, দর্শন-শক্তির সহিত একীভূতের ন্যায় প্রকাশ পায়,—উভয়ের সেই একীভাব-প্রাপ্তির নাম অস্মিতা।

আত্মার নাম দৃক্-শক্তি, আর বুদ্ধিতত্ত্বের নাম দর্শন-শক্তি। চিৎস্বরূপ আত্মা বুদ্ধিবৃত্তিতে প্রতিবিম্বিত হন বলিয়া সেই সেই বুদ্ধিবৃত্তি উজ্জ্বলিত বা প্রকাশিত হয়; সুতরাং তিনিই এস্থলে দৃক্শক্তি অর্থাৎ দ্রষ্টা; আর সেই সেই বুদ্ধিবৃত্তিগুলি তাঁহার প্রকাশ বা প্রতিবিম্বপাতের আধার বলিয়া সে সকলের নাম দর্শনশক্তি। ইহার অন্য নাম বুদ্ধিতত্ত্ব। এই দুই এক, অর্থাৎ চৈতন্যের ও বুদ্ধির পরস্পর ঐক্য বা তাদাত্ম্যাধ্যাস (লৌহের সহিত অগ্নির ঐক্যের ন্যায়, অর্থাৎ একখণ্ড লৌহ যেমন অগ্নির সহিত সহবাস করিয়া অগ্নিতুল্য হয় তদ্রূপ) হইয়া যাওয়ার নাম অস্মিতা। ফলিতার্থ, "আমি" জ্ঞানের নাম অস্মিতা। এ সম্বন্ধে স্থূল কথা এই যে, আত্মা ও বুদ্ধি রক্তস্ফটিকের ন্যায় অভিন্ন হইয়া যাওয়ার পর সেই একীভাবের জীব নাম হইয়াছে। জীব যে বুদ্ধিকে অথবা চিত্তকে স্বরূপচৈতন্য হইতে পৃথক্ জানে না, বুদ্ধির প্রতি বা চিত্তের প্রতি যে "আমি" জ্ঞান আরোপিত হইয়া আছে, সেই "আমি" ও "আমার" ইত্যাকার প্রতীতির নাম অস্মিতা। এই অস্মিতা হইতে, অর্থাৎ "আমি" ইত্যাকার জ্ঞান ও "আমার" ইত্যাকার অনুভব হইতে রাগ-নামক ক্লেশের উৎপত্তি হয়। রাগ কি? তাহা শুন।—

শুচিত্বোপপাদনম্। ইতি শ্লোকপদ্যনার্থঃ। তথা পরিণামদুঃখে ভোগে সুখবুদ্ধিঃ অনাত্মনি চ দেহাদৌ আত্মত্ববুদ্ধিঃ। এবমন্যত্রাপ্যূহ্যম্।

(৬) দৃক্শক্তিঃ চেতনঃ পুরুষঃ। দর্শনশক্তিঃ সাত্ত্বিকমন্তঃকরণম্। তয়োরেকাত্মতা অবিবিক্ততা লোহিতস্ফটিকবৎ তত্তাদাত্ম্যবিভ্রম ইতি যাবৎ। নিরভিমানস্বভাবোঽপি পুরুষো যৎ কর্ত্তাহহং ভোক্তাহহম্ ইত্যভিমন্যতে সোঽয়মসাবস্মিতাখ্যঃ ক্লেশ ইতি সরলার্থঃ।

সুখানুশয়ী রাগঃ ॥ ৭ ॥

সুখের অনুশয়ের (অনুবৃত্তির) নাম রাগ। অনুশয় বা অনুবৃত্তি কথাটীর অর্থ এইরূপ :—

জীবের সাক্ষাৎসম্বন্ধেই হউক, আর পারম্পরাসম্বন্ধেই হউক, একবার সুখানুভব হইলে সময়ান্তরে তাহা মনে হইবেই হইবে। (আহা! তাহা এমন! বা তেমন ছিল!)। যেমন মনে হইবে, তেমনি তাহা ভোগ করিবার জন্য বা অনুভব করিবার জন্য মনুষ্যের অশেষবিধ চেষ্টা জন্মিবে। এতদ্রূপ ক্রমে, সুখাভিজ্ঞ মনুষ্য যে পুনঃ পুনঃ সুখভোগের ইচ্ছা করে, ভোগকামনা করে, সুখসাধনদ্রব্যে সমাসক্ত হয়, তাহাদের সেই ইচ্ছা, সেই কামনা বা তাদৃশ আসক্তিবিশেষই শাস্ত্রে "রাগ"। এতদ্বিধ রাগ বর্ত্তমান থাকিতে, প্রবল থাকিতে, যোগী হইবার সাধ্য নাই। এতদ্বিধ রাগ হইতেই ক্রমে দ্বেষের উৎপত্তি হয়। দ্বেষ কি? তাহা কি প্রকারে জন্মে? তাহা শুন।—

দুঃখানুশয়ী দ্বেষঃ ॥ ৮ ॥

দুঃখের অনুশয়েরই (অনুবৃত্তির) নাম "দ্বেষ"। সুখের ন্যায় দুঃখেরও অনুশয় বা অনুবৃত্তি হইয়া থাকে। পূর্ব্বানুভূত দুঃখ মনে হইবামাত্র দুঃখপ্রদ বস্তুর প্রতি বিতৃষ্ণা, অনিচ্ছা বা অনভিলাষ জন্মে। তাহার প্রতিঘাতচেষ্টাও হয়। সেই প্রতিঘাতচেষ্টা, অনভিলাষ, বা অনিচ্ছাবিশেষকে আমরা "দ্বেষ" বলি। যে বস্তুতে একবার দুঃখ হইয়াছে, সে বস্তুর প্রতি দ্বেষ জন্মিবেই জন্মিবে। দ্বেষ জন্মিলে, যাহাতে আর তাহা না হয়, তাহার চেষ্টা জন্মিবে। অবশ্যই তাহার প্রতিঘাতচেষ্টা জন্মিবে। ক্রোধ, হিংসা ও বিপ্রলিপ্সা (প্রতারণা করিবার ইচ্ছা)—এ সমস্তই উল্লিখিত দ্বেষের রূপান্তরমাত্র। দ্বেষ হইতে না হয় এমন অকার্য্য নাই। সুতরাং দ্বেষ থাকিতে মনুষ্যের যোগী হইবার সম্ভাবনা নাই। উক্তবিধ দ্বেষ চিত্তে বদ্ধমূল হইয়া

---

(৭) সুখমনুশেতে ইতি সুখানুশয়ী। স চ পূর্ব্বানুভূতসুখস্মৃতিপূর্ব্বকস্তৎসজাতীয়সুখসুখসাধনেষু তৃষ্ণারূপঃ। সুখজ্ঞস্য সুখসুখসাধনেচ্ছা রাগ ইতি নির্গলিতার্থঃ।

(৮) দুঃখাভিজ্ঞস্য তদনুস্মৃতিপূর্ব্বকস্তৎসাধনেষু যোঽয়ং নিন্দাত্মকঃ অনভিলাষঃ, স দ্বেষ ইত্যুচ্যতে।

বর্ত্তমান থাকাতেই জীব অভিনিবেশের বাধ্য হইয়া আছে। অভিনিবেশ কি? তাহাও শুন।—

স্বরসবাহী বিদুষোঽপি তথারূঢ়োঽভিনিবেশঃ ॥ ৯ ॥

বার বার মরণ-দুঃখ ভোগ করায় চিত্তে তত্তাবতের সংস্কার বা বাসনা সঞ্চিত বা বদ্ধমূল হইয়া আসিতেছে। সেই সমস্ত বাসনার নাম স্বরস। সেই স্বারস্যের দ্বারা জ্ঞানী অজ্ঞানী সমুদায় জীবেরই চিত্তে সেই প্রকার ভাব অর্থাৎ মরণদুঃখের ছায়াস্বরূপ বা অনুকৃতিস্বরূপ ভাববিশেষ নিহিত আছে। সেই দুর্লক্ষ্য বৃত্তি-বিশেষের নাম অভিনিবেশ। এই কথাটী উত্তমরূপ বুঝাইতে হইলে অনেক কথাই বলিতে হয়। যথা—

একবার দুঃখানুভব হইলে, সেই সেই দুঃখপ্রদ বস্তুর প্রতি বিদ্বেষ এবং তাহা যাহাতে আর না হয় তৎপক্ষে চেষ্টা বা ইচ্ছাবিশেষ জন্মে। সেই ইচ্ছা-বিশেষকে আমরা অভিনিবেশ বলিলেও বলিতে পারি; পরন্তু যোগীরা তাহা না বলিয়া কেবলমাত্র মরণবিষয়ক অনিচ্ছাটীকে অভিনিবেশ শব্দে উল্লেখ করিয়াছেন। তাহার কারণ এই যে, দুঃখের চূড়ান্ত সীমা মরণ। মরণই দুঃখের পরা কাষ্ঠা বা চরম সীমা। সেই জন্যই জীবের মরণভয় অত্যন্ত অধিক, এবং তাহাদের চিত্তে "আমি যেন না মরি" এতদ্রূপ একটী সূক্ষ্মবৃত্তি নিরন্তর নিগূঢ়রূপে নিহিত বা লুক্কায়িত রহিয়াছে।

প্রাণিমাত্রেই শরীরের উপর, ইন্দ্রিয়ের উপর, "অহং" অর্থাৎ "আমি" এতদ্রূপ সম্পর্ক পাতাইয়া আছে। ধনাদি বাহ্যবিষয়ের সহিত মমত্ব-সম্বন্ধ পাতাইয়া আছে। সেই জন্যই প্রাণী সম্পর্ক-পাতান দেহ ও ইন্দ্রিয় হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে চাহে না। ধনাদিনাশের ইচ্ছাও করে না। সর্ব্বদাই মনে করে, সর্ব্বদাই প্রার্থনা করে যে, আমি যেন না মরি, আমার যেন ধনাদিনাশ না হয়। বিশেষতঃ মরণ-দুঃখের অনুবৃত্তি, অর্থাৎ আমি যেন না মরি এতদ্রূপ প্রার্থনা প্রত্যেক জীবের অন্তঃকরণে জাগরূক আছে। কি জ্ঞানী, কি মূর্খ, কি ইতর প্রাণী,—সকলেরই উক্তবিধ মরণত্রাস আছে, এবং সকল

(১) অপিনা মূর্খঃ সমুচ্চীয়তে। বিদুষো মূর্খস্য চ জন্তুমাত্রস্যেতি যাবৎ। চেতসীত্যাহৃত্য। অসকৃন্মরণদুঃখানুভবাহিতবাসনাসমূহঃ স্বরসঃ, তেন বহতি সমুত্তিষ্ঠতীতি স্বরসবাহী। স্বরসবাহী

প্রাণীই উক্তবিধ প্রার্থনা করে। প্রাণিমাত্রেরই যে, উক্তবিধ মনোভাব অর্থাৎ "আমি মরিব না" অথবা "আমি যেন না মরি"—ইত্যাকার প্রার্থনাবিশেষ অনুগত থাকা দৃষ্ট হয়, তাহাই এস্থলে অভিনিবেশ শব্দের বাচ্য। এই অভিনিবেশটী ক্লেশমধ্যে গণ্য। কেননা, উহা থাকাতেই জীব অশেষবিধ ক্লেশের ভাগী হয়। উক্তপ্রকার অভিনিবেশ থাকাতেই জীব কোনরূপ দুষ্কর কার্য্য করিতে পারে না। কোনরূপ দুঃসাহসিক কার্য্য করিতেও উৎসাহী হয় না। কেননা, সে সর্ব্বদাই "কিসে না মরিব,—কিসে ভাল থাকিব"—ইত্যাকার চিন্তায় বিশেষ ব্যতিব্যস্ত থাকে। মহর্ষি পতঞ্জলি ও অন্যান্য ঋষিগণ জীবের স্বতঃসিদ্ধ মরণত্রাস দেখিয়া তদ্দ্বারা পূর্ব্বজন্মসম্বন্ধ (পূর্ব্বজন্ম থাকা) অনুমান করিতে বলেন। তাঁহারা বলেন, পূর্ব্বজন্মের অনুভূত মরণদুঃখ হইতেই ইহজন্মে উক্তপ্রকার অভিনিবেশ অর্থাৎ "আমি যেন না মরি" ইত্যাকার সহজাত প্রার্থনাবিশেষ উৎপন্ন হয়। যদি বল, পূর্ব্বজন্ম আছে—ইহা কিসে জানিলে? অনুমান-প্রমাণের দ্বারা জানিয়াছি। "এতয়ৈব পূর্ব্বজন্মানুভবঃ প্রতীয়তে। ন চাননুভূতস্য মরণধর্ম্মকস্যৈষা ভবত্যাশীর্মা ন ভূবং হি ভূয়াসমেবেতি।" আমি যেন না মরি,—ইত্যাকার অভিনিবেশ দ্বারাই পূর্ব্বজন্মের অস্তিত্ব অনুমিত হয়। ভাবিয়া দেখ, যে মরণদুঃখ ভোগ করে নাই, কোনক্রমেই তাহার উক্তবিধ প্রার্থনা হওয়া সুসম্ভব নহে।

পূর্ব্বে প্রতিপন্ন করা হইয়াছে যে, সুখ একবার অনুভূত হইলে পুনশ্চ তাহাতে ইচ্ছোদ্রেক হয় এবং দুঃখও অনুভূত হইলে তৎপ্রতি বিদ্বেষ জন্মে। জীবের যখন মরণের প্রতি অত বিদ্বেষ,—তখন অসংশয়িত অনুমান—মরণে অবশ্যই কোন কঠোরতর যন্ত্রণা আছে এবং জীব সেই কঠোরতর যন্ত্রণা অবশ্যই কোন-না, কোন সময়ে ভোগ করিয়াছে। মরণে যদি দুঃখ না থাকিত, এবং জীব যদি তাহা ভোগ না করিত, তাহা হইলে জীবের মরণের প্রতি এত বিদ্বেষ হইত না। মরণ-ত্রাস বা মরণের প্রতি বিদ্বেষ কেবল

যঃ তথারূঢ়ঃ তদ্দুঃখস্মৃতিপূর্ব্বকস্ত্রাসঃ মরণত্রাস ইতি যাবৎ, সঃ অভিনিবেশ ইত্যুচ্যতে। দৃশ্যতে হি জাতমাত্রস্য জন্তোর্ম্মরণাত্ত্রম্। তচ্চ পূর্ব্বমরণবাসনাস্তিত্বং বিনা নোপপদ্যতে। এবমন্যদপি দ্রষ্টব্যম্।

মনুষ্যের নহে, কৃমি-কীটাদিরও আছে। সদ্যোজাত শিশুরও আছে। লোকে বলে "স্বামী স্ত্রীর সমস্তই দেখিতে পায়, কেবল একটী পায় না। কি? না—বৈধব্য।" মনুষ্য যখন এ-বার বৈ দু-বার মরে না, তখন বুঝিতে হইবে, সে ইহজন্মে মরে নাই, পূর্ব্বজন্মেই মরিয়াছিল। মনুষ্য যখন ইহজন্মের মরণদুঃখ কি তাহা জানে নাই, তখন বুঝিতে হইবে, সে অবশ্য অন্য কোন দেহে তাহা জানিয়াছিল। এ দেহে তাহারই অনুবৃত্তি হইতেছে। এই অনুবর্ত্তন স্বরসবাহী; অর্থাৎ বাসনার বা পূর্ব্ব-সংস্কারের স্রোতে আসিয়া পড়িতেছে। নিগূঢ়তম বাসনার স্রোতে বহমান হইতেছে বলিয়াই জীব তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারে না; অর্থাৎ আমি অনন্ত বার মরিয়াছি এবং অনন্ত বার মরণ-দুঃখ ভোগ করিয়াছি, ইহা স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারে না। ঐ জ্ঞান যদি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা উৎপন্ন হইত, তাহা হইলে উহা অবশ্যই বুঝিতে পারিত। পরন্তু উহা ইন্দ্রিয়ের দ্বারা উৎপন্ন নহে। কেবলমাত্র অন্তর্নিহিত গূঢ়তম সংস্কারের বলে উৎপন্ন হয়। সুতরাং কারণ অজ্ঞাত থাকাতে জীব স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারে না যে, আমি আর একবার মরিয়াছিলাম, এবং তজ্জনিত এক অনির্ব্বাচ্য কঠোরতর মরণ-যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছিলাম। ক্লেশ কি? তাহা এতদূরে বলা শেষ হইল। বর্ণিতপ্রকারের ক্লেশ সকল ক্রিয়াযোগের দ্বারা নষ্ট হয় না, কিন্তু সূক্ষ্ম হইয়া যায়। সূক্ষ্ম হইয়া গেলে, তখন আর তাহারা যোগ-বিঘ্ন করিতে পারে না।

তে প্রতিপ্রসবহেয়াঃ সূক্ষ্মাঃ ॥ ১০ ॥

উক্ত পাঁচ ক্লেশ যখন ক্রিয়াযোগের দ্বারা সূক্ষ্ম হইয়া আইসে, তখন তাহারা প্রতিলোম-পরিণামের দ্বারা চিত্তের সহিত ক্ষয়প্রাপ্ত হইবে।

অভিপ্রায় এই যে, তপস্যা ও ঈশ্বরপ্রণিধানাদির দ্বারা ক্লেশের মূলোৎপাটন না হইলেও তাহার সূক্ষ্মতা হয়। সে সূক্ষ্মতা বিনাশের তুল্য। সূক্ষ্মতা কি? স্থূলপরিণাম নষ্ট হইয়া গিয়া নির্জীব অবস্থা হওয়া। তপস্যা ও ঈশ্বরপ্রণিধানাদি করিতে করিতে চিত্তের সমস্ত ক্লেশ বা অবিদ্যাদি দোষ

(১০) যে সূক্ষ্মাঃ তপআদিভিস্তনূকৃতাঃ সংস্কারমাত্রাবশেষীকৃতাঃ তে ক্লেশাঃ প্রতিপ্রসবহেয়াঃ। প্রতিপ্রসবঃ প্রতিলোমপরিণামঃ। কৃতকৃত্যস্য চিত্তস্য স্বকারণে লয় ইতি যাবৎ। তেন হেয়াঃ

সকল ক্রমে সূক্ষ্ম অর্থাৎ নিঃশক্তি হইয়া আইসে। দগ্ধবীজের ন্যায় নিস্তেজ বা নিঃশক্তি হইয়া পড়ে। দগ্ধ বীজ যেমন অঙ্কুর জন্মায় না, তপস্যাদি-দগ্ধ ক্লেশও তেমনি সুখদুঃখাদিরূপ স্থূলভোগ বা পরিপুষ্ট ভোগ জন্মায় না। সুতরাং সেরূপ ক্লেশ যোগীর পক্ষে থাকা না থাকা সমান। সে ক্লেশ নিবারণের জন্য যোগীর কোনরূপ উপায় অবলম্বন করিতে হয় না। তাঁহার চিত্ত যৎকালে সমাধি-অনলে দগ্ধ হইবে, স্বীয় কারণে (অস্মিতায়) লীন হইবে, তখন তাঁহার সমস্তক্লেশসংস্কার আপনা হইতেই দগ্ধ হইয়া যাইবে।

ধ্যানহেয়াস্তদ্বৃত্তয়ঃ ॥ ১১ ॥

ঐ সকল ক্লেশের বৃত্তি অর্থাৎ সুখ-দুঃখাদি আকারের পরিণাম অর্থাৎ স্থূলাবস্থা সকল একমাত্র ধ্যানের দ্বারাই দূরীকৃত করিতে হয়। সূক্ষ্ম ক্লেশ (অবিদ্যাদির সংস্কার) বিনাশের জন্য কোন উপায় উপদিষ্ট নাই। কেবল পরিপুষ্ট ক্লেশ বিনাশের জন্যই বিবিধ উপায় বিনির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। পূর্ব্বোক্ত ক্লেশ-নামক অবিদ্যা যখন বর্তমান বা প্রবল অবস্থায় থাকিয়া স্পষ্টতঃ সুখ, দুঃখ ও মোহাদিরূপ বিবিধ বৃত্তি (কার্য্য) বা ভোগ উৎপন্ন করিতে থাকে, তখন তাহারা স্থূল বলিয়া গণ্য। সেই স্থূল অবস্থা নষ্ট বা ধ্বস্ত করিবার প্রধান উপায় ধ্যান। বহুদিন ব্যাপিয়া বার বার ও বহুবার ধ্যান করিতে পারিলে ক্রমে সুখ, দুঃখ ও মোহাদি-নামক চিত্তবৃত্তি সকল নিরুত্থান বা বিলুপ্তপ্রায় হইয়া যায়। সুতরাং অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ-নামক ক্লেশপঞ্চকের বৃত্তি—অবস্থা (সুখদুঃখাদিরূপ অবস্থা বা বিশেষ বিশেষ পরিণাম) ধ্যাননাশ্য বলিয়া গণ্য। অগ্রে প্রক্ষালন, পরে ক্ষার-সংযোগ ও উত্তাপপ্রদানপূর্ব্বক নির্ণেজন (আছড়ান) দ্বারা যেমন বস্ত্রমল অপনীত হয়, তেমনি, অগ্রে ক্রিয়াযোগ, পশ্চাৎ ধ্যানযোগ অবলম্বন করিয়া চিত্তমল বিদূরিত করিতে হয়। প্রক্ষালন দ্বারা বস্ত্রমলের নিবিড়তা নষ্ট হইলে, পশ্চাৎ যেমন ক্ষারসংযোগাদির দ্বারা তাহার উন্মূলন সহজ হইয়া

হাতব্যা ভবন্তীতি শেষঃ। ধর্ম্মিনাশাৎ ধর্ম্মনাশ ইতি ন্যায়েন চিত্তনাশাদেব সংস্কারাণাং বিনাশ ইতি ন তত্রোপদেষ্টব্যমস্তি কিঞ্চিদিতি ভাবঃ।

(১১) তেষাং ক্লেশানাং যা বৃত্তয়ঃ সুখদুঃখমোহাদ্যাত্মিকাঃ স্থূলাবস্থাঃ তাঃ ধ্যানহেয়াঃ ধ্যানেনৈব চিত্তৈকাগ্রতালক্ষণেন হেয়া হাতব্যা ভবন্তীতি শেষঃ।

পড়ে, তেমনি, ক্রিয়াযোগের দ্বারা চিত্তক্লেশের নিবিড়তা নষ্ট হইলে ধ্যানের দ্বারা তাহার উন্মূলন সহজ হইয়া আইসে। ক্ষারসংযোগপূর্ব্বক উত্তাপন ও নির্ণেজন দ্বারা বস্ত্রমল অপনীত হয়, কিন্তু তাহার সংস্কার অপনীত হয় না। তেমনি, ক্রিয়াযোগ ও ধ্যানযোগ দ্বারা মনোদোষ সকল (কর্ম্ম-সংস্কারসমূহ) বিদূরিত হয়, কিন্তু সে সকলের সংস্কার বিদূরিত হয় না। বস্ত্রের বিনাশ হইলে যেমন তৎসঙ্গে তাহার মল-সংস্কারও বিনাশ প্রাপ্ত হয়, তেমনি, সমাধি-ভাবনার দ্বারা চিত্তলয় হইলেই তৎসঙ্গে যাবন্ত ক্লেশ বা ক্লেশসংস্কার, বিনা-যত্নে বিনষ্ট হইয়া যায়। সেই জন্যই উল্লিখিত ক্লেশ-পঞ্চকের বৃত্তি-অবস্থা বিনাশের নিমিত্ত, স্থূলতা বা নিবিড়তা বিধ্বংসের নিমিত্ত, অগ্রে ক্রিয়াযোগ, পশ্চাৎ ধ্যানযোগ অবলম্বন করা কর্ত্তব্য।

ক্লেশমূলঃ কর্ম্মাশয়োদৃষ্টাদৃষ্টজন্মবেদনীয়ঃ ॥ ১২ ॥

ক্লেশমূলক কর্ম্মাশয় দুই প্রকার। এক দৃষ্টজন্মবেদনীয়, অপর অদৃষ্টজন্ম-বেদনীয়; অর্থাৎ বর্ত্তমান শরীর দ্বারা কৃত এবং জন্মান্তরীয় শরীর দ্বারা কৃত। এই দুই কথার অর্থ কতদূর বিস্তৃত, তাহা শুন।

যদি তুমি ক্রিয়াযোগ ও ধ্যানযোগাদির দ্বারা উল্লিখিত ক্লেশগুলিকে দগ্ধ না কর, দগ্ধ বীজের ন্যায় নিস্তেজ বা নিঃশক্তি না কর, তাহা হইলে তোমাকে জন্মজন্ম শুভাশুভ কর্ম্মে জড়িত থাকিতে হইবে। কোনও কালে তোমার সমাধি হইবে না, মুক্তিও হইবে না। ভাবিয়া দেখ, তুমি রাগের অর্থাৎ -বিষয়াসক্তির বশীভূত হইয়া আছ কি না। দ্বেষ বা ক্রোধের বশীভূত হইয়া শত শত গর্হিত কার্য্য করিতেছ কি না। অবশ্যই করিতেছ। অতএব, যাবৎ না তুমি পূর্ব্বোক্ত অবিদ্যাদিক্লেশকে দগ্ধ করিতে পারিবে, সূক্ষ্ম করিতে পারিবে, দগ্ধবীজের ন্যায় নিঃশক্তি করিতে পারিবে, তাবৎ তুমি, মুক্তি দূরে থাকুক, সমাধির আশাও করিতে পার না। চিরকাল বসিয়া ভাল মন্দ কর্ম্ম কর, আর তাহার ফলভোগ কর। যদি ভাব, আমি ধ্যানাদির দ্বারা কর্ম্মমূল ক্লেশকে নষ্ট করিতে পারিব না, অথচ যোগী

---

(১২) কর্ম্মাশয়ঃ কর্ম্মণস্ত আশয়ঃ—আশেরতে সাংসারিকা অস্মিন্ ইত্যাশয়ঃ ধর্ম্মাধর্ম্মনামক-সংস্কারবিশেষো গুণবিশেষো বা। ক্লেশঃ পূর্ব্বোক্তলক্ষণঃ। স এব মূলং কারণং যস্ত সঃ তথোক্তঃ। স চ কর্ম্মাশয়ঃ দৃষ্টজন্মবেদনীয়োঽদৃষ্টজন্মবেদনীয়শ্চেতি দ্বিধা। যেন দেহেন কর্ম্ম কৃতং

হইব, তাহা ভ্রম। সে আশা করিও না। কেননা, ক্লেশই কর্ম্ম-প্রবৃত্তির মূল। ক্লেশনামক অজ্ঞান অহন্তা, মমতা, রাগ, দ্বেষ, অভিনিবেশ, কাম, ক্রোধ, লোভ ও মোহ প্রভৃতি বৃত্তি জন্মাইবেই জন্মাইবে। সে সকল থাকিতে নিষ্কর্ম্মা হয়, সমাহিত হয়, কাহার সাধ্য? প্রবৃত্তির অধীন হইয়া কার্য্য করিবে অথচ তাহার ফলাফলভাগী বা তজ্জন্য সুখদুঃখাদিভোগী হইবে না, এরূপ লোক কে আছে? একবার সুখানুভব হইলে, পুনর্ব্বার সুখ ইচ্ছা না করে, এমন জীব কে আছে? এই সকল দেখিয়া শুনিয়া, যোগীরা বলেন, জীব ক্লেশের বাধ্য হইয়াই ভাল মন্দ কার্য্য করে এবং সেই সকল কার্য্য আবার নূতন ক্লেশের বা নূতন কর্ম্মমূলের সৃষ্টি করে। কৃতকর্ম্মের অনুভব দ্বারা যে চিত্তক্ষেত্রস্থ সুখ, দুঃখ, রাগ, দ্বেষ, কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ ও ইচ্ছা প্রভৃতির ক্ষতিপূরণ হয় বা নূতন নূতন রাগদ্বেষাদিরূপ কর্ম্মবীজ জন্মে, সে সকলকে যোগীরা কর্ম্মাশয় বলেন। যাজ্ঞিকেরা তাহাকে অপূর্ব্ব, অদৃষ্ট, পাপপুণ্য বা ধর্ম্মাধর্ম্ম নামে উল্লেখ করেন। কেহ বা তাহাকে সংস্কার বলেন। জীব সেই সকল সঞ্চিত কর্ম্মাশয়ের প্রেরণাতেই পুনর্ব্বার সেই সেই কর্ম্ম করিতে ইচ্ছুক হয়। ফল কথা এই যে, কর্ম্ম করিবামাত্র জীবের সূক্ষ্ম শরীরে বা চিত্তক্ষেত্রে একপ্রকার শক্তি বা গুণ (ভবিষ্যৎ পরিণামের বীজ) উৎপন্ন হয়। সেই গুণ বা সেই কর্ম্মবীজ অঙ্কুরিত হইয়া জীবকে পুনঃ পুনঃ অবস্থান্তরপ্রাপ্তি করায় এবং নূতন নূতন রাগদ্বেষাদির সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বীজ উৎপাদন করে। সেই সকল কর্ম্মবীজের নাম কর্ম্মাশয়। ইহার অন্য নাম পাপ ও পুণ্য, ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম, শুভাদৃষ্ট ও দুরদৃষ্ট। কর্ম্ম করিলেই জীবের সূক্ষ্ম শরীরে কর্ম্মজন্য আশয় অর্থাৎ ধর্ম্মাধর্ম্ম-নামক গুণ বা শক্তিবিশেষ জন্মিবেই জন্মিবে। ধর্ম্মাধর্ম্ম-নামক গুণ জন্মিলে সে আপন আশ্রয় জীবকে অবস্থান্তরে পাতিত করিবেই করিবে। কত দিনে বা কোন্ সময়ে কিরূপ অবস্থায় পাতিত করিবে, তাহার স্থিরতা নাই। ফলতঃ এক-সময়ে-না-এক-সময়ে করিবেই করিবে, কেহই নিবারণ করিতে পারিবে না। সেই অবস্থান্তরপ্রাপ্তির নাম কর্ম্মফল-ভোগ।

তজ্জন্মে চেৎ তদ্বিপাকঃ তর্হি স দৃষ্টজন্মবেদনীয়ঃ। তদ্বিপরীতস্তু অদৃষ্টজন্মবেদনীয়ঃ। জন্মান্তরকৃতকর্ম্মণঃ ফলং অদৃষ্টজন্মবেদনীয়ম্ ইত্যর্থঃ

এই কর্ম্মফল কেহ ইহশরীরেই প্রাপ্তহয়, কেহ বা জন্মান্তরে অর্থাৎ শরীরান্তরে প্রাপ্ত হয়। উৎকট বা তীব্রতম কর্ম্ম করিলে অর্থাৎ প্রাণপণে কর্ম্ম করিলে তজ্জনিত আশয় তীব্রশক্তিশালী বা বেগশালী হইবে। আশয় বা ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ সংস্কার তীব্র হইলেই তাহার ফল শীঘ্র হয়, নচেৎ কিছু বিলম্বে হয়। কর্ম্মাশয়ের তীব্রতা ও মৃদুতাদি অনুসারেই তাহার বিপাক (ফলপ্রাপ্তি) কাহারও একদিনেও হয়, কাহারও বা একযুগেও হয় না। কাহারও ইহজন্মে হয়, কাহারও বা জন্মান্তরে হয়। সেই জন্যই যোগীরা বলেন, ক্লেশমূল কর্ম্মাশয় (পাপপুণ্য) দ্বিধা। এক দৃষ্টজন্মবেদনীয়, অপর অদৃষ্টজন্মবেদনীয়। বর্ত্তমান দেহের কর্ম্ম যদি তাহার দেহ থাকিতে থাকিতে ফলবান্ হয়, তাহা হইলে তাহা দৃষ্টজন্মবেদনীয় এবং দেহান্তরে ফলবান্ হইলে তাহা অদৃষ্টজন্মবেদনীয়। শাস্ত্রকারগণ বলিয়াছেন :—

"অত্যুৎকটৈঃ পুণ্যপাপৈরিহৈব ফলমশ্নুতে ।
ত্রিভির্ব্বর্ষৈস্ত্রিভির্ম্মাসৈস্ত্রিভিঃ পক্ষৈস্ত্রিভির্দিনৈঃ ॥"

উৎকট পুণ্য, কি উৎকট পাপ করিলে ইহ শরীরেই তাঁহার ফলাফল ভোগ হইবে। ৩ দিন, ৩ পক্ষ, ৩ মাস, না হয় ৩ বৎসর সমাপ্ত হইবে, তথাপি তাহার বিনাশ হইবে না। এই বাক্য সপ্রমাণ করিবার নিমিত্ত প্রত্যেক ব্যক্তিরই আত্মকৃত অধ্যয়নাদি-কর্ম্মের ফলসম্বন্ধ মনে করা উচিত। মনে করিয়া দেখ, তুমি যে কার্য্য প্রাণপণে কর, তাহার ফল শীঘ্র পাও কি না। আর যে কার্য্য তুমি 'হচ্ছে হবে' করিয়া কর, তাহার ফল বিলম্বে হয় কি না। এতদ্বিধ লৌকিক দৃষ্টান্ত পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে উক্ত বিষয়ে তোমার অবশ্যই বিশ্বাস বা দৃঢ়প্রত্যয় জন্মিবে।

পুরাকালের ইতিহাস পাঠে জানা যায়, নন্দীশ্বর-নামক জনৈক মনুষ্য উৎকট তপস্যা করিয়া, ঈশ্বরারাধনা করায় তদ্দেহেই দেবত্বপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বিশ্বামিত্র-নামক জনৈক ক্ষত্রিয় রাজা তীব্রতম তপস্যা করিয়া সেই শরীরেই ব্রাহ্মণ ও দীর্ঘায়ু হইয়াছিলেন। নহুষ-নামক জনৈক রাজা, ঋষিগণের নিকট উৎকট অপরাধ করিয়া তন্মুহূর্ত্তে সর্পশরীর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অহল্যা-নাম্নী জনৈক সাধ্বী ঋষিপত্নী সহসা তীব্রতম ত্রাস

ও লজ্জাদির আবেগ প্রাপ্ত হইয়া পাষাণময়ী হইয়াছিলেন। ইদানীন্তন কালেও না-কি অনেক ইউরোপীয় প্রচুর মদ্যপান করার পর তদীয় শরীর এক অহোরাত্রের মধ্যে পাথর হইয়া গিয়াছিল (ইহার বৃত্তান্ত অবতরণিকায় বলা হইয়াছে)। আমরাও দেখিয়াছি, এক নব্য বাঙ্গালী নিরপরাধ সদাত্মা পিতাকে পদাঘাত করিয়া একরাত্রের মধ্যে পক্ষাঘাতরোগে অভিভূত হইয়াছিল। এ সকল দেখিয়া শুনিয়া কোন্ মূঢ় না কর্ম্মফল বিশ্বাস করিবে? উৎকট বা অনুৎকট কার্য্য করিলে তাহার ফলাফল—হয় শীঘ্র, না হয় কিছু বিলম্বে,—অবশ্যই হইবে। কায়িক, বাচিক ও মানসিক ক্রিয়ার বেগ যে শরীরকে, মনকে বা জীবাত্মাকে কি কি পরিবর্ত্তনে ও কি কি অবস্থায় পাতিত করিতে পারে ও না পারে, তাহা কোন্ অল্পজ্ঞ মানব বলিতে পারে? বুঝিতে পারে? নাস্তিক্যের মোহে বা ক্ষুদ্রজ্ঞানের প্রতারণায় প্রতারিত হইয়া তোমরা যেন কেহ ভীত, ব্যাধিত, দুঃখিত, বিশ্বস্ত ও মহানুভাবদিগের নিকট উৎকট অপরাধী হইও না। যিনি যোগী হইতে বা মুক্তপুরুষ হইতে ইচ্ছুক, তাঁহার প্রতি উপদেশ এই যে, তিনি যেন কর্ম্ম ও কর্ম্মাশয়-উৎপাদক উল্লিখিত ক্লেশপঞ্চককে ক্রিয়াযোগাদির দ্বারা সূক্ষ্ম করিয়া, অর্থাৎ দগ্ধবীজের ন্যায় নিঃশক্তি করিয়া ফেলেন। ক্লেশ ও ক্লেশমূল কর্ম্মাশয় যদি বিশীর্ণ হইয়া যায়, তাহা হইলে মোক্ষ বা যোগ আপনা হইতেই উপস্থিত হইবে। ভাবিয়া দেখ, যাহার কোন ক্লেশ নাই, কি জন্য সে আসক্তিপূর্ব্বক কার্য্য করিবে? যাহার কোন স্পৃহা নাই, কামনা নাই, রাগ নাই, দ্বেষ নাই, দ্রব্য বা বিষয় উপলক্ষে তাহার মনোবিকার হইবে কেন? সুখ দুঃখই বা হইবে কেন? যাহার কোন উদ্বেগ নাই, দ্রব্যের অভাবে বা অপ্রাপ্তিতে তাহার অল্পমাত্রও শোক হইবে না। সে অনায়াসে ও নিরুদ্বেগে সুখাসীন হইয়া সমাহিত থাকিতে পারিবে, তৎপক্ষে সংশয় নাই।

সতি মূলে তদ্বিপাকোজাত্যায়ুর্ভোগাঃ ॥ ১৩ ॥

মূল অর্থাৎ কর্ম্মাশয় থাকিলেই তাহার বিপাক অর্থাৎ ফলস্বরূপ জাতি, জন্ম, মরণ, জীবন ও ভোগ হইবেই হইবে। ক্লেশপঞ্চক যদি থাকিয়া যায়,

(১৩) মূলে ক্লেশে সতি তেষাং তেষাং কর্ম্মণাং বিপাকঃ ফলনিষ্পত্তিঃ ভবত্যেবেতি শেষঃ। স চ জাতিরায়ুর্ভোগশ্চেতি প্রধানতস্ত্রিধা। জাতিঃ জন্ম দেবত্বাদির্বা। আয়ুঃ জীবনম্।

ক্রিয়াযোগাদির দ্বারা দগ্ধকল্প করা না হয়, তাহা হইলে তাহাকে বাধ্য হইয়া বিবিধ ভাল মন্দ কার্য্য করিতে হইবে; করিয়া পুনর্ব্বার কৃত-কর্ম্মের ভাল মন্দ ফল ভোগ করিতে হইবে। বার বার জন্ম, বার বার মরণ, বার বার সুর-নর-তির্য্যক্-যোনিতে পতন, বার বার অল্পকাল ও বহুকাল জীবনধারণ, বার বার বা পুনঃ পুনঃ সুখদুঃখাদিভোগ হইবেই হইবে। কিন্তু কোন্ কর্ম্মের কিরূপ বিপাক অর্থাৎ ফল, তাহা অতীব গহন। "গহনা কর্ম্মণোগতিঃ।" কর্ম্মের গতি বা প্রভাব কেহই জানে না।

তে হ্লাদপরিতাপফলাঃ পুণ্যাপুণ্যহেতুত্বাৎ ॥ ১৪ ॥

পূর্ব্বোক্ত জাতি প্রভৃতির ফল আহ্লাদ ও পরিতাপ। কেন-না, উহা পুণ্য ও পাপরূপ কারণ হইতে উৎপন্ন হয়। জীব কর্ম্মাশয়ের প্রভাবে সুর-নর-তির্য্যক্ বা স্থাবরজঙ্গমাত্মক যে কোন জাতি প্রাপ্ত হউক,—পল, দণ্ড, মুহূর্ত্ত, দিন, মাস, বৎসর, অথবা যুগ, যে পরিমাণ আয়ুঃ প্রাপ্ত হউক,—স্ত্রী, পুত্র ও ধন প্রভৃতি যে কোন বস্তুর ভোগ করুক,—সর্ব্বত্রই আহ্লাদ ও পরিতাপ আছে। কারণ এই যে, প্রত্যেক জাতি, প্রত্যেক আয়ু ও প্রত্যেক ভোগ—হয় পুণ্য, না হয় পাপের দ্বারা উৎপাদিত। দেবতা হও বা মনুষ্য হও, আহ্লাদের ও পরিতাপের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবে না। না পাইলেও মুক্ত ও যোগী হইতে পারিবে না।

পরিণামতাপসংস্কারদুঃখৈর্গুণবৃত্তি-
বিরোধাচ্চ সর্ব্বমেব দুঃখং বিবেকিনঃ ॥ ১৫ ॥

পরিণামে দুঃখ, বর্ত্তমানে অর্থাৎ ভোগকালে দুঃখ, এবং পশ্চাৎ বা স্মরণ-কালেও দুঃখ দেখিয়া এবং সত্ত্বাদিগুণ সকল পরস্পর পরস্পরকে অভিভূত

ভোগঃ বিষয়জা প্রীতিঃ। অত্রৈকস্মিন্ দেহে বিচিত্রভোগদর্শনাৎ অনেকানি কর্ম্মাণি মরণকালে-হপ্যভিব্যক্তান্যেকং জন্মারভন্ত ইত্যেকভবিক এব কর্ম্মাশয়ো জ্ঞেয়ঃ।

(১৪) তে জাত্যাদয়ঃ হ্লাদঃ সুখং পরিতাপো দুঃখং তৌ ফলং যেষাং তে তথোক্তাঃ। পুণ্যং কুশলং কর্ম্ম। অপুণ্যং তদ্বিপরীতম্। তে হেতবো যেষাং তেষাং ভাবঃ তস্মাৎ। পুণ্য-কর্ম্মারব্ধজাত্যায়ুর্ভোগাঃ সুখফলাঃ, অপুণ্যকর্ম্মারব্ধজাত্যায়ুর্ভোগা দুঃখফলা ইতি সংক্ষেপার্থঃ।

(১৫) পরিণামঃ অন্যথাভাবঃ। তাপঃ সুখসমকালিকঃ সুখপ্রতিবন্ধকেষু দ্বেষরূপঃ। সংস্কারঃ ভোগস্মারকো গুণঃ। এতান্যেব দুঃখানীতি বিগ্রহঃ। এতৈঃ তথা গুণবৃত্তিবিরোধা-

করে দেখিয়া যোগিগণ সমস্ত বস্তুকে দুঃখপ্রায় মনে করেন। কেবল অযোগী ও অবিবেকী ব্যক্তিরাই মোহে মুগ্ধ হইয়া, ভ্রমান্ধ হইয়া, ইহাতে সুখ হয় ও ইহাতে দুঃখ হয়, এতদ্রূপ নির্ণয় করে। যে জানে না, সেই গিয়া সুস্বাদু বলিয়া বিষান্ন ভক্ষণ করুক; কিন্তু যে জানে, সে তাহা ভক্ষণ করিবে না। যে জানে না, সেই গিয়া দুঃখমাখা ভোগ ভোগ করুক; যে জানে, সে তাহা ভোগ করিতে চাহিবে না। চক্ষু যেমন সূক্ষ্ম ও কোমল লূতাতন্তুর (মাকড়সার সূতার) স্পর্শ অতি দুঃসহ বোধ করে, সেইরূপ, যোগীরা ও বিবেকীরা দুঃখানুবিদ্ধ ভোগকে দুঃসহ বিবেচনা করেন। প্রত্যেক সুখে বা প্রত্যেক ভোগে পরিণামদুঃখ, তাপদুঃখ ও সংস্কারদুঃখ অনুস্যূত আছে; অনভিজ্ঞ মোহান্ধ লোকেরা তাহা বুঝিতে পারে না। বুঝে না বলিয়াই মুগ্ধ হয়, ব্যাসক্ত হয় ও ভোগ করিবার জন্য ব্যতিব্যস্ত হয়। কিন্তু যাহারা বুঝিয়াছে, প্রত্যক্ষ করিয়াছে, তাহারা কি আর তাহার নিকটে যায়? কদাচ নহে। মদ্যপান দ্বারা উৎপন্ন মনোবিকার যেমন মদ্যপায়ীর নিকট সুখ বলিয়া প্রতীত হয়, তদ্রূপ, বিষয়েন্দ্রিয়-সংযোগের (চক্ষুঃ প্রভৃতির সহিত স্ত্রীমূর্ত্তি প্রভৃতির সংযোগাদির) দ্বারা উৎপন্ন মনোবিকার অবিবেকীর নিকট সুখ বলিয়া ভ্রম হয়। অবিবেকী যাহাকে সুখ বলে, বিবেকী তাহাকে দুঃখ বলেন। যাহা পরিণামদুঃখে, তাপদুঃখে ও সংস্কারদুঃখে গ্রস্থিত,—যাহা কেবল মনের বিকার মাত্র,—যাহা কেবল রজোগুণের কালুষ্য ভিন্ন অন্য কিছু নহে, তাহা সুখ নয়—তাহা সুখ-নামক দুঃখ। ভোগে যে সুখ নাই, প্রত্যেক ভোগের সঙ্গে সঙ্গে যে পরিণাম-দুঃখ, তাপদুঃখ ও সংস্কারদুঃখ ভোগ করিতে হয়, তাহা অত্যল্প মনোনিবেশ করিলেই অনুভূত হয়। মনে কর, একদিন তুমি কোন এক দিব্যাঙ্গনায় সংযুক্ত হইলে। তৎকালে তোমার যে মনোবিকার জন্মিল, তাহাকে তুমি সুখ বলিয়া ভাবিলে। মনোবিকার যতক্ষণ থাকিল, ততক্ষণই সুখ ভাবিলে;

হেতোঃ গুণানাং বৃত্তয়ঃ সুখদুঃখাদ্যবস্থাঃ তাসাং বিরোধঃ পরস্পরম্ অভিভাব্যাভিভাবকত্বং তস্মাদ্ধেতোঃ। এতৎকারণচতুষ্টয়েন বিবেকিনঃ পরিজ্ঞাতক্লেশাদিবিবেকস্য সর্ব্বমেব ভোগ-সাধনং বিষমিশ্রান্নবদ্দুঃখম্। অয়মভিসন্ধিঃ—"ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি। হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে" ইতি। ভোগাৎ কামপ্রবৃদ্ধিঃ, কাম্যালাভে চ দুঃখম্।

কিন্তু তাহার পরক্ষণেই আবার যে দুঃখ সেই দুঃখ। সেই কার্য্য করায় তোমার যে আয়ুঃক্ষয় হইল, তজ্জন্য অন্য একপ্রকার পৃথক্ দুঃখও হইল। আরও দেখ, তোমার সেই মনোবিকার বা সুখটী স্থায়ী হইল না; শীঘ্র বিনষ্ট হইয়া গেল। সুখ থাকিল না,—নষ্ট হইল, তাহা ভাবিয়াও তোমার দুঃখ হইল। তুমি যে, সেই অনুচিত মনোবিকারকে অত্যল্পকালের জন্য সুখ মনে করিয়াছিলে, তৎপ্রভাবে পরদিন আবার তুমি তাহাই পাইবার জন্য লালায়িত হইলে। সুখের জন্য লালায়িত হইলে যে কত ক্লেশ, কত আয়াস ও কত পাপ করিতে হয়, তাহাও মনে করিয়া দেখ। অপিচ, সেই সুখ-নামক মনোবিকারটী বা ভোগটী দীর্ঘ করিবার নিমিত্ত বা বাড়াইবার নিমিত্ত তুমি অত্যন্ত ইচ্ছুক হও কি না? অবশ্যই হও। কোনও গতিকে যদি তোমার সে ইচ্ছার পূরণ না হয়, অর্থাৎ ইচ্ছানুরূপ উপকরণ না পাও, অথবা ভোগের সঙ্কোচ কি তাহার অল্পতা ঘটে, তাহা হইলে তোমার যে কত দুঃখ, তাহা শতমুখ না হইলে এক মুখে বলা যায় না। মনে কর, যেন তোমার ভোগের সঙ্কোচ বা অল্পতা হইল না, বৃদ্ধিই হইল; পরন্তু যেমন ভোগ বাড়িল, অমনিই তৎসঙ্গে রোগও জন্মিল। "ভোগে রোগভয়ম্।" ভোগের সঙ্গে রোগের ভয় আছেই আছে। অত্যন্ত ভোগ করিলে রোগ হইবেই হইবে। সুতরাং তাহাতেও দুঃখ। অতএব, প্রত্যেক ভোগের পরিণাম যে দুঃখময়, তাহা বলা বাহুল্য। একটু মনোনিবেশ করিলেই ভোগের পরিণামদুঃখতা প্রত্যক্ষ হইবে। এ ত গেল পরিণামদুঃখের কথা। পরন্তু বর্ত্তমানে অর্থাৎ ভোগকালেও তুমি শত শত দুঃখে, শত শত পরি-তাপে আক্রান্ত হইতেছ। পাছে ইহা নষ্ট হয়, কিসে ইহা স্থায়ী হইবে, কিসে ইহা বাড়িবে, কিসে ইহার ব্যাঘাত না হয়, ইত্যাদি বহু-প্রকার চিন্তানল বা তাপজনক চিন্তা উপস্থিত হইয়া তোমাকে পরিতপ্ত

ত্যজেঽপি ভোগসংকোচে দুঃখম, অসংকোচে ব্যাধিতোঽপি দুঃখম্। অতএবাঽস্তি ভোগস্য পরিণামদুঃখতা। তথা ভোগকালেঽপি ভোগাস্থায়িত্বাৎ দুঃখং ভোগবাধকেষু চ দ্বেষ সমুৎপদ্যত এব। স এব তাপঃ। ইত্যেবং তাপদুঃখতাপ্যস্তি ভোগস্য। ভুজ্যমানস্ত ভোগঃ স্বক্ষেত্রে সংস্কারমারভতে, সংস্কারাচ্চ পুনর্ভোগপ্রবৃত্তির্জায়তে, ইত্যেবংক্রমেণাঽস্তি সংস্কার-দুঃখতা ভোগস্য। অপিচ সুখদুঃখমোহরূপা গুণবৃত্তয়ঃ পরস্পরং বিরুদ্ধা দৃশ্যন্তে। ক্ষণেন হি

করিতেছে। এতদ্ভিন্ন, উহার আনুষঙ্গিক বিবিধ পাপমনোবৃত্তি অর্থাৎ রাগ, দ্বেষ ও ক্রোধ প্রভৃতি উদিত হইয়া তোমার অন্তরে বিবিধ ভবিষ্যদ্দুঃখের বীজ আহিত করিতেছে। সুখভোগের সঙ্গে সঙ্গেই যে বিবিধ তাপ বা দুঃখ ভোগ করিতে হয়, তাহা স্থিরতর। এ-সম্বন্ধে আরও এক কথা আছে। কি? তাহা বলিতেছি। সুখভোগ করিবামাত্র চিত্তে তাহার সংস্কার আবদ্ধ হয়। সেই সংস্কার তোমাকে পুনর্ব্বার সেই ভোগের দিকে টানিয়া লইয়া যায়। সেইজন্যই তুমি পুনঃ পুনঃ পূর্ব্বানুভূত সুখের তুল্যসুখ ভোগ করিবার ইচ্ছা কর, এবং যতক্ষণ তাহা প্রাপ্ত না হও, ততক্ষণ ব্যাকুল থাক। অতএব, সুখভোগের সংস্কারও দুঃখজনক। ভোগ কি? বিবেচনা করিয়া দেখিলে জানা যায়, ভোগ আর কিছুই না—কেবল একপ্রকার মনোবিকার-মাত্র। সুতরাং পরিণামশীল সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের পরিণামরূপ ক্ষণ-ভঙ্গুর ভোগ, দুঃখ বৈ অন্য কিছু নহে; অতএব প্রত্যেক ভোগেই পরিণাম, তাপ ও সংস্কার—এই ত্রিবিধ দুঃখ গ্রথিত থাকায় এবং পরস্পরবিরোধী গুণ-পরিণাম বর্ত্তমান থাকায়, যোগীর নিকট বা বিবেকীর নিকট সমস্তই দুঃখ বলিয়া গণ্য। কদাচ তাঁহারা উহাকে সুখ বলিয়া ভাবিতে চাহেন না। মনোবিকার নষ্ট হইলেই তাঁহাদের সুখ, ঈশ্বরে ও আত্মতত্ত্বে চিত্ত স্থির হইলেই সুখ, মনোলয় হইলে তাঁহাদের আরও সুখ। সে সুখ দৃশ্যভোগে নাই বলিয়াই তাঁহারা দৃশ্যসমুদায়কে দুঃখমধ্যে নিক্ষেপ করেন।

হেয়ং দুঃখমনাগতম্ ॥ ১৬ ॥

অনাগত অর্থাৎ ভবিষ্যদ্দুঃখই হেয়; অর্থাৎ যাহাতে ভবিষ্যতে আর দুঃখ না হয়, তাহা করাই কর্ত্তব্য। অভিপ্রায় এই যে, প্রারব্ধভোগ অর্থাৎ যাহার ভোগ আরম্ভ হইয়াছে, সে দুঃখ বিনা-ভোগে নিবৃত্ত হইবে না। কোনরূপ যোগ বা যত্ন দ্বারা তাহাকে নষ্ট করা যাইবে না; এতৎকারণে যোগীর প্রতি

দুঃখমনুভূয়মানাৎ দুঃখং প্রবর্ত্তত ইত্যবিদিতং নাস্তি। অতএব সর্ব্বত্রৈব দুঃখানুরোধাদ্দুঃখত্বমিতি সিদ্ধম্।

(১৬) অতীতস্য ব্যতিক্রান্তত্বাৎ বর্ত্তমানস্য তু পরিত্যক্তুমশক্যত্বাৎ অনাগতমেব সংসারদুঃখং হেয়ং হাতব্যম্। ভবিষ্যদ্দুঃখনাশায়ৈব যতিতব্যমিত্যুপদেশঃ।

উপদেশ এই যে, যোগী অনাগত অর্থাৎ ভবিষ্যদ্দুঃখের নিবারণ চেষ্টা করিবেন। যোগের দ্বারা দুঃখের বীজ নষ্ট করিয়া দিলেই তাহা সিদ্ধ হইবে। দুঃখবীজ অজ্ঞান নষ্ট হইয়া গেলে কোথা হইতে দুঃখাঙ্কুর জন্মিবে ?

দ্রষ্টৃদৃশ্যয়োঃ সংযোগোহেয়হেতুঃ ॥ ১৭ ॥

দ্রষ্টা আত্মা ও দৃশ্য অর্থাৎ অন্তঃকরণ,—এই দুয়ের সংযোগ, দুঃখের কারণ। অভিপ্রায় এই যে, সুখ দুঃখ মোহ—এ সমস্তই বুদ্ধি-দ্রব্যের বিকার। বুদ্ধিদ্রব্য (অন্তঃকরণ) ইন্দ্রিয়সম্বন্ধ দ্বারা বিষয়াকারে ও সুখদুঃখাদি-আকারে পরিণত হইবামাত্র চৈতন্যের দ্বারা প্রোজ্জ্বলিত হয়। তাদৃশ প্রোজ্জ্বলনকে (প্রদীপ্ততাকে) শাস্ত্রকারেরা চিৎ-শক্তির প্রতিসংক্রম ও চিচ্ছায়াপত্তি বলিয়া থাকেন। লোকব্যবহারে তাহা "দর্শন" বা "দেখা," "জ্ঞান" বা "বুঝা" বলিয়া প্রচলিত। সুতরাং পরিণামস্বভাব বুদ্ধিসত্ত্ব বা অন্তঃকরণ পদার্থটী "দৃশ্য" এবং তৎসন্নিধিস্থ অপরিণামী চিৎ-শক্তি তাহার দ্রষ্টা। এই দৃশ্য ও দ্রষ্টা,—এই দুয়ের যে কথিত প্রকারের সংযোগ অর্থাৎ একীভাব বা মেলন, তাহাই সংসারী জীবের উল্লিখিত দুঃখসমূহের মূল; অর্থাৎ বুদ্ধির উপর পুরুষের বা আত্মার অভেদভ্রান্তি বা আত্ম-সম্পর্ক কল্পিত হইতেছে বলিয়াই পুরুষ আন্তঃকরণিক সুখদুঃখাদিবিকারে বিকৃতপ্রায় হইতেছে। সুতরাং বুদ্ধির সহিত পুরুষের তাদৃশ মিথ্যা সম্বন্ধ ঘটনা থাকাতেই পুরুষের ঔপচারিক ভোগ উৎপন্ন হইতেছে।

প্রকাশক্রিয়াস্থিতিশীলং ভূতেন্দ্রিয়াত্মকং
ভোগাপবর্গার্থং দৃশ্যম্ ॥ ১৮ ॥

প্রকাশস্বভাব সত্ত্ব, ক্রিয়াত্মক রজঃ, তদুভয়ের প্রতিরোধক অচলস্বভাব তমঃ,—এতত্রিতয়াত্মক ভূত ও ইন্দ্রিয়, ইহারা দৃশ্য এবং ইহারা সকলেই পুরুষের ভোগ ও অপবর্গ প্রদানার্থ উদ্যত। তাৎপর্য্য এই যে, সত্ত্ব, রজঃ,

---

(১৭) দ্রষ্টা পুরুষঃ। স হি বুদ্ধিস্থচ্ছায়াত্মকদর্শনবান্। দৃশ্যং বুদ্ধিসত্ত্বম্। বুদ্ধিঃ হি ইন্দ্রিয়দ্বারা শব্দাদ্যাকারেণ পরিণমতে চিচ্ছায়াপত্ত্যা চ পুরুষাভেদেন দৃশ্যা ভবতীত্যর্থঃ। অতএব তয়োঃ সংযোগঃ ভ্রান্তিস্বস্বামিভাবসম্বন্ধঃ হেয়স্য দুঃখস্য হেতুঃ কারণম্।

(১৮) প্রকাশশীলং সত্ত্বম্। ক্রিয়াশীলং রজঃ। স্থিতিশীলং তমঃ। স্থিতিশ্চ প্রকাশক্রিয়য়োঃ প্রতিবন্ধরূপা। তথা ভূতেন্দ্রিয়াত্মকং—ভূতানি ইন্দ্রিয়াণি চ তানি আত্মা স্বরূপা-

তত্বঃ,—এই গুণত্রয়াত্মিকা প্রকৃতি ও তদুৎপন্ন যে কিছু ভূতভৌতিক—সমস্তই পুরুষের ভোগের ও অপবর্গের (মোক্ষের) নিমিত্ত-কারণ (প্রযোজক) উহারা অবিবেকীর ভোগ এবং বিবেকীর মোক্ষ প্রদানার্থ উদ্যত আছে।

বিশেষাবিশেষলিঙ্গমাত্রালিঙ্গানি গুণপর্ব্বাণি ॥ ১৯ ॥

গুণসকলের বিশেষ, অবিশেষ, লিঙ্গমাত্র ও অলিঙ্গ,—এই চারিপ্রকার পর্ব্ব (গাঁইট বা অবস্থা) আছে। বস্তুতঃ ত্রিগুণা প্রকৃতির চারিপ্রকার অবস্থা দৃষ্ট হয়। যথা—বিশেষ অবস্থা, অবিশেষ অবস্থা, লিঙ্গাবস্থা, ও অলিঙ্গ অবস্থা। পৃথিব্যাদি ভূত ও ইন্দ্রিয়,—ইহারা প্রকৃতির বিশেষাবস্থা। তন্মাত্র বা সূক্ষ্ম ভূত এবং অন্তঃকরণ,—ইহারা তাঁহার অবিশেষাবস্থা। যাহা এই অবিশেষাবস্থার মূল অর্থাৎ যাহা মূল প্রকৃতির প্রথম বিকার,—যাহার অন্য নাম বুদ্ধিতত্ত্ব ও মহত্তত্ত্ব,—তাহাই প্রকৃতির লিঙ্গাবস্থা। এবং যাহা সেই লিঙ্গাবস্থার মূল, অর্থাৎ প্রকৃতির যখন কোনপ্রকার বিকার বা প্রভেদ ছিল না,—ঠিক্ সাম্যাবস্থা ছিল,—যাহাকে এই দৃশ্য জগতের সর্ব্বাদিম অবস্থা বা সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্মতম অবস্থা বা বীজাবস্থা বা শক্তিসমষ্টিস্বরূপ বলিয়া বর্ণন করা হয়,—সেই অবিকৃত ও দুর্জ্ঞেয় শক্তিরূপ মূল অবস্থা তাঁহার অলিঙ্গাবস্থা। তৎকালে কোনপ্রকার জ্ঞানোপযোগী চিহ্ন ছিল না বা থাকে না বলিয়াই তাহার নাম অলিঙ্গাবস্থা।

দ্রষ্টা দৃশিমাত্রঃ শুদ্ধোঽপি প্রত্যয়ানুপশ্যঃ ॥ ২০ ॥

আপাততঃ যাহাকে দ্রষ্টা মনে করা যায়, তাহা বাস্তব দ্রষ্টা নহে। প্রকৃত

২ভিন্নঃ পরিণামো যস্য তত্তথাবিধং দৃশ্যং জ্ঞেয়জাতমিত্যর্থঃ। তচ্চ ভোগাপবর্গার্থং—ভোগাপবর্গৌ অর্থঃ প্রয়োজনং যস্য তত্তথাবিধম্। প্রকৃতিতদ্বিকারাত্মকং সর্ব্বমেব দৃশ্যং পুরুষস্য ভোগাপবর্গহেতুরিতি যাবৎ।

(১৯) বিশেষাঃ প্রকৃতিতো ব্যাবৃত্তা ভূতেন্দ্রিয়াদয়ঃ ষোড়শ বিকারাঃ। অবিশেষা বিকারাণাং প্রকৃতয়ঃ তন্মাত্রাণাহংকারশ্চেতি ষট্। লিঙ্গং প্রকৃতেরাদ্যং কার্য্যং মহত্তত্ত্বম্। অলিঙ্গং মূলা প্রকৃতিঃ। ইত্যেতানি গুণপর্ব্বাণি গুণানাং সত্ত্বরজস্তমসাং পর্ব্বাণীব পর্ব্বাণি অবস্থাবিশেষা ইতি যাবৎ। অস্মিন্ শাস্ত্রে তন্মাত্রাণাম্ অহঙ্কারস্যানুজত্বং বুদ্ধেশ্চাপত্যত্বম্। সাংখ্যে তু অহঙ্কারাপত্যত্বমিতি ভেদোঽনুসন্ধেয়ঃ।

(২০) দ্রষ্টা পুরুষঃ। স চ দৃশিমাত্রঃ চিন্মাত্রঃ নতু জ্ঞানাদিধর্ম্মবানিত্যর্থঃ। অতএব শুদ্ধঃ

দ্রষ্টা অর্থাৎ পুরুষ চিদ্রূপী ও অপরিণামী। সুতরাং পরিণমনস্বভাব অন্তঃকরণই জ্ঞানাদি ধর্ম্মের আধার। নির্ব্বিকারস্বভাব চৈতন্যঘন আত্মা বা পুরুষ যখন তাদৃশ বুদ্ধিতে উপরক্ত হন, বুদ্ধির সহিত একীভূত হন, অর্থাৎ যখন তিনি সন্নিধান বশতঃ বুদ্ধিবৃত্তিতে প্রতিবিম্বিত বা অভিব্যক্ত হন, তখনই তাঁহাকে উপচারক্রমে দ্রষ্টা বলা যায়। বুদ্ধির বা অন্তঃকরণের বিষয়াকার পরিণাম না হইলে পুরুষের দ্রষ্টৃত্ব বিলোপ হয়। তাৎপর্য্য এই যে, বুদ্ধিবৃত্তি প্রতিবিম্বিত হওয়াই তাঁহার দেখা, অন্যরূপ দেখা নাই।

তদর্থ এব দৃশ্যস্যাত্মা ॥ ২১ ॥

পূর্ব্বোক্ত দৃশ্য অর্থাৎ চতুরবস্থাপন্ন প্রকৃতি সেই চিন্ময় পুরুষের ভোগসাধনরূপে পরিণত হইতেছে; অর্থাৎ রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ, সুখ, দুঃখ, মোহ,—ইত্যাদি বহুপ্রকারে পরিণত হইতেছে। জড়স্বভাব লৌহ যেমন সম্পূর্ণ ইচ্ছাবিহীন ও চলনরহিত হইয়াও চুম্বকসন্নিধানে প্রচলিত হয়, সক্রিয় বা ইচ্ছাযুক্ত প্রাণীর ন্যায় গতিশক্তিসম্পন্ন হয়, তেমনি, প্রকৃতিও চিদাত্মার সন্নিধানবশতঃ সুখদুঃখাদি নানা আকারে পরিণত হন। পরন্তু যে পুরুষ দ্রষ্টৃত্ব অবস্থায় যোগাভ্যাসাদির দ্বারা প্রকৃতির কথিত প্রকার গূঢ় অভিসন্ধি অর্থাৎ উক্তবিধ পরিণামতত্ত্ব জানিতে পারেন, সে পুরুষ আর তখন সে প্রকৃতির সেই সেই পরিণাম দেখিতে পান না।

কৃতার্থং প্রতি নষ্টমপ্যনষ্টং তদন্যসাধারণত্বাৎ ॥ ২২ ॥

সে পুরুষের নিকট প্রকৃতি নষ্টপ্রায় অর্থাৎ অদৃশ্য হইলেও অন্যান্য অজ্ঞ

অপরিণামী। তথাপি তাদৃশোঽপি সঃ প্রত্যয়ানুপশ্যঃ প্রত্যয়ং বুদ্ধিবৃত্তিম্ অনুসৃত্য পশ্যতীতি প্রত্যয়ানুপশ্যঃ। অবিবেকাৎ বুদ্ধিবৃত্তিভিরেকীভূতঃ সন্ শব্দাদীন্ পশ্যতি জানাতীতি যাবৎ। আয়মভিসন্ধিঃ—সঞ্জাতবিষয়োপরাগায়াং বুদ্ধৌ সন্নিধিমাত্রেণৈব তস্যাভিব্যক্তিরূপং দ্রষ্টৃত্বং ভবতি। বুদ্ধিশ্চেন্নির্বিষয়োপরাগা তর্হি তস্য স্বরূপপ্রতিষ্ঠত্বমেব ন তু দ্রষ্টৃত্বম্।

(২১) দৃশ্যস্য যঃ আত্মা স্বরূপং বিশেষাদিরূপেণ পরিণমনং সঃ তদর্থ এব তস্য পুরুষস্য ভোগাপবর্গরূপপ্রয়োজনায়ৈব। ন তু তস্যাস্তাদৃশ্যাঃ প্রবৃত্তৌ কিঞ্চিদপি স্বপ্রয়োজনমস্তীত্যর্থঃ।

(২২) তৎ প্রধানং কৃতার্থং (উৎপন্নবিবেকজ্ঞানং) পুরুষং প্রতি নষ্টং বিরতব্যাপারম্

পুরুষের নিকট তিনি প্রকাশিত থাকেন অর্থাৎ তাঁহার পরিণাম প্রকাশিত থাকে। প্রকৃতি কৃতকৃত্যা অর্থাৎ মুক্তপুরুষের সম্বন্ধে অদৃশ্য হইলেও অমুক্ত-পুরুষের সম্বন্ধে অকৃতকৃত্যা অর্থাৎ দৃশ্য থাকেন। (অভিপ্রায় এই যে, উক্ত কারণে একের মুক্তিতে সকলের মুক্তি হয় না।)

স্বস্বামিশক্ত্যোঃ স্বরূপোপলব্ধিহেতুঃ সংযোগঃ ॥ ২৩ ॥

পূর্ব্বে যে প্রকৃতি পুরুষের সংযোগের কথা বলা হইয়াছে, তাহা কাষ্ঠ-লোষ্ট্র-সংযোগের সমান নহে। জড়স্বভাব প্রকৃতি ও চেতনস্বভাব পুরুষ যেরূপ ঘটনায় বা যেরূপ ক্রমে দৃশ্য ও দ্রষ্টৃরূপে প্রতীত হইতেছেন, সেই ঘটনাবিশেষেরই নাম সংযোগ। ইহা ২০ ও ২১ সূত্রের দ্বারা বলা হইয়াছে।

তস্য হেতুরবিদ্যা ॥ ২৪ ॥ তদভাবাৎ সংযোগাভাবোহানং তদ্দৃশেঃ কৈবল্যম্ ॥ ২৫ ॥

তাদৃশ সংযোগের মূল কারণ অবিদ্যা অর্থাৎ ভ্রান্তি-জ্ঞান বা ভ্রান্তি-জ্ঞানের সংস্কার। সেই অবিদ্যা যদি যোগাভ্যাস দ্বারা, জ্ঞানসঞ্চয়ের দ্বারা বা চিত্তনিরোধ দ্বারা বিদূরিত হয়, প্রনষ্ট হয়, তাহা হইলে সে পুরুষের সহিত প্রকৃতির সংযোগ বা ভোক্তৃ-ভোগ্য-ভাব (সম্বন্ধ) থাকে না। সুতরাং পুরুষ তখন মুক্ত অর্থাৎ কেবল হন। জড়সম্বন্ধবর্জ্জিত হওয়ায় তিনি তখন চিদ্ঘনস্বভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকেন।

অপি অনষ্টম্ অন্যান্ প্রতীতি শেষঃ। অত্র হেতুমাহ—অন্যসাধারণত্বাৎ সকলভোক্তৃসাধারণত্বাৎ। অন্যান্ প্রতি অনষ্টব্যাপারতয়াবস্থানাদিতি ভাবঃ। এতেন তস্য তদা ন বিনাশো নাশোক্তস্য মুক্তৌ সর্ব্বমুক্তিরিত্যুক্তঃ ভবতি।

(২৩) শক্তিশব্দঃ প্রত্যেকং সম্বধ্যতে। স্বং দৃশ্যং তস্য শক্তিঃ জড়ত্বেন দৃশ্যত্বযোগ্যতা। স্বামী পুরুষঃ তস্য শক্তিঃ চেতনত্বেন দ্রষ্টৃত্বযোগ্যতা। সা চ তৎস্বরূপৈব। তয়োঃ স্বরূপয়োর্যঃ উপলব্ধিঃ ক্রমাৎ ভোগ্যত্বেন ভোক্তৃত্বেন চ প্রতীতিঃ তস্যা হেতুঃ সংযোগঃ স্বস্বামিভাবাখ্যঃ সম্বন্ধঃ। স চ কার্য্যেণৈব জ্ঞেয়ঃ।

(২৪) তস্য সংযোগস্য অবিদ্যা এব হেতুঃ কারণম্। অবিদ্যাস্বরূপং পূর্ব্বমুক্তম্।

(২৫) তস্যা অবিদ্যায়া অভাবাৎ নাশাৎ সংযোগাভাবঃ। সংযোগস্য নাশো ভবতীতি শেষঃ। তচ্চ হানং সংযোগবিগমঃ দৃশেঃ পুরুষস্য কৈবল্যং কেবলং মুক্তিরিতি চোচ্যতে।

বিবেকখ্যাতিরবিপ্লবা হানোপায়ঃ ॥ ২৬ ॥

অবিদ্যা-নাশের প্রধান উপায় "বিবেকখ্যাতি"। বিবেকখ্যাতি কি? তাহা বলিতেছি। দৃক্শক্তি ও দৃশ্য,—ইহারা অত্যন্ত স্বতন্ত্র বা অত্যন্ত ভিন্ন পদার্থ; অর্থাৎ পুরুষ বা আত্মা প্রকৃতি হইতে অত্যন্ত পৃথক্। শরীর, ইন্দ্রিয়, মন, অহঙ্কার, ইহাদের কোনটীই 'আমি' নহি। যাহা 'আমি'—এই জ্ঞানের অবগাহন-স্থান, তাহা বাস্তবপক্ষে নির্লেপ, স্বচ্ছ ও চৈতন্যমাত্র। এইরূপ বিশ্বাস উৎপাদন করিতে করিতে যে তজ্জনিত এক অভূতপূর্ব্ব প্রজ্ঞার উদয় হয়, তাহার নাম খ্যাতি। সেই খ্যাতি বা বিবেকজ জ্ঞান উদিত হইবা-মাত্র সুখদুঃখের বীজস্বরূপ পূর্ব্বোক্ত অবিদ্যা নষ্ট হইয়া যায়, এবং সেই প্রজ্ঞাও তখন কতক-রেণুর (নির্ম্মল-নামক ফলের) ন্যায় বিলীন হইয়া যায়, সুতরাং পুরুষ তখন দৃশ্যোপরক্ততা হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া কেবল হন।

তস্য সপ্তধা প্রান্তভূমিঃ ॥ ২৭ ॥

সেই খ্যাতির বা বিবেকজ জ্ঞানের প্রান্তভূমি অর্থাৎ পরপর অবস্থা সাত-প্রকার। তাৎপর্য্য এই যে, উক্ত বিবেকখ্যাতির অর্থাৎ প্রকৃতি-পুরুষের পার্থক্যভাবনাজনিত প্রজ্ঞার সাতপ্রকার অবস্থা আছে। তন্মধ্যে প্রথম কার্য্যবিমুক্তি-অবস্থা ৪ এবং চিত্তবিমুক্তি অবস্থা ৩। কার্য্য-বিমুক্তি-অবস্থা-গুলির আকার এইরূপ;—(১ম) পূর্ব্বে অনেক জ্ঞাতব্য ছিল, কিন্তু এখন আর কোন জ্ঞাতব্যই নাই; অর্থাৎ সমস্তই জানা হইয়াছে। (২য়) পূর্ব্বে রাগ-দ্বেষাদি ক্লেশগুলি আমাতে লিপ্ত বলিয়া বোধ হইত, কিন্তু এখন আর তাহা হয় না। উক্ত সমুদায় ক্লেশ এখন আমা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছে। (৩য়) যাহা

(২৬) বিপ্লবঃ মিথ্যাজ্ঞানম্। অবিপ্লবঃ তদ্বিপরীতম্। যদ্বা ন বিদ্যতে বিপ্লবঃ বিচ্ছেদঃ অন্তরান্তরা ব্যুত্থানং বা যস্যাং সা তথাবিধা। বিবেকখ্যাতিঃ—অন্যে গুণাঃ অন্যঃ পুরুষঃ ইত্যেবংবিধা খ্যাতিঃ জ্ঞানং প্রজ্ঞা বা। সা হানস্য দৃশ্যত্যাগস্য উপায়ঃ পুষ্কলো হেতুঃ।

(২৭) প্রকৃষ্টঃ অন্তঃ অবসানং ফলত্বেন যাসাং তাঃ প্রান্তাশ্চরমা ইতি যাবৎ। প্রান্তা ভূময়ঃ প্রজ্ঞাবস্থাঃ যস্যাঃ সা প্রান্তভূমিঃ। উৎপন্নবিবেকখ্যাতের্যোগিনঃ প্রান্ত-ভূময়ঃ প্রজ্ঞাবস্থাঃ প্রত্যয়ান্তরতিরস্কারেণ সপ্তধা ক্রমাৎ সপ্তপ্রকারা ভবন্তীতি শেষঃ। প্রথমঃ তাবৎ জ্ঞাতব্য-মখিলং ময়া জ্ঞাতং ন কিঞ্চিৎ জ্ঞাতব্যমবশিষ্যতে৷ হাতব্যা বন্ধহেতবঃ সম্প্রতি তু সর্ব্বে

পাইবার তাহাই পাইয়াছি—অধুনা আর কোনও প্রাপ্তব্য নাই। (৪র্থ) দৃক্‌শক্তি পূর্ব্বে দৃশ্যের সহিত একীভূত ছিল, তজ্জন্য তাঁহার ভিন্নতা কিছু-মাত্র বুঝিতে পারিতাম না; কিন্তু এক্ষণে তদুভয়ের ভিন্নতা উত্তমরূপ বুঝিয়াছি; অর্থাৎ আমাকে আমি সাক্ষাৎ সন্দর্শন করিয়াছি। কথিতপ্রকার কার্য্যবিমুক্তিনামক প্রজ্ঞাচতুষ্টয় ক্রমশঃ উদিত হয়, এককালে হয় না। উক্ত প্রত্যেক প্রজ্ঞার স্থিতিকালে যোগীর অন্য কোনরূপ প্রজ্ঞা বা জ্ঞান থাকে না। কেবলমাত্র উল্লিখিতপ্রকার প্রজ্ঞা বা সত্যজ্ঞান স্ফুরিত হইতে থাকে। ক্রমে কার্য্যবিমুক্তি বা বিষয়বিমুক্তি অবস্থার পরিপাক হইয়া গিয়া তাহা হইতে ক্রমে অন্য তিনপ্রকার চিত্তবিমুক্তি-অবস্থা আসিতে থাকে। সে সকল অবস্থার আকার এইরূপ:—১ম, "আমি যে এতকাল সুখদুঃখনামক বুদ্ধিবিকারে অনুরঞ্জিত হইয়া সুখদুঃখভোগী ছিলাম, সে অনুরঞ্জনা বা সে মিথ্যা-জ্ঞান এখন নষ্ট হইয়াছে। বুদ্ধির বা প্রকৃতির কার্য্য এক্ষণে ফুরাইয়া গিয়াছে।" এইরূপ স্থিরতর প্রজ্ঞার উদয়। ২য়, এত কালের পর প্রাকৃতিক অন্তঃকরণ আজ দগ্ধবীজের ন্যায় নিঃশক্তি হইলেন, আর তিনি কোনরূপ অঙ্কুর উৎপাদন করিতে পারিবেন না। প্রত্যুত এখন তাঁহাকে শীঘ্র লয় পাইতে হইবে। এইরূপ স্থিরতম প্রজ্ঞা দৃঢ় হয়। ইহার পরেই ৩য় অবস্থা আইসে। সে অবস্থায় চিত্ত থাকে না, সুতরাং কোন প্রজ্ঞাও থাকে না। প্রজ্ঞা থাকে না বলিয়া তাহার আকার বর্ণনা না করিয়া "চিন্মাত্র" "ঘনচৈতন্য" "কৈবল্য" বা "মুক্ত" অবস্থা বলিলে যথেষ্ট বলা হয়।

যোগাঙ্গানুষ্ঠানাদবিশুদ্ধিক্ষয়ে জ্ঞানদীপ্তিরা বিবেকখ্যাতেঃ ॥২৮॥

যোগাঙ্গ-অনুষ্ঠানের দ্বারা চিত্তের মলিনতা নষ্ট হইলে জ্ঞানের দীপ্তি

হাতা ন কিঞ্চিন্মে হেয়মস্তীতি দ্বিতীয়া। প্রাপ্তং ময়া প্রাপ্তব্যং নাস্তং কিঞ্চিদিদানীং প্রাপ্তব্য-মস্তীতি তৃতীয়া। বিবেকখ্যাতিসম্পাদনেনাখিলং কৃতং ন কিঞ্চিদিদানীং মম কার্য্যমস্তীতি চতুর্থী। এতাশ্চতস্রোঽবস্থাঃ কার্য্যবিমুক্তি সংজ্ঞিকাঃ। অতঃপরং চিত্তবিমুক্তিস্ত্রিধা। তত্র কৃতার্থং মে বুদ্ধিসত্ত্বমিত্যেকা। বুদ্ধ্যাদিরূপা গুণা অপি মে চ্যুতা গিরিশিখরচ্যুতা গ্রাবাণ ইব ন পুনঃ স্বভূমৌ স্থিতিং যাস্যন্তীতি দ্বিতীয়া। স্বাত্মীভূতশ্চ মে সমাধিঃ শীঘ্রমহং স্বরূপ-প্রতিষ্ঠঃ স্যামিতি তৃতীয়া। অস্মিন্নেব ভূমৌ প্রাপ্তে পুরুষস্য কৈবল্যং জায়তে।

হয় এবং সেই দীপ্তির বা সেই প্রকাশের শেষ সীমা বিবেকখ্যাতি। উৎকট-শ্রদ্ধাসহকারে যোগাঙ্গ অনুষ্ঠান করিলে ক্রমে অল্প অল্প করিয়া চিত্তমল উন্মার্জ্জিত হয়। ক্রমে চিত্ত যখন উত্তমরূপে মার্জ্জিত হয়, তখন আপনা হইতেই মোক্ষসাধক উৎকৃষ্ট জ্ঞান অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত প্রকারের প্রজ্ঞা জন্মে। চিত্তকে যতই মার্জ্জিত করিবে, ততই তাহার প্রকাশশক্তি বাড়িবে। তাহার শেষ সীমায় যাইবামাত্র আত্মসাক্ষাৎকার হয়।

যমনিয়মাসনপ্রাণায়ামপ্রত্যাহারধারণাধ্যান-
সমাধয়োঽষ্টাবঙ্গানি ॥ ২৯ ॥

যোগাঙ্গ কি? তাহা বলা যাইতেছে। যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সম্প্রজ্ঞাত সমাধি বা পূর্ব্বোক্ত প্রকারের একাগ্রতা, এই আট প্রকারের নাম যোগাঙ্গ অর্থাৎ বৃত্তিলয়-নামক চরম-যোগের পূর্ব্বসাধক বা কারণ। পরন্তু ইহাদের কোন কোনটী যোগের সাক্ষাৎ-কারণ এবং কোন কোনটী পরম্পরা-কারণ অর্থাৎ উপকারকমাত্র।

অহিংসাসত্যাস্তেয়ব্রহ্মচর্য্যাপরিগ্রহা যমাঃ ॥ ৩০ ॥

যম কি? তাহা শুন। অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য ও অপরিগ্রহ,—এই পাঁচ প্রকার কার্য্যের নাম "যম"। এই যম যেরূপ ভাবে নির্ব্বাহ ও অভ্যস্ত করিতে হয়, তাহা বলা যাইতেছে।—

প্রথমে অহিংসানুষ্ঠান। কেবল প্রাণিবধ পরিত্যাগ করিলেই যে, অহিংসানুষ্ঠান সিদ্ধ হইবে, তাহা নহে। প্রাণীকে যন্ত্রণা দিতেও পারিবে না। কোনও উপলক্ষ্যে ও কোনও সময়ে তুমি কায়িক বাচিক ও মানসিক ক্রিয়ার দ্বারা পরকে ব্যথিত করিও না। তাহা হইলেই তোমার অহিংসানুষ্ঠান

---

(২৮) যোগাঙ্গানি বক্ষ্যন্তে। তেষাম্ অনুষ্ঠানাৎ জ্ঞানপূর্ব্বকাভ্যাসং অশুদ্ধিক্ষয়ে চিত্তসত্ত্বস্য প্রকাশাবরণলক্ষণক্লেশাদিনাশে সতি আ বিবেকখ্যাতেঃ প্রকৃতিপুরুষতত্ত্বসাক্ষাৎকারপর্য্যন্তং জ্ঞানস্য উৎকৃষ্টসত্ত্বপরিণামবিশেষস্য দীপ্তিঃ প্রকর্ষাতিশয়ঃ স্যাদিতি শেষঃ। যোগাঙ্গানুষ্ঠানাৎ চিত্তাশুদ্ধিনাশদ্বারা প্রোক্তপ্রজ্ঞাবির্ভাব ইতি তাৎপর্য্যম্।

(২৯) এতেষামর্থা অগ্রে স্ফুটীভবিষ্যন্তি।

(৩০) মনোবাক্কায়ৈঃ সর্ব্বভূতানামপীড়নম্ অহিংসা। পরহিতার্থং বাঙ্‌মনসোর্যথার্থত্বং

সিদ্ধ হইবে। এতদ্রূপ অহিংসানুষ্ঠান আত্যন্তিক বা পরা কাষ্ঠা অবস্থা প্রাপ্ত হইলে তোমার চিত্তে শুক্লধর্ম্মের আবির্ভাব হইবে, নৈর্ম্মল্যশক্তিও জন্মিবে।

তৎসঙ্গে সত্যানুষ্ঠান। সত্যানুষ্ঠানের লক্ষণ সকলেই জানেন বটে, পরন্তু যোগীর পক্ষে কিছু বিশেষ আছে। যেমন দেখা, যেমন শুনা ও যেমন বুঝা,—তদনুরূপ কথার নাম "সত্য"; পরন্তু যোগী হইবার জন্য কিছু বিশেষ-প্রকার সত্যের আশ্রয় লইতে হইবে। তুমি বন্ধুর অনুরোধে, কার্য্যের অনুরোধে, বা অন্য কোন স্বার্থসাধনার্থ সত্য কথা বলিলে বটে; কিন্তু তোমার মনোমধ্যে মিথ্যা বা দুরভিসন্ধি থাকিয়া গেল। সেরূপ করিলে তোমার যোগাঙ্গ সত্যের উচিত অনুষ্ঠান সিদ্ধ হইবে না। রাজসভায়, ধর্ম্মসভায়, কি সামাজিক সভায় আহূত হইয়া তুমি এরূপ পদবিন্যাস করিয়া বলিলে যে, যাহার ফল মিথ্যা বলার ফলের সহিত সমান; অর্থাৎ আপনার কি বন্ধুর ইষ্টসিদ্ধি হইল অথচ লোকে মিথ্যাবাদী বলিতে পারিল না;—এতদ্রূপ কুটিল-সত্যের দ্বারা তোমার কোন উপকার হইবে না। পরের অহিত, পরের সর্ব্বনাশ লক্ষ্য করিয়া যদি তুমি সত্য উচ্চারণ কর, তবে, সে সত্যে তোমার মঙ্গল নাই। পরের অকপট হিতের জন্যই যেন তোমার সত্যপ্রবৃত্তির উদয় হয়। সরল হইয়া, ছল পরিত্যাগ করিয়া, দুরভিসন্ধি বর্জ্জন করিয়া, চিত্তসংযম করিয়া, তদ্গতচিত্ত হইয়া,—আপদ্, বিপদ্, সম্পদ্,—সকল সময়েই তুমি বাক্য ও মন উভয়কেই যথাদৃষ্ট, যথাশ্রুত ও যথানুভূত ব্যক্ত করিতে নিযুক্ত করিবে। এইরূপ সত্যনিষ্ঠ হইলে তোমার চিত্ত শীঘ্রই যোগ-শক্তিলাভের উপযুক্ত হইবে, অন্যথা করিলে তাহা হইবে না।

সেই সঙ্গে অচৌর্য্য-অবলম্বন। অচৌর্য্য কি? না—চৌর্য্যপরিত্যাগ। চৌর্য্যপরিত্যাগ সহজ নহে। এই অচৌর্য্যব্রতে তুমি পরদ্রব্য-গ্রহণের ইচ্ছা পর্য্যন্তও করিতে পারিবে না। পরদ্রব্যহরণ, কি তাহার ইচ্ছা যদি পরি-

---

সত্যম্। পরদ্রব্যাপহরণত্যাগোঽস্তেয়ম্। বীর্য্যধারণং ব্রহ্মচর্য্যম্। অষ্টোপায়োঽষ্টাঙ্গমৈথুন-ত্যাগঃ। তথাহি—"শ্রবণং কীর্ত্তনং কেলিঃ প্রেক্ষণং গুহ্যভাষণম্। সঙ্কল্পোঽধ্যবসায়শ্চ ক্রিয়ানিষ্পত্তিরেব চ। এতন্মৈথুনমষ্টাঙ্গং প্রবদন্তি মনীষিণঃ। বিপরীতং ব্রহ্মচর্য্যমনুষ্ঠেয়ং মুমুক্ষুভিঃ॥" শ্রবণাদিকং রসপূর্ব্বকমেব। দেহরক্ষাতিরিক্তভোগসাধনাস্বীকারোঽপরিগ্রহঃ।

ত্যাগ করিতে পার, তাহা হইলে তোমার চিত্ত শীঘ্রই বশীভূত হইবে এবং চিত্তের একটা প্রধান মল উন্মার্জ্জিত হইয়া যাইবে। এই সঙ্গে ব্রহ্মচর্য্য থাকা আবশ্যক।* ব্রহ্মচর্য্য কি? তাহা শুন। ব্রহ্মচর্য্য-শব্দের অর্থ শুক্র-ধারণ। শরীরে যদি শুক্রধাতু প্রতিষ্ঠিত থাকে, বিকৃত না হয়, স্খলিত না হয়, বিচলিত না হয়, অটল অচল বা স্থির থাকে, ধৃত থাকে, তাহা হইলে বুদ্ধীন্দ্রিয়ের ও মনের শক্তি বৃদ্ধি হয়। চিত্তের প্রকাশশক্তি বাড়িয়া যায়। রাগদ্বেষাদি অন্তর্হিত হয়, কামক্রোধাদিও হ্রস্ব হইয়া পড়ে। অতএব, শুক্রধাতুকে অবিকৃত, অস্খলিত ও অবিচলিত রাখিবার জন্য রসপূর্ব্বক বা কামভাবে স্ত্রীলোকের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দর্শন ও স্পর্শনাদি পরিত্যাগ করিবে। ক্রীড়া, হাস্য ও পরিহাস বর্জ্জন করিবে। তাহাদিগের রূপলাবণ্য মনেও করিও না। আলিঙ্গন ও রেতঃসেকের ত কথাই নাই। সে অংশকে বিষবৎ জ্ঞান করিতে হইবে। কিছুদিন এইরূপ করিলেই তোমার ব্রহ্মচর্য্য সিদ্ধ হইবে, সুদৃঢ়ও হইবে। অনন্তর তাহা হইতে তোমার আত্মার এক-প্রকার আশ্চর্য্যশক্তি—যাহার অন্য নাম ব্রহ্মতেজ—তাহার প্রাদুর্ভাব হইবে এবং তাহা হইতে তোমার মুখশ্রী ফিরিয়া দাঁড়াইবে। মানসিক সৌন্দর্য্য ও সদ্গুণ সকল অপ্রতিহত হইয়া থাকিবে।

ব্রহ্মচর্য্যের সঙ্গে যেন অপরিগ্রহ (ত্যাগশক্তি) অবলম্বিত থাকে। অপরি-গ্রহ কি? তাহা শুন। ইহা হউক, উহা হউক,—এটী চাহি, সেটী চাহি,—এতদ্রূপ তৃষ্ণার অধীন হওয়ার নাম পরিগ্রহ। কেবল দেহযাত্রা-নির্ব্বাহের বা শরীর-রক্ষার উপযুক্ত দ্রব্য স্বীকার করাকে পরিগ্রহ বলিয়া গণ্য করা হয় না। সুতরাং শরীর-রক্ষার উপযুক্ত দ্রব্য ভিন্ন ভোগবিলাসের জন্য তুমি দ্রব্যের আহরণ, কি তাহার ইচ্ছাও করিবে না। তাহা হইলেই তোমার অপরিগ্রহব্রত সফল ও সুদৃঢ় হইবে এবং তদ্বলে তোমার চিত্তে যোগোপযুক্ত বৈরাগ্যের বীজ উৎপন্ন হইবে।

এতে জাতিদেশকালসময়ানবচ্ছিন্নাঃ সার্ব্বভৌমা মহাব্রতম্॥৩১॥

ঐ পঞ্চবিধ যম যদি জাতি, দেশ, কাল ও সময়ের দ্বারা বিচ্ছিন্ন না

(৩১) জাতির্ব্রাহ্মণত্বাদিঃ। দেশস্তীর্থাদিঃ। কালশ্চতুর্দ্দশ্যাদিঃ। সময়ঃ ক্ষণমুহূর্ত্তাদিঃ

হয়, অর্থাৎ অবিশ্রান্তরূপে অনুষ্ঠিত হয়, এবং সকল অবস্থাতেই সুস্থির থাকে, তাহা হইলে তাহা মহাব্রত বলিয়া গণ্য। ব্রাহ্মণ-বধ করিব না, মনুষ্য-হত্যা করিব না, কিন্তু গোরুর ঘাড় ভুড়িয়া দিব,—এরূপ করিলে হইবে না। অথবা গোহত্যা করিব না, কিন্তু ছাগলের বংশনাশ করিব,—এরূপ হইলেও হইবে না। রবিবারে মৎস্য খাইব না, তৈল স্পর্শ করিব না, কিন্তু অন্যবারে মেষ মহিষ পর্য্যন্ত চলিবে,—একপ হইলেও হইবে না। মনুষ্যবধ করিব না, কিন্তু মৎস্যবধ করিব,—এরূপ হইলেও হইবে না। ওরূপ করিলে ব্রতটী কালাদির দ্বারা বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবে। ওরূপ হইলে অহিংসা ব্রতটী জাতি-বিশেষের দ্বারা বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবে। ঐরূপ, তীর্থস্থানে কি কোন পুণ্য-স্থানে মিথ্যা বলিব না, রাজসভায় বা ধর্ম্মাধিকরণে মিথ্যা বলিব না, কিন্তু অন্যস্থানে যাহা ইচ্ছা তাহাই বলিব,—সেরূপ হইলে সত্যব্রতটী দেশের দ্বারা বিচ্ছিন্ন হইবে। গল্পের সময় মিথ্যা বলিবে, রোগ হইয়াছে বলিয়া মদ খাইবে, (নার্ভস্‌নেস্ Nervousness) স্নায়ুদৌর্ব্বল্য থাকিবে না বলিয়া মুর্গী খাইবে,—তাহা হইলে উল্লিখিত কোন ব্রতই অবিচ্ছিন্ন থাকিবে না। অতএব, ব্রতভঙ্গকারক-কুব্যবস্থা ও লোভাদিমূলক কুবুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া ব্রতগুলি যাহাতে অবিচ্ছেদে অনুষ্ঠিত হয়,—সকল দেশে, সকল কালে, সকল অবস্থায় ও সকল জাতিতে যাহাতে সমানরূপে চালাইতে পার,—তাহাই করিবে। তাহা হইলেই তোমার 'যম'-ব্রতটী মহাব্রত হইবে, তদ্বারা তোমার উৎকৃষ্টতম আত্মোন্নতি হইবে।

শৌচসন্তোষতপঃস্বাধ্যায়েশ্বরপ্রণিধানানি নিয়মাঃ ॥ ৩২ ॥

পূর্ব্বোক্ত যম-নামক যোগাঙ্গ অনুষ্ঠান করিবার সঙ্গে সঙ্গে যেন নিয়ম-নামক যোগাঙ্গটী অনুষ্ঠিত হয়। নিয়ম কি? এবং কিরূপেই বা তাহার অনু-ষ্ঠান করিতে হয়? তাহাও বলিয়া দিতেছি। শৌচ, সন্তোষ, তপস্যা, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বরপ্রণিধান,—এই পঞ্চপ্রকার অনুষ্ঠানের বা ক্রিয়ার নাম "নিয়ম"।

ব্রাহ্মণপ্রয়োজনাদিনা এতৈঃ অনবচ্ছিন্নাঃ সার্ব্বভৌমাঃ সর্ব্বাস্থ ভূমিষু অবস্থাসু বা বর্ত্তমানাঃ মহাব্রতমিত্যুচ্যতে। ব্রাহ্মণং ন হন্যাম্। তীর্থে ন হন্যাম্। সংক্রান্ত্যাং ন হন্যাম্। ব্রাহ্মণার্থং দেবার্থং বা ছাগং হনিষ্যামি ন অন্যত্র ইত্যেবমাদীন্যুদাহরণানি উহিতব্যানি।

(৩২) শৌচং শুদ্ধত্বম্। তচ্চ বাহ্যাভ্যন্তরভেদেন দ্বিবিধম্। মৃজ্জলাদিভিঃ কায়ক্ষালনং বাহ্যম্।

শৌচ অর্থাৎ শুদ্ধ থাকা। কিরূপে শুদ্ধ থাকা যায়, তাহা শুন। মৃত্তিকা, গোময় ও জলাদির দ্বারা শরীর পরিষ্কার করিবে (সাবানের দ্বারা নহে)। সত্ত্ব-বৃদ্ধিকারক বুদ্ধিবর্দ্ধক পবিত্র দ্রব্য আহার করিবে (মদ্য মাংস ও অপরিমিত আহার করিবে না)। পূর্ব্বোক্ত মৈত্রী প্রভৃতি সদ্‌গুণ অবলম্বন করিয়া কালযাপন করিবে। এরূপ করিলে তোমার শরীর, শরীরের রক্ত ও মন,—সমস্তই বিশুদ্ধ হইয়া উঠিবে। অমৃত-নামক চেতাত্মা বা আধ্যাত্মিক তেজ (Magnetic or psychik) শুদ্ধ ও সবল হইবে।

সন্তোষ অর্থৎ পরিতৃপ্তি। বিনা চেষ্টায় যাহা লাভ হইবে, তাহাতেই পরিতৃপ্ত থাকিবে। কিছু দিন এইরূপ অভ্যাস করিলে সন্তোষ তোমার চিত্তে দৃঢ়-নিবদ্ধ হইয়া থাকিবে।

তপস্যা, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বরপ্রণিধান কি? তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। এই সকল কার্য্য যুগপৎ অনুষ্ঠান করিতে পারিলে ভাল হয়; নচেৎ এক একটী করিয়া আয়ত্ত করিবে।

বিতর্কবাধনে প্রতিপক্ষভাবনম্ ॥ ৩৩ ॥

পূর্ব্বোক্ত হিংসা ও দ্বেষ প্রভৃতি তামস-মনোবৃত্তিগুলির অন্য নাম "বিতর্ক"। প্রত্যেক বিতর্কবৃত্তিই যোগের শত্রু। তজ্জন্য প্রত্যেক বিতর্ক-বৃত্তির বিরুদ্ধে তন্নিবারিণী বৃত্তি উত্তেজিত করিতে হয়; অর্থাৎ হিংসাদির বিরুদ্ধে যথাক্রমে অহিংসাদি বৃত্তি উত্থাপিত করিতে হয়। করিতে করিতে, ক্রমে সমস্ত বিতর্ক-বৃত্তি বিনষ্ট হইয়া যায়।

বিতর্কা হিংসাদয়ঃ কৃতকারিতানুমোদিতা লোভমোহক্রোধ-পূর্ব্বিকা মৃদুমধ্যাধিমাত্রা দুঃখাজ্ঞানানন্তফলা ইতি প্রতিপক্ষ-ভাবনম্ ॥ ৩৪ ॥

বিতর্ক-নামক হিংসাদি তিনপ্রকার;—স্বেচ্ছাপূর্ব্বক বা স্বয়ংকৃত,

---

মৈত্র্যাদিভাবনয়া চিত্তমলানাং নিবর্ত্তনমাভ্যন্তরম্। সন্তোষঃ অলংবুদ্ধিঃ। প্রাণধারণানুকূলাতিরিক্তদ্রব্যত্যাগ ইতি যাবৎ। শেষাঃ প্রাক্ ব্যাখ্যাতাঃ।

(৩৩) বিতর্কাস্ত্বিতি বিতর্কাঃ যোগশত্রবো হিংসাদয়ঃ। তেষাং বাধনে নিবর্ত্তনে প্রতিপক্ষভাবনমেব হেতুর্ভবেৎ। প্রতিপক্ষভাবনলক্ষণন্তু সূত্রেণৈবোক্তম্।

(৩৪) বিতর্কাঃ তন্নামধ্যেয়া পরিভাষিতা হিংসাদয়ঃ প্রথমং ত্রিধা ভিদ্যন্তে। তত্র স্বয়ং নিষ্পা

অন্যের অনুরোধে কৃত, এবং অন্যের অনুমোদনে বা অনুমতিক্রমে কৃত। এই ত্রিবিধ বিতর্ক অর্থাৎ হিংসাদি বৃত্তি লোভ, মোহ ও ক্রোধপূর্ব্বক এবং অল্প, অধিক ও মধ্যভাবে উৎপন্ন হইয়া থাকে। যে কোন প্রকারে হিংসাদি করা হউক, সমস্তই দুঃখ, অজ্ঞান ও অসংখ্যবিধ দুঃখফল প্রসব করিবে, ইহা ভাবিতে হইবে। ঐরূপ ভাবনার নাম প্রতিপক্ষভাবনা। নিজে হিংসা করিলে না বলিয়া অহিংসক হইলে, এরূপ মনে করিও না। নিজেই কর, অন্যের দ্বারাই করাও, আর কেহ করিলে তাহাতে অনুমোদনই বা কর,—হিংসার সম্পর্কে থাকিলেই তোমাকে হিংসাদোষে দূষিত হইতে হইবে। চুরী নিজে কর, অন্যের দ্বারা করাও, বা পরকৃতচৌর্য্যে অনুমোদন কর,—করিলেই তোমাকে চৌর্য্যদোষে দূষিত হইতে হইবে। এই জন্যই যোগী-দিগের মতে হিংসা প্রভৃতি বিতর্কবৃত্তি সকল ত্রিবিধ। স্বয়ংকৃত (১), অন্যের দ্বারা কারিত (২), এবং অনুমোদিত (৩); এই তিনপ্রকার বিতর্কই লোভ, ক্রোধ ও মোহ-মূলক। লোভ থাকিলে তোমার হিংসাদি হইবেই হইবে। ক্রোধ থাকিলেও হিংসাদি ঘটিবে। মোহও (বুঝিতে না পারা অথবা জ্ঞানমালিন্য) হিংসাদি জন্মায়। ভাবিয়া দেখ, তুমি ছাগ-মাংসের লোভে নিজে হউক বা পরের দ্বারা হউক ছাগবধ কর কি না। খাতুকদিগের দোকানের মাংস ক্রয় করিয়া তাহাদের কৃত হিংসার অনুমোদন কর কি না। ভাবিয়া দেখ, ক্রোধে অধীর হইলে তুমি স্বতঃ-পরতঃ শত্রুবিনাশের চেষ্টা কর কি না। শত্রুবিনাশ হইয়াছে শুনিয়া যাঁড়ের শত্রু বাঘে মারিয়াছে ভাবিয়া আমোদ কর কি না। ভাবিয়া দেখ, মনুষ্যের চিত্তে মোহ থাকিলে তাহা হইতে হিংসা ঘটে কি না। "ব্রথ্ খাইলে বল হইবে"—"বলিদান করিলে ধর্ম্ম হইবে"—ইত্যাদি অনেক প্রকার বুদ্ধিমোহ আছে। সকলের সকল সময়ে সমানরূপে লোভাদি উৎপন্ন হয় না।

দিতাঃ কৃতাঃ। কুর্ব্বিত্যাজ্ঞদ্বারা কৃতাঃ কারিতাঃ। অন্যেন ক্রিয়মাণা অঙ্গীকৃতাঃ অনুমোদিতাঃ। এতে লোভমোহক্রোধপূর্ব্বকাঃ লোভাদিজন্যা ইত্যর্থঃ। লোভাদিত্রয়জন্যত্বাচ্চৈতেষাং পুনঃ প্রত্যেকং ত্রিধা ভেদঃ। তে চ ভেদাঃ মৃদুমধ্যাধিমাত্ররূপাঃ। অধিমাত্রাঃ তীব্রাঃ। এতেন মৃদ্বাদ্য-মধ্যাভেদাৎ ভেদাঃ পুনস্ত্রৈবিধ্যম্। ইত্থং সপ্তবিংশতিধা হিংসাদয়ঃ প্রত্যেকং দুঃখং প্রতি-

কখনও বা কাহারও মৃদু, কখনও বা কাহারও মধ্য, কখনও বা কাহারও তীব্র রূপে উৎপন্ন হয়; সুতরাং পূর্ব্বোক্ত হিংসাদি মৃদু, মধ্য ও তীব্র,—এই তিনপ্রকার। লোভের অল্পতায় হিংসার অল্পতা, লোভের মধ্যতায় হিংসার মধ্যতা, ও লোভের তীব্রতায় হিংসার তীব্রতা হওয়া দৃষ্ট হয়। ক্রোধ ও মোহ সম্বন্ধেও ঐরূপ ব্যবস্থা জানিবে। হিংসা, চৌর্য্য, কামিত্ব, অর্থগৃধ্নুতা,—এ সমদায়ই যোগশত্রু। অল্পই হউক, মধ্যই হউক, বা তীব্রই হউক, উহাদের ভবিষ্যৎ ফল অনন্ত অজ্ঞান। অর্থাৎ সকল মনোবৃত্তির দ্বারাই জীব কলুষিত হইয়া বিবিধ দুঃখ ও ভ্রান্তিসংশয়াদি-রূপ বিবিধ অজ্ঞানদশায় নিপতিত হয়। ইহা জানিয়া যিনি সর্ব্বদা হিংসা-দির দোষ অনুসন্ধান করেন,—হিংসায় দুঃখ হয়, নরক হয়, ইত্যাদিপ্রকার চিন্তা করেন, তিনিই অহিংসক হইতে পারেন, অন্যে পারেন না।

অহিংসাপ্রতিষ্ঠায়াং তৎসন্নিধৌ বৈরত্যাগঃ ॥ ৩৫ ॥

চিত্ত যদি হিংসাবৃত্তিশূন্য হয়, অহিংসাধর্ম্ম যদি প্রবল ও পরা কাষ্ঠা প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে তোমার নিকটে হিংস্রজন্তুরাও অহিংস্র হইয়া থাকিবে। তখন তুমি ব্যাঘ্র ভল্লুক ও সর্পপূর্ণ গিরিগহ্বরে বা অরণ্যে থাকিয়াও নিরা-পদে সমাহিত হইতে পারিবে, কেহ তোমার হিংসা করিবে না। ব্যাঘ্র ভল্লুকেরা ও সর্পেরা যে তোমার হিংসা করে, সে কেবল তাহাদের দোষ নহে, তাহাতে তোমারও দোষ আছে। তুমি হিংসা কর বলিয়া তাহারাও তোমার হিংসা করে। তোমার মন হিংসার আশঙ্কা করে বলিয়া তাহারাও তোমাকে শত্রুজ্ঞানে হিংসা করে। মনুষ্য দেখিবামাত্র তাহাদের যে হিংসা-বৃত্তি উদিত হয়, তাহা মনুষ্যের দোষেই হয়। তোমরা যদি হিংসাকে ভুলিয়া যাও, তাহা হইলে তোমাদের এমন এক অপূর্ব্ব শ্রী উৎপন্ন হইবে যে, তাহা তাহাদের অতীব তৃপ্তিকর ও বিশ্বাসের আকর বলিয়া বোধ হইবে।

কুলবেদনীয়া চিত্তবৃত্তির্বকঃ বা অজ্ঞানং ভ্রান্ত্যাদিরূপং স্থাবরাদিভাবং বা অনন্তম্ অসংখ্যম্, অপরিচ্ছিন্নং বা ফলমস্তীতি প্রতিপক্ষভাবনং প্রতিপক্ষভাবনায়াঃ স্বরূপম্।

(৩৫) অহিংসায়াঃ প্রতিষ্ঠা প্রকর্ষপ্রাপ্তিঃ সিদ্ধিরিতি যাবৎ। তস্যাং সত্যাং তস্য অহিং-সকস্য মুনেঃ সন্নিধৌ সহজবিরোধিনামপি অহিনকুলাদীনাং বৈরত্যাগঃ নির্ব্বৈরতয়াবস্থানং ভবতি। হিংস্রাঃ হিংস্রত্বং ত্যজন্তীত্যর্থঃ।

সুতরাং তাহাদের চিত্তে অণুমাত্রও হিংসার উদয় হইবে না। এ কথা মহাভারতেও লিখিত আছে। যথা—"অভয়ং সর্ব্বভূতেভ্যো দত্ত্বা যশ্চরতে মুনিঃ। ন তস্য সর্ব্বভূতেভ্যো ভয়মুৎপদ্যতে কচিৎ"।

সত্যপ্রতিষ্ঠায়াং ক্রিয়াফলাশ্রয়ত্বম্ ॥ ৩৬ ॥

মিথ্যাকে যদি জন্মের মতন ভুলিতে পার, অর্থাৎ তোমার চিত্ত যদি কখনও কোন প্রকারে মিথ্যাসম্পর্কে কলুষিত না হয়, কেবলমাত্র সত্যই যদি তোমার হৃদয়ে স্ফুরিত থাকে, তাহা হইলে তোমার অনুষ্ঠিত কার্য্যের ফলও তোমার অধীন হইবে, অর্থাৎ বাক্‌সিদ্ধি হইবে। তাৎপর্য্য এই যে, তোমার বাক্যের বলে লোক সকল পুণ্যকার্য্য না করিয়াও পুণ্যফল প্রাপ্ত হইবে। স্বর্গে যাও—বলিলে পুণ্যানুষ্ঠান না করিয়াও তাহারা স্বর্গে যাইবে।

অস্তেয়প্রতিষ্ঠায়াং সর্ব্বরত্নোপস্থানম্ ॥ ৩৭ ॥

পূর্ব্বোক্ত অচৌর্য্য যদি দৃঢ়মূল হইয়া যায়—অর্থাৎ যদি তুমি পরস্বাপহরণের স্বপ্নপর্য্যন্তও না দেখ,—তাহা হইলে তোমার নিকট সমস্ত রত্ন আপনা হইতেই উপস্থিত হইবে (সর্ব্বরত্নলাভের তৃপ্তি জন্মিবে)।

ব্রহ্মচর্য্যপ্রতিষ্ঠায়াং বীর্য্যলাভঃ ॥ ৩৮ ॥

ব্রহ্মচর্য্যের প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ বীর্য্যনিরোধ-সামর্থ্য সুসিদ্ধ হইলে বীর্য্য অর্থাৎ নিরতিশয় সামর্থ্য জন্মে। বীর্য্যের বা চরম-ধাতুর কণামাত্রও যদি বিকৃত বা বিচলিত না হয়,—ভ্রমক্রমেও যদি তোমার মনে কামোদয় না হয়,—স্বপ্নেও যদি তোমার কামচাঞ্চল্য না জন্মে,—তাহা হইলে তোমার চিত্তে এমন এক অদ্ভুত সামর্থ্য জন্মিবে যে, তদ্বলে তোমার চিত্ত সর্ব্বত্র অব্যাহত থাকিবার ও একত্র বিনিবিষ্ট থাকিবার যোগ্য হইবে। তখন তুমি যাহাকে যে উপদেশ দিবে, সে সমস্তই তাহার সফল হইবে।

(৩৬) সত্যপ্রতিষ্ঠায়াং সত্যাং ক্রিয়ায়া ধর্ম্মাধর্ম্মরূপায়াঃ ফলং স্বর্গনরকাদি তস্য আশ্রয়ত্বং স্বাধীনত্বম্। বাঙ্মাত্রেণৈব তদ্দাতৃত্বম্। অমোঘবাক্ ভবতীত্যর্থঃ।

(৩৭) অস্তেয়ং চৌর্য্যত্যাগঃ। তৎপ্রকর্ষে যোগিনঃ সর্ব্বরত্নোপস্থানং ভবতি। বিনাপ্যভিলাষং তস্য সর্ব্বাণি রত্নান্যুপতিষ্ঠন্ত ইত্যর্থঃ।

(৩৮) ব্রহ্মচর্য্যসিদ্ধৌ বীর্য্যস্য নিরতিশয়সামর্থ্যস্য লাভো ভবতি। অণিমাদিশক্ত্যপস্থিতির্ভবতি শিষ্যেষু চোপদেশঃ ফলতীতি নির্গলিতার্থঃ।

অপরিগ্রহস্থৈর্য্যে জন্মকথন্তাসম্বোধঃ ॥ ৩৯ ॥

অপরিগ্রহ যখন স্থির হয়, দৃঢ় হয়, যোগী তখন অতীত, অনাগত ও বর্ত্তমান জন্মবৃত্তান্ত জানিতে পারেন। অভিপ্রায় এই যে, ধনাদি বাহ্য দ্রব্য যেমন ভোগের উপকরণ, তেমনি, এই শরীরও ভোগের উপকরণ। অতএব, বাহ্যভোগ-পরিত্যাগ আরম্ভ করিয়া ক্রমিক-অভ্যাসের দ্বারা যখন দৈহিক-ভোগও পরিত্যাজ্য বলিয়া স্থির হয়,—চিত্তমধ্যে তখন "আমি কি? কি ছিলাম? কোথা হইতে আসিলাম? কোথায়ই বা যাইব? কিই বা হইবে?" ইত্যাদি বহু প্রকার প্রশ্নাত্মক জ্ঞান উদিত হয়। অনন্তর তাঁহার সে সকল প্রশ্নের যথাযথ সিদ্ধান্ত ও প্রকৃত ঘটনা সকল প্রত্যক্ষবৎ প্রতীত হইতে থাকে। চিত্ত ধনের প্রতি ও দেহের প্রতি আসক্ত থাকাতেই বিক্ষিপ্ত হয়; অর্থাৎ চিত্ত সর্ব্বদাই ধনাদির উদ্দেশে ধাবিত হয়, চঞ্চল হয়, ক্ষণমাত্রও স্থির থাকে না। স্থির থাকে না বলিয়াই তাহার প্রকাশশক্তির অল্পতা বা হ্রাস থাকে, এবং সেই জন্যই জীব বিষয়াসক্ত অবস্থায় পূর্ব্বাপর জন্মের জ্ঞানে বঞ্চিত থাকে। কিন্তু চিত্ত যখন ভোগের প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া বাহ্যবস্তু-পরিত্যাগ-পূর্ব্বক কেবলমাত্র উক্তপ্রকার অনুসন্ধানার্থ হৃৎপদ্ম-মধ্যে স্থির থাকে, তখন তাহার প্রকাশ অনন্তগুণে পরিবর্দ্ধিত হইয়া অনুসন্ধা-তব্য পদার্থের অতীত ও অনাগত অবস্থা প্রকাশ করিতে থাকে। বিরলাবয়ব তেজকে চতুর্দ্দিক্ হইতে গুটাইয়া আনিয়া একত্র করিলে তাহা যেমন এক অদ্ভুত প্রকাশ বা বহ্নির আকার ধারণ করে, চতুর্দ্দিকে প্রসর্পিত তরল ও আলোক পদার্থকে একত্র ও ঘনীভূত করিলে তাহা যেমন এক মহৎ-প্রকাশরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়, তেমনি, চিত্তকেও ধনাদি বাহ্যবস্তু হইতে উঠাইয়া আনিয়া কেবল আত্মতত্ত্বানুসন্ধানে স্থাপিত করিলে সেও

---

(৩৯) কথমিত্যস্য ভাবঃ কথন্তা কিম্প্রকারতা। জন্মনঃ কথন্তা জন্মকথন্তা। তস্যাঃ সংবোধো জ্ঞানম্। কথময়ং শরীরপরিগ্রহঃ? জন্মান্তরে বা কীদৃক্শরীর আসম্? ইত্যেতৎপ্রকারঃ প্রশ্ন-মুদীর তৎসিদ্ধান্তসাক্ষাৎকারী স্যাৎ। অতীতানাগতবর্ত্তমানজন্মপ্রকারপরিজ্ঞানং ভবতীত্যর্থঃ। অত্র ভোগসাধনত্বাৎ শরীরপরিগ্রহস্যাপি পরিগ্রহ ইতি দ্রষ্টব্যম্। অতএব যদা শরীরাদি-সর্ব্বপরিগ্রহনৈরপেক্ষ্যেণ মাধ্যস্থ্যমবলম্বতে অশরীর ইব সন্ অপরিগ্রহকাষ্ঠামনুভবতি যোগী তদৈবেমং জন্মকথন্তা প্রাদুর্ভবতীতি তাৎপর্য্যম্।

তখন নিরতিশয় মহৎশক্তিসম্পন্ন প্রজ্ঞারূপ ধারণ করে। সে প্রজ্ঞা তখন পূর্ব্বাপর জন্ম প্রকাশ করিয়া আরও অধিক দূরে গমন করে।

শৌচাৎ স্বাঙ্গজুগুপ্সা পরৈরসঙ্গশ্চ ॥ ৪০ ॥

শৌচসিদ্ধির দ্বারা আপন শরীরের প্রতি তুচ্ছজ্ঞান জন্মে এবং পর-সঙ্গেচ্ছাও পরিত্যক্ত হয়। "যম"-নামক যোগাঙ্গ অনুষ্ঠানের দ্বারা যে যে সুফল লাভ হয়, তাহা বলা হইল। এক্ষণে নিয়ম-নামক যোগাঙ্গের দ্বারা যে যে ফল উৎপন্ন হয়, তাহা বলা অবাশ্যক। তন্মধ্যে বাহ্যশৌচ অভ্যাস করিতে করিতে ক্রমে আত্মশরীরের প্রতি একপ্রকার জুগুপ্সা অর্থাৎ ঘৃণা জন্মে। তখন আর জলবুদ্বুদতুল্য মরণধর্ম্মী ও মলমূত্রাদিপূর্ণ অন্নবিকার শরীরের প্রতি কোনপ্রকার আস্থা বা আদর থাকে না। *পরশরীর-সংসর্গের* ইচ্ছাও নিবৃত্ত হয়। সুতরাং সে তখন নিষ্প্রতিবন্ধকে ও নিরাকুল চিত্তে যোগসাধন করিতে পারে।

সত্ত্বশুদ্ধিসৌমনস্যৈকাগ্র্যেন্দ্রিয়জয়াত্মদর্শনযোগ্যত্বানি ॥ ৪১ ॥

আভ্যন্তর শৌচ আরম্ভ করিলে আদৌ সত্ত্বশুদ্ধি, ক্রমে সৌমনস্য, ক্রমে একাগ্রতা, ইন্দ্রিয়জয় এবং আত্মদর্শনক্ষমতা জন্মে। জ্ঞানশুদ্ধিরূপ আভ্যন্তর শৌচ যখন কাষ্ঠাপ্রাপ্ত হয়, অন্তঃকরণ তখন এরূপ অভূতপূর্ব্ব সুখময় ও প্রকাশময় হয় যে, সে তখন কিছুতেই খেদানুভব করে না। সর্ব্বদাই পূর্ণ ও পরিতৃপ্ত থাকে। এই পূর্ণ-পরিতৃপ্ততার অন্য নাম সৌমনস্য। সৌমনস্য জন্মিলে একাগ্রশক্তি প্রাদুর্ভূত হয় অথবা একাগ্র হওয়া তখন সহজ হইয়া আইসে। একাগ্র-শক্তি জন্মিলে ইন্দ্রিয়জয় হয়, ইন্দ্রিয়জয় হইলেই চিত্ত তখন আত্মা দেখিবার যোগ্য হয়।

---

(৪০) শৌচাৎ বাহ্যশৌচাৎ স্বস্য অঙ্গেষু জুগুপ্সা অশুচিরয়ং দেহ ইত্যেবংরূপা ঘৃণা জায়তে। সুতরাং পরৈরসংসর্গঃ পরসংসর্গবর্জনং ভবতি।

(৪১) শৌচাৎ ইত্যনুবর্ত্তনীয়ম্। ভবন্তীতি শেষঃ। সত্ত্বং সুখপ্রকাশাদিময়ম্। তস্য শুদ্ধিঃ রজস্তমোভ্যামনভিভবঃ। সৌমনস্যং খেদাননুভবরূপা মানসী প্রীতিঃ। একাগ্রতা চিত্তস্থৈর্য্যম্। ইন্দ্রিয়জয়ঃ বিষয়পরাঙ্মুখানামিন্দ্রিয়াণাম্ আত্মন্যেবাবস্থানম্। আত্মদর্শনম্ আত্মসাক্ষাৎকারঃ তৎক্ষমত্বং বা। এতানি ক্রমেণাভ্যন্তরশৌচাৎ প্রাদুর্ভবন্তীত্যর্থঃ।

সন্তোষাদনুত্তমঃ সুখলাভঃ ॥ ৪২ ॥

সন্তোষ সিদ্ধ হইলে, অভ্যস্ত হইলে, যোগী একপ্রকার উপমারহিত সুখ প্রাপ্ত হন। সে সুখ বিষয়নিরপেক্ষ। সুতরাং তাহা নিরতিশয়, অর্থাৎ তাহা তারতম্যরহিত নিবিড় সুখ।

কায়েন্দ্রিয়সিদ্ধিরশুদ্ধিক্ষয়াত্তপসঃ ॥ ৪৩ ॥

যে কোন তপস্যা হউক, ক্রমে দৃঢ় হইলে অর্থাৎ তপোনিষ্ঠ হইলে শ্রদ্ধাভক্তিসহকারে তদ্গতচিত্তে কৃচ্ছ্রব্রত প্রভৃতি শাস্ত্রবিহিত তপস্যায় রত থাকিলে, ক্রমে তাঁহার শরীরের ও মনের শক্তিপ্রতিবন্ধক বা জ্ঞানের আবরণ বিনষ্ট হইয়া যায়। সুতরাং তখন সেই তপঃসিদ্ধ যোগী শরীরের ও ইন্দ্রিয়ের উপর যথেচ্ছ ক্ষমতা পরিচালন করিতে পারেন; অর্থাৎ তখন তিনি আপন শরীরকে ইচ্ছামাত্র অণুতুল্য করিতে পারেন, বৃহৎ করিতেও পারেন। ইন্দ্রিয়দিগকে চর্ম্মচক্ষুর অতীত সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্মতম পদার্থে ও সুদূরবর্ত্তী পদার্থে সংযুক্ত করিতে পারেন।

স্বাধ্যায়াদিষ্টদেবতাসম্প্রয়োগঃ ॥ ৪৪ ॥

স্বাধ্যায়ের উৎকর্ষ হইলে ইষ্টদেবতাসন্দর্শন হয়। অভিপ্রায় এই যে, তন্মনা হইয়া, সংযতচিত্ত হইয়া, সদাসর্ব্বদা প্রণবজপ, ইষ্টমন্ত্রজপ, ইষ্টদেবতার স্তোত্রপাঠ, কিংবা অন্য কোন শাস্ত্রবাক্য পাঠ করিতে করিতে ক্রমে যখন তাহা পরিপক্ক অর্থাৎ পরম বা উৎকৃষ্ট অবস্থা প্রাপ্ত হয়, তখন সেই স্বাধ্যায়নিষ্ঠ বা জপাদিপরায়ণ যোগীর ইষ্টদেবতাদি-সন্দর্শন হয় (বিবিধ দিব্যমূর্ত্তি প্রত্যক্ষ হয়)।

---

(৪২) "যচ্চ কামসুখং লোকে যচ্চ দিব্যং মহৎ সুখম্। তৃষ্ণাক্ষয়সুখস্যৈতে নার্হতি ষোড়শীং কলাম্॥" ইত্যুক্ততৃষ্ণাক্ষয়রূপাৎ সন্তোষপ্রকর্ষাৎ নিষ্কামস্য যোগিনোঽনুত্তমম্ অতিশয়যুক্তবিষয়নিরপেক্ষত্বাৎ নিরতিশয়ং সুখং ভবতীত্যর্থঃ।

(৪৩) তপসঃ কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণাদেরভ্যস্যমানাৎ ক্লেশাদিলক্ষণাশুদ্ধিক্ষয়দ্বারেণ যোগিনঃ কায়স্য ইন্দ্রিয়াণাঞ্চ সিদ্ধিঃ সামর্থ্যবিশেষো জায়ত ইতি শেষঃ। কায়স্য সিদ্ধির্যথেচ্ছমণুত্বাদি-সামর্থ্যম্। ইন্দ্রিয়াণাঞ্চ সিদ্ধিঃ সূক্ষ্মব্যবহিতদূরস্থবস্তুগ্রহণসামর্থ্যমিতি ভেদঃ।

(৪৪) প্রণবাদিজপরূপঃ স্বাধ্যায়ো যদা প্রকৃষ্যতে তদা ইষ্টয়া অভীপ্সিতয়া দেবতয়া সহ তস্য সম্প্রয়োগঃ সন্দর্শনসম্ভাষণাদিকং ভবতি।

সমাধিরীশ্বরপ্রণিধানাৎ ॥ ৪৫ ॥

ঈশ্বরপ্রণিধান অর্থাৎ ঈশ্বরে চিত্তনিবেশ যখন পরিপকতা প্রাপ্ত হয়, তখন অন্য কোন সাধনা করিলেও ঈশ্বরেচ্ছাবলে উৎকৃষ্ট সমাধি লাভ হয়। ঈশ্বরপ্রণিধাতা যোগীর, যোগ বা সমাধি লাভের নিমিত্ত অন্য কোন যোগাঙ্গ অবলম্বন করিতে হয় না। একমাত্র ভক্তির বলেই তিনি ঈশ্বরে সমাহিত হন। ভক্তব্যক্তি কেবল ভক্তির দ্বারাই ঈশ্বরকে উদ্বোধিত বা প্রসন্ন করত তদীয় অনুগ্রহের তেজে আত্মক্লেশ দগ্ধ ও বিঘ্নসমূহ বিনষ্ট করিয়া নিষ্প্রতি-বন্ধকে সমাহিত ও যোগফলপ্রাপ্ত হন।

স্থিরসুখমাসনম্ ॥ ৪৬ ॥

যম ও নিয়ম কি? তাহা যোগের কিরূপ অঙ্গ? এবং কিরূপ উপকারী? তাহা বলা হইল। এক্ষণে আসন কি? এবং তাহার উপকারিতাই বা কিরূপ? তাহা বলা যাইতেছে। শরীর না কাঁপে, না নড়ে, বেদনা প্রাপ্ত না হয়, চিত্তের কোনরূপ উদ্বেগ বা চাঞ্চল্য না জন্মে,—এরূপ ভাবে উপবেশন করার নাম আসন। এই আসন যোগের বিশেষ উপকারী। আসন সকল শিক্ষাকালে ক্লেশজনক বটে, কিন্তু তাহা অভ্যস্ত হইলে স্থির ও সুখজনক হয়। যতদিন তাহা স্থির ও সুখজনক না হইবে, ততদিন তাহা যোগের উপকার করিবে না।

প্রযত্নশৈথিল্যানন্ত্যসমাপত্তিভ্যাম্ ॥ ৪৭ ॥

(৪৫) প্রাগুক্তলক্ষণমীশ্বরপ্রণিধানং যদা প্রকৃষ্যতে কাষ্ঠাগতং ভবতি তদা ঈশ্বরার্পিতসর্ব্ব-ভোগস্য যোগিনো ভক্ত্যৈব প্রোক্তলক্ষণঃ সমাধিঃ সিধ্যতি। ন চাষ্টাঙ্গবৈয়র্থ্যং বিকল্পাভ্যুপগমাৎ। ন বা ভক্তিপক্ষেঽঙ্গবৈকল্যং যমাদীনাং ভক্ত্যাবপ্যাঙ্গত্বসম্ভবাৎ। তেষাঞ্চ ভক্তিযোগোভয়ার্থত্বং দগ্ধ ইন্দ্রিয়ক্রতূভয়ার্থত্ববদবিরুদ্ধম্। ন চাঙ্গানামাবশ্যকত্বে তৈরেব সিদ্ধেঃ কিং ভক্ত্যেতি বাচ্যম্। ভক্তিহীনৈর্যমাদিভিশ্চিরেণ ভক্তিযুক্তৈস্ত্বচিরেণেতি চিরাচিরযোগরূপফলপ্রাপ্তিসাধনত্বেন বিক-ল্পোপপত্তেরিতি দিক্।

(৪৬) আস্যতে উপবিশ্যতেঽনেনেত্যাসনং করচরণাদ্যঙ্গবিন্যাসবিশেষেণোপবেশন-মিত্যর্থঃ। তৎ যদা স্থিরং নিশ্চলং সুখম্ অনুদ্বেজনীয়ঞ্চ ভবতি তদা তৎ যোগাঙ্গতাং ভজতে ইতি ফলিতার্থঃ।

(৪৭) চলত্বাৎ স্থৈর্য্যবিঘাতকস্য স্বাভাবিকপ্রযত্নস্য শৈথিল্যম্ উপরমঃ। আনন্ত্যম্

যোগাঙ্গ বা যোগের উপকারী আসনগুলি (পরিশিষ্ট দেখ) দুই এক দিনে আয়ত্ত হয় না। আয়ত্ত না হইলেও তাহা স্থির ও অনুদ্বেগজনক হয় না। স্থির ও অনুদ্বেগজনক না হইলেও তাহা যোগের উপকার করে না, প্রত্যুত বিঘ্নকারী হয়। এজন্য আসনগুলি শাস্ত্রবিহিত যত্নের দ্বারা অভ্যস্ত বা আয়ত্ত করিতে হয়। অভ্যাস দৃঢ় হইলে আসন করিতে আর যত্ন লাগে না, কোনরূপ ক্লেশও হয় না। ইচ্ছামাত্রেই তাহা তখন সহজে সম্পন্ন করা যায়। এমন কি, তখন অন্যমনস্ক হইয়াও আসন বাঁধিয়া বসা যায়। ঐরূপ হইলেই জানিবে, আসন সকল আয়ত্ত বা সিদ্ধ হইয়াছে। আসন সিদ্ধ করিবার একটু কৌশল আছে। সে কৌশল কি? তাহা বলা যাইতেছে। এ সকল আসনে স্বাভাবিক প্রযত্ন প্রয়োগ করিও না; অর্থাৎ অযোগী মনুষ্য সদা সর্ব্বদা যেরূপ প্রযত্নে উপবেশন করে, সেরূপ প্রযত্ন পরিত্যাগ করিয়া, যোগশাস্ত্রোক্ত প্রযত্ন শিক্ষা করিয়া, সেই প্রযত্ন প্রয়োগ করত আসন শিক্ষা (অভ্যাস) করিবে। স্বাভাবিক প্রযত্ন বা চিরাভ্যস্ত চেষ্টা বিনষ্ট না হইলে, বাল্যাভ্যস্ত উপবেশন-প্রণালী ভুলিয়া না গেলে, অর্থাৎ হস্ত পদাদির সন্ধিস্থান সকল যথেচ্ছ পরিচালনাদি করিতে না পারিলে, আসন সিদ্ধ হইতে পারিবে না। উদরগৌরব থাকিলে আসন হইবে না। এ সম্বন্ধে একজন যোগী একটী হিন্দী কবিতা বলিয়া গিয়াছেন,—

"চকুরে চুতর্ লম্বে পেট্, কভু না ভেঁই সদ্গুরুসে ভেট্।

যাহার পোঁদ সরু ও পেট মোটা, সে কোন প্রকারে যোগী হইতে পারে না। এমন কি, তাহার সদ্গুরুর দর্শন হয় কি না সন্দেহ। অতএব, চিরাভ্যস্ত উপবেশন-প্রযত্ন জয় করিয়া শাস্ত্রোক্ত প্রযত্ন অবলম্বন পূর্ব্বক আসন অভ্যাস করিবে। শাস্ত্রোক্ত প্রযত্নের মধ্যে একটী বিশেষ প্রযত্ন এই যে, চিত্তকে আকাশে অথবা বিশ্বাধার অনন্তের অসীম ও মহান্ ভাবে নিবিষ্ট

আকাশাদিগতং মহত্ত্বম্। তত্র সমাপত্তিঃ চেতসস্তাদাত্ম্যপ্রাপ্তিঃ। আভ্যামেব তৎ আসনং স্থিরং সুখঞ্চ ভবতীতি সম্বন্ধঃ। স্বাভাবিকপ্রযত্নোপরমেণ অঙ্গমেজয়ত্বনিবৃত্ত্যা স্থিরম্ আনন্ত্যসমাপত্ত্যা চ আসনদুঃখাকর্তেঃ সুখমিতি বিভাগঃ। অনন্ত ইতি নির্বকারপাঠে তত্র নাগরাজো বিশ্বধর্ত্তা ইত্যর্থঃ কার্য্যঃ।

করা এবং অহংবুদ্ধিকে দেহ হইতে অন্তর্হিত করা। আসন করিবার সময় চিত্তকে যদি কোন এক মহান্ ভাবে নিমগ্ন রাখিতে পারা যায়, তাহা হইলে আর আসনজনিত দুঃখ অর্থাৎ শরীরের পীড়ন বা অঙ্গমর্দ্দন-জনিত ক্লেশ অনুভূত হয় না; সুতরাং শীঘ্রই আসন জয় করা যায়।

ততোদ্বন্দ্বানভিঘাতঃ ॥ ৪৮ ॥

আসন জয় হইলে দ্বন্দ্বের দ্বারা অর্থাৎ শীত গ্রীষ্ম প্রভৃতি যুগল-পদার্থের দ্বারা অভিভূত হইতে হয় না। অভিপ্রায় এই যে, যোগাসন সিদ্ধ হইলে বিলক্ষণ এক সহিষ্ণুতা-শক্তি জন্মে। তখন শীত-গ্রীষ্ম, ক্ষুধা-তৃষ্ণা, সমস্তই সহ্য হয়। সুতরাং তখন নির্ব্বিঘ্নে সমাহিত হওয়া যায়। শরীর যদি না নড়ে, মন যদি কোন অনন্তভাবে স্থির থাকে, আবিষ্ট থাকে, শীতোষ্ণাদির দিকে লক্ষ্য না থাকে, তাহা হইলে কিজন্য শীতোষ্ণাদিজনিত দুঃখ হইবে? আসন সিদ্ধ হইলে যে কেবল শীতোষ্ণাদি সহ্য করায় এমন নহে, তাহা প্রাণা-য়ামেরও বিশেষ সাহায্য করে।

তস্মিন্ সতি শ্বাসপ্রশ্বাসয়োর্গতিবিচ্ছেদঃ প্রাণায়ামঃ ॥ ৪৯ ॥

প্রাণায়াম কি? না—শ্বাস-প্রশ্বাসের স্বাভাবিক গতি ভঙ্গ করিয়া দিয়া তদুভয়কে শাস্ত্রোক্ত নিয়মের অধীন করা বা স্থানবিশেষে বিধৃত করা। আসন সিদ্ধ হইলে এই দুঃসাধ্য কার্য্য সহজে সম্পন্ন করা যায়, নচেৎ বড়ই দুষ্কর।

বাহ্যাভ্যন্তরস্তম্ভবৃত্তির্দেশকাল-
সংখ্যাভিঃ পরিদৃষ্টোদীর্ঘঃ সূক্ষ্মঃ ॥ ৫০ ॥

প্রাণায়াম তিনপ্রকার। এক বাহ্যবৃত্তি, দ্বিতীয় আভ্যন্তরবৃত্তি, তৃতীয় স্তম্ভবৃত্তি। এই ত্রিবিধ প্রাণায়াম দেশ, কাল ও সংখ্যার দ্বারা দীর্ঘ ও সূক্ষ্ম-

(৪৮) ততঃ আসনজয়াৎ দ্বন্দ্বৈঃ শীতোষ্ণক্ষুৎপিপাসাদিভিরনভিঘাতোঽতাড়নং ভবতি।

(৪৯) তস্মিন্ আসনজয়ে সতি শ্বাসপ্রশ্বাসয়োর্বাহ্যকৌষ্ঠ্যবায্বোর্যা অন্তর্বহির্গতিঃ তস্যা যো বিচ্ছেদঃ সঃ প্রাণায়ামঃ। স চ আসনজয়াৎ সুখেন সেৎস্যতীতি বিভাবনীয়ম্।

(৫০) বৃত্তিশব্দঃ প্রত্যেকং সম্বধ্যতে। রেচনেন বহির্গতস্য কৌষ্ঠ্যস্য বায়োর্বহিরেব ধারণং বাহ্যবৃত্তিঃ। পূরণেনান্তর্গতস্য বাহ্যবায়োরন্তরেব ধারণমাভ্যন্তরবৃত্তিঃ। রেচনপূরণ-

রূপে সিদ্ধ হইতে দেখা যায়। এই অল্প কথার দ্বারা প্রাণায়াম তত্ত্বটী ঠিক বুঝা গেল না। সেই কারণে বিস্তৃতরূপে বলা আবশ্যক হইতেছে। তদ্‌যথা—যোগশাস্ত্রে ইহার কৌশল, ব্যবস্থাবিষয়ক উপদেশ ও ফলাফল, বিশেষ-রূপে লিখিত আছে। সে সকল লিপির তাৎপর্য্য পর্য্যালোচনা করিলে এইরূপ প্রতীতি হয় যে, প্রাণায়াম একপ্রকার প্রাণবায়ুর শিল্প; অর্থাৎ প্রাণ-বায়ু যে বিনাপ্রযত্নে অর্থাৎ স্বাভাবিকরূপে সদা সর্ব্বদা অন্তরে ও বাহিরে গমনাগমন করিতেছে, প্রযত্নবিশেষ অবলম্বন করিয়া, তাহার সেই স্বাভাবিকী গতি ভঙ্গ করিয়া দিয়া অন্য একপ্রকার নূতন ভাবের অধীন করা। এই প্রাণায়ামরূপ প্রাণশিল্প আরম্ভ হইলে চিত্ত যে কতদূর বেগশালি ও ক্ষমতাপন্ন হয়, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। প্রাণবায়ুকে, চিরাভ্যস্ত বা স্বাভাবিকী গতি ভঙ্গ করিয়া, নূতন নিয়মের অধীনে স্থাপন করার নাম প্রাণায়াম বটে; পরন্তু তন্মধ্যে কিছু বিশেষ ব্যবস্থা আছে। সে ব্যবস্থা কি? তাহা বলা যাইতেছে। প্রাণায়াম প্রথমতঃ তিনপ্রকার। প্রথম বাহ্য-বৃত্তি, দ্বিতীয় আভ্যন্তর-বৃত্তি এবং তৃতীয় স্তম্ভ-বৃত্তি। ঔদর্য্য-বায়ুকে বাহির করিয়া দিয়া অর্থাৎ শাস্ত্রোক্ত নিয়মে শ্বাস পরিত্যাগ করিয়া, তাহাকে বাহিরে স্থাপন করার নাম বাহ্য-বৃত্তি। এই বাহ্য-বৃত্তির অন্য নাম রেচক। বাহিরের বায়ু আকর্ষণ করিয়া শরীরের মধ্যে পূর্ণ করার নাম আভ্যন্তর-বৃত্তি। ইহার অন্য নাম পূরক। রেচক পূরক কিছুই না করিয়া প্রপূরিত বায়ু-রাশিকে অভ্যন্তরে রুদ্ধ করার নাম স্তম্ভবৃত্তি। এই স্তম্ভবৃত্তির অন্য নাম কুম্ভক। জল, কুম্ভমধ্যে পূর্ণ হইলে তাহা যেমন নিশ্চল থাকে, টক্ টক্ করিয়া নড়ে না, সেইরূপ শরীরও বায়ুপূর্ণ হইলে, তন্মধ্যস্থ পরিপূর্ণ বায়ুও নিশ্চল হয়, নড়ে না। এই জন্যই স্তম্ভ-বৃত্তির নাম কুম্ভক। শরীরের শিরা-প্রশিরা প্রভৃতি সমস্তই যদি বায়ুপূর্ণ না হয়, তাহা হইলেই তরঙ্গ, আন্দো-লন, বা বেগ উপস্থিত হইয়া শরীরকে বিকল করিয়া তুলে; পরন্তু যদি সমস্ত

প্রযত্নং বিনা প্রাণস্য কেবলং বিধারকপ্রযত্নেন গতিবিচ্ছেদঃ স্তম্ভবৃত্তিঃ। অসৌ কুম্ভস্থজলবৎ নিশ্চলত্বেন দেহে স্থিতত্বাৎ কুম্ভক ইত্যুচ্যতে। নায়ং রেচকঃ অন্তঃস্থত্বাৎ। নাপি পূরকঃ তপ্ত-শিলান্তর্নিহিতজলবিন্দুবচ্ছরীরে প্রাণস্য সঙ্কুচিতত্বেন সূক্ষ্মত্বাৎ। যো হি স্থূলোঽন্তর্নিরুদ্ধো দেহং পূরয়তি স পূরক ইতি দ্রষ্টব্যম্। *ত্রিবিধোঽয়ং প্রাণায়ামঃ দেশকালসংখ্যাভিঃ পরিদৃষ্টঃ

স্থান পূর্ণ হইয়া যায়, তাহা হইলে আর তরঙ্গ, আন্দোলন বা বেগ জন্মে না। সুতরাং শরীরও নির্বিকল, লঘু ও স্ফীতপ্রায় হয়। তপ্তশিলায় জলবিন্দু স্থাপন করিলে তাহা যেমন সঙ্কুচিত বা শুষ্ক হইয়া যায়, সেইরূপ, সন্নিরুদ্ধ বায়ুও ক্রমে শরীরে সঙ্কুচিত হইয়া সূক্ষ্মতা প্রাপ্ত হয়; অর্থাৎ উদ্বেগ-জনক বেগের হ্রাস হইয়া গিয়া স্থিরতা প্রাপ্ত হয়। এতদ্রূপ লক্ষণাক্রান্ত প্রাণায়ামত্রয় আবার দ্বিবিধ। দীর্ঘ ও সূক্ষ্ম। প্রাণায়ামের দীর্ঘতা ও সূক্ষ্মতা কেবল স্থান, কাল ও সংখ্যাবিশেষের দ্বারা জানা যায়। রেচক-প্রাণায়ামের দীর্ঘতা ও সূক্ষ্মতাবোধক স্থান কিরূপ? তাহা শুন। প্রথমতঃ দেখিবে, রিচ্যমান বায়ু কতদূর যায়। প্রাদেশপরিমিত বাহিরে যায়? কি—বিতস্তি-পরিমিত যায়? কি হস্তপরিমিত যায়? কি তদপেক্ষা অধিক দূর যায়? যদি অল্পদূর যায় ত সূক্ষ্ম, নচেৎ দীর্ঘ। হস্তে নিষ্পিঞ্জিত তূলা কি ছাতু রাখিয়া রেচক করিলেই বায়ুর বহির্গতির পরিমাণ জানা যাইবে। পূরক ও কুম্ভক প্রাণায়ামের স্থানিক দীর্ঘতা ও সূক্ষ্মতা কি? তাহাও শুন। পূরক ও কুম্ভক প্রাণায়ামের স্থান অভ্যন্তর। পূরক-কালে ও কুম্ভক-কালে যদি শরীরা-ভ্যন্তরের সর্ব্বস্থান বায়ুপূর্ণ হইয়াছে বলিয়া অনুভূত হয়, তবে তাহা দীর্ঘ, নচেৎ সূক্ষ্ম। পূরক ও কুম্ভকের দীর্ঘতাই ভাল। পূরক-কালে ও কুম্ভক-কালে যদি আপাদ মস্তক সর্ব্বত্রই পিপীলিকাসঞ্চরণস্পর্শের ন্যায় স্পর্শ কি অন্য কোনও বায়ুক্রিয়া অনুভূত হয়, তবেই জানিবে, প্রপূরিত বায়ু তোমার শরীরের সর্ব্বস্থানেই পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। এইরূপ কালের দ্বারাও উক্ত প্রাণায়ামের দীর্ঘতা ও সূক্ষ্মতা নির্ণয় করিবে। রেচক হউক, পূরক হউক আর কুম্ভক হউক, দেখিবে যে, কি-পরিমাণ বা কি-পরিমিত কাল স্থায়ী হইতেছে। যত অধিক কাল স্থায়ী হইবে, ততই তাহা দীর্ঘ এবং ততই তাহা ভাল; অর্থাৎ তাহা ভবিষ্যৎ যোগের উপকারী। সংখ্যাগণনার দ্বারাও উহার দীর্ঘতা ও সূক্ষ্মতা জানা যায়। প্রাণায়ামের এতদ্রূপ দীর্ঘতা ও সূক্ষ্মতা সহজে সম্পন্ন করিবার জন্য যোগীরা মন্ত্রের সৃষ্টি করিয়াছেন। মনে

দীর্ঘঃ সূক্ষ্মো ভবতীতি শেষঃ। দেশঃ নাসামারভ্য দ্বাদশাঙ্গুলাদিপরিমিতঃ বাহ্যস্থানম্। কালঃ ষট্‌ত্রিংশন্মাত্রাদিপরিমিতঃ। সংখ্যা এতাবদ্ভিঃ শ্বাসপ্রশ্বাসৈঃ প্রথমঃ উদ্ঘাতস্তন্নিগৃহীত-স্তৈতাবদ্ভির্দ্বিতীয় উদ্ঘাত ইত্যেবংরূপা। নাম উদ্ঘাতো নাভিমূলাৎ প্রেরিতস্য বায়োঃ শির-

মনে বিধানক্রমে ১৬।৬৪।৩২ বার মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক যথাক্রমে রেচক, পূরক ও কুম্ভক করিতে পারিলেই লিখিত প্রকারের দীর্ঘতা ও সূক্ষ্মতা জানা যাইতে পারে। যোগীরা প্রাণায়াম মন্ত্র-গুলিকে ও মন্ত্রজপের সংখ্যা-গুলিকে এরূপ কৌশলে বিধিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন যে, মন্ত্রগুলির যথাবিধি উচ্চারণ শেষ হইলেই প্রাণনিরোধের কালাদি-পরিমাণ আপনা হইতে সম্পন্ন হইয়া যায়। বাজনার বোল্ যেমন মাত্রাপরিমাণ অনুসারে রচিত, প্রাণায়াম-মন্ত্রগুলিও সেইরূপ মাত্রাপরিমাণ অনুসারে রচিত।

বাহ্যাভ্যন্তরবিষয়াক্ষেপী চতুর্থঃ ॥ ৫১ ॥

উক্ত ত্রিবিধ প্রাণায়াম যদি বাহিরের দ্বাদশাঙ্গুলাদি পরিমিত স্থান এবং হৃদয়, নাভি, মস্তকাভ্যন্তর, কি সর্ব্বশরীরব্যাপ্ত শিরা প্রশিরা প্রভৃতি আভ্যন্তর স্থান পর্য্যালোচন বা অনুসন্ধান পূর্ব্বক কৃত হয়, তবে তাহা চতুর্থ বলিয়া গণ্য। প্রথম-অভ্যাসের সময় এই চতুর্থ প্রাণায়ামই অবলম্বনীয়। কিন্তু অভ্যাস দৃঢ় হইয়া আসিলে তখন আর স্থানের কি কালের পরিমাণাদির প্রতি লক্ষ্য থাকে না। অনুসন্ধানও থাকে না। অনুসন্ধান বা লক্ষ্য না থাকিলেও তাহা সুদৃঢ় অভ্যাসের বলেই আপনা হইতেই সম্পন্ন হয়, ইহা বলা বাহুল্য।

ততঃ ক্ষীয়তে প্রকাশাবরণম্ ॥ ৫২ ॥

ধারণাসু যোগ্যতা মনসঃ ॥ ৫৩ ॥

উক্ত চতুর্ব্বিধ প্রাণায়াম যখন বিনা ক্লেশে অর্থাৎ সহজে সম্পন্ন হইতে

স্তভিহননম্। অধিকদেশকালসংখ্যাব্যাপিত্বমেব প্রাণনিরোধস্য দীর্ঘত্বম্। পরমনৈপুণ্যসমধিগমনীয়তা চ সূক্ষ্মত্বং ন তু মন্দতয়া তস্য সূক্ষ্মত্বমিতি তাৎপর্য্যম্।

(৫১) বিষয়শব্দঃ প্রত্যেকং সম্বধ্যতে। পূর্ব্বোক্তবাহ্যবিষয়াভ্যন্তরবিষয়য়োরাক্ষেপঃ সূক্ষ্মবুদ্ধ্যা পর্য্যালোচনমনুসন্ধানং বা যত্রাস্তি স চতুর্থঃ স্তম্ভবৃত্তিরিত্যামুষজ্যতাম্। পূর্ব্বোক্তস্তম্ভবৃত্তিরভ্যাসপাটবেন স্থিতত্বাদস্য বিনাপি দেশাদ্যনুসন্ধানং নিষ্পদ্যত ইতি তস্মাদেতস্য ভিন্নতা।

(৫২) ততঃ তস্মাৎ প্রাণায়ামাৎ প্রকাশস্য চিত্তসত্ত্বগতস্য যৎ আবরণং ক্লেশরূপং পাপরূপং ব্রহ্মজ্ঞানলোপকং বা তৎ ক্ষীয়তে ক্ষয়ং প্রাপ্নোতি।

(৫৩) ধারণাঃ বক্ষ্যমাণলক্ষণাঃ তাসু যোগ্যতা ক্ষমত্বম্। ক্ষীণাবরণং মনো যত্র যত্র ধার্য্যতে তত্র তত্রৈব স্থিরং ভবতীতি তাৎপর্য্যার্থঃ।

থাকিবে, তখনই জানিবে, তোমার প্রাণায়াম সিদ্ধ বা আয়ত্ত হইয়াছে। প্রাণায়াম সিদ্ধ হইলেই চিত্তকে যথেচ্ছ প্রয়োগ করা যায়। এ বিষয়ে যোগীদিগের মত এই যে, বুদ্ধিসত্ত্ব বা মানবীয় অন্তঃকরণ সর্ব্বব্যাপক, সুতরাং সর্ব্ববস্তুপ্রকাশক। অবিদ্যাপ্রভৃতি ক্লেশ এবং রাগদ্বেষাদিরূপ মনোদোষ বা পাপ তাহার তাদৃশ ব্যাপকতাকে, প্রকাশশক্তিকে, বা অসীম ক্ষমতাকে ঢাকিয়া রাখিয়াছে। প্রাণায়াম অভ্যস্ত হইলে ক্রমে তাহার সেই আবরণ (অবিদ্যাদি) ভাঙ্গিয়া যায়। সুতরাং তখন চিত্তের যথার্থ স্বরূপ, স্বভাব, অর্থাৎ পূর্ণপ্রকাশ-শক্তি প্রব্যক্ত হয়। কাযে কাযেই তাহা হইতে তখন ধারণাশক্তিও আগমন করে।

স্বস্ববিষয়সম্প্রয়োগাভাবে চিত্তস্বরূপানুকার ইবেন্দ্রিয়াণাং প্রত্যাহারঃ ॥৫৪॥ ততঃ পরম-বশ্যতেন্দ্রিয়াণাম্ ॥ ৫৫ ॥

ঐরূপে যম, নিয়ম, আসন ও প্রাণায়ামের দ্বারা শরীর ও মন পরিষ্কৃত বা সুসংস্কৃত হইলে প্রত্যাহার-নামক যোগাঙ্গটী তখন সহজ হইয়া আইসে। প্রত্যাহার কি? তাহা শুন। চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় যে, রূপাদির প্রতি ধাবিত হয়, সমাসক্ত হয়, তাহাদিগের তদ্রূপ বাহ্যগতি (আসক্তিরূপ মুখ) ফিরাইয়া আনার বা তাহাদিগের সেই আসক্তি নষ্ট করিয়া দেওয়ার নাম প্রত্যাহার। অর্থাৎ চক্ষু যখন রূপের উপর পতিত হইবে, ব্যাসক্ত হইবে, তখনই তাহাকে রূপ হইতে উঠাইয়া লইবে এবং রূপবহিত করিয়া মনের নিকট অর্পণ করিবে। অর্থাৎ চক্ষু যাহাতে মনের নিকট রূপ অর্পণ না করে, কর্ণ যাহাতে শব্দ অর্পণ না করে, নাসিকা যাহাতে গন্ধ সমর্পণ

(৫৪) স্বৈঃ স্বৈর্বিষয়ৈঃ রূপাদিভিঃ সহ ইন্দ্রিয়াণাং যঃ সম্প্রয়োগঃ আভিমুখ্যেন বর্ত্তনং তস্য অভাবে সতি যঃ তেষাং চিত্তস্বরূপানুকারঃ সঃ প্রত্যাহারঃ। অত্র বিষ্ণুপুরাণম্—"শব্দাদিষনু-রক্তানি নিগৃহ্যাক্ষাণি যোগবিৎ। কুর্য্যাচ্চিত্তানুকারীণি প্রত্যাহারপরায়ণঃ॥" চিত্তস্য ইন্দ্রিয়ানু-বর্ত্তিত্বং ত্যক্ত্বা ইন্দ্রিয়াণাং চিত্তানুবর্ত্তিত্বকরণং প্রত্যাহার ইতি শ্লোকার্থঃ। সূত্রস্থ-ইবশব্দেন ইন্দ্রিয়াণাং চিত্তানুকারিতায়াং যথা মধুকররাজং মক্ষিকা ইতি দৃষ্টান্ত উহনীয়ঃ।

(৫৫) ততঃ প্রত্যাহারাৎ ইন্দ্রিয়াণাং পরমবশ্যতা চিত্তানুবর্ত্তিত্বং ভবতীতি বাক্যশেষঃ।

না করে, সেইরূপ যত্ন করিবে। প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ই যাহাতে আপন আপন গ্রহীতব্য বিষয় ত্যাগ করিয়া অবিকৃত অবস্থায় চিত্তের অনুগত থাকে, তুমি তাহাই করিবে। ঐরূপ করার নাম প্রত্যাহার। এই প্রত্যাহার যখন অভ্যস্ত হয়, অর্থাৎ সহজ হইয়া আইসে, তখনই জানিবে, তোমার সমস্ত ইন্দ্রিয় যার পর নাই বশীভূত হইয়াছে। ইন্দ্রিয়গণ যখন অত্যন্ত বশীভূত হয়, সমাধি তখন করতলস্থ হয়, ইহা সত্য বটে; পরন্তু প্রত্যাহার, অভ্যাস করা অত্যন্ত কঠিন জানিবে। ইহা অত্যন্ত কঠিন-মনের কার্য্য। কেমন? তাহা শুন। কোন রাজা যদি ভৃত্যের হস্তে পবিপূর্ণ এক শরাব তৈল দিয়া বলেন, শীঘ্র যাও—দৌড়িয়া যাও—কিন্তু সাবধান! তৈল যেন না পড়ে,—পড়িলেই তোমার মস্তকচ্ছেদ করিব। এমত স্থলে ভৃত্যের যেরূপ দৃঢ়চিত্ততার আবশ্যক,—যেরূপ অঙ্গসংযমেব আবশ্যক, প্রত্যাহার অভ্যাসকালে সেইরূপ দৃঢ়চিত্ততার এবং সেইরূপ ইন্দ্রিয়-সংযমের আবশ্যক। কিছুদিন পরে যখন তাহা অভ্যস্ত বা স্বায়ত্ত হইয়া আসিবে, তখন তুমি চিত্তকে যথা ইচ্ছা তথায় স্থির করিবে, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণও সেই সঙ্গে তাহার অনুবর্ত্তী হইবে। যখন ঐরূপ হইবে, তখন তুমি চিত্তকে যথেপ্সিত ধৃত ও স্থির করিতে পাবিবে। চিত্ত যখন তোমার ইচ্ছানুবর্ত্তী হইবে, কোনপ্রকার রূপ তখন তোমার চক্ষুকে আকর্ষণ করিবে না, কোন-প্রকার শব্দ তখন তোমার কর্ণকে আকর্ষণ করিবে না। তখন তুমি ধারণা, ধ্যান, সমাধি,—যাহা ইচ্ছা করিবে, করিলে তাহা নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইবে। তৎপরে তুমি মুক্তি অথবা ঐশ্বর্য্য, যাহা ইচ্ছা তাহাই সম্পন্ন বা আহরণ করিতে সক্ষম হইবে।

বিভূতিপাদঃ।

"যৎপাদপদ্মস্মরণাদণিমাদিবিভূতয়ঃ।
ভবন্তি ভবিনামস্তু ভূতনাথঃ স ভূতয়ে॥"

কেহ কেহ মনে করেন, ঈশ্বর থাকেন থাকুন, তাঁহার উপাসনার প্রয়োজন নাই। কিন্তু যোগীরা বলেন, আছে। জীব যদি ধ্যানে তাঁহার সহিত অত্যন্তসংযুক্ত হইতে না পারে, তাহা হইলে তাঁহার গুণ (ঐশ্বর্য্য) আপনাতে আনিতে পারে না। বস্তুতঃ এক বস্তু অন্য বস্তুর সহিত দীর্ঘকাল সংযুক্ত থাকিলে তাহার গুণগুলি একে একে তদ্বস্তুতে সংক্রমিত হয়। পৃথক্ থাকিলে হয় না। উপাসনার দ্বারা বা চিত্তসংযোগ দ্বারা দীর্ঘকাল ঈশ্বর-সহবাস করিতে পারিলে, যখন অণিমাদি মহাগুণ লাভের সম্ভাবনা আছে, তখন আর তাঁহার উপাসনার প্রয়োজন নাই, এ কথা প্রলাপ ও অগ্রাহ্য। ভূতপতি পরমেশ্বরের স্মরণ করিলে অর্থাৎ তাঁহাকে তদ্গত চিত্তে ধ্যান করিলে বিভূতি লাভ হয়, এ কথার অন্য এক তাৎপর্য্য আছে। ধ্যানপ্রভাবে অর্থাৎ তাঁহার সহিত অত্যন্ত সংযোগ হওয়ার প্রভাবে ক্রমে তাঁহার গুণ সকল চিত্তসত্ত্বে আবিষ্ট হয়, অথবা সর্ব্বশক্তিমতী প্রকৃতি-দেবী বশীভূতা হন। প্রকৃতি বশীভূতা হইলে অনায়াসেই তাঁহা হইতে অণিমাদি বিভূতি দোহন করা যায়। যে প্রকৃতি, পুরুষের বা পরমেশ্বরের সন্নিধিমাত্রে থাকিয়া, এই অচিন্ত্য ও বিচিত্র বিশ্ব প্রসব করিয়াছেন, তিনি বশীভূতা হইলে যে বিভূতি প্রসব করিবেন না, এ কথায় অনাস্থা প্রদর্শন অকর্ত্তব্য। সামান্য ঐশ্বর্য্যের কথা দূরে থাকুক, প্রকৃতির মধ্যে বা প্রকৃতির সারাংশ-স্বরূপ বুদ্ধিতত্ত্বের মধ্যে না আছে, এমন কিছুই নাই। তাহা হইতে না হয়, এমন বস্তুই নাই।

প্রকৃতিকে বশীভূত করিবার প্রধান উপায় যোগ। যোগ কি? তাহা প্রথম পাদে বলা হইয়াছে। দ্বিতীয় পাদে তাহার সাধন, অবান্তর প্রভেদ, এবং তাহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বলা হইয়াছে। এক্ষণে এই পরিচ্ছেদে তাহার ফলাফল কথিত হইবে।

"তদয়ং যোগোযমনিয়মাদিভিঃ প্রাপ্তবীজভাবঃ,
আসনাদিভিরঙ্কুরিতঃ, প্রত্যাহারাদিভিঃ কুসুমিতঃ,
ধ্যানধারণাদিভিঃ ফলিষ্যতি।"

যোগ একটী বৃক্ষ। যম-নিয়মাদি অনুষ্ঠান দ্বারা তাহার উৎপাদক বীজ জন্মে। অনন্তর তাহা আসন ও প্রাণায়ামাদি কার্য্যের দ্বারা অঙ্কুরিত হয়। ক্রমে প্রত্যাহারাদি কার্য্যের দ্বারা তাহা পুষ্পিত হয়। পশ্চাৎ ধ্যান, ধারণা ও সমাধির দ্বারা তাহা ফলবান্ হয়। আগে বীজ, পরে অঙ্কুর, পরে বৃক্ষ, তৎপরে ফুল, তৎপরে ফল। একবারে ফল হয় না, ইহা সর্ব্ববিদিত নিয়ম। তাই প্রথম পাদে ও দ্বিতীয় পাদে যোগবৃক্ষের বীজ, অঙ্কুর, শাখা, প্রশাখা ও পুষ্পরূপ ব্যাপারগুলি বলা হইয়াছে। এক্ষণে ফলজনক ব্যাপারগুলি বলিতে হইবে। অর্থাৎ ধারণা, ধ্যান ও সমাধি,—এই তিনটী বিষয় বলিতে হইবে। যোগফলের প্রথম প্রসব (পুষ্প) ধারণা। সেই ধারণা কিরূপ? তাহা বলা যাইতেছে।

দেশবন্ধশ্চিত্তস্য ধারণা ॥১॥

চিত্তকে দেশবিশেষে বন্ধন করিয়া রাখার নাম "ধারণা"। রাগদ্বেষাদিশূন্য হইয়া, পূর্ব্বোক্ত প্রকারের মৈত্র্যাদি ভাবনার দ্বারা নির্ম্মলচিত্ত হইয়া, যমনিয়মাদিতে সিদ্ধ হইয়া, কোন এক যোগাসন আয়ত্ত করিয়া, প্রাণগতি অর্থাৎ শ্বাসপ্রশ্বাস বশীভূত করিয়া, শীতগ্রীষ্মাদিদ্বন্দসহিষ্ণু হইয়া, কোন এক অনুদ্বেগজনক প্রদেশে, কোন এক যোগাসনে, ঋজুভাবে অর্থাৎ অভুগ্নভাবে উপবেশন কর। অনন্তর ইন্দ্রিয়দিগকে তাহাদের স্ব স্ব বিষয় (রূপাদি) হইতে বা স্ব স্ব গন্তব্য স্থান হইতে প্রত্যাহরণ করিয়া (টানিয়া আনিয়া বা আকর্ষণ করিয়া) চিত্তের নিকট সমর্পণ কর; অর্থাৎ চিত্তের মধ্যে মিশাইয়া দাও। অনন্তর তাদৃশ চিত্তকে হয় নাসাগ্রে, ভ্রূমধ্যে, হৃৎ-

---

(১) চিত্তস্য আধ্যাত্মিকে নাড়ীচক্রহৃদয়নাসাগ্রাদৌ বাহ্যে বা শাস্ত্রোক্ত-কৃষ্ণবিষ্ণুশিবহিরণ্যগর্ভাদিমূর্ত্তৌ দেশে আলম্বনে বন্ধঃ বিষয়ান্তরপরিহারেণ স্থিরীকরণং ধারণা ইত্যুচ্যতে। তথাচ বৈষ্ণবম্—"প্রাণায়ামেন পবনং প্রত্যাহারেণ চেন্দ্রিয়ম্। বশীকৃত্য ততঃ কুর্য্যাচ্চিত্তস্থানং শুভাশ্রয়ে॥ এষা বৈ ধারণা জ্ঞেয়া তচ্চিত্তং তত্র ধার্য্যতে॥"

পদ্মমধ্যে, কিংবা নাড়ীচক্র প্রভৃতি আধ্যাত্মিক প্রদেশে, অথবা কোন ভূতে ও ভৌতিকে, কিংবা কোন সুন্দর মূর্ত্তিতে (বহির্বস্তুতে) ধারণ কর। এরূপ প্রযত্নে ধারণ করিবে যে, চিত্ত যেন তাহা হইতে স্খলিত না হয়। তাহা হইলেই চিত্তকে বাঁধা হইবে, এবং চিত্তকে বাঁধিতে পারিলেই তোমার "ধারণা"-নামক যোগাঙ্গটী আয়ত্ত হইবে।

ধারণ করার নাম ধারণা। সেই ধারণা যদি স্থায়ী হয় ত ক্রমে তাহাই তোমার ধ্যান হইয়া দাঁড়াইবে। যথা—

তত্র প্রত্যয়ৈকতানতা ধ্যানম্ ॥ ২ ॥

সেই ধারণীয় পদার্থে যদি প্রত্যয়ের অর্থাৎ চিত্তবৃত্তির একতানতা জন্মে, তাহা হইলে তাহা "ধ্যান" আখ্যা প্রাপ্ত হয়। অর্থাৎ যে বস্তুতে তুমি বাহ্যেন্দ্রিয় নিরোধপূর্ব্বক অন্তরিন্দ্রিয় ধারণ করিয়াছ, সেই বস্তুর জ্ঞান যদি তোমার অনন্তরিতভাবে বা অবিচ্ছেদে অর্থাৎ প্রবাহাকারে প্রবাহিত হয়, তাহা হইলে, তাদৃশ মনোবৃত্তিপ্রবাহ ধ্যান নামে কথিত হয়।

তদেবার্থমাত্রনির্ভাসং স্বরূপশূন্যমিব সমাধিঃ ॥ ৩ ॥

ক্রমে সেই ধ্যান যখন কেবল ধ্যেয়বস্তুকেই উদ্ভাসিত বা প্রকাশিত করিবে, আপনার স্বরূপ—অর্থাৎ আমি ধ্যান করিতেছি ইত্যাদিপ্রকার ভেদ-জ্ঞান—লুপ্ত করিয়া দিবে, তখন তাহা "সমাধি" আখ্যা প্রাপ্ত হইবে।

ধ্যান গাঢ় হইলেই তাহার পরিপাক-দশায়, অন্য জ্ঞান দূরে থাকুক, ধ্যান-জ্ঞানও থাকে না। তাহার কারণ এই যে, চিত্ত তখন সম্পূর্ণরূপে ধ্যেয়-

---

(২) যত্র চিত্তং ধৃতং তত্র যা প্রত্যয়ানাং জ্ঞানবৃত্তীনাম্ একতানতা যত্নমপেক্ষ্যৈকবিষয়তা তৎ ধ্যানম্। যদেব ধারণায়ামবলম্বনীকৃতং বস্তু তদাকারাকারিতচিত্তবৃত্তিশ্চেৎ অনন্তরিতা প্রবহতি তদা তৎ ধ্যানমিতি স্পষ্টোঽর্থঃ। এতদেবাহ বৈষ্ণবম্—"তদ্রূপপ্রত্যয়ৈকাগ্রসন্ততিশ্চান্যনিঃস্পৃহা। তদ্ ধ্যানং প্রথমৈরঙ্গৈঃ ষড়্‌ভির্নিষ্পাদ্যতে নৃপ ॥" ইতি।

(৩) তৎ এব ধ্যানমেব যদা অর্থমাত্রনির্ভাসং ধ্যেয়সারূপ্যপ্রাপ্ত্যা তদতিরিক্তনির্ভাস-পরিহারেণ ধ্যেয়স্বরূপমাত্রে স্ফূর্ত্তিমৎ অতএব স্বরূপশূন্যং স্বরূপেণ ধ্যানলক্ষণেন শূন্যং পরিহীনং ধ্যাতৃধ্যানজ্ঞানাভ্যাং প্রচ্যুতম্ ইব ভবতি তদা সঃ সমাধিরিত্যুচ্যতে। ইবশব্দেন ধ্যেয়-বৃত্তিসদ্ভাবাৎ ধ্যানস্য সত্তাং দ্যোতয়তি। অত্রোক্তং "তস্যৈব কল্পনাহীনং স্বরূপগ্রহণং হি যৎ।

বস্তুতে লীন হয়, ধ্যেয়স্বরূপ বা ধ্যেয়াকার প্রাপ্ত হয়। সুতরাং চিত্ত তখন স্বরূপশূন্যের ন্যায় অর্থাৎ না থাকার ন্যায় হয়। সেই জন্যই তৎকালে অন্য কোনও জ্ঞান থাকে না। তাদৃশ চিত্তাবস্থা উপস্থিত হইলেই সমাধি হইল, ইহা বুঝিতে হইবে।

ত্রয়মেকত্র সংযমঃ ॥৪ ॥

কোন এক আলম্বনে উক্ত তিনপ্রকার মানস-ক্রিয়া অর্থাৎ ধারণা, ধ্যান ও সমাধি,—এই ত্রিবিধ মানস-প্রক্রিয়া প্রয়োগ করার নাম "সংযম"। সংযম শব্দের উল্লেখ দেখিলেই বুঝিতে হইবে, গ্রন্থকার ধারণা, ধ্যান ও সমাধি,—এই ত্রিবিধ প্রয়োগের কথা বলিতেছেন।

তজ্জয়াৎ প্রজ্ঞালোকঃ ॥ ৫ ॥

উহাকে অর্থাৎ উক্তবিধ সংযমকে জয় অর্থাৎ শ্বাসপ্রশ্বাসাদির ন্যায় স্বাভাবিক বা সম্পূর্ণায়ত্ত করিতে পারিলে প্রজ্ঞা-নামক সর্ব্বভাসক আলোক (বুদ্ধি) জন্মে; অর্থাৎ নৈর্ম্মল্যজনিত বুদ্ধি প্রকাশিত বা জ্ঞানের শক্তিবিশেষ প্রাদুর্ভূত হয়।

সংযম, তাহার জয়, এবং তাহা হইতে প্রজ্ঞানামক জ্ঞানালোক,- তিন কথার মধ্যে অনেক গুপ্ততথ্য বিদ্যমান আছে। বস্তুতঃ ইহার প্রকৃত তথ্য এবং ইহার শিক্ষাকৌশল যোগীরাই জানেন, অন্যে জানেন না। সুতরাং বিনা উপদেশে উহার যথার্থ তথ্য বা স্বরূপ এবং শিক্ষাকৌশল কিরূপ, তাহা জানা যায় না। অনুমানের সাহায্যে আমরা সংযম সম্বন্ধে এই-মাত্র বলিতে পারি যে, প্রাচীন যোগ-ভাষার সংযম আর আধুনিক ইংরাজী

মনসা ধ্যাননিষ্পাদ্যঃ সমাধিঃ সোঽভিধীয়তে।" ধ্যেয়াৎ ধ্যানস্য ভেদঃ কল্পনা তদ্বীনমিতি দ্রষ্টব্যম্। অত্রায়ং বিভাগঃ—বিজাতীয়বৃত্তিচ্ছিন্না ধারণা। অবিচ্ছিন্নং ধ্যানম্। তচ্চ ধ্যেয়-ধ্যান-ধ্যাতৃ-স্ফূর্ত্তিমৎ। তদ্‌যদা ধ্যেয়মাত্রস্ফূর্ত্তিমদ্ভবতি তদা সঃ সমাধিঃ। স এব দীর্ঘকালব্যাপী সন্ সম্প্রজ্ঞাতাখ্যো যোগঃ। স যদা ধ্যেয়স্ফূর্ত্তিশূন্যো ভবতি তদা অসম্প্রজ্ঞাত ইতি দিক্।

(৪) একত্র একস্মিন্ আলম্বনে ত্রয়ং ধারণা-ধ্যান-সমাধিলক্ষণং ত্রিতয়ং প্রবর্ত্তমানং সংযম ইত্যুচ্যতে।

(৫) তস্য সংযমস্য জয়াৎ স্বাত্মীকরণাৎ প্রজ্ঞায়াঃ জ্ঞাতব্যপ্রবিবেকরূপায়া বুদ্ধেঃ আলোকঃ অতিনৈর্ম্মল্যং ভবতি। অন্তিমসংশয়াদিশূন্যা ধ্যেয়স্ফূর্ত্তির্ভবতীতি যাবৎ।

তাবার Concentration or Will force প্রায় সমান অর্থের দ্যোতক। কেন ? তাহা বিবেচনা কর। পতঞ্জলি বলিলেন, অগ্রে ধারণা, পরে ধ্যান, ক্রমে তাহার পরিপাকে সমাধি। এই প্রক্রিয়াত্রিতয়ের মূলে তেজস্বিনী নির্ম্মলা বুদ্ধির সারস্থানীয়া ইচ্ছাশক্তি থাকা আবশ্যক। যোগীরা শিক্ষার দ্বারা, অভ্যাসের দ্বারা ঐ তিন প্রক্রিয়া জয় অর্থাৎ স্বাত্মীকৃত করেন। স্বাত্মীকরণ কি ? না, স্বাভাবিক-কার্য্যের ন্যায় আয়ত্ত করণ। মনুষ্যের শ্বাস-প্রশ্বাস যেমন স্বাভাবিক বা স্বাত্মীকৃত,—অর্থাৎ শ্বাস-প্রশ্বাস নির্ব্বাহ করিতে যেমন প্রযত্ন বা ক্লেশ স্বীকার করিতে হয় না,—উল্লিখিত সংযম-কার্য্যটী যদি সেইরূপ স্বাত্মীকৃত হয়,—অর্থাৎ যদি শ্বাসপ্রশ্বাসের ন্যায় সহজে ও বিনা ক্লেশে নির্ব্বাহ করা যায়, তাহা হইলে জানিবে, সংযম-সিদ্ধি হইয়াছে। এতদ্বিধ-সংযমসিদ্ধ যোগীদিগের সঙ্কল্প বা ইচ্ছাপ্রয়োগ অমোঘ। তাঁহারা যখন যাহা ইচ্ছা করেন, সঙ্কল্প করেন, সংযম প্রয়োগ করিয়া তাহা তাঁহারা তৎক্ষণাৎ সিদ্ধ করিতে পারেন। "সংযমজয়াৎ প্রজ্ঞালোকঃ।"—এই চতুর্থ সূত্র দেখিয়া, সংযমের বলে কেবল জ্ঞানবিকাশই হয়, অন্য কিছু হয় না, এরূপ মনে করিও না। পরবর্ত্তী সূত্রগুলির অর্থ দেখিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারিবে, উহার দ্বারা সকল সঙ্কল্পই সুসিদ্ধ হয়। জ্ঞানবিকাশ হইলে, অর্থাৎ প্রকাশশক্তি বাড়িলে ক্রিয়াশক্তিও বাড়ে, ইহা অব্যভিচারী নিয়ম। সুতরাং ভূতজয়, প্রকৃতিবশিত্ব, অণিমাদি ঐশ্বর্য্য,—এ সমস্তই একমাত্র সংযমের প্রভাবে (অজ্ঞাত-শক্তিতে) সাধিত হইয়া থাকে। কিরূপ সংযমের দ্বারা কোন্ কার্য্য সাধিত হয়, তাহা এই পরিচ্ছেদেই বর্ণিত হইবে। এ সম্বন্ধে যোগশাস্ত্রের সারসংগ্রহ বা সার কথা এই যে, সিদ্ধির প্রতি একমাত্র সংযমই কারণ। সংযমের দ্বারা সমস্ত ইচ্ছাধিকার পূর্ণ হয়। সংযমের দ্বারা সিদ্ধ না হয় এমন কার্য্যই নাই। সংযমের মধ্যে যে কত প্রভূত ক্ষমতা লুক্কায়িত আছে, তাহা যোগীরাই জানেন, অন্যে জানেন না। যোগীরা কিরূপে সংযমের বল বা ক্ষমতা জানিয়াছিলেন, তাহা আমরা বুঝি না। বুঝিবার চেষ্টা করিলে বুঝিতে পারিব কি না, সন্দেহ। তথাপি আমাদের এ বিষয়ের তথ্যানুসন্ধান করা কর্ত্তব্য হইতেছে। একজন পুরাতন যোগী বলিয়া গিয়াছেন যে,

"পিঙ্গলা কুররঃ সর্পঃ সারঙ্গান্বেষকোবনে।
ইষুকারঃ কুমারী চ ষড়েতে গুরবোমম ॥

পিঙ্গলা-নাম্নী বেশ্যা, কুরর-নামক পক্ষী, অজগর-নামক সর্প, মৃগান্বেষী ব্যাধ, শরনির্ম্মাতা শিল্পী, অবিবাহিতা কুলনারী,—এই ছয় ব্যক্তি আমার গুরু অর্থাৎ ঐ ছয় ব্যক্তির নিকট আমি অনেক গুহ্যজ্ঞান পাইয়াছি।*

মহর্ষি কপিল বলিয়াছেন, "অনারম্ভেঽপি সুখী সর্পবৎ।" (সাঙ্খ্যের ৪ অধ্যায়, ১২ সূত্র দেখ)—এমন কতকগুলি সর্প আছে, তাহারা আহারের জন্য কিছুমাত্র আরম্ভ বা উদ্যোগ করে না, অথচ ইচ্ছানুরূপ সুখ ও আহারাদি লাভ করে। এতদ্দৃষ্টান্তে যোগীরাও অনারম্ভপর হইবেন। যোগীদিগের এই সকল কথার ভাবভঙ্গী পর্য্যালোচনা করিলে প্রতীতি হয়, তাঁহারা অজগর-সর্পের বহির্নিশ্চেষ্টতা দেখিয়া তাহাদের অভ্যন্তরের বা অন্তরাত্মার স্তিমিতভাব, দৃঢ়সঙ্কল্প ও দৃঢ়সঙ্কল্পের প্রবল ক্ষমতা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। এবং তাহারই অনুকরণে সংযম-নামক যোগাঙ্গটী আবিষ্কৃত করিয়াছিলেন।

রাজসাপ-নামে এক প্রকার সাপ আছে। তাহারা ভ্রমণ করিয়া আহার করে না। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নির্বিষ সর্প এবং বৃশ্চিকাদি ক্ষুদ্র জীব তাহাদের মুখ-সন্নিধানে আসিয়া উপস্থিত হইলে, রাজসাপ তাহাদিগকে ভক্ষণ করে। এ সম্বন্ধে অজ্ঞ মানবদিগের নিকট এরূপ প্রবাদ শুনা যায় যে, "উহারা সাপের রাজা, সেই জন্যই উহারা আহারার্থ ভ্রমণ করে না। ক্ষুদ্র সর্প সকল উহাদের ভয়ে আপনা আপনিই আহারীয় হইয়া উহাদের নিকটে আইসে।" কিন্তু সাপুড়েরা বলে, "তাহা নহে। রাজসাপেরা আহারের পূর্ব্বে কোন এক নিভৃত (মনুষ্যশূন্য অথচ ক্ষুদ্র জন্তুর গতিবিধিযুক্ত) স্থানে গিয়া নিঃসাড়ে পড়িয়া থাকে এবং তন্মনা হইয়া বা একমন একচিত্ত হইয়া শীস্ দিতে থাকে। উহাদের সেই শীস্-শব্দের এমন এক অদ্ভুত ক্ষমতা

* যোগীরা পিঙ্গলার নিকট আশাত্যাগিতা, কুরর পক্ষীর নিকট পরিগ্রহত্যাগিতা, সর্পের নিকট জীর্ণ ত্বক্ (খোলোষ) পরিত্যাগ বা ভুক্তবৈরাগ্য, এবং তাহাদেরই নিকট অনারম্ভ অর্থাৎ একমনে চুপ্ করিয়া থাকা, ব্যাধের নিকট অনুসন্ধান ও মনঃপ্রণিধান, শর-নির্ম্মাতার নিকট একাগ্রতা ও সমাধি, এবং কুমারীর নিকট সঙ্গত্যাগিতা শিক্ষা করিয়াছিলেন। সঙ্গত্যাগিতা শিক্ষার বিবরণ আমার প্রকাশিত সাঙ্খ্যে দেখিতে পাইবেন।

আছে, এমন এক আশ্চর্য্য মোহিনী শক্তি আছে, এমন এক আকর্ষণ-শক্তি আছে যে, তৎপ্রভাবে তাহাদের মুখসন্নিধানে আহারোপযুক্ত ক্ষুদ্রজীবকে যাইতে হইবেই হইবে। তাহাদের সেই শীস্-শব্দ যতদূর যাইবে,—তত দূরের মধ্যে যে কোন ক্ষুদ্র সত্ত্ব (বৃশ্চিকাদি জীব) থাকিবে, তাহাদের সকলকেই শীস্-শব্দে মোহিত হইয়া, হতজ্ঞান হইয়া, তৎসন্নিধানে যাইতে হইবে। তাহাদের সেই শীস্-শব্দের আকর্ষণ-শক্তি অতীব অদ্ভুত ও অচিন্ত্য।" এতজ্জাতীয় সর্প এ দেশে আছে কি না এবং যদি থাকে তবে কোন্ প্রদেশে আছে, তাহা আমরা জ্ঞাত নহি। ইংরাজী ভাষায় এতজ্জাতীয় সর্পকে Rattling Serpent (This word is derived from the word Rattle) বলে এবং এরূপ সর্প না-কি আমেরিকা দেশে আছে। আমাদের দেশে অর্থাৎ ভারতবর্ষে অন্য এক প্রকার বৃহৎকায় সর্প আছে, শাস্ত্রীয় ভাষায় তাহাদিগকে 'অজগর' বলে। অপভাষায় তাহাদের কি নাম আছে, তাহা জানি না *। কেহ কেহ ইহাদিগকে রাজসাপ, কেহ বা বোড়াচিতি, নাওদোড়া প্রভৃতি নামে উল্লেখ করেন। যাহাই হউক, অজগর সর্পেরা আহারের উদ্যম করে না। বৃহৎকায়তানিবন্ধন নড়িতে চড়িতে পারে না বলিয়াই হউক, আর অন্য কোন অজ্ঞাত কারণেই হউক, আহারের পূর্ব্বে ইহারা কাষ্ঠের ন্যায় নিশ্চল নিস্পন্দ হইয়া পতিত থাকে। কিছুকাল তদ্রূপ থাকার পর ক্ষুদ্র জন্তু সকল তাহাদের সম্মুখে আগত হয়। বনচর মনুষ্যদিগের মধ্যে কিংবদন্তী আছে, উহারা নিশ্বাসের দ্বারা আহারীয় জন্তুদিগকে টানিয়া লয়। বস্তুতঃ তাহা ঠিক্ নিশ্বাসের আকর্ষণ না হইতেও পারে। যাহাই হউক, অজগরদিগের তাদৃশ নিশ্চেষ্টতার কারণ কি, তাহা আমরা জানি না। যোগীরা বোধ হয় উহার প্রকৃত কারণ জানিয়াছিলেন। জানিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই এই গ্রন্থের চতুর্থ পাদের প্রথমসূত্রে এ সম্বন্ধে অনেকটা আভাস দিয়া গিয়াছেন। সেই আভাসিত ভাবটী স্পষ্ট করিয়া বলিতে গেলে "রাজসাপেরা অথবা অজগর

---

* এ দেশে এখন রাজসাপ বলিলে "বোড়াচিতি" বুঝায়। বস্তুতঃ "বোড়াচিতি" রাজসাপ নহে। বোড়াচিতির অন্য এক জাতিকে বরং অজগর বলিলেও বলা যায়। কেহ কেহ শাঁকিনী সাপকে রাজসাপ বলিয়া উল্লেখ করেন। বোধ হয়, তাঁহাদের কথাও সত্য নহে। যাহাই হউক, যাহাদের উক্তবিধ ক্ষমতা আছে, আমাদের মতে তাহারাই রাজসাপ।

সর্পেরা জন্মতঃ সংযম-সিদ্ধ” এইরূপ বিস্পষ্ট কথায় পরিণত হয়; অর্থাৎ উহারা জন্মসিদ্ধ সংযমী। উহাদের স্বভাবসিদ্ধ সংযমশক্তির প্রভাব বা ক্ষমতা এত অধিক যে, তাহার ইয়ত্তা করা দুঃসাধ্য। উহারা আপন আপন সংযমশক্তির, ইচ্ছাশক্তির, সঙ্কল্পশক্তির, বা ধ্যানশক্তির পরিচালন বা প্রয়োগ করিয়া নিজ নিজ ভক্ষ্য আকর্ষণ করে। ঐ কার্য্য করিবার সময় তাহাদিগকে অন্যান্য ইন্দ্রিয় সকল রুদ্ধ করিতে হয়, সুতরাং আমাদের দৃষ্টিতে তাহারা কাষ্ঠের ন্যায় নিশ্চল নিস্পন্দ পরিদৃষ্ট হয়।

সাপুড়েদিগের “ক্ষুদ্র সর্প সকল রাজসাপের শীস্ বা সোঁ-সোঁ শব্দ শুনিয়া হতচৈতন্য বা অবশপ্রায় হইয়া তাহাদের নিকট আইসে” এই প্রবাদ বোধ হয় অসত্য নহে। কেননা, শব্দের বা সোঁ-সোঁ ইত্যাকার শব্দের, ও শব্দবিশেষের তাদৃশ বশীকরণ সামর্থ্য (Mesmeric power) থাকা অসম্ভব নহে। জীব যে, শব্দ শুনিয়া, রূপ বা রং দেখিয়া, রস বা আস্বাদ গ্রহণ করিয়া, গন্ধ আঘ্রাণ ও স্পর্শ গ্রহণ করিয়া মানস-বিকারের বশতাপন্ন হয়, তাহা বোধ হয় কোন ব্যক্তিরই অবিদিত নাই। সুতরাং শব্দের, স্পর্শের, রূপের, রসের ও গন্ধের প্রবল প্রভাপান্বিত বশীকরণ-সামর্থ্য থাকার বিষয়ে অধিক কথা বলিতে হইবে না *। কেবলমাত্র পুরাতন যোগীরাই যে, রাজসাপের অত্যদ্ভুত আহার-চেষ্টা দেখিয়া তাহার তথ্যানুসন্ধান করিতে করিতে সংযমের অদ্ভুত শক্তি বা অতুল্য-ক্ষমতা জ্ঞাত হইয়াছিলেন, তাহা নহে। আমরা শুনিয়াছি, ইয়ুরোপবাসী জনৈক আধুনিক ডাক্তারও অজগর-সর্পের অদ্ভুত আহার-চেষ্টা দেখিয়া তাহার তথ্যানুসন্ধান করিতে করিতে ক্রমে তাহা হইতে বশীকরণ-বিদ্যা (Mesmerism) অথবা একপ্রকার আশ্চর্য্য 'চেতনা-শিল্প' আবিষ্কার করিয়াছিলেন। “মেস্ মার্”-নামক জনৈক জর্ম্মান্ পণ্ডিত এ সম্বন্ধে যাহা বলিয়া গিয়াছেন, তাহা এই—

“আমি একদা পোতারোহণে বিদেশ গমন করিয়াছিলাম। জাহাজ জলমগ্ন হওয়ায় কেবল আমিই বিধাতার কৃপায় সে বিপদে পরিত্রাণ পাইয়াছিলাম। জাহাজের ভগ্ন মাস্তুল অবলম্বন করিয়া আমি ধীরে ধীরে

* এই সিদ্ধান্তটি মহাভারতীয় শান্তিপর্ব্বে ব্যাস কর্তৃক লিখিত হইয়াছে। গ্রন্থ-বাহুল্য-ভয়ে সে সকল সংস্কৃত শ্লোক উদ্ধৃত করা হইল না।

তীরপ্রাপ্ত হইলাম। উপরে জঙ্গল ও পাহাড়। হিংস্র জন্তুর ভয়ে বৃক্ষারোহণপূর্ব্বক রাত্রিযাপন করিলাম। পরদিন প্রাতে অবতরণ-কালে দেখিলাম, নীচে একটা বৃহৎকায় সর্প মৃতকল্প হইয়া পড়িয়া আছে। তাহা দেখিয়া আমি প্রথমে ভয়প্রযুক্ত নামিতে সাহস করিলাম না। বেলা অনেক হইল, তথাপি সে সেইরূপেই থাকিল। অন্যূন ৪ ঘণ্টা পরে দেখিলাম, আকাশ হইতে ২।৩ টা পক্ষী তাহার মুখ-নিকটে পতিত হইল। সাপ তাহা ভক্ষণ করিল। ক্রমে দুই চারিটী ক্ষুদ্রজন্তুও তাহার মুখের নিকট আসিল। সাপ তাহাদিগকেও ভক্ষণ করিল। এত ক্ষণের পর সে শরীর-সঞ্চালন আরম্ভ করিল, ক্রমে সে অল্পে অল্পে সরিয়া গেল। আকাশের পাখী কেন তাহার মুখে পড়িল? কি কারণে তাহার মুখনিকটে দূরের জন্তু আগমন করিল? ইহা ভাবিতে লাগিলাম। তখন আমার মস্তিষ্ক ভাবিতে ভাবিতে বিকল হইয়াছিল বটে; পরন্তু এখন দেখিতেছি যে, সেই ব্যাপার তাহার প্রবল ইচ্ছাশক্তির দ্বারাই সাধিত হইয়াছিল। তজ্জাতীয় সর্পদিগের উইল্‌ফোর্স্ বা ও মেস্‌মেরিক্-পাওয়ার্ অত্যন্ত তীব্র, তাই তাহারা ঐরূপ করিয়া আহার সংগ্রহ করে।"

মেস্‌মার্ সাহেব যেমন সাপের আহার-চেষ্টা দেখিয়া "মেসমেরিজম্" আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তদ্রূপ, বহুসহস্র বৎসর পূর্ব্বে ভারতবর্ষীয় যোগীরা হয় ত অজগরদিগের আহারের তথ্য অনুসন্ধান করিয়া "সংযম"-নামক যোগাঙ্গটী আবিষ্কার করিয়াছিলেন, ইহা অনুমান করা যাইতে পারে। * তাই বলিলাম, যোগীদিগের উদ্ভাবিত "সংযম" আর মেস্‌মার্ সাহেবের পরিচালিত উইলফোর্স্ প্রায় তুল্যাতুল্য অর্থের বোধক।

তস্য ভূমিষু বিনিয়োগঃ ॥ ৬ ॥

ঐ সংযমের শিক্ষাকালে ভূমিক্রমে অর্থাৎ সোপান-আরোহণের ন্যায় পূর্ব্ব পূর্ব্ব অবস্থা জয় করিয়া, স্থূল স্থূল আলম্বন আরম্ভ করিয়া পশ্চাৎ সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অবস্থার বা সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম আলম্বনে প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।

সংযমাভ্যাস-সম্বন্ধে উত্তম উপদেশ এই যে, প্রথম যোগী প্রথমতঃ স্থূল

(৬) তস্য সংযমস্য ভূমিষু স্থূলসূক্ষ্মাদিভেদভিন্নেষ্বালম্বনেষু সবিতর্কাদ্যবস্থাসু বা সোপানারোহণন্যায়েন বিনিয়োগঃ কার্য্য ইতি শেষঃ। সংযমেন স্থূলাং পূর্ব্বভূমিং জিত্বা তদুত্তরাং

স্থূল বিষয়ে সংযম প্রয়োগ করিবেন। সেগুলি আয়ত্ত হইলে ক্রমে তদপেক্ষা সূক্ষ্মবিষয়ে সংযম প্রয়োগ করিতে শিখিবেন। অট্টালশিখরারোহণ করিতে হইলে যেমন প্রথমে নিম্নসোপান আক্রম না করিয়া উপরিবর্ত্তী সোপানে আরোহণ করা যায় না, তেমনি, স্থূল আলম্বন জয় না করিয়া সূক্ষ্ম আলম্বনে সমাহিত হওয়া যায় না। স্থূল আলম্বন পরিত্যাগ করিয়া একেবারে সূক্ষ্ম আলম্বন গ্রহণ করিলে সংযম-কার্য্যটী অভ্যস্ত হওয়া দূরে থাকুক, আদৌ তাহাতে ধারণাই হইবে না। সুতরাং ভূমিক্রমে অভ্যাস করিতে হয়, ও শিখিতে হয়। ইতিপূর্ব্বে যে সবিতর্ক, নির্বিতর্ক, সবিচার ও নির্বিচার যোগের উল্লেখ করা হইয়াছে, সেইগুলি এ স্থলে যথাক্রমে সংযম-শিক্ষার পূর্ব্বাপর ভূমি, অর্থাৎ প্রথমাদি অবস্থা বা ক্রমিক আলম্বন বলিয়া জানিবে। প্রথম সবিতর্ক ভূমি। তাহা জয় হইলে নির্বিতর্ক ভূমি, পরে সবিচার, তৎপরে নির্বিচার সমাধি অবলম্বন করা কর্ত্তব্য।

অয়মন্তরঙ্গং পূর্ব্বেভ্যঃ ॥ ৭ ॥

এই সংযম-নামক যোগাঙ্গটী পূর্ব্বোক্ত যমনিয়মাদি যোগাঙ্গ অপেক্ষা সমাধির অন্তরঙ্গ অর্থাৎ সাক্ষাৎ সাধন। যমনিয়মাদির দ্বারা শরীরের জড়তা নিবৃত্তি, ইন্দ্রিয়ের তীক্ষ্ণতা এবং চিত্তের নৈর্ম্মল্য হয়। পরে সংযমের দ্বারা চিত্তকে সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্মতম পদার্থে সমাহিত করা যায়। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত অঙ্গগুলি সমাধির বহিরঙ্গ সাধন, আর সংযম তাহার অন্তরঙ্গ সাধন।

তদপি বহিরঙ্গং নির্বীজস্য ॥ ৮ ॥

সংযম, সমাধির অন্তরঙ্গ উপায় বটে; পরন্তু তাহা নির্বীজ-সমাধির বহিরঙ্গ সাধন। কেননা, উৎকৃষ্ট সম্প্রজ্ঞাতযোগে যে যে নির্ম্মল প্রজ্ঞা স্ফুরিত হয়, তাহা কেবল "নেদং" অর্থাৎ ইহাও নিরুদ্ধ হউক, ইত্যাকার চিরভাবিত ইচ্ছাসংস্কার দ্বারা নিরুদ্ধ হয়। অন্য কিছুতে হয় না। সুতরাং সর্ব্ববৃত্তি নিরোধরূপ নির্বীজ সমাধির পরম্পরা-সাধন সংযম, আর সাক্ষাৎ-সাধন নিরোধ-পরিণাম। নিরোধ-পরিণাম কি? বলা যাইতেছে।—

সূক্ষ্মাং ভূমিং জিগীষেৎ। ন হি স্থূলমসাক্ষাৎকৃত্য সূক্ষ্মং সাক্ষাৎকর্ত্তুং শক্যমিত্যুপদেশঃ।

(৭) অয়ং সংযমঃ ধারণাদিত্রয়ং পূর্ব্বেভ্যঃ পূর্ব্বোক্তাঙ্গেভ্যঃ যমনিয়মাদিভ্যঃ অন্তরঙ্গং সমাধিস্বরূপনিষ্পাদনাৎ সাক্ষাৎসাধনমিত্যর্থঃ। (৮) স চ বহিরঙ্গসাধনং নির্বীজস্য অসম্প্রজ্ঞাতস্য।

ব্যুত্থাননিরোধসংস্কারয়োরভিভবপ্রাদুর্ভাবৌ নিরোধক্ষণচিত্তান্বয়োনিরোধপরিণামঃ ॥ ৯ ॥

চিত্তের ক্ষিপ্তাদি রাজসিক পরিণামের নাম ব্যুত্থান এবং কেবলমাত্র বিশুদ্ধসত্ত্ব-পরিণামের নাম নিরোধ। চিত্তের সম্প্রজ্ঞাত-অবস্থা ও পূর্ব্বোক্ত প্রকারের পরবৈরাগ্য,—এই দুই অবস্থাও যথাক্রমে ব্যুত্থান ও নিরোধ। এই দুই (ব্যুত্থান ও নিরোধ) পরিণামের সংস্কার যখন যথাক্রমে অভিভূত ও প্রাদুর্ভূত হয়, অর্থাৎ ব্যুত্থান-সংস্কার অভিভূত হইয়া নিরোধ-সংস্কার পুষ্ট হইয়া দাঁড়ায়, চিত্ত তখন নিরোধ-নামক অবসরের অনুগত হয়। তাদৃশ আনুগত্যের অর্থাৎ তাদৃশ অবসর (তূষ্ণীম্ভাব) প্রাপ্তির নাম "নিরোধ-পরিণাম।" ইহার বিশদ ব্যাখ্যা এইরূপ:—

যোগী সংযমের দ্বারা বিবিধ ঐশ্বর্য্য ও অলৌকিক ক্ষমতা আহরণ করিতে পারিবেন। পরন্তু কিংবিধ বিষয়ের জন্য কিরূপ সংযম প্রয়োগ করিবেন, তাহা তাঁহার জানা আবশ্যক। কোথায় কিপ্রকার সংযম করিতে হয়, কোন্ সংযমের কি ফল, তাহা জানা না থাকিলে ফললাভ দুর্ঘট হয়। সুতরাং সংযম শিক্ষার পূর্ব্বে সংযমের স্থানগুলি নির্ণয় করিয়া লইতে হয়। এবং বিবিধ চিত্তপরিণাম অর্থাৎ চিত্তের ভিন্ন ভিন্ন বিকারভাবগুলি করামলকবৎ বা প্রত্যক্ষবৎ প্রতীতিযোগ্য করিয়া লইতে হয়। চিত্তসত্ত্ব ব্যুত্থানকালে, নিরোধকালে ও একাগ্রতাকালে কিরূপ অবস্থায় থাকে, কিরূপ ভাবে পরিণত হইতে থাকে, তাহা নিপুণ হইয়া লক্ষ্য করিতে হয়। নিরোধ-

(১) বিশেষোপেক্ষিত্তাত্মাদিতি ব্যুত্থানং সম্প্রজ্ঞাতঃ। নিরুধ্যতে যেন স নিরোধঃ পরং বৈরাগ্যম্। অসম্প্রজ্ঞাত ইতি যাবৎ। অত্র ব্যুত্থানং ক্ষিপ্তমূঢবিক্ষিপ্তমিতি ভূমিত্রয়ম্। নিরোধঃ প্রকৃষ্টসত্ত্বসাত্ত্বিকতয়া চেতসঃ পরিণাম ইতি বার্ত্তিককৃদ্ব্যাখ্যানম্। তাভ্যাং জনিতৌ যৌ সংস্কারৌ তয়োঃ সংস্কারয়োর্বলা যথাক্রমমভিভবপ্রাদুর্ভাবৌ ভবতঃ ব্যুত্থানসংস্কারস্যাভিভবো নিরোধ-সংস্কারস্য চ প্রাদুর্ভাবো ভবতীত্যর্থঃ, তদা চিত্তং নিরোধস্য অসম্প্রজ্ঞাতস্য ক্ষণেন অবসরেণ যুক্তং ভবতি। তস্য চ নিরোধক্ষণচিত্তস্য যঃ অন্বয়ঃ উভয়ানুযায়িতয়া ধর্ম্মিমাত্রস্বরূপেণাবস্থানং স নিরোধপরিণামঃ। অস্য নামান্তরাণি নির্বীজপরিণামঃ সমাধিপরিণামঃ স্থৈর্য্যঞ্চেতি দিক্।

কালের চিত্তাবস্থা জ্ঞাত হওয়া যত আবশ্যক, ব্যুত্থান-কালের চিত্তাবস্থা বা চিত্তপরিণাম সন্ধান করা তত আবশ্যক নহে।

নিরোধ-পরিণামের যথার্থ স্বরূপ কি? অর্থাৎ নির্বীজ-সমাধির সময় চিত্ত কি ভাবে অবস্থিত থাকে? তাহার উপদেশ করা যাইতেছে।

যে কোনও সংস্কার, সমস্তই চিত্ত-ধর্ম্ম এবং চিত্তই তত্তাবতের ধর্ম্মী অর্থাৎ আধার। চিত্ত যখন উত্থানযুক্ত অর্থাৎ বিষয়াকারে পরিণত হইতে থাকে, তখন তাহাতে সেই সেই উত্থানের বা সেই সেই পরিণামের সংস্কার (রেখা, বা দাগ্, ইহা ভবিষ্যৎ পরিণামের বীজ) আহিত হয়। চিত্ত যখন কেবল সম্প্রজ্ঞাত-বৃত্তিতে স্থিতি করে, একাগ্র বা একতান হয়, তখনও চিত্তে তাহার সংস্কার আহিত হয়। তাদৃশ সম্প্রজ্ঞাত-অবস্থাও ব্যুত্থান-মধ্যে গণ্য। কেননা, তখনও বৃত্তি থাকে, নির্বৃত্তি অবস্থা হয় না। চিত্ত যতক্ষণ না নির্বৃত্তিক বা বৃত্তিশূন্য হয়, ততক্ষণ তাহা ব্যুত্থান বলিয়া গণ্য। তাদৃশ সম্প্রজ্ঞাতবৃত্তি বা একাগ্রবৃত্তি অবিশ্রান্তরূপে বা প্রবাহাকারে ছুটিতে (উদিত হইতে) থাকিলে তজ্জনিত সংস্কারও তাহাতে (চিত্তসত্ত্বে) যথাক্রমে জন্মে। সে সংস্কার বা সে স্রোতঃ নিরোধ-পরিণাম ব্যতীত তিরো-হিত বা অভিভূত হয় না। পরবৈরাগ্যাভ্যাস দ্বারা যখন ব্যুত্থান-সংস্কার অভিভূত হয়, তিরোহিত হয়, নিঃশক্তি অথবা বিলীন হইয়া যায়, নিরোধ-সংস্কার তখন প্রবল বা পুষ্ট হইয়া দাঁড়ায়। চিত্ত এই সময়ে পূর্ব্বসঞ্চিত ব্যুত্থানসংস্কার হইতে অবসৃত হইয়া, কেবল নিরোধ-সংস্কার লইয়া, অবস্থিত থাকে। "নিরোধ-সংস্কার লইয়া অবস্থিত থাকে"—এ কথার তাৎপর্য্য এই যে, চিত্ত তখন নির্বৃত্তিক অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া স্বকীয় স্বরূপে অর্থাৎ সত্তামাত্রে স্থিত থাকে। চিত্তের তদ্রূপ অবস্থিতি স্থায়ী হইলেই নিরোধ-পরিণাম নামে উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই নিরোধ-অবস্থা অবশ্যই পরিণামবিশেষ। সেই কারণে উহার অন্বর্থ নাম নিরোধ-পরিণাম। চিত্ত যখন গুণময়, অর্থাৎ প্রাকৃতিক, তখন তাহা যতদিন থাকিবে, ততদিন সে পরিণত হইবেই হইবে। প্রকৃতির স্বভাব এই যে, সে ক্ষণকালও পরিণত না হইয়া থাকিতে পারে না। সুতরাং যাহাকে নিরোধ বলিলাম, নির্বৃত্তিক অবস্থা বলিলাম, বস্তুতঃ তাহাও একপ্রকার পরিণাম। কেননা, চিত্ত তখনও পরিণত

হয়। তবে কি না, তাহা স্বরূপেরই অনুরূপ। তাদৃশ স্বরূপ-পরিণামের অন্য নাম স্থৈর্য্য। চিত্ত স্থির হইয়াছে, এ কথা বলিলে কি বুঝিতে হইবে? কোন পরিণাম হইতেছে না, এরূপ না বুঝিয়া, বিষয়াকারে পরিণত হইতেছে না, স্বরূপ পরিণামে অবস্থিত আছে, এইরূপই বুঝিতে হইবে। এতাবতা সিদ্ধান্ত হইল, চিত্তের স্থৈর্য্য অথবা নির্বৃত্তিক অবস্থাই নিরোধ-পরিণাম। সংস্কারসম্বন্ধে অন্য এক নিয়ম এই যে, চিত্তে অবিচ্ছেদে দুই তিন বার যে বৃত্তি উদিত হয়, সেই বৃত্তির সংস্কার তাহাতে অঙ্কিত হয়। বার বার বহুবার উত্থাপিত করিলে তাহার একটী প্রবল স্রোত চিত্তে থাকিয়া যায়। সুতরাং চিত্তকে বার বার বহুবার নিরুদ্ধ অর্থাৎ বৃত্তিশূন্য করিতে পারিলে তজ্জনিত সংস্কারও দৃঢ় হইবে, ক্রমে তাহা হইতেই চিত্তের বৃত্তি-শূন্যতা বা নিরোধস্রোতঃ স্থায়ী হইবে।

তস্য প্রশান্তবাহিতা সংস্কারাৎ ॥১০॥

সংস্কার দৃঢ় হইলেই তৎপ্রভাবে তাহার অর্থাৎ নিরোধ-পরিণামের প্রশান্ত-বাহিতা বা স্থৈর্য্য-প্রবাহ জন্মে।

অবিচ্ছেদে কিছুকাল ও কিছুবার নিরোধ-পরিণাম উৎপাদন করিতে পারিলে চিত্তে তজ্জনিত সংস্কার আবদ্ধ হয়। সেই সংস্কার তখন তদ্রূপ পরিণামের প্রবাহ বা স্রোত জন্মায়। যোগীরা সেই স্রোতকে বা নিরোধ-পরিণামের প্রবাহকে "স্থৈর্য্য" বলিয়া উল্লেখ করেন। যোগাবস্থায় এতদ্ভিন্ন অন্য একপ্রকার পরিণাম হইয়া থাকে, তাহার অন্য নাম সমাধি-পরিণাম। সমাধি-পরিণাম কি? বলা যাইতেছে।—

সর্ব্বার্থতৈকাগ্রতয়োঃ ক্ষয়োদয়ৌ চিত্তস্য সমাধিপরিণামঃ ॥১১॥

(১০) সংস্কারাৎ নিরোধবাসনাপ্রচয়াৎ তস্য নিরস্তসমস্তব্যুত্থানসংস্কারমলস্য চিত্তস্য প্রশান্তবাহিতা সদৃশপরিণামিতা নিরোধসংস্কারপরম্পরামাত্রবাহিতা বা ভবতি। অয়মেব নিরোধঃ স্থৈর্য্যমিত্যুচ্যতে।

(১১) সর্ব্বার্থতা নানাবিধার্থগ্রাহিতা চিত্তস্য বিক্ষেপরূপো ধর্ম্ম ইতি যাবৎ। একাগ্রতা একস্মিন্নেবালম্বনে সদৃশপরিণামিতা। এতয়োর্যদা যথাক্রমং ক্ষয়োদয়ৌ প্রথমোক্তস্য ধর্ম্মস্যাহত্য-ন্তাভিভবো দ্বিতীয়স্য চ প্রাদুর্ভাবস্তদা চিত্তস্য সমাধিপরিণামো ভবতি।

চিত্তের সর্ব্বার্থতার অর্থাৎ বহুবস্তুবিষয়ক বহুপ্রকার বৃত্তি হওয়া রহিত হইয়া, একাগ্রতার অর্থাৎ একবস্তুবিষয়ক একটীমাত্র প্রবাহাকারা বৃত্তি উদিত থাকিলে তাহা "সমাধিপরিণাম" নামে উক্ত হয়।

চিত্ত যে চঞ্চলস্বভাবতা হেতু সর্ব্ববিষয়ে অর্থাৎ বিবিধ বিষয়ে গমন করে, ক্ষণকালও এক নির্দ্দিষ্ট বিষয়ে স্থির থাকিতে পারে না, তাহাই তাহার সর্ব্বার্থতা-নামক স্বধর্ম্ম। অপিচ, অভ্যাস দ্বারা যে, কথন কথন তাহার এক বিষয়ে বা এক বস্তুতে অবস্থিতি হয়, তাহাও তাহার স্বধর্ম্ম। সুতরাং চিত্তের সর্ব্বার্থতা ও একাগ্রতা—এই দ্বিবিধ ধর্ম্ম, গুণ বা স্বভাব আছে। ইহার মধ্যে, প্রথমোক্ত ধর্ম্মটী যখন (অভ্যাস দ্বারা) অত্যন্ত অভিভূত হয় এবং দ্বিতীয় ধর্ম্মটী যখন উদাররূপে অভিব্যক্ত হয়, তখন সেই উদারভাবে অভিব্যক্ত একাকারা চিত্তবৃত্তি (একবস্তুবিষয়ক একাকার চিত্ত-পরিণামটী) "সমাধি-পরিণাম" নামে উক্ত হয়। একাগ্রতাপরিণাম-নামক অন্য একপ্রকার পরিণামও হয়। তাহার লক্ষণ এইরূপ—

শান্তোদিতৌ তুল্যপ্রত্যয়ৌ চিত্তস্যৈকাগ্রতাপরিণামঃ ॥ ১২ ॥

তুল্যাকারের দুই প্রত্যয় অর্থাৎ একবস্তুবিষয়ক সমান দুইটী বৃত্তি যদি যথাক্রমে উপশান্ত ও উদিত হয়, প্রথমটী নষ্ট হইতে না হইতেই যদি ঠিক্ তত্তুল্য অন্য বৃত্তিটী উদিত হয়, তাহা হইলে তাহা "একাগ্রতা-পরিণাম" বলিয়া গণ্য হইবে।

কোন এক ধ্যেয় বস্তু অবলম্বন করিলে প্রথম যে তদাকারা মনোবৃত্তি জন্মে, তাহা লুপ্ত হইতে না হইতে যদি পুনর্ব্বার তদাকারা বৃত্তি জন্মে, তাহা হইলে সেই সংলগ্নভাবে উৎপন্ন (অতীত ও বর্ত্তমান অর্থাৎ লুপ্ত ও জাজ্বল্যমান) বৃত্তিদ্বয়কে "একাগ্রতা-পরিণাম" বলিয়া জানিবে। এই একাগ্রতা

---

(১২) শান্তঃ অতীতঃ। উদিতঃ বর্ত্তমানঃ। তুল্যৌ একবিষয়ত্বেন সদৃশৌ। যর্হি চিত্তস্য শান্তোদিতৌ তুল্যৌ প্রত্যয়ৌ ক্রমেণ ভবতস্তদা তস্যৈকাগ্রতাপরিণামঃ সিধ্যতি। অবিচ্ছেদেনৈকবিষয়কং বৃত্তিদ্বয়মেকাগ্রতাখ্যঃ পরিণাম ইতি তল্লক্ষণম্। ইয়মেকাগ্রতা দ্বাদশগুণা চেৎ ধারণা। তদ্দ্বাদশগুণং ধ্যানম্। তদ্দ্বাদশগুণঃ সমাধিঃ। তদ্দ্বাদশগুণঃ সম্প্রজ্ঞাতো যোগ ইতি ভেদঃ।

যদি অবিচ্ছেদে দ্বাদশগুণিত হয়, তাহা হইলে, সেই দ্বাদশগুণিত একাগ্রতা "ধারণা" বলিয়া ব্যাখ্যাত হইবে। ধারণা অনন্তরিতভাবে দ্বাদশগুণিত হইয়া স্থায়ী হইলে তাহা "ধ্যান", ধ্যানের দ্বাদশগুণে "সমাধি", এবং সমাধির দ্বাদশগুণে "সম্প্রজ্ঞাতযোগ" নিষ্পন্ন হইয়া থাকে।

এক নিমেষের চারি ভাগের এক ভাগের নাম ক্ষণ। যে কোন মনোবৃত্তি হউক, কোনটীই তিন ক্ষণের অধিক স্থায়ী হয় না। সুতরাং এক বৃত্তির পরে তৎসদৃশ অন্য বৃত্তি উদিত হইলে, তদুভয়ের স্থিতিকালের সঙ্কলন ৬ ক্ষণ। ৬কে দ্বাদশগুণ করিলে ৭২। ৭২কে ১২ গুণ করিলে ৮৬৪। ইহাকে ১২ গুণ করিলে ১০৩৮০, এবং ইহাকে ১২ গুণ করিলে ১২৪৫৬০ ক্ষণ হয়। এখন বিবেচনা কর, বৃত্তিপ্রবাহ স্থির রাখিতে বা সমাধি আনিতে কত সময় লাগে। কোন কোন যোগী বলেন, ১০ পল-পরিমিত কালের নাম ক্ষণ। এতন্মতে বৃত্তিপ্রবাহের স্থিতিকাল আরও অধিক।

এতেন ভূতেন্দ্রিয়েষু ধর্ম্মলক্ষণাবস্থাপরিণামা ব্যাখ্যাতাঃ ॥ ১৩ ॥

প্রত্যেক ভূতে ও প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ে যে ধর্ম্ম, লক্ষণ ও অবস্থা—এই তিনপ্রকার পরিণাম বিদ্যমান আছে, তাহা উক্ত চিত্তপরিণামবর্ণনের দ্বারাই বর্ণিত হইয়াছে, বুঝিতে হইবে।

চিত্তের যেমন নিরোধ, সমাধি ও একাগ্রতা,—এই ত্রিবিধ পরিণাম আছে, তেমনি, পৃথিব্যাদি ভূতে ও ইন্দ্রিয়াদি ভৌতিক-বস্তুতে ধর্ম্ম, লক্ষণ ও অবস্থা—এই তিনপ্রকার পরিণাম আছে। ধর্ম্ম-পরিণাম কিরূপ? তাহা বলা যাইতেছে। মৃত্তিকারূপ ধর্ম্মীর পিণ্ডরূপ ধর্ম্ম অন্যথা হইয়া

(১৩) এতেন চিত্তপরিণামকথনেন ভূতেষু পৃথিব্যাদিষু ইন্দ্রিয়েষু চ চক্ষুরাদিষু যে ধর্ম্মলক্ষণা লক্ষণলক্ষণাঃ অবস্থালক্ষণাশ্চ পরিণামাঃ সন্তি তেঽপি ব্যাখ্যাতাঃ কথিতাঃ। তথাহি—মৃল্লক্ষণস্য ধর্ম্মিণঃ পিণ্ডরূপধর্ম্মপরিত্যাগেন ঘটরূপধর্ম্মান্তরোৎপত্তির্ধর্ম্মপরিণামঃ। লক্ষয়তি কার্য্যরূপং ধর্ম্মং ব্যাবর্ত্তয়তীতি লক্ষণং কালত্রয়ম্। তচ্চ কালত্রয়ং অতীতোঽধ্বা বর্ত্তমানোঽধ্বাঽনাগতোঽধ্বা চেতি ক্রমাদুচ্যতে। তত্র যো ঘটস্যানাগতাধ্বপরিত্যাগেন বর্ত্তমানাধ্বপ্রবেশস্তৎপরিত্যাগেন চাতীতাধ্বপরিগ্রহঃ স তস্য লক্ষণপরিণামঃ। এবং লক্ষণপরিণামস্য তদবচ্ছিন্নধর্ম্মস্য যা যা নবত্বপুরাতনত্বাদিব্যবহারহেতুতা সাঽবস্থাপরিণামঃ। এবঞ্চাত্র প্রতিক্ষণপরিণামিনো ভাবা ঋতে চিতিশক্তিমিতি যোগশাস্ত্রমতম্।

যাওয়ার পর যে ঘটাকার ধর্ম্ম আবির্ভূত হয়, তাহা "ধর্ম্মপরিণাম"। "লক্ষণ-পরিণাম" অর্থাৎ কালিক-পরিণাম। কাল তিনপ্রকার। অতীত, বর্ত্তমান, ও অনাগত অর্থাৎ ভবিষ্যৎ। প্রত্যেক বস্তুই অতীতকাল বা অতীত সোপান অতিক্রম করিয়া বর্ত্তমান কালে বা বর্ত্তমান সোপানে আইসে, এবং বর্ত্তমান সোপান পরিত্যাগ করিয়া অনাগত অর্থাৎ ভবিষ্যৎ সোপানে যায়। এতদ্বিধ কালিক-পরিণামের নাম লক্ষণ-পরিণাম। বস্তু যখন অতীত সোপানে থাকে, তখন তাহার স্বরূপ একপ্রকার থাকে। বর্ত্তমান সোপানে আসিলে তাহার সে স্বরূপ থাকে না। অন্য একপ্রকার হইয়া যায়। আবার তাহা যখন ভবিষ্যদ্‌গর্ভে প্রবেশ করে, তখন আবার তাহাও থাকে না, পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। এতদনুসারেই আমরা গৃহাদির নূতনত্ব ও পুরাতনত্ব প্রভৃতি আবস্থিক ব্যবহার সম্পন্ন করিয়া থাকি। এতদ্বিধ পরিবর্ত্তনরূপ পরিণামের নাম "অবস্থা-পরিণাম।" চিৎ শক্তি অর্থাৎ পুরুষ ব্যতীত অন্য যে কিছু বস্তু, সমস্তই এতদ্বিধ পরিণামত্রয়ের অধীন জানিবে। (শ্বেতদ্বীপবাসী আধুনিক পণ্ডিতেরা যে বস্তুর Solid, Liquid or Gas—অবস্থাত্রয় থাকা বর্ণন করেন, তাহা তদপেক্ষা অনেক স্থূল অর্থাৎ মোটা কথা বলিয়া বোধ হয়।)

শান্তোদিতাব্যপদেশ্যধর্ম্মানুপাতী ধর্ম্মী ॥ ১৪ ॥

যাহা ধর্ম্মের বা শক্তিবিশেষের আশ্রয়, তাহার নাম ধর্ম্মী। প্রত্যেক

---

(১৪) শান্তাঃ কৃতব্যাপারা অতীতাঃ। উদিতাঃ ব্যাপারাবিষ্টা বর্ত্তমানাঃ। অব্যপদেশ্যাঃ শক্তিরূপেণ ধর্ম্মিষু স্থিতা অনাগতাঃ। এতে পুনরত্যন্তসূক্ষ্মতয়া ধর্ম্মিণো ধর্ম্মান্তরাদ্বা ভেদেন ব্যপদেষ্টুমশক্যাঃ। তদমুকমিতি নামগ্রাহং বর্ণয়িতুমশক্যা ইত্যর্থঃ। এতস্মাচ্চ কারণাৎ সর্ব্বং কার্য্যং কারণে শক্তিরূপেণাবস্থিতত্বাদব্যপদেশ্যং কারণমাত্রসম্ভাবিতঞ্চেতি চ সর্ব্বং কারণং সর্ব্ব-কার্য্যশক্তিমদিত্যনুমীয়তে। দৃশ্যতে হি দাবদগ্ধবেত্রবীজাৎ কদলীকাণ্ডোৎপত্তিঃ। ন হি তত্রা-সত উদ্ভবঃ সম্ভবতি। দেশকালাকৃতকর্ম্মাদীনামভিব্যঞ্জকানাং বৈচিত্র্যাদেব কচিৎ কিঞ্চিদুদ্ভ-বতি কিঞ্চিচ্চ নোদ্ভবতীতি কার্য্যকারণব্যবস্থায়াঃ স্থিতির্দৃঢ়ায়তে। যোগিনাস্তু দেশাদিপ্রতি-বন্ধকাভাবাৎ সর্ব্বস্মাদেব সর্ব্বসমুদ্ভবঃ প্রখ্যায়তে। অতো নাত্র বিবদিতব্যম্। তানেতান্ শান্তো-দিতাব্যপদেশ্যান্ ধর্ম্মান্ যোগ্যতাবচ্ছিন্নাঃ শক্তীরনিশং ঘটীযন্ত্রবদনুপততি অন্বেতি যঃ সোঽনু-পাতী ধর্ম্মীত্যনুভূয়তাম্। যথা মৃৎসুবর্ণাদিশ্চূর্ণপিণ্ডঘটরুচকাদ্যন্বয়ী তথাত্মাঽপীতি দ্রষ্টব্যম্।

ধর্ম্মী অর্থাৎ প্রত্যেক প্রাকৃতিক দ্রব্যই শান্ত, উদিত ও অব্যপদেশ্য,—এই তিনপ্রকার ধর্ম্মে অন্বিত। এই কয়েকটী কথার বিস্তৃত ব্যাখ্যা এইরূপঃ—

বস্তুর যে ধর্ম্ম বা যে শক্তি আপনার কার্য্য শেষ করিয়া অথবা আপন ব্যাপার পূর্ণ করিয়া অস্তমিত হইয়াছে, সে ধর্ম্মের নাম শান্ত-ধর্ম্ম। যেমন ঘটের ভঙ্গ (ভাঙ্গিয়া যাওয়া), এবং বীজের অঙ্কুর, ইত্যাদি। বীজ আপনার অঙ্কুররূপ কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া অস্তমিত হইয়াছে; অর্থাৎ সে, অঙ্কুর হইবার পূর্ব্বে বীজ ছিল, কিন্তু এখন আর সে বীজ নাই, এখন সে অঙ্কুর সুতরাং বীজ উপশান্ত হইয়াছে (নষ্ট হইয়াছে বা পচিয়া গিয়াছে)। এইরূপ, ঘট বা ঘটশক্তিও আপনার জলাহরণাদি কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া ধর্ম্মান্তর প্রাপ্ত হইয়াছে; অর্থাৎ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, কিংবা জীর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে। সুতরাং এখন আর সে ঘট নাই, সে এখন কতকগুলি খোলা অর্থাৎ মৃত্তিকাখণ্ডমাত্র। অতএব, অঙ্কুরের শান্তধর্ম্ম বীজ, মৃত্তিকাখণ্ডের শান্তধর্ম্ম ঘট। এইরূপ ঘটকালে ঘটকে, বীজকালে বীজকে, মৃত্তিকাখণ্ডের কালে মৃত্তিকাখণ্ডকে, অঙ্কুরকালে অঙ্কুরকে উদিত, বা বর্ত্তমানধর্ম্ম বলিয়া জানিবে। বর্ত্তমানধর্ম্ম-বর্ত্তমানে তন্মধ্যে অন্য একপ্রকার ধর্ম্ম বা কার্য্যশক্তি লুক্কায়িত থাকে, যাহা থাকাতে সে অন্যথাপন্ন বা পরিবর্ত্তিত হয়। তাহা তখন অনাগত সোপানে অদৃশ্য থাকে এবং সে ধর্ম্ম বা সে শক্তি অব্যপদেশ্য অর্থাৎ নির্দ্দিষ্টনামশূন্য, অথবা তাহাকে নির্নামক-শক্তি বলিয়া নির্ণয় করিবে। এই অনাগত ও অব্যপদেশ্য ধর্ম্ম, আর কারণের কার্য্যশক্তি, তুল্যার্থ; অর্থাৎ বস্তুর ভবিষ্যৎকার্য্যজননশক্তিই অব্যপদেশ্য ধর্ম্ম। এই অব্যপদেশ্য ধর্ম্ম বা অনাগত কার্য্যশক্তি এত সূক্ষ্ম যে, তাহা অযোগী অবস্থায় কোনক্রমেই বোধগম্য করা যায় না। মনে কর, একটী বটবীজ দেখিলে। তখন তাহার উদিতধর্ম্ম অর্থাৎ বীজভাব চলিতেছে। কিন্তু সেই বীজে যে বৃক্ষ আছে,* তাহা কি কেহ জানিতে পারে? তাহা পারে না। কেন পারে না? না তাহা তখন শক্তিরূপে অনাগত-সোপানে অদৃশ্য থাকে; তাই জানিতে পারে না। প্রত্যেক জন্যবস্তুই স্ব স্ব জনকের অভ্যন্তরে লুক্কায়িত থাকে; কাল ও আকর

* বীজ বৃক্ষেরই একাংশ। তাহাতে তখন কি কি শক্তি আছে ও না আছে, তাহা কোন্ অযোগী ব্যক্তি নির্ণয় করিতে পারে?

প্রভৃতি সহকারী কারণ মিলিত না হওয়া পর্য্যন্ত একই ভাবে অবস্থিত থাকে। সুতরাং সমস্তই সমস্তের কারণ ও সমস্তই সমস্তের কার্য্য, এ কথা অসম্ভব নহে। তুমি যে-কোন বস্তুর উল্লেখ করিবে, সমস্তই কারণও বটে, কার্য্যও বটে। বীজ অঙ্কুরের কারণ বটে, অঙ্কুরও বীজের কারণ বটে। দ্বিতীয় কথা এই যে, সকল বস্তু হইতেই সকল বস্তুর আবির্ভাব-সম্ভাবনা আছে। বেত্রবীজ হইতে বেত্রের আবির্ভাব, মৃত্তিকার আবির্ভাব ও কদলীবৃক্ষের আবির্ভাব,—এই ত্রিবিধ আবির্ভাব দৃষ্ট হইয়া থাকে। অন্যবিধ আবির্ভাব-শক্তি থাকিতেও পারে, তাহা তদ্দৃষ্টে অনুমান করা যাইতে পারে। কিরূপ দেশ, কিরূপ কাল ও কিরূপ ক্রিয়ার সংযোগে কোন্ দ্রব্য হইতে কখন কি কার্য্য আবির্ভূত হয়, তাহা কে বলিতে পারে? কিরূপ কারণ উপলক্ষ্য করিয়া কখন কোন্ শক্তি অভিব্যক্ত হয়, তাহা কে নিশ্চয় করিতে পারে? ফল, সকল বস্তুতেই সকল শক্তি লুক্কায়িত বা অনভিব্যক্ত আছে। উপযুক্ত কাল, উপযুক্ত দেশ ও উপযুক্ত ক্রিয়া মিলিত হইলে তৎপ্রভাবে তাহা অভিব্যক্ত হয়, আবির্ভূত বা কার্য্যরূপে প্রকাশ পায়। ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য হইবে যে, কার্য্য-অভিব্যক্তির অর্থাৎ কারণ হইতে কার্য্য-আবির্ভাবের কারণ কূট কাল ও ক্রিয়া প্রভৃতির বৈচিত্র্য। সুতরাং সর্ব্বত্রই সর্ব্বশক্তি থাকিলেও দেশভেদে, কালভেদে ও ক্রিয়াভেদে কখন কোথাও কিছু হয়, কখন বা কোথাও কিছু হয় না। বেত্রবীজ দাবানলদগ্ধ হইলে তাহা হইতে কদলীবৃক্ষ আবির্ভূত হয়, অন্যপ্রকারও হয়। কুঙ্কুম কাশ্মীরাদি দেশেই আবির্ভূত হয়, অন্যত্র হয় না। গ্রীষ্মকালেই জন্মে, অন্যকালে জন্মে না। মনুষ্যোচিত ক্রিয়াদি সংঘটিত হয় না বলিয়াই মৃগী, মৃগ ভিন্ন, মনুষ্য প্রসব করে না। পরন্তু যদি তাহাতে মনুষ্যোচিত ক্রিয়াদি সংঘটিত হয় ত তদ্গর্ভে মানুষ না হইবার কোন পুষ্কল কারণ নাই। প্রসিদ্ধি আছে, পুরা কালের একটী মৃগী মনুষ্যোচিত ক্রিয়ায় আক্রান্তা হইয়া মনুষ্যবালক প্রসব করিয়াছিল। বালকের নাম ঋষ্যশৃঙ্গ। যোগীরা সেই সকল দেখিয়া শুনিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন যে, সকল দ্রব্যই সর্ব্বশক্তির আশ্রয়; পরন্তু তাহার অভিব্যক্তি দেশ, কাল, আকর ও ক্রিয়া প্রভৃতি নিমিত্ত-নিচয়ের অধীন। সুতরাং দেশকালাদির ব্যভিচার না হইলেই কার্য্যকারণভাব স্থির থাকে, অন্যথা অন্যপ্রকার হইয়া পড়ে। সেই অন্য

প্রকারকে বা ব্যভিচারোৎপন্ন কার্য্যনিচয়কে লোকে অদ্ভুত বলিয়া ব্যাখ্যা করে, পরন্তু প্রকৃত অদ্ভুত নাই। যাঁহারা যোগী, তাঁহাদের দৃঢ়সঙ্কল্পের নিকট দেশাদির প্রতিবন্ধকতা থাকে না, সেই জন্যই তাঁহারা সঙ্কল্প হইতে সকল আবির্ভাব করিতে পারেন।

ক্রমান্যত্বং পরিণামান্যত্বে হেতুঃ ॥ ১৫ ॥

পরিণামের ভিন্নতার প্রতি পরিণামক্রমের ভিন্নতা থাকাই কারণ, ইহা পরিজ্ঞাত হওয়া গিয়াছে। বস্তুতঃ কার্য্যদ্রব্য এক; পরন্তু সেই একই কার্য্যদ্রব্য বিভিন্ন পরিণাম প্রাপ্ত হইয়া বিভিন্ন আখ্যা প্রাপ্ত হয়, ইহা পরিণামের ক্রম অর্থাৎ পৌর্ব্বাপৌর্য্যব্যবস্থা দেখিয়াই জানা যায়। ভাবিয়া দেখ, প্রথমতঃ মৃৎকণা, তৎপরে তাহার পিণ্ডভাব, তৎপরিণামে কপাল ও কপালিকা, পশ্চাৎ তাহা হইতে এক অপূর্ব্ব বা অভিনব ঘট জন্মে। আবার, ক্রমে তাহা জীর্ণ হয়, তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী অবয়ব বিশ্লিষ্ট হয়, যে মৃৎকণা সেই মৃৎকণা হয়। কাযে কাযেই বলিতে হয়, মৃত্তিকা এক; পরন্তু তাহা বহুপরিণামী। এক মৃত্তিকাই প্রতিক্ষণে পরিবর্ত্তিত বা পরিণত হইয়া বিবিধ আকার ও আখ্যা প্রাপ্ত হয়, তাহাতে সংশয় নাই। মৃত্তিকা যেমন বহুপরিণামস্বভাব, অন্যান্য ভূতও সেইরূপ ক্ষণপরিণামী ও বহুপরিণামী। সুতরাং সে সম্বন্ধে অধিক বলা বাহুল্য। ফল, যে-কিছু প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক বস্তু, সে সমস্তই বহুপরিণামীও বটে, ক্ষণপরিণামীও বটে। বস্তু প্রতিক্ষণেই অবস্থান্তরিত

---

(১৫) ধর্ম্মাণাং যঃ ক্রমঃ নিয়তপূর্ব্ববর্ত্তিতা পৌর্ব্বাপর্য্যং বা তস্য যৎ অন্যত্বং ভেদঃ বহুবিধত্বমিতি যাবৎ, তদেব পরিণামস্য প্রোক্তলক্ষণস্য অন্যত্বে নানাবিধত্বে হেতুঃ গমকম্। মৃৎকণাস্তো মৃৎপিণ্ডস্ততঃ কপালানি তেভ্যশ্চ ঘটাঃ ইত্যেবংরূপেণ নিয়তেনৈব ক্রমেণ সর্ব্বাণি দ্রব্যাণি ব্যাপারযোগাৎ প্রতিক্ষণং পরিণমন্ত ইতি পরিণামানামেব ভেদো ন তু দ্রব্যাণাম। এতচ্চ কচিদ্দৃষ্ট্যং কচিচ্চানুমাতব্যম্। বাহ্যবস্তুবৎ চিত্তমপি বহুপরিণামি। তত্র চ কেচিৎ পরিণামাশ্চিত্তস্য কামসুখাদয়ঃ প্রত্যক্ষেণৈবোপলভ্যন্তে কেচিচ্চানুমানগম্যাস্তিষ্ঠন্তি। অনুমানগম্যাশ্চিত্তধর্ম্মাঃ সপ্ত ইত্যুক্তম্। তথাহি—"নিরোধঃ কর্ম্ম সংস্কারাঃ পরিণামোঽথ জীবনম্। চেষ্টা শক্তিশ্চ চিত্তস্য ধর্ম্মা দর্শনবর্জ্জিতাঃ ॥" দর্শন-বর্জ্জিতাঃ পরোক্ষাঃ। কর্ম্ম পাপপুণ্যনামধেয়মপূর্ব্বম্। জীবনং প্রাণধারণম্। চেষ্টা ক্রিয়া। শক্তিঃ কার্য্যাণাং সূক্ষ্মাবস্থা ইতি শ্লোকপদানামর্থঃ। পরিণামভেদস্য কারণং ক্রমভেদঃ ন তু বস্তু। বস্তু মৃত্তিকা, তৎপরিণামা ঘটাদয়ঃ।

বা পরিণতিপ্রাপ্ত হইতেছে, কিন্তু তাহা পরিণামক্ষণে বুঝা যায় না। কিছু কাল অতীত হইলেই তাহা সহজে বোধগম্য হয়। জীর্ণ বা পুরাতন নামক অবস্থা ক্ষণপরিণামিতা বুঝিবার প্রধান স্থল। কুশূল-(গোলা)-স্থাপিত ধান্য দশ বৎসর পরে হস্তাবমর্দ্দনে গুঁড়া হয়। ক্ষণপরিণাম ব্যতীত তাহার তাদৃশ পরিণাম এক ক্ষণে বা একদিনে হয় নাই। কুশূল-রক্ষিত ধান্যের ন্যায় প্রত্যেক দ্রব্যই অল্পে অল্পে ও ক্ষণে ক্ষণে সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মরূপে অন্যথা হইতেছে; সূক্ষ্মতা-হেতু তাহা তখন অনুভূত হইতেছে না।

বাহ্যবস্তুর ন্যায় আভ্যন্তর বস্তু অর্থাৎ চিত্তসত্ত্বও বহুপরিণামী ও ক্ষণপরিণামী। কেননা, চিত্তও প্রতিক্ষণে পরিবর্ত্তিত বা প্রতিক্ষণে ভিন্নভাব ধারণ করিতেছে। তন্মধ্যে নিরোধপরিণাম, কর্ম্মপরিণাম অর্থাৎ পাপ আর পুণ্য, কর্ম্মজন্য সংস্কারপরিণাম, ক্ষণপরিণামিতা, জীবনপরিণাম, ক্রিয়াপরিণাম ও শক্তিপরিণাম অর্থাৎ ভবিষ্যৎ পরিণামের সূক্ষ্মাবস্থা, এই সাতপ্রকার পরিণাম সাক্ষাৎসম্বন্ধে অনুভূত হয় না। এতদ্ভিন্ন সুখ, দুঃখ, কাম, ক্রোধ প্রভৃতি অন্য যে কোন পরিণাম,—সমস্তই জীবের সাক্ষাৎ অনুভূত হইয়া থাকে।

বস্তুমাত্রেই ক্ষণপরিণামী এবং তাহা ত্রিবিধ-পরিণামযুক্ত,—যোগী ইহা অশেষবিশেষ প্রকারে জ্ঞাত হইবেন। জ্ঞাত হইয়া তাহাতে সংযম প্রয়োগ করিবেন। করিলে কি ফল হইবে, তাহা বলা যাইতেছে।—

পরিণামত্রয়সংযমাদতীতানাগতজ্ঞানম্ ॥ ১৬ ॥

বস্তুর ত্রিবিধ পরিণামের প্রতি অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্ম, লক্ষণ ও অবস্থা পরিণামের উপর সংযম প্রয়োগ করিবেন। অগ্রে চিত্তধারণ, পরে ধ্যানপ্রবাহ, তৎপরে তাহাতে সমাধি অর্থাৎ উৎকট একাগ্রতা প্রয়োগ করিবেন। করিলে, তাঁহার পূর্ব্ববৃত্তান্ত প্রত্যক্ষবৎ প্রতিভাত হইবে।

শব্দার্থপ্রত্যয়ানামিতরেতরাধ্যাসাৎ সঙ্করস্তৎ-
প্রবিভাগসংযমাৎ সর্ব্বভূতরুতজ্ঞানম্ ॥ ১৭ ॥

---

(১৬) অস্মিন্ ধর্ম্মিণ্যয়ং ধর্ম্ম ইদং লক্ষণমিয়মবস্থা চেত্যয়কানাগতাদধ্বনঃ সমেত্য বর্ত্তমানেঽধ্বনি তিষ্ঠন্নতীতাধ্বনি প্রবিশতীত্যেবং পরিণামত্রয়ে পরিহৃতবিক্ষেপতয়া যদা সংযমং করোতি তদা তস্য যৎ কিঞ্চিদতিক্রান্তমনুৎপন্নং বা তৎ সর্ব্বং যোগী জানাতীত্যর্থঃ।

(১৭) শব্দঃ পদরূপো বাক্যরূপশ্চ বাগিন্দ্রিয়েণোৎপদ্যমানঃ শ্রোত্রগ্রাহ্যঃ। অর্থঃ

শব্দ, অর্থ, শব্দশ্রবণ—ত্রিতয়জাত প্রত্যয় (বৃত্তি বা জ্ঞান) পরস্পর বিভিন্ন বা পৃথক্। পরন্তু ব্যবহারকালে লোক উক্ত তিন পদার্থকে পৃথক্ করিয়া ব্যবহার করে না, অবিভক্ত বা একরূপেই ব্যবহার করে। এই শব্দ, এতদ্বোধ্য অর্থ (বস্তু) অমুক, এতদবগাহিত জ্ঞান এইরূপ,—এ সকল বিভাগ অনুসন্ধান করে না বলিয়াই লোকের শব্দ-জ্ঞান-ব্যবহার সঙ্কীর্ণ হয়। একপ্রকার বস্তুতে অন্যপ্রকার বুদ্ধি উৎপাদন করিলে তাহাকে অধ্যাস বলে। অধ্যাস হইলেও তাহার সঙ্কীর্ণতা হয়। এবং সজাতীয়ের সহিত বিজাতীয়ের আরোপ বা সংসর্গ হইলেও তাহাকে সঙ্কর বলে। যোগী যদি প্রত্যেক উচ্চারিত শব্দের তাদৃশ সঙ্কীর্ণতা ভঙ্গ করেন, অর্থাৎ শব্দ, অর্থ ও প্রত্যয়—এই ত্রিবিধ বিভাগ অনুসন্ধানপূর্ব্বক বা জ্ঞানপূর্ব্বক তৎপ্রতি সংযম প্রয়োগ করেন, তাহা হইলে তিনি প্রাণিমাত্রের উচ্চারিত-শব্দের অভিপ্রায় অবগত হইতে পারেন। মনুষ্যোচিত শব্দে মনঃসংযম অভ্যাস করিয়া, পাশব-শব্দে সংযমপ্রয়োগ শিক্ষা করেন। করিয়া, পাশব শব্দের মর্ম্মও জানেন। এই পশু এখন এই অভিপ্রায়ে এতদ্বিধ শব্দ উচ্চারণ করিতেছে, ইহা তাঁহারা তদুচ্চারিত শব্দে মনঃসংযম করিবামাত্র বুঝিতে পারেন।

সংস্কারসাক্ষাৎকরণাৎ পূর্ব্বজাতিজ্ঞানম্ ॥ ১৮ ॥

সংযম দ্বারা যখন চিত্তস্থ সঞ্চিত কর্ম্মসংস্কার (ধর্ম্মাধর্ম্ম বা পাপপুণ্য)

তদ্বাচ্যো জাতিগুণক্রিয়াদিঃ। প্রত্যয়ঃ তদাকারা বুদ্ধিঃ। ভিন্নানামপ্যেতেষাং ব্যবহারকালে ইতরেতরাধ্যাসাৎ বুদ্ধ্যৈকরূপতাসম্পাদনাদস্তি সঙ্করঃ সঙ্কীর্ণত্বম্। ন হি কশ্চিৎ গামানয়েত্যুক্তে গোলক্ষণমর্থং গোত্বজাত্যবচ্ছিন্নং সাস্নাদিমৎপিণ্ডরূপং শব্দং তদ্বাচকং জ্ঞানঞ্চ তদ্গ্রাহকমিতি ভেদেনাধ্যবস্যতি। ন বায়ং গোশব্দো বাচকোঽয়ং গোশব্দস্য বাচ্যস্তয়োরিদং গ্রাহকজ্ঞানমিতি ভেদেন ব্যবহরতি। অতএব তেষাং যঃ শাস্ত্রযুক্তিভ্যাং প্রবিভাগঃ বর্ণবাহ্যং পদং পদবাহ্যং বাক্যং শক্ত্যাদিবৃত্ত্যা বোধকমিতি শব্দতত্ত্বম্, অর্থো দ্রব্যগুণজাত্যাদির্বাচ্যো লক্ষ্যশ্চেত্যর্থতত্ত্বং, শব্দানন্তরোঽর্থবিষয়শ্চিত্তস্থপ্রত্যয় ইতি জ্ঞানতত্ত্বমিত্যেবংরূপঃ, তত্র সংযমাৎ যোগিনাং সর্ব্বশব্দাদিবশীকারসূচকং সর্ব্বেষাং ভূতানাং পশুপক্ষ্যাদীনাং রুতং শব্দস্তত্র জ্ঞানমুৎপদ্যতে। ইমমেবার্থমেতে বদন্তীতি যোগী জানাতীত্যর্থঃ।

(১৮) দ্বিধা খলু চিত্তস্য বাসনারূপাঃ সংস্কারা অনুভবজাঃ কর্ম্মজাশ্চ। তত্র অনুভবজাঃ

সাক্ষাৎকৃত হয়, যোগী তখন পূর্ব্বজন্মবৃত্তান্ত জানিতে পারেন। ইহার বিস্তৃত ব্যাখ্যা এইরূপ :—

জীব পূর্ব্বজন্মে ও ইহজন্মে যে-কিছু করিয়াছে ও করিতেছে,—যে-কোন জ্ঞান উৎপাদন করিয়াছে ও করিতেছে,—যাহা কিছু অনুভব করিয়াছে ও করিতেছে,—সে সমস্তই তাহাদের চিত্তে অতিসূক্ষ্মভাবে, বীজে অঙ্কুরশক্তির ন্যায়, বস্ত্রে রঞ্জন-রেখার ন্যায়, অথবা পুষ্প-গন্ধ-সংক্রমণের ন্যায় থাকিয়া যাইতেছে বা স্থিত হইতেছে। সেই থাকার নাম "বাসনা" ও "সংস্কার"। তন্মধ্যে যে সকল বাসনা জ্ঞানজ অর্থাৎ যাহা কেবল অনুভব দ্বারা সঞ্চিত হইয়াছে, সে সকল সংস্কারের স্মরণ ব্যতীত অন্য বিপাক অর্থাৎ পরিণাম নাই। সেই সকল বাসনা হইতে কেবল স্মৃতি অর্থাৎ স্মরণ-নামক ক্লেশ জন্মে, অন্য কিছু জন্মে না। আর যাহা কর্ম্মজ, অর্থাৎ যে সকল সংস্কার কর্ম্ম বা কর্ম্মানুষ্ঠানপূর্ব্বক উৎপাদিত হইয়াছে, সে সকল কর্ম্মবাসনার বিপাক অর্থাৎ ভবিষ্যৎ ফল—জন্ম, মরণ, আয়ুর্ভোগ, এবং তদনুগত সুখ, দুঃখ, ও মোহ প্রভৃতি। শাস্ত্রকারগণ এই শ্রেণীর সূক্ষ্ম চিত্তধর্ম্মকে বা এই শ্রেণীর সংস্কারকে ধর্ম্মাধর্ম্ম, পাপপুণ্য, দুরদৃষ্ট ও শুভাদৃষ্ট নাম প্রদান করিয়া থাকেন। এই ধর্ম্মাধর্ম্ম-নামক চিত্তধর্ম্মগুলি কোনও জীবের প্রত্যক্ষ (মানস-প্রত্যক্ষ) হয় না। সুখদুঃখাদি ধর্ম্ম যেমন প্রত্যেক জীবেরই প্রত্যক্ষ, ধর্ম্মাধর্ম্ম-নামক সংস্কার কোনও কালেও কাহারও সেরূপ প্রত্যক্ষের বিষয় হয় না। কেবল ধর্ম্মাধর্ম্ম নহে; পরিণামশক্তি, চেষ্টাশক্তি, নিরোধশক্তি ও জীবনী শক্তি, এগুলিও প্রত্যক্ষের বিষয় নহে।—এজন্য গুরূপদেশ, অনুমান ও শাস্ত্রতত্ত্ব অবলম্বনপূর্ব্বক উক্ত দ্বিবিধ সংস্কারের অস্তিত্ব নির্ণয় করিতে হয়, পশ্চাৎ তদুভয়ের স্বরূপ অবধারণ করিতে হয়। অনন্তর তৎপ্রতি সংযম প্রয়োগ করিতে হয়। সংযম যখন গাঢ় হয়, তখন, সহসা বিদ্যুৎপ্রকাশের ন্যায় পূর্ব্বোক্ত সংস্কার সকল প্রত্যক্ষবৎ প্রতীত হয়।

স্মৃতিফলাঃ কর্ম্মজাস্তু ধর্ম্মাধর্ম্মরূপাঃ সুখদুঃখাদিফলাঃ। তেষু প্রত্যেবং সুমিতেষু বা সংযমেন সাক্ষাৎকৃতেষু তদ্ধেতুত্বেন স্বীয়পরকীয়পূর্ব্বজন্মপরম্পরাসাক্ষাৎকারো ভবতি। পূর্ব্বজন্মবৃত্তান্তং স্মরতীত্যর্থঃ।

চিত্তগত ধর্ম্মাধর্ম্ম সকল সাক্ষাৎকৃত হইলেই তৎসঙ্গে পূর্ব্বজন্মের সমস্ত ইতিবৃত্ত প্রতিভাত হয়। ফলিতার্থ এই যে, গুরূপদেশক্রমে চিত্ত-সংস্কারের প্রতি সংযম প্রয়োগ অর্থাৎ তদুদ্দেশে অগ্রে চিত্তধারণ, পরে তাহার ধ্যান, পরে সমাধি (তদেকতানতা প্রয়োগ) করিবে। করিলে, সেই সেই সংস্কারের মূলীভূত পূর্ব্বানুভব সকল ও পূর্ব্বানুষ্ঠিত কর্ম্ম সকল স্মরণ হইবে। পূর্ব্বে আমি ইহা এইরূপে অনুভব করিয়াছিলাম, পূর্ব্বে আমি ইহা এইরূপে অনুষ্ঠান করিয়াছিলাম, ইত্যাদিপ্রকার স্মরণ উপস্থিত হইবে। স্মারক বস্তু উপস্থিত না থাকিলেও উক্তপ্রকার স্মৃতি সংযমের বলে উপস্থিত হইবে। তীব্র ভাবনার প্রভাবেই পূর্ব্বানুভূত কর্ম্মাদির প্রত্যেক সংস্কার উদ্বুদ্ধ হইতে থাকে। সংস্কার সকল উদ্বুদ্ধ বা বিকাশপ্রাপ্ত হইলেই পূর্ব্বজন্মের ঘটনাবলী প্রত্যক্ষবৎ প্রতীত হয়। পুরাণে এ সম্বন্ধে একটী ক্ষুদ্র আখ্যায়িকা আছে। যথা—

মহাযোগী ভগবান্ জৈগীষব্য সংযম দ্বারা আত্মনিষ্ঠ সংস্কার (আপনার ধর্ম্মাধর্ম্ম) সাক্ষাৎকার করিলে তাঁহার দশ কল্পের জন্মবৃত্তান্ত স্মরণ হইয়াছিল এবং তৎপরে তাঁহার বিবেক ও তত্ত্বজ্ঞান হইয়াছিল। একদা আবট্য-নামক জনৈক যোগী ভগবান্ জৈগীষব্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভগবন্! আপনি দশ মহাকল্প পর্য্যন্ত বার বার সুর-নর-তির্য্যক্-যোনিতে উৎপন্ন হইয়াছেন, অথচ আপনার বুদ্ধি অভিভূত হয় নাই। এক্ষণে আমি জানিতে ইচ্ছা করি, আপনার অনুভূত সেই সেই জন্মের মধ্যে আপনি কোন্ জন্মে অর্থাৎ কোন্ শরীরে কিরূপ সুখদুঃখ অনুভব করিয়াছেন, এবং কোন্ শরীরেই বা তদুভয়ের আধিক্য অনুভব করিয়াছিলেন।" জৈগীষব্য বলিলেন, "আয়ুষ্মন্! আমি বার বার দেবতা, মনুষ্য ও পশ্বাদি হইয়া যে-কিছু অনুভব করিয়াছি, সে সমস্তই দুঃখ, তাহার একটীতেও সুখ নাই।" আবট্য বলিলেন, "তবে কি প্রকৃতিবশিত্বও (ঈশ্বরক্ষমতাতুল্য ক্ষমতা) সুখ নহে? যাহার প্রভাবে লোকের ইচ্ছানুরূপ দিব্য ও অক্ষয় ভোগ সকল উপস্থিত হয়, তাহাও কি আপনার নিকট সুখ বলিয়া গণ্য নহে?" ভগবান্ জৈগীষব্য বলিলেন, "প্রকৃতিবশ্যতা সুখ বটে, তাহা লোকসাধারণের পরিচিত সুখ অর্থাৎ লৌকিক সুখ অপেক্ষা উত্তম বটে; কিন্তু কৈবল্য অপেক্ষা উত্তম নহে। কৈবল্যের

সহিত তুলনা করিলে তাহা দুঃখ বলিয়াই বিবেচিত হয়, সুখ বলিয়া জ্ঞান হয় না। জীবের তৃষ্ণাসূত্র ছিন্ন না হওয়া পর্য্যন্ত সমস্তই দুঃখ; কিন্তু তৃষ্ণাচ্ছেদ হইতে যে কৈবল্যলাভ হয়, বস্তুতঃ তাহাই অত্যুত্তম সুখ। তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট সুখ নাই।" এই আখ্যায়িকার প্রকৃত তাৎপর্য্য এই যে, যোগী যেন পূর্ব্বজন্মবিজ্ঞানসম্বন্ধে হতাশ্বাস না হন। সংযম দ্বারা সংস্কার সাক্ষাৎকার করিতে পারিলেই পূর্ব্বজন্মপরম্পরা স্থূলতঃ জানিতে পারিবে।

প্রত্যয়স্য পরচিত্তজ্ঞানম্ ॥ ১৯ ॥

পর-মুখের ভাবভঙ্গী, কি অন্য কোনরূপ চিহ্ন দেখিয়া তাহার চিত্ত অনুমান দ্বারা সামান্যাকারে গ্রহণ করিবে। অনন্তর তাহাতে সংযম প্রয়োগ করিবে। করিলে, তাহার চিত্ত কিরূপ? তাহা স্থূলতঃ জানা যাইবে।

ন চ সালম্বনং তস্যাবিষয়ীভূতত্বাৎ ॥ ২০ ॥

সংস্কার-সাক্ষাৎকার হইলে পরচিত্তজ্ঞান হয়, বটে; পরন্তু তাহার আলম্বন-গুলির অর্থাৎ সে তখন যাহা ভাবিতেছে সেগুলির জ্ঞান হয় না। কেন-না, সে সকল চিন্তিত বিষয় তাঁহার তাৎকালিক-সংযমের অবিষয়। তিনি তখন সংস্কারের প্রতিই সংযম করিয়াছিলেন, অন্য কিছুতে করেন নাই; সুতরাং সে যাহা ভাবিতেছে, যোগী তাহা জানিতে পারেন না। সে সকল জানিবার জন্য পৃথক্ প্রণিধানের বা সংযমের আবশ্যক।

বস্তুতঃ মুখবিকাশাদি দেখিয়া তাহার চিত্ত কিছু ভাবিতেছে কি না এতাবন্মাত্র জানা যায়; পরন্তু কি ভাবিতেছে, তাহা জানা যায় না। কেননা, তাহার ভাব্যবস্তু (যাহা ভাবিতেছে তাহা) তখন ধ্যানের বিষয় হয় না। ধ্যানের গোচর বা বিষয় হয় না বলিয়াই তাহা প্রত্যক্ষগোচরে আইসে না।

(১৯) প্রত্যয়শ্চিত্তং পরচিত্তম্। তস্য সংযমেন সাক্ষাৎকরণাৎ তস্য পরচিত্তস্য জ্ঞানং সাক্ষাৎকারো ভবতীতি শেষঃ। কেনচিৎ মুখরাগাদিনা লিঙ্গেন পরচিত্তং গৃহীত্বা তত্র চেৎ সংযমঃ ক্রিয়তে তর্হি তৎসাক্ষাৎকারো ভবতীতি তাৎপর্য্যম্।

(২০) চশব্দার্থঃ। ন তু পরচিত্তং সালম্বনম্ আলম্বনেন সহিতং সাক্ষাৎ ক্রিয়তে। কস্মাৎ? তস্য আলম্বনস্য তদা যোগিচিত্তস্যাবিষয়ীভূতত্বাৎ অজ্ঞাতত্বাদিত্যর্থঃ। অতঃ সংযমেন পরস্য চিত্তমাত্রং সাক্ষাৎকৃত্য অস্যৈতদানীং কিমালম্বনমিতি স্বচিত্তং যদা প্রণিধীয়তে যোগী তদৈব তস্য তাৎকালিকমালম্বনং গৃহ্লাতি জ্ঞাতুং শক্নোতীতি যাবৎ।

সুতরাং অগ্রে চিত্তমাত্র গ্রহণ করিবে অর্থাৎ অনুমান দ্বারা চিত্তের সাধারণ অবস্থা বুঝিয়া লইবে; পশ্চাৎ তাহাতে সংযম বা প্রণিধান প্রয়োগ করিবে। তখন দেখিবে, তাহার চিত্ত প্রত্যক্ষবৎ প্রতীত হইতেছে, তখন তাহার আলম্বন জানিবার জন্য, অর্থাৎ সে কি ভাবিতেছে তাহা জানিবার জন্য, "কি ভাবিতেছে?"—এতদ্বিধ প্রশ্ন উত্থাপনপূর্ব্বক সংযম প্রয়োগ করিবে। করিলে, তাহার চিত্তের আলম্বনগুলিও প্রত্যক্ষপথে আসিবে। সে যাহা ভাবিতেছে,—তাহা ঠিক্ জানিতে পারিবে।

কায়রূপসংযমাত্তদ্‌গ্রাহ্যশক্তিস্তম্ভে চক্ষুঃ-প্রকাশাসংযোগেঽন্তর্ধানম্ ॥ ২১ ॥

কায়াগতরূপে সংযম প্রয়োগ করিলে তাহার গ্রাহ্য-শক্তি স্তম্ভিত ও চাক্ষুষ-আলোকের সহিত তাহার অসংযোগ হয়; সুতরাং দ্বিবিধ কারণে যোগীর অন্তর্ধান-সিদ্ধি জন্মে।

এই ভৌতিক কায়া, ইহাতে রূপ (রঙ্) আছে বলিয়াই ইহা চক্ষুর্গ্রাহ্য। যাহাতে রূপ নাই এবং যাহার চক্ষুতে রূপগ্রহণ-সামর্থ্য বা সাত্ত্বিক আলোক নাই, সে দেখিতে পায় না। চক্ষুঃস্থ সাত্ত্বিক আলোক বা চাক্ষুষ-জ্যোতি যদি রূপের সহিত সংযুক্ত হয়, তবেই দেখা যায়, নচেৎ দেখা যায় না। সেই জন্যই চক্ষু ঢাকিলে দেখা যায় না, বস্তু ঢাকিলেও দেখা যায় না। এখন বিবেচনা কর, চক্ষুকে কিংবা বস্তুর রূপকে কোন পার্থিব বস্তুর দ্বারা আচ্ছন্ন না করিয়া, কৌশলে যদি দ্রষ্টার চাক্ষুষ-আলোককে স্তম্ভিত করিয়া দেওয়া যায়, দেহের সহিত বা রূপের সহিত তাহার অসংযোগ বা সংযোগ হইবার প্রতি-বন্ধক উপস্থাপিত করা যায়, তাহা হইলে, অবশ্যই সে-দ্রষ্টার সে-চক্ষু আর সে বস্তু বা সে দেহ দেখিতে পাইবে না। যদি দেখে ত ভ্রম দেখিবে। ধাঁধাঁ লাগা, বিপরীত দেখা, কিছুই না দেখা, উক্তপ্রকার কারণেই ঘটিয়া থাকে। যোগীরাও উক্তবিধ কৌশল অবলম্বন করিয়া জনসমক্ষে অন্তর্হিত হইয়া

(২১) পঞ্চাত্মকঃ কায়ঃ। স চ রূপবত্তয়া চাক্ষুষো ভবতি। তত্র যদা রূপে সংযম-বিশেষঃ ক্রিয়তে অস্তাঽস্মিন্ কায়ে রূপমিতি তদা তদ্‌গ্রাহ্যশক্তিঃ রূপবৎকায়প্রত্যক্ষতাহেতুঃ

থাকেন। প্রথমতঃ তাঁহারা স্বকীয়-কায়া-গত রূপের প্রতি, চক্ষুর্গ্রাহ্য গুণের প্রতি, নিষেধ-মুখ-সংযম প্রয়োগ করেন; অর্থাৎ আমার শরীরে রূপ নাই, এতৎপ্রকার ধ্যান প্রবাহ উত্থাপিত করেন। তাঁহাদের সেই অনির্ব্বচনীয়-শক্তিসম্পন্ন ভাবনার তেজে দর্শকের চক্ষুঃ হতশক্তি হয় অর্থাৎ রূপগ্রহণশক্তি স্তম্ভিত হয়। ধাঁধাঁ লাগার ন্যায় কি একপ্রকার অনির্ব্বাচ্য দশা প্রাপ্ত হয়। দর্শকগণের চাক্ষুষ আলোক তখন যোগি-কায়ার রূপে গিয়া সংযুক্ত হইতে পারে না; সুতরাং তিনি তখন অদৃশ্য হন। অন্তর্হিত হইয়াছেন বলিয়া প্রখ্যাত হন। পূর্ব্বকালের যোগীরা দর্শকের চাক্ষুষ জ্যোতি স্তম্ভিত করিয়া অদৃশ্য হইতেন, বিবিধ অদ্ভুত দৃশ্যও দেখাইতেন। ইঁহারাই ইন্দ্র-জাল প্রভৃতির আদি গুরু। এই কার্য্য শিখিতে হইলে অগ্রে রূপবাহী শিরা প্রশিরা জানিতে হয়, না জানিলে অন্তর্ধান শিক্ষা হয় না। অন্তর্ধান শিক্ষার উপযুক্ত শিরাতত্ত্ব যাজ্ঞবল্কীয় যোগশাস্ত্রে আছে—তাহা অতিদুর্ব্বোধ্য।

এতেন শব্দাদ্যন্তর্ধানমুক্তম্॥ ২২॥

উল্লিখিত রূপান্তর্ধান নির্ণয়ের দ্বারা শব্দাদি-অন্তর্ধানও বলা হইল, ইহা বুঝিয়া লইতে হইবে। অর্থাৎ রূপসংযম দ্বারা যেমন রূপান্তর্ধান-সিদ্ধি হয়, তেমনি, শব্দ, স্পর্শ, রস ও গন্ধবিষয়ে সংযম প্রয়োগ করিলেও যথা-ক্রমে শব্দান্তর্ধান, স্পর্শান্তর্ধান, রসান্তর্ধান, ও গন্ধান্তর্ধান-সিদ্ধি জন্মে। তাৎ-পর্য্য এই যে, সিদ্ধপুরুষেরা কথা কহিলেও তাহা শুনা যায় না, তাঁহাদিগকে স্পর্শ করাও যায় না, তাঁহাদের শরীর লেহন করা যায় না এবং তাঁহাদের গাত্রগন্ধও পাওয়া যায় না।

সোপক্রমং নিরুপক্রমঞ্চ কর্ম্ম তৎ-
সংযমাদপরান্তজ্ঞানমরিষ্টেভ্যোবা॥ ২৩॥

কর্ম্ম দুইপ্রকার। সোপক্রম (যাহার ফল-প্রারম্ভ হইয়াছে) ও নিরুপ-

স্তম্ভাতে। পরকীয়চক্ষুঃপ্রকাশেনাসংযোগো জায়ত ইত্যর্থঃ। সতি চ তস্মিন্নন্তর্ধানং পরকীয়-চক্ষুর্জ্ঞানাবিষয়ত্বং যোগিকায়স্য ভবতীতি শেষঃ।

(২২) এতেন রূপান্তর্ধানকথনেন তৎপ্রকারেণৈবেত্যর্থঃ। শব্দাদীনাং শ্রোত্রাদিগ্রাহ্য-গুণানামন্তর্ধানং পরাঽগ্রাহ্যতা সিধ্যতীত্যুক্তং ভবতি।

ক্রম (যাহা সুক্ষ্মভাবে আছে)। এই দ্বিবিধ কর্ম্মের প্রতি সংযম প্রয়োগ করিলে অপরান্তজ্ঞান অর্থাৎ মৃত্যু-বিষয়ক-জ্ঞান জন্মে। আরিষ্ট অর্থাৎ মৃত্যুর পূর্ব্বলক্ষণ সকল জানা যায়, এবং তাহা হইতে মরণ-দিনও জানা যায়।

পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্ম—যাহা ধর্ম্মাধর্ম্মনামে অভিহিত হয়, ইহ শরীরে তাহা দ্বিভাবে অবস্থিত আছে। এক সোপক্রম, অপর নিরুপক্রম। যাহা ফল দিতেছে বা যাহার বিপাক আরম্ভ হইয়াছে অর্থাৎ যৎপ্রভাবে এই ভৌতিক দেহ হইয়াছে ও দেহানুরূপ সুখদুঃখাদি হইতেছে, তাহার নাম সোপক্রম। আর যাহা এখন নির্ব্যাপার আছে, ফলপ্রদানার্থ উন্মুখ হয় নাই, যাহা কোন এক ভবিষ্যৎকালে গিয়া ফল প্রদান করিবে, সে সকল কর্ম্মের নাম নিরুপক্রম। যোগী যখন ঈদৃশ দ্বিবিধ কর্ম্মের প্রতি মনঃপ্রণিধান করেন, সংযম প্রয়োগ করেন, কোন্ কর্ম্ম ফলবান্ হইয়াছে—কোন্ কর্ম্মই বা অচিরাৎ ফল উৎপাদন করিবে—কোন্ কর্ম্ম দীর্ঘকাল পরে ফলোন্মুখ হইবে—অন্যান্য মনোবৃত্তি নিরোধপূর্ব্বক কেবল এতাবন্মাত্র ধ্যান করেন,—চিন্তা করেন,—ধ্যান দৃঢ় হইলে তখন তাঁহার অপরান্তজ্ঞান জন্মে। অপরান্ত অর্থাৎ আয়ুর্বিপাকের অবসান। ইহারই অন্য নাম মরণ। কর্ম্ম-সংযমী যোগী তখন আপনার দেহপাতের কাল ও স্থানাদি নিঃসন্দিগ্ধরূপে জানিতে পারেন। ঠিক্ অমুক সময়ে, অমুক স্থানে ও অমুক প্রকারে আমার মরণ হইবে, ইহা নিশ্চয়রূপে বুঝিতে পারেন। কোন কোন যোগী সাক্ষাৎসম্বন্ধে উক্তপ্রকার জ্ঞান লাভ করিতে পারেন না বটে; পরন্তু অরিষ্ট অর্থাৎ মৃত্যুর পূর্ব্ব-চিহ্ন সকল দেখিতে পান। সুতরাং অরিষ্টচিহ্ন অর্থাৎ মৃত্যুর পূর্ব্বলক্ষণ

(২৩) পূর্ব্বজন্মকৃতমিদানীং স্থিতং কর্ম্ম দ্বিবিধম্। সোপক্রমং নিরুপক্রমঞ্চ। উপক্রমঃ প্রারব্ধত্বং তৎসহিতং সোপক্রমম্। ফলদানব্যাপারযুক্তং শীঘ্রবিপাকবৎ সোপক্রমমিত্যর্থঃ॥ নিরুপক্রমং তদ্বিপরীতম্। কালান্তরে ফলপ্রদমিদানীং নির্ব্যাপারতয়া স্থিতং চিরবিপাকমিতি যাবৎ। এতস্মিন্ দ্বিবিধে কর্ম্মণি যঃ সংযমং করোতি তস্য যোগিনোঽপরান্তঃ পরস্য প্রজাপতেরন্তোঽবসানং মহাপ্রলয়স্তদনন্তেষামন্তো মরণং তস্মিন্ জ্ঞানং তদ্বিষয়কং জ্ঞানমুৎপদ্যতে। অমুষ্মিন্ দেশে কালে চ মম মরণং ভবিষ্যতীত্যেবং সাক্ষাৎকারো ভবতীত্যর্থঃ। অরিষ্টানি মরণজ্ঞাপকানি চিহ্নানি। তেভ্যো বা মরণজ্ঞানং ভবতীতি বা-শব্দঃ পক্ষান্তরং দ্যোতয়তি।

সকল জ্ঞাত হইয়া তদ্দ্বারা আপনার মরণকাল অবধারণ করিতে পারেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে কি কি চিহ্ন আবির্ভূত হয়? তাহা পরিশিষ্টে বলা হইবে।

মৈত্র্যাদিষু বলানি ॥ ২৪ ॥

পূর্ব্বোক্ত মৈত্রী, করুণা ও মুদিতা-নামক ভাববিশেষের প্রতি সংযমী হইলে, সেই সেই ভাবের উৎকর্ষ জন্মে। যোগী তখন সেই সেই ভাবে বলীয়ান্ হন; অর্থাৎ মৈত্রীবল, করুণাবল ও মুদিতাবল প্রাপ্ত হন। ভাব-বলে বলীয়ান্ হইতে পারিলেই প্রাণিমাত্রের সুখদাতা ও সুহৃৎ হওয়া যায় এবং ইচ্ছামাত্রেই দুঃখিত-জীবের দুঃখোদ্ধার করা যায়।

বলেষু হস্তিবলাদীনি ॥ ২৫ ॥

যোগী সিংহ, ব্যাঘ্র, অশ্ব, হস্তী, হনুমান্, গরুড় ও বায়ু প্রভৃতি বলশালীর বলে চিত্তসংযম করিয়া অর্থাৎ চিত্তকে তন্ময়ীভাবে পরিপূরিত করিয়া, সেই সেই বলিষ্ঠ জীবের বা সেই সেই বলিষ্ঠ দেবতার বলে বলীয়ান্ হন। চিত্তে যদি সিংহবল আবিষ্ট হয় ত শরীরও সিংহবলে বলীয়ান্ হইবে। বায়ু-বল পরিপূরিত হয় ত বায়ুতুল্য বলশালী হইবে। শরীরের কোন বল নাই, চিত্তের বলই বল, চিত্তের বলেই শরীর বলসাধ্য কার্য্য নির্ব্বাহ করে; সুতরাং চিত্তে যদি যোগবলে হস্তিবল আহরণ করা যায় ত অবশ্যই তাহার শরীরে হস্তিতুল্য বল আগত বা আবিষ্ট হইবে।

প্রবৃত্ত্যালোকন্যাসাৎ সূক্ষ্মব্যবহিতবিপ্রকৃষ্টজ্ঞানম্ ॥ ২৬ ॥

পূর্ব্বোক্ত জ্যোতিষ্মতী প্রবৃত্তিকে, আলোককে অর্থাৎ অন্তঃকরণের সারস্বরূপ সাত্ত্বিক প্রকাশকে যদি সূক্ষ্ম, ব্যবহিত ও বিপ্রকৃষ্ট পদার্থে বিনি-য়োগ করা যায়, প্রেরণ করা যায়, তাহা হইলে সে সমস্ত প্রত্যক্ষগত হয়।

(২৪) মৈত্রীকরুণামুদিতাখ্যাস্তিস্রো ভাবনা উক্তাঃ। তাসু সংযমং বিধায় বলানি তত্তদ্-বিষয়বীর্য্যাণি লভন্তে যোগিনঃ। যোগী তৈরেব প্রাণিমাত্রস্ত সুখদঃ সুহৃৎ দুঃখাচ্চোদ্ধর্ত্তা ভবত্যপক্ষপাতী চ ক্রাদিতি ফলিতার্থঃ।

(২৫) বলেষু হস্ত্যাদিবলেষু। হস্তিবলে বায়ুবলে সিংহবীর্য্যে বা তন্ময়ীভাবেন সংযমং বিধায় যোগী তত্তৎসামর্থ্যবান্ ভবতীত্যর্থঃ।

(২৬) প্রবৃত্তিঃ জ্যোতিষ্মতী প্রবৃত্তিঃ পূর্ব্বমুক্তা সা। তস্যা য আলোকঃ সাত্ত্বিক-প্রকাশপ্রসরঃ সর্ব্বতো বিপ্রসৃতঃ নির্ম্মলঃ বুদ্ধিসত্ত্বস্থিতি যাবৎ, তস্ত সূক্ষ্মে পরমাণ্বাদৌ

জ্যোতিষ্মতী প্রবৃত্তি কি? তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। সেটী আর কিছুই না, সেটী একপ্রকার প্রজ্ঞা। তাহার আলোক কি? না—সুর্ব্বভাসক উৎকৃষ্ট প্রকাশ। ইহাকে ষৎপরোমাস্তি-উৎকর্ষ-প্রাপ্ত জ্ঞান বলিলেও বলা যায়। এই জ্ঞান যোগানুষ্ঠান হইতেই জন্মে, অন্য কোন উপায়ে জন্মে না। এই সাত্ত্বিক প্রকাশকে, যোগজ-প্রজ্ঞাকে যোগশাস্ত্রানুসারে ও যোগীদিগের উপদেশ অনুসারে অতি সূক্ষ্মে অর্থাৎ পরমাণু প্রভৃতি ক্ষুদ্রতম পদার্থে, ব্যবহিতে অর্থাৎ ভূমধ্যস্থ পর্ব্বতান্তর্ব্বর্ত্তী অথবা অন্য কোন ব্যবধানযুক্ত বস্তুতে, বিপ্রকৃষ্টে অর্থাৎ দূরবর্ত্তী পদার্থে যদি ন্যস্ত করা যায়, প্রযুক্ত করা যায়, তাহা হইলে, সেই সেই সূক্ষ্ম, সেই সেই ব্যবহিত ও সেই সেই বিপ্রকৃষ্ট বস্তু যথাযথরূপে প্রকাশ পাইবে। বস্তু যেমন চাক্ষুষালোক-সংযোগে প্রকাশ প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ, জ্যোতিষ্মতী-আলোক-সংযোগেও প্রকাশিত হয়। ফলিতার্থ এই যে, হৃদয়ে জ্যোতিষ্মতী প্রবৃত্তি বা সাত্ত্বিকালোক প্রজ্বলিত হইলে অন্তঃকরণমধ্যে এমন এক অনন্যসাধারণ জ্ঞান-শক্তি বা প্রকাশশক্তি জন্মে যে, তদ্দ্বারা তাঁহারা যেখানে যাহা থাকুক—সমস্তই দেখিতে পান। এই জ্যোতিষ্মতী প্রবৃত্তি আর পুরাণোক্ত দিব্যচক্ষু তুল্য কথা।

ভুবনজ্ঞানং সূর্য্যে সংযমাৎ ॥ ২৭ ॥

সূর্য্যে চিত্তসংযম করিলে ভুবনকোষ জানা যায়।

ঐ যে দেদীপ্যমান তেজোমণ্ডল—যাহাকে আমরা মার্ত্তণ্ডমণ্ডল ও সূর্য্য নাম দিয়া উল্লেখ করিতেছি,—যোগী উহাতে সুষুম্নানাড়ী সংযুক্ত করিয়া সমাহিত হন। এ নিমিত্ত উহার নাম "সুষুম্নদ্বার" এবং সুষুম্না নাড়ীর নাম "সূর্য্যদ্বার"। যোগী ঐ ভৌতিক জ্যোতিতে সংযম করিয়া যতদূর উহার আলোক প্রসারিত হয়—ততদূরই জানিতে পারেন। সূর্য্যালোক যতদূর

ব্যবহিতে ভূম্যাদ্যন্তর্গতাদৌ বিপ্রকৃষ্টে মেরুপার্শ্বস্থাদৌ ন্যাসাৎ প্রক্ষেপাৎ তদ্বাসিতানাং তদ্বদ্-প্রত্যাগাং ভাবনাবিতার্থঃ, সূক্ষ্মাদীনাং জ্ঞানং সাক্ষাৎকারো ভবতীতি বাক্যশেষঃ।

(২৭) সূর্য্যে মার্ত্তণ্ডমণ্ডলে সুষুম্ণাদিদ্বারকে সংযমাৎ সংযমং কৃত্বা যোগী ভুবনজ্ঞানং ভূরাদিসপ্তলোকান্তর্গতচতুর্দ্দশভুবনবিষয়কং জ্ঞানং লভত ইতি পূর্ব্বান্বয়ঃ। স্বভাবত এব হি

ঊর্দ্ধাধোগতির দ্বারা পরিব্যাপ্ত হয়, ততদূরই ভুবনকোষ; সুতরাং তাঁহারা ভুবনকোষ জানেন। ভুবনকোষের প্রস্তার বা বিন্যাসপরিপাটী এইরূপ:—

সপ্ত লোক। তন্মধ্যে অবীচি (নিম্নতম নরকস্থান) হইতে মেরুপৃষ্ঠ পর্য্যন্ত ভূলোক অর্থাৎ পৃথিবীলোক। পৃথিবী হইতে ঊর্দ্ধে ধ্রুব-পর্য্যন্ত গ্রহ-নক্ষত্র-তারকা-বিরাজিত অস্মদাদির দৃষ্টিতে যে অবকাশময় স্থানবিশেষ দৃষ্ট হয়—উহার নাম ভুবর্লোক অর্থাৎ অন্তরিক্ষলোক। তদূর্দ্ধে পাঁচপ্রকার স্বর্গলোক। তাহার প্রথমে মহেন্দ্রলোক, তদূর্দ্ধে মহর্লোক, মহর্লোকের ঊর্দ্ধে প্রজাপতিলোক। ইহারই অন্য নাম ব্রহ্মলোক। এই ব্রহ্মলোক তিন ভাগে বিভক্ত—জনলোক, তপোলোক ও সত্যলোক। এই সপ্তলোকসমষ্টির নাম "ভুবন"।

প্রথমোক্ত অবীচি স্থানটী পৃথিবীর অন্তর্গত, পরন্তু তাহা সর্ব্বাপেক্ষা নীচ বা নরক। অবীচিই নিম্নতম বা প্রথমতম নীচ নরক। তদূর্দ্ধে যথাক্রমে আরও ছয়টী নরকস্থান আছে। তত্তাবতের নাম মৃত্তিকাস্থান, জলস্থান, অগ্নিস্থান, বায়ুস্থান, আকাশস্থান ও অন্ধকারময় মহাকাশস্থান। এই সকল স্থানকেই শাস্ত্রলেখকেরা অম্বরীষ, রৌরব, মহারৌরব, কালসূত্র ও অন্ধ-তামিস্র নামে উল্লেখ করিয়া থাকেন। এতদ্ভিন্ন ইহাদের পরিবারস্বরূপ উপনরকও অনেক আছে। এই সকল নরকস্থান অতিক্রম করিলে অর্থাৎ প্রোক্তস্থানের ঊর্দ্ধে যথাক্রমে মহাতল, রসাতল, তলাতল, সুতল, বিতল, অতল ও পাতাল—এই সপ্তবিধ পাতাল-লোক আছে। এ সমস্তই দৃশ্য পৃথিবীর অন্তর্ভূত। পাতাল সমাপ্ত হইলেই পৃথিবীলোক অর্থাৎ পাতাল স্থানের ঊর্দ্ধপ্রসরে ভূ-পৃষ্ঠ-নামক স্থানটী পৃথিবীলোক বলিয়া পরিচিত। এই পৃথিবীলোকে প্রধানতম সাতটী মহাদ্বীপ ও সাতটী মহাসমুদ্র বিরাজ করি-তেছে। ইহার ঊর্দ্ধে ধ্রুবস্থান পর্য্যন্ত অন্তরিক্ষলোক। এ লোকেও অসংখ্য জীব বাস করিতেছে। এতদূর্দ্ধে মহেন্দ্রলোক। ইহাতেও অসংখ্য অসংখ্য উত্তমোত্তম প্রাণী সকল বাস করিতেছেন। এই মহেন্দ্রলোকে ছয়প্রকার দেব-

---

বিশ্বপ্রকাশনসমর্থং বুদ্ধিসত্ত্বং তমোমলাবৃতং সৎ রজসা যত্র যত্রোদ্‌ঘাট্যতে তত্রৈব প্রকাশশক্তি ন স্বরূপং, সূর্য্যদ্বারোদ্‌ঘাটিতত্ত্বং ভুবনমেব প্রকাশয়তীতি তাৎপর্য্যমূহ্যেম্।

জাতি বাস করেন। তদ্‌যথা—ত্রিদশ (১), অগ্নিষাত্ত (২), যাম্য (৩), তুষিত (৪), অপরিনির্ম্মিতবশী (৫) এবং পরিনির্ম্মিতবশী (৬)—এই ছয় শ্রেণীর দেব-জাতির মধ্যে সকলেই সঙ্কল্পসিদ্ধ (যাঁহারা সঙ্কল্প অর্থাৎ বিশুদ্ধ ইচ্ছার দ্বারা আপন আপন ভোগ্য লাভ করেন—তাঁহাদিগকে সঙ্কল্পসিদ্ধ বলা যায়), সকলেই অণিমাদি-ঐশ্বর্য্য-যুক্ত, কল্পায়ু (এক কল্প জীবিত থাকেন), মনুষ্য-গণের পূজনীয় এবং ঔপপাদিক-দেহ অর্থাৎ ইঁহাদের দেহ মাতাপিতৃ-সংযোগে উৎপন্ন নহে, পূর্ব্বার্জ্জিত ধর্ম্মের প্রভাবেই সমুৎপন্ন। ধর্ম্মের তেজেই সংস্কৃত ও পবিত্র ভৌতিক অণু সকল ইঁহাদের সেই পবিত্রতম দেহ উৎপাদন করিয়াছে এবং তজ্জন্যই তাঁহাদের সেই নির্ম্মল, লঘু, ও সূক্ষ্মতম ঔপপাদিক দেহকে অনির্ম্মল অর্থাৎ মলিনদেহ মনুষ্যেরা দেখিতে পায় না।

তদূর্দ্ধে যে মহর্লোকের কথা বলা হইয়াছে, সেস্থানেও পাঁচ শ্রেণীর বা পাঁচ-প্রকার দেবতা বাস করিতেছেন। তাঁহাদের প্রত্যেক শ্রেণীর নাম যথাক্রমে (১) কুমুদ, (২) ঋভব, (৩) প্রতর্দ্দন, (৪) অজনাভ ও (৫) প্রচিতাভ। ইঁহারা সকলেই মহাভূতবশী। মহাভূত বা সূক্ষ্মভূত সকল ইঁহাদের নিকট সম্পূর্ণরূপে বশীভূত আছে। ইঁহারা যখন যাহা ইচ্ছা করেন, মহাভূত সকল তন্মুহূর্ত্তেই তাহা তাঁহাদের নিকট অর্পণ করে; অর্থাৎ তাঁহাদের ইচ্ছার প্রভাবেই মহাভূত সকল তত্তদাকারে পরিণত হয়। ইঁহারা অস্মদাদির ন্যায় আহার করেন না। ভোগ্য বস্তুর ধ্যান ও পরিদর্শন করিয়াই তৃপ্ত ও পরিপুষ্ট হন। ইঁহাদের আয়ু সহস্রকল্প।

তদূর্দ্ধে ব্রহ্মার ব্রহ্মনামক প্রথম লোক। এ লোকেও চারিপ্রকার দেব-জাতি বাস করেন। তাঁহাদের প্রত্যেক জাতির নাম যথাক্রমে ব্রহ্মপুরো-হিত (১), ব্রহ্মকায়িক (২), ব্রহ্মমহাকায়িক (৩) এবং অমর (৪)। ইঁহারা সকলেই মহাভূত ও ইন্দ্রিয়দিগকে বশীভূত করিয়া অপার আনন্দে বাস করিতেছেন। ইঁহাদের আয়ুষ্কাল পূর্ব্বাপেক্ষা দ্বিগুণ। তদূর্দ্ধে ব্রহ্মার তপোনামক দ্বিতীয় লোক। এই দ্বিতীয় লোকে তিনপ্রকার দেবজাতি বাস করেন। তাঁহাদের প্রত্যেক জাতির নাম যথাক্রমে আভাস্বর (১), মহাভাস্বর (২) এবং সত্যমহাভাস্বর (৩)। মহাভূত, ইন্দ্রিয় ও মূলপ্রকৃতি ইঁহাদের বশীভূত। ইঁহাদের আয়ুষ্কাল পূর্ব্বাপেক্ষা দ্বিগুণ। ইঁহারা সকলেই ধ্যান-

তৃপ্ত ও অব্যাহতজ্ঞানসম্পন্ন। অবীচি হইতে তপোলোক পর্য্যন্ত ইঁহারা জ্ঞাত আছেন, কেবল সত্যলোকবিষয়ে ইঁহারা অনভিজ্ঞ। সত্যলোকটী ব্রহ্মার তৃতীয় লোক, এই লোকে ব্রহ্মা নিয়ত বাস করেন। এ স্থানেও চতুর্ব্বিধ দেবজাতি বাস করিতেছেন। তাঁহাদের শ্রেণীগত নাম অচ্যুত (১), শুদ্ধনিবাস (২), সত্যভা (৩), এবং সংজ্ঞাসংজ্ঞী (৪)। অথবা অকৃত-ভবনন্যাস, স্বপ্রতিষ্ঠ, উপরিস্থ ও প্রধানবশী। ইঁহাদের আয়ু ও ক্ষমতা ব্রহ্মার সমতুল্য; অর্থাৎ ইঁহারা সকলেই মহাপ্রলয় পর্য্যন্ত জীবিত থাকেন, এবং ব্রহ্মার ন্যায় সৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন।

নিম্নতম অবীচিস্থান হইতে ব্রহ্মলোকান্ত ভুবনকোষ বর্ণিত হইল। যোগিগণ সূর্য্যসংযম দ্বারা এবংবিধ ভুবনকোষ বা কথিত প্রকারের সপ্ত মহা-লোক ও তদন্তর্গত জীবাজীব বস্তু প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ। যাঁহারা যোগী নহেন, সূর্য্যসংযম জানেন না, তাঁহারা উডুম্বর-মশকের ন্যায় বা কূপমণ্ডূ-কের ন্যায় জন্মস্থানমাত্র জানিতে পারেন, অন্য কিছুই জানিতে পারেন না।

চন্দ্রে তারাব্যূহজ্ঞানম্ ॥ ২৮ ॥

চন্দ্রে চিত্তসংযম করিলে তদ্দ্বারা তারকামণ্ডলের তত্ত্ব প্রতিভাত হয়।

সূর্য্যসংযম দ্বারা ভুবন-সন্নিবেশ জানা যায় বটে; পরন্তু তদ্দ্বারা তারা-ব্যূহের অর্থাৎ তারকাগণের সংস্থান বা সন্নিবেশপ্রকার জানা যায় না। তাহার কারণ এই যে, সূর্য্যালোকে নাক্ষত্রিক তেজ অভিভূত থাকে, সুতরাং তৎকালে নাক্ষত্রিক-সংস্থানের প্রতি সংযমসিদ্ধির বাধা জন্মে। কাযেই চন্দ্রমণ্ডলে কৃতসংযমী হইয়া নাক্ষত্রিক সংস্থান জানিতে হয়।

ধ্রুবে তদ্গতিজ্ঞানম্ ॥ ২৯ ॥

ধ্রুব-তারায় সংযমী হইলে তারকাগণের গতি জানা যায়। চন্দ্র-সংযম দ্বারা নক্ষত্রগণের সন্নিবেশ জানা যায়, গতি জানা যায় না। সুতরাং তাহাদের গতি জানিবার জন্য ধ্রুবে সংযম করিতে হয়। নিশ্চলজ্যোতি-

(২৮) চন্দ্রে সংযমং কৃত্বা তারাণাং ব্যূহং বিশিষ্টসন্নিবেশং বিজানীয়াৎ। সূর্য্যপ্রকাশেন নক্ষত্রাণামভিভূতত্বেজস্ত্বাৎ সূর্য্যসংযমাত্তজ্জ্ঞানং নোৎপদ্যত ইতি পৃথগুপদেশঃ।

(২৯) ধ্রুবে নিশ্চলনক্ষত্রে সংযমাৎ তাসাং তারকাণাং গতিং বিজানাতিত্যর্থাঃ ইতি সূত্রার্থঃ।

ক্ষের মধ্যে যেটী প্রধান, সেটীর নাম "ধ্রুব"। যোগিগণ সেই ধ্রুব নক্ষত্রে সংযম প্রয়োগ করিয়া নাক্ষত্রিকী গতি জানিয়া থাকেন। যে গ্রহের সহিত যে নক্ষত্রের যেরূপ সম্বন্ধ এবং যে যে-পর্য্যন্ত গতিবিধি করে, যোগিগণ সে সমস্তই সংযমবলে জানিতে পারেন। এ-পর্য্যন্ত যে কিছু বলা হইল, সমস্তই বাহ্য সিদ্ধি। আধ্যাত্মিক সিদ্ধি কিরূপ ও কতপ্রকার, তাহা শুনুন।—

নাভিচক্রে কায়ব্যূহজ্ঞানম্ ॥ ৩০ ॥

শরীরের ঠিক মধ্যস্থলে নাভিচক্র অর্থাৎ নাড়ীগ্রন্থি আছে। যোগী সেই নাভিচক্রে সংযম প্রয়োগ করিয়া কায়ব্যূহ অর্থাৎ শারীরিক সংস্থান (শরীরের যেখানে যাহা আছে সে সমস্তই) জানিতে পারেন।

কণ্ঠকূপে ক্ষুৎপিপাসানিবৃত্তিঃ ॥ ৩১ ॥

জিহ্বাতন্তুর মূলে অর্থাৎ গলগহ্বরে যে কণ্ঠনামক কূপাকার স্থান আছে, সেইস্থানে প্রাণবায়ুর সঙ্ঘর্ষ হইলে ক্ষুধা তৃষ্ণা অনুভূত হয়। যোগী যখন উক্তস্থানে সংযম প্রয়োগ করিয়া সমাহিত হন, তখন তাঁহার ক্ষুধা তৃষ্ণা প্রভৃতি কিছুই থাকে না।

কূর্ম্মনাড্যাং স্থৈর্য্যম্ ॥ ৩২ ॥

কণ্ঠকূপের নীচে উরঃপ্রদেশে কূর্ম্ম-নামক নাড়ী আছে। এই নাড়ী অত্যন্ত দৃঢ়া। ইহাতে চিত্তসংযম করিলে শরীরের ও মনের স্থিরতা জন্মে। চিত্ত যদি সেই কূর্ম্মনাড়ীর মধ্যে প্রবিষ্ট হয়, তাহা হইলে শরীর ও মন নিশ্চয়ই স্থির থাকিবে।

মূর্দ্ধজ্যোতিষি সিদ্ধদর্শনম্ ॥ ৩৩ ॥

---

(৩০) কায়স্য মধ্যভাগে যন্নাভিসংজ্ঞকং চক্রং তত্র সংযমং বিধায় যোগী কায়স্য শরীরস্য ব্যূহং সন্নিবেশপ্রকারং বিজানাতি।

(৩১) কণ্ঠে গলে জিহ্বায়া মূলে জিহ্বাতন্তোরধস্তাদিত্যর্থঃ, যঃ কূপঃ গর্ত্তাকারপ্রদেশঃ, তত্র সংযমাৎ ক্ষুৎপিপাসাদয়ো নিবর্ত্তন্তে।

(৩২) অস্তি কণ্ঠকূপস্যাধস্তাদুরসি সুদৃঢ়া কূর্ম্মনাড়ী। তস্যাং কৃতসংযমস্য তৎপ্রবিষ্টচিত্তস্য যোগিনঃ স্থৈর্য্যং কায়চিত্তয়োর্নিশ্চলত্বং সিধ্যতি।

(৩৩) মূর্দ্ধনি যৎ জ্যোতিঃ সাত্ত্বিকপ্রকাশঃ তত্র সংযমাৎ সিদ্ধানাং দ্যাবাপৃথিব্যো-

মূর্দ্ধস্থিত তেজ-বিশেষে কৃতসংযম হইলে সিদ্ধপুরুষ-দর্শন হয় এবং তাঁহাদের সহিত সম্ভাষণাদি করাও যায়।

মূর্দ্ধা অর্থাৎ মস্তক-কপালের (মাথার খুলির) ঠিক্ মধ্যস্থলে ব্রহ্মরন্ধ্র-নামক একটী সূক্ষ্ম ছিদ্র আছে। সুষুম্না নাড়ীর দ্বারা হৃদয়স্থ সাত্ত্বিক জ্যোতি (বুদ্ধিসত্ত্বের প্রকাশ) সেই স্থানে গিয়া সম্পিণ্ডিত হইতেছে। গৃহমধ্যে ভাস্বর মণি থাকিলে তাহার ভাস্বর প্রভা (প্রকাশ বা আলোক) যেমন গৃহের ঊর্দ্ধছিদ্রে গিয়া কুঞ্চিত হয়, তদ্রূপ, হৃদয়স্থ (মতান্তরে মস্তিষ্কস্থ) সাত্ত্বিক প্রকাশ (চিত্তের প্রকাশ-শক্তি) প্রসৃত হইয়া বা নাড়ীপথে বাহিত হইয়া ঐ ব্রহ্মরন্ধ্রে গিয়া পিণ্ডিত হয়। যোগিগণ সেই পিণ্ডিত ভাস্বর মূর্দ্ধজ্যোতিতে সংযমী হইয়া স্বর্গ ও পৃথিবীর অন্তরালবাসী সিদ্ধপুরুষদিগকে অর্থাৎ অদৃশ্যচর মহাপুরুষদিগকে দর্শন করেন, তাঁহাদের সহিত কথোপকথনও করেন। অন্য প্রাণীরা সেই সকল দিব্যপুরুষদিগকে দেখিতে পায় না। অধিক কি বলিব, ইতর মনুষ্যেরা তাঁহাদের অস্তিত্বও জ্ঞাত নহে।

প্রাতিভাদ্বা সর্ব্বম্ ॥ ৩৪ ॥

যোগী প্রাতিভ-জ্ঞানে চিত্তসংযম করিয়া তদ্দ্বারা সমস্তই বিদিত হন। সূচকদর্শনের অনন্তর সম্বন্ধজ্ঞান হইবামাত্র মনোমধ্যে যে সহসা একপ্রকার যথার্থ জ্ঞান জন্মে, তাদৃশ যথার্থজ্ঞানের নাম "প্রতিভা"। নবনবোন্মেষশালী বুদ্ধি-বিশেষকেও প্রতিভা বলে। শাস্ত্রকারেরা প্রতিভা শব্দের স্থলে "উহ" ও "তর্কণা" শব্দও ব্যবহার করেন। যোগিগণ সেই উহ-জ্ঞানে অর্থাৎ প্রতিভা-জ্ঞানে চিত্তসংযম করিয়া তাহা হইতে অন্য এক-

---

রন্তরালবর্ত্তিনাং দিব্যপুরুষাণামিতরপ্রাণিভিরদৃশ্যানাং দর্শনং সাক্ষাৎকারো ভবতি। ইদমত্র তাৎপর্য্যম্—শিরঃকপালে ব্রহ্মরন্ধ্রাখ্যং ছিদ্রমস্তি। যথা গৃহাভ্যন্তরস্থমণেঃ প্রচরন্তী প্রভা কুঞ্চিতা তচ্ছিদ্রপ্রদেশে সংঘটতে তথা হৃদয়স্থঃ সাত্ত্বিকপ্রকাশঃ সুষুম্ণাযোগাৎ বিপ্রসৃতস্তত্রৈব পিণ্ডিত্বং প্রাপ্নোতি। তদেব মূর্দ্ধজ্যোতিরিত্যাখ্যায়তে যোগিভিঃ। যদৈতজ্জ্যোতিঃ সংযমেন সাক্ষাৎক্রিয়তে তদা দিব্যপুরুষদর্শনম্ভবতি।

(৩৪) প্রতিভা উহঃ। তদ্ভবং জ্ঞানং প্রাতিভম্। মনোমাত্রজন্মবিসংবাদকং ঝটিত্যুৎপদ্যমানং জ্ঞানমিতি ভোজঃ। তেন বা যোগী সর্ব্বং বিজানাতি। অত্রায়ম্ভাবঃ—যথা উদেষ্যতি সবিতরি পূর্ব্বং প্রভা প্রাদুর্ভবতি তদ্বৎ প্রসংখ্যানহেতুসংযমতো যোগিন-

প্রকার তারক-জ্ঞান লাভ করেন। তারক-জ্ঞান কি? তাহা বলা যাইতেছে। যাহা সংসারনিস্তারক, তাহাই তারক। যে জ্ঞানের দ্বারা নিস্তার পাওয়া যায়, সংসার-সমুদ্র উত্তীর্ণ হওয়া যায়, তাহাই তারক। এই তারক-জ্ঞানের অন্য নাম "প্রাতিভ"। প্রতিভা-প্রসূত বলিয়া প্রাতিভ। ইহা প্রসংখ্যান-নামক বৈরাগ্য-জ্ঞানের অর্থাৎ প্রকৃতিপুরুষের পার্থক্যবিজ্ঞানের পূর্ব্বরূপ। যোগিগণ তাদৃশ প্রাতিভ-জ্ঞানের দ্বারা সমুদায় প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক বস্তু জানিতে পারেন। সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে যেমন তাহার প্রভা আবির্ভূত হয়, প্রভা আবির্ভূত হইলে যেমন জগৎ দেখা যায়, প্রকৃতি-পুরুষের পার্থক্য-সাক্ষাৎকারের পূর্ব্বেও তেমনি সর্ব্ববিষয়ক জ্ঞান প্রাদুর্ভূত হয়। সেই সর্ব্ববিষয়ক জ্ঞান অথবা সেই পূর্ণজ্ঞান সংসার-সাগরের পার-প্রাপক বলিয়া "তারক"। এই তারক-নামক সংসার-তারক প্রাতিভ-জ্ঞান জন্মিলে বিনা সংযমে প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক বস্তু প্রত্যক্ষবৎ প্রতিভাত হয়।

হৃদয়ে চিত্তসংবিৎ ॥ ৩৫ ॥

হৃৎপদ্মাস্তরালে সংযম প্রয়োগ করিলে চিত্তবিষয়ক জ্ঞান উদিত হয়; অর্থাৎ আপনার ও পরের চিত্ত জানা যায়। আপন চিত্তের সংস্কার ও পর-চিত্তস্থ অভিপ্রায়, সমস্তই বুঝা যায়।

সত্ত্বপুরুষয়োরত্যন্তাসঙ্কীর্ণয়োঃ প্রত্যয়াবিশেষাদ্ভোগঃ পরার্থত্বাদন্যস্বার্থসংযমাৎ পুরুষজ্ঞানম্ ॥ ৩৬ ॥

বুদ্ধি ও আত্মা অত্যন্ত অসঙ্কীর্ণ অর্থাৎ অত্যন্ত ভিন্ন। কিন্তু তত্ত্বভয়ের

স্বপ্রকর্ষে জাতে প্রসংখ্যানোদয়পূর্ব্বসিদ্ধমূহমাত্রেণ জাতং মনোমাত্রজন্যং বা তারকং নাম জ্ঞানমুৎপদ্যতে। সুতরাং যোগী সংযমান্তরানপেক্ষত্বেনৈব হি সর্ব্বং বিজানাতি। প্রসংখ্যান-সন্নিধাপনেন সংসারাত্তারয়তীতি তস্য তারকত্বম্।

(৩৫) হৃদয়ে হৃৎপদ্মে সংযমাৎ চিত্তস্য সালম্বনস্য সংবিৎ জ্ঞানং ভবতি। স্বচিত্তগত-বাসনাঃ পরচিত্তগতাংশ্চ রাগাদীন্ বিজানাতীত্যর্থঃ।

(৩৬) সত্ত্বং বুদ্ধিঃ। পুরুষশ্চিদাত্মা। তয়োর্ভোগ্যভোক্তৃত্বেনাসংকীর্ণয়োর্ভিন্নয়োর্যঃ প্রত্যয়বিশেষঃ বুদ্ধিপরিণামৈঃ সুখাদিভিঃ পুরুষপ্রতিবিম্বগ্রাহিভিরবিশেষঃ সারূপ্যং প্রতিবিম্ব-

জ্ঞান অবিশেষ হওয়ায় অর্থাৎ তত্ত্বভয়ের ভিন্নতা প্রতীতিগোচর না হওয়ায় সুখদুঃখাদি ভোগ হইতেছে। সেই ভোগ পরার্থ অর্থাৎ পুরুষে আরোপিত। সুতরাং পুরুষ অন্য। পুরুষ এক পদার্থ এবং তাঁহার স্বার্থ অর্থাৎ তাঁহার প্রতিবিম্বরূপ ভোগ অন্য পদার্থ। এতদ্রূপ ভেদভাবের প্রতি বা ভিন্নতার প্রতি সংযম প্রয়োগ করিলে পুরুষ বা আত্মা জানা যায়। ইহার টীকা এতদ্রূপ :—

প্রকাশরূপী সুখাদিস্বভাব বুদ্ধিনামক অন্তঃকরণ-দ্রব্যের নাম সত্ত্ব, এবং তাহার চেতয়িতা চৈতন্য-পদার্থের নাম পুরুষ। সত্ত্ব ও পুরুষ এক বস্তু নহে, অত্যন্ত ভিন্ন বস্তু; পরন্তু সেই বিভিন্নপদার্থদ্বয়ের পার্থক্য আপাতজ্ঞানে অনুভূত হয় না। সুতরাং সুখদুঃখাদি ভোগ হয়। অভিপ্রায় এই যে, বুদ্ধিসত্ত্বই বিবিধ আকারে ও সুখাদি আকারে পরিণত হইতেছে, আর পুরুষ তাহাতে প্রতিবিম্বিত হইতেছেন। কাযে কাযেই বৌদ্ধ-পরিণামগুলিও পুরুষতুল্য হইতেছে; অর্থাৎ চৈতন্যব্যাপ্ত হওয়ায় চৈতন্যতুল্য বা চৈতন্যাকার প্রাপ্ত হইতেছে। চন্দ্রপ্রতিবিম্বিত স্বচ্ছ জল যেমন চন্দ্রতুল্য বা চন্দ্রাকার প্রাপ্ত হয়, তেমনি, চৈতন্যপ্রতিবিম্বিত বুদ্ধিবৃত্তিও চৈতন্যতুল্যতা প্রাপ্ত হয়। এতাদৃশ অভেদ অর্থাৎ তুল্যাকার প্রাপ্ত হওয়ার নাম ভোগ। এই বুদ্ধিপরিণামাত্মক ভোগ বুদ্ধিরই ধর্ম্ম, পরন্তু পর অর্থাৎ পুরুষ উহার নিমিত্ত কারণ। সুতরাং তাহা পরার্থ। ঐ ভোগ-নামক পরার্থ প্রত্যয়ের অতিরিক্ত অন্য এক স্বার্থ-প্রত্যয় আছে। সত্ত্ব বা বুদ্ধিতত্ত্ব যখন কর্ত্তৃভাব পরিত্যাগ করিয়া, অর্থাৎ অহং মম ইত্যাদি আকারে পরিণত না হইয়া, কেবলমাত্র আত্মচৈতন্যব্যাপ্ত হইয়া থাকে, নির্ম্মল নিস্তরঙ্গ ক্ষীরোদার্ণবের ন্যায় নির্বিকার বুদ্ধিতত্ত্বে যখন কেবলমাত্র চৈতন্যের প্রতিবিম্ব বিরাজিত থাকে, তখন তাহাকে আত্মাবলম্বন ও স্বার্থপ্রত্যয় বলা যায়। যোগী সেই আত্মাবলম্বনে অথবা তাদৃশ স্বার্থপ্রত্যয়ে কৃতসংযম হইয়া পুরুষবিষয়ক জ্ঞান (আত্মতত্ত্বসাক্ষাৎকার) লাভ করিয়া থাকেন।

ছায়া সুখাদ্যারোপ ইতি যাবৎ স ভোগ ইত্যুচ্যতে। স চ দৃশ্যত্বাৎ ভোগ্যত্বাৎ বৌদ্ধত্বাচ্চ পরার্থঃ—পরস্য পুরুষস্য ভোক্তুঃ শেষভূতঃ। তস্মাদন্যশ্চিৎস্বভাবো যো বিষয়ভূতঃ স চ স্বার্থঃ স্বাত্মশেষ ইত্যর্থঃ। এতস্মিন্নেব সংযমং বিধায় যোগী পুরুষজ্ঞানম্ আত্মসাক্ষাৎকারং লভতে।

ততঃ প্রাতিভশ্রাবণবেদনাদর্শস্বাদবার্ত্তা জায়ন্তে ॥ ৩৭ ॥

তাদৃশ স্বার্থসংযম দ্বারা পূর্ব্বোক্ত প্রাতিভ জ্ঞান, শ্রাবণ অর্থাৎ দিব্য-শব্দ শ্রবণ, বেদনা অর্থাৎ দিব্যস্পর্শের অনুভব, আদর্শ অর্থাৎ দিব্যরূপ দর্শন, স্বাদ অর্থাৎ দিব্যরসাস্বাদ, বার্ত্তা অর্থাৎ দিব্যগন্ধ অনুভূত হয়।

স্বার্থসংযমী বা আত্মাবলম্বী যোগীদিগের আত্মসাক্ষাৎকারলাভের পূর্ব্বে বিবিধ সিদ্ধি উপস্থিত হয়। প্রথমে পূর্ব্বোক্ত প্রকারের প্রাতিভ-জ্ঞান উৎপন্ন হয়। তদ্দ্বারা তাঁহারা সূক্ষ্ম, ব্যবহিত, বিপ্রকৃষ্ট অর্থাৎ অতিদূরস্থ এবং ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান,—এ সমস্তই জানিতে পারেন। অনন্তর অদ্ভুত শ্রবণশক্তি জন্মে। তৎপ্রভাবে তাঁহারা দিব্যশব্দ শুনিতে পান। স্পর্শজ্ঞানের নাম বেদনা। তাহা তাঁহাদের এত অধিক বা এত উৎকৃষ্ট হয় যে, তাঁহারা দিব্যস্পর্শ সকল গ্রহণ করিতে সমর্থ হন। চাক্ষুষ জ্ঞানের নাম আদর্শ অর্থাৎ দর্শন। এই দর্শন-শক্তি এত বাড়িয়া উঠে যে, তাঁহারা ইচ্ছামাত্রেই দিব্যরূপ দেখিতে পান। রসনাজন্য জ্ঞানের নাম স্বাদ বা আস্বাদ। ইহা তাঁহাদের এত প্রবল হয় যে, তাঁহারা স্থূল সূক্ষ্ম দিব্য রসসমূহের স্বাদ গ্রহণ করিতে পারেন। গন্ধজ্ঞানের নাম বার্ত্তা ও সংবিত্তি। এই সংবিত্তি বা বার্ত্তা তাঁহাদের এত উৎকর্ষ প্রাপ্ত হয় যে, তাঁহারা স্বর্গীয় পুণ্যগন্ধ সকল অনুভব করিতে সমর্থ হন।

তে সমাধাবুপসর্গা ব্যুত্থানে সিদ্ধয়ঃ ॥ ৩৮ ॥

ঐ সকল ক্ষমতা ব্যুত্থান-সময়ে সিদ্ধি, কিন্তু সমাধিকালে উপসর্গ অর্থাৎ উহা মুক্তিপ্রদ সমাধির বিঘ্ন বা প্রতিবন্ধক। সমাধি উৎকর্ষ

---

(৩৭) ততঃ স্বার্থসংযমাৎ প্রাতিভং পূর্ব্বোক্তং সর্ব্বগোচরং জ্ঞানং মনোমাত্রেণ যোগজ-শুক্লধর্ম্মানুগৃহীতেন জায়তে। দিব্যানাং শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধানাং গ্রাহকাণি শ্রোত্রত্বকচক্ষু-র্জিহ্বাঘ্রাণানি ক্রমেণ শ্রাবণবেদনাদর্শস্বাদবার্ত্তাসংজ্ঞানি চ জায়ন্তে। যদা যোগিনো দিব্যশব্দগ্রাহকং শ্রোত্রং ভবতি তদা তস্য শ্রোত্রস্য শ্রাবণমিতি তান্ত্রিকী সংজ্ঞা ভবতি। তথা ঘ্রাণসংজ্ঞা বার্ত্তাসংজ্ঞা চ। এবমন্যত্রোহনীয়ম্।

(৩৮) তে পূর্ব্বোক্তাঃ প্রাতিভাদয়ঃ সমাধৌ সমাধিকালে উৎপদ্যমানা উপসর্গা উপদ্রবা মোক্ষবিঘ্নকরাঃ, কিন্তু ব্যুত্থানে ব্যবহারদশায়ামুৎপদ্যমানা বিশিষ্টফলদায়কত্বাৎ সিদ্ধয়ঃ।

প্রাপ্ত হইতেছে, এমন সময়ে ঐ সকল সিদ্ধি (হর্ষবিস্ময়াদিজনক সামর্থ্য) উপস্থিত হইলে, মোক্ষদায়ক সমাধি আর দৃঢ় থাকে না। সুতরাং উল্লিখিত ফলসমূহ মোক্ষফলের বিঘ্নকারী এবং সমাধির নাশক। কাযেই উহারা সমাধির উপসর্গ বা উপদ্রব বলিয়া গণ্য। যোগী যখন অসমাহিত থাকেন, তখন যদি ঐ সকল ফল উপস্থিত থাকে, তাহা হইলে ঐ সকল ফল সিদ্ধি; কিন্তু সমাধিকালে ঐ সকল ফল উপসর্গ অর্থাৎ উপদ্রব।

বন্ধকারণশৈথিল্যাৎ প্রচারসংবেদনাচ্চ চিত্তস্য পরশরীরাবেশঃ ॥ ৩৯ ॥

যে কারণে চিত্ত এই একই শরীরে বাঁধা আছে, সে কারণ বিদূরিত হইলে অর্থাৎ চিত্তের বন্ধন শ্লথ হইলে এবং চিত্তের প্রচারস্থান (শরীরস্থ নাড়ীসমূহ) জানিতে পারিলে, চিত্তকে পরশরীরে আবিষ্ট করা যায়।

চিত্তের স্বভাব এই যে, সে সর্ব্বগামী; অর্থাৎ সে সর্ব্বত্রই যাইতে পারে। এতাদৃশ সর্ব্বগামী চিত্ত যে কেবল এই একটীমাত্র নির্দ্দিষ্ট শরীরে প্রতিষ্ঠিত আছে, বাঁধা আছে,—কর্ম্ম অর্থাৎ ধর্ম্মাধর্ম্ম তাহার প্রধান কারণ। সর্ব্বগামী চিত্ত কেবল স্বোপার্জ্জিত কর্ম্মে জড়িত হইয়াই অসর্ব্বগামী হইয়া আছে। সংযমের দ্বারা বা সমাধির দ্বারা যদি সেই চিত্ত-বন্ধন ধর্ম্মাধর্ম্ম শ্লথ করিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে, চিত্ত স্বভাবস্থ হয় অর্থাৎ চিত্ত তখন স্বীয় স্বাধীন গতি প্রাপ্ত হয়। তখন আর তাহার সর্ব্বগামিত্বের কোনরূপ প্রতিবন্ধক থাকে না। সে যে-সর্ব্বগামী সেই-সর্ব্বগামীই হয়। এই সময়ে আর একটী বিষয়ে জ্ঞানলাভ করা আবশ্যক। কিরূপ জ্ঞান? প্রচারবিষয়ক জ্ঞান। অর্থাৎ তাহার সঞ্চরণ-মার্গ বা গতিবিধির পথ উত্তমরূপে জানা আবশ্যক। চিত্ত ও প্রাণ কখন্ কোন্ পথে অর্থাৎ কখন্ কোন্ নাড়ীতে কিরূপ করিয়া সঞ্চরণ করে, গুরুর নিকট ও শাস্ত্রের নিকট তাহা উত্তমরূপে জানা আবশ্যক। যদি সর্ব্বগামী চিত্তের বন্ধন শ্লথ করিয়া দেওয়া

(৩৯) স্বভাবতোঽপ্রতিষ্ঠস্য সর্ব্বগামিনশ্চিত্তস্য কর্ম্মাশয়বশাৎ স্বশরীরমাত্রে সঙ্কোচেন স্থিতির্বন্ধঃ। তস্য কারণং ধর্ম্মাধর্ম্মৌ। সংযমেন হি তয়োঃ শৈথিল্যং ভবতি। প্রচরত্যনেন চিত্তমিতি প্রচারো নাড়ীসঙ্ঘঃ। তস্য সংবেদনং সম্যগ্‌জ্ঞানং=মৎপ্রত্যাহবয়া নাড্যা সঞ্চরতীত্যাদি-

যায়, এবং তাহার সঞ্চরণ-মার্গ জানা থাকে, তাহা হইলে, নিশ্চিত তাহাকে যথেষ্ট বিনিয়োগ অর্থাৎ যথা ইচ্ছা প্রেরণ করিতে পারা যায়। যোগীরা প্রথমতঃ সংযমের দ্বারা, সমাধির দ্বারা, চিত্তবন্ধন শ্লথ করিয়া দেন। তৎপরে গুরুর নিকট, শাস্ত্রের নিকট, যাজ্ঞবল্ক্যকৃত নাড়ীনির্ণয় প্রভৃতি বিবিধ যোগশাস্ত্রের নিকট, চিত্তের বা মনের ও প্রাণের সঞ্চরণের মার্গ অর্থাৎ তাহাদের গতিবিধির পথ নাড়ীসমূহ উত্তমরূপে অবগত হইয়া সংযমের দ্বারা তত্তাবৎকে করামলকবৎ প্রত্যক্ষগোচর করিয়া থাকেন। অনন্তর তাঁহারা চিত্তকে সেই সেই নাড়ীপথ দ্বারা বহির্নিষ্কাশনপূর্ব্বক ইচ্ছানুরূপ পরশরীরে প্রবিষ্ট করত তাহাতে স্বশরীরের ন্যায় সুখদুঃখাদি অনুভব করেন। এই শরীরে যে-কোন ইন্দ্রিয় আছে, সমস্তই চিত্তানুগামী। চিত্ত পরশরীরে প্রবেশ করিলে তৎসঙ্গে চিত্তানুগামী সমুদায় ইন্দ্রিয় তন্মধ্যে অর্থাৎ সেই পরকায়ে প্রবিষ্ট হয়। যোগী আত্মশরীর ত্যাগপূর্ব্বক পরকীয় শরীরে আপনার মন, প্রাণ ও অন্যান্য ইন্দ্রিয়দিগকে প্রতিষ্ঠাপিত করত তদ্দ্বারা ইচ্ছামত আহার বিহারাদি করিতে সমর্থ হন।

উদানজয়াজ্জলপঙ্ককণ্টকাদিষ্বসঙ্গ উৎক্রান্তিশ্চ ॥ ৪০ ॥

প্রাণের উদান-কার্য্য জয় হইলে অর্থাৎ স্বাধীন হইলে জল, পঙ্ক ও কণ্টক প্রভৃতিতে নিমগ্ন হইতে হয় না। উৎক্রান্তি অর্থাৎ মরণও স্বাধীন হয়।

শরীরস্থ ইন্দ্রিয়গণ দ্বিবিধ কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছে;—বাহ্য কার্য্য ও আভ্যন্তরীণ কার্য্য। রূপাদি আলোচনা (অবধারণ) করা তাহাদের বাহ্য কার্য্য, এবং জীবন অক্ষত রাখা তাহাদের আভ্যন্তরীণ কার্য্য। অপিচ, প্রত্যেক ইন্দ্রিয় এক একটী অসাধারণ কার্য্য করিতেছে, এবং সমস্ত ইন্দ্রিয় মিলিত হইয়া অন্য একটী সাধারণ কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছে। বহির্বস্তু ও তন্নিষ্ঠ রূপাদি নির্ণয় করা তাহাদের যথাক্রমে অসাধারণ কার্য্য, এবং জীবন-

বিধং সমাধিবলাদেব ভবতি। তথা প্রাণেন্দ্রিয়মার্গনাড়ীজ্ঞানমপি। তথা চ যথা বন্ধকর্মক্ষ-নাশে পক্ষিজন্তু স্বপরবেশ্মপ্রবেশো ভবতি তথা যোগিচিত্তস্যাপি পরশরীরে মৃতে জীবিতে বা প্রবেশো ভবতি। চিত্তে প্রবিষ্টে ইন্দ্রিয়াদীন্যপি তত্র প্রবিশন্তি। ততশ্চ পরশরীর-প্রবিষ্টো যোগী তৎস্বশরীরবৎ ব্যবহরতি।

(৪০) সমস্তানামিন্দ্রিয়াণাং তুষজ্বালাবৎ যুগপদুত্থিতা জীবনশব্দবাচ্যা বৃত্তিরস্তি। তস্যা

স্থাপনের মূলীভূত প্রযত্নবিশেষ নির্ব্বাহ করা তাহাদের সাধারণ কার্য্য। সমস্ত ইন্দ্রিয় মিলিত হইয়া উক্ত সাধারণ কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছে। বহু তুষ (ধানের খোশা) একত্র হইয়া যেমন এক সাধারণ বহ্নিজ্বালা উত্থাপিত করে, তদ্রূপ, সমস্ত ইন্দ্রিয় একত্র বা মিলিত হইয়া আভ্যন্তরীণ কার্য্য-বিশেষ অর্থাৎ জীবন-নামক (বেঁচে থাকা) বিশিষ্ট ক্রিয়া নির্ব্বাহ করে। অতএব, জীবন-কার্য্যটী ইন্দ্রিয়সমূহের ক্রিয়া-সমষ্টি ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। পৃথক্ পৃথক্ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা পৃথক্ পৃথক্ কার্য্য সম্পন্ন হয়, সেই সকল পৃথক্ পৃথক্ কার্য্যের পৃথক্ পৃথক্ নাম আছে। তন্মধ্যে যে ক্রিয়ার দ্বারা হৃদয় হইতে মুখনাসিকা পর্য্যন্ত ঔদর্য্য-বায়ুর গত্যাগতি সাধিত হয়, সেই ক্রিয়ার নাম "প্রাণ"। যে ক্রিয়ার দ্বারা পরিচালক বায়ু নাভি হইতে পদাঙ্গুলি পর্য্যন্ত রসরক্তাদি বহন করিয়া পরিব্যাপিত করে, সে ক্রিয়ার নাম "অপান"। আর যে ক্রিয়া নাভিদেশ বেষ্টন করত ভুক্তদ্রব্যের পরিপাক, মলমূত্রাদির পার্থক্য ও রক্তাদি উৎপাদন করত যথাস্থানে লইয়া যায়, সে ক্রিয়ার নাম "সমান"। যে-ক্রিয়া কৃকাটিকা (গ্রীবা) হইতে মস্তকচূড়া পর্য্যন্ত সমস্ত দৈহিক উপাদান উদ্গামী ও বিধৃত করত স্থিত আছে, সেই ক্রিয়ার নাম "উদান"। যে, সর্ব্বশরীরে শিরায় শিরায় সঞ্চরণ করত বল রক্ষা করিতেছে, সে ক্রিয়ার নাম "ব্যান"। এই সকল ইন্দ্রিয়ক্রিয়ারূপ প্রাণ-পঞ্চকের মধ্যে যেটীর নাম উদান, সংযমপ্রয়োগ দ্বারা সেইটীকে জয় করিতে পারিলে অন্যান্য বায়ুর অথবা অন্যান্য ইন্দ্রিয়ক্রিয়ার অব-রোধহেতু ঊর্দ্ধগতি-স্বভাব উদান-বায়ু অত্যধিক প্রবল হইয়া দাঁড়ায়। সুতরাং যোগী তখন তৎপ্রভাবে জল, পঙ্ক, কণ্টক,—কিছুতেই সংসক্ত হন না। জলে তুলরাশির ন্যায় ভাসিতে পারেন, কণ্টকোপরি ভ্রমণ করিতে পারেন, কর্দ্দমোপরি বিচরণ করিতে পারেন, উৎক্রান্তি অর্থাৎ প্রাণত্যাগ-নামক মরণকে স্বাধীন করিতেও পারেন, অর্থাৎ ইচ্ছামত বিধানে প্রাণত্যাগ করিতে পারেন।

এষ প্রাণাদিলক্ষণা পঞ্চতয়ী ক্রিয়া। উদানস্য জয়াৎ সংযমদ্বারেণেতরেষাং নিরোধাচ্চোর্দ্ধ-গামিত্বেন জলে মহানদ্যাদৌ মহতি বা পঙ্কে কর্দ্দমে তীক্ষ্ণেষু চ কণ্টকেষু ন সজ্জতে যোগী। লঘুত্বমাপন্ন উপর্য্যেব গচ্ছেৎ। উৎক্রান্তির্মরণমপি তেষাং স্বেচ্ছয়া ভবতি।

সমানজয়াৎ প্রজ্বলনম্ ॥ ৪১ ॥

সমান বিজিত হইলে প্রজ্বলন (ব্রহ্মতেজ বা তেজোবিশেষ) জন্মে। যে ইন্দ্রিয়-ক্রিয়া নাভি আক্রমণ করিয়া, জাঠরাগ্নি বা কায়াগ্নি আবরণ করিয়া, ভুক্তদ্রব্যের পরিপাক করত রসরক্তাদির সাম্যবিধান করিতেছে, তাহার নাম "সমান"। সেই সমান বায়ুকে অথবা সমান-নামক ইন্দ্রিয়-ক্রিয়াকে জয় করিতে পারিলে প্রজ্বলন অর্থাৎ অত্যধিক তেজস্বিতা জন্মে। সময়ে সময়ে মৃত্তিকা হইতে একপ্রকার ভাব্ (উষ্মা) বাহির হয়, তাহা সকলেই জানেন। মৃত্তিকার ন্যায় শরীরেও একপ্রকার উষ্মা আছে। তাহা মনের ও ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়াপ্রবাহ বা বহিস্ফুরণ ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। সমান বায়ু জিত হইলে সেই স্ফুরণ বৃদ্ধি পায় ও শুদ্ধ হয়। (ইহাই বোধ হয়, ম্লেচ্ছভাষার good magnetism)। সেই কারণেই অল্পতেজা লোকেরা তাদৃশ যোগীকে অগ্নিতুল্য তেজস্বী বলিয়া অনুভব করে।

শ্রোত্রাকাশয়োঃ সম্বন্ধসংযমাদ্দিব্যং শ্রোত্রম্ ॥ ৪২ ॥

কর্ণ ও আকাশ,—এই দুয়ের পরস্পর যে সম্বন্ধ আছে, সেই সম্বন্ধের প্রতি সংযম প্রয়োগ করিলে দিব্যশ্রোত্র উৎপন্ন হয়।

শব্দগ্রাহক ইন্দ্রিয়ের নাম শ্রোত্র। এই ইন্দ্রিয় অহংতত্ত্ব হইতে উৎপন্ন। ইহার সহিত শব্দতন্মাত্র-জাত আকাশের এক অসাধারণ সম্বন্ধ আছে। আকাশ পদার্থ আধার, এবং শ্রোত্রেন্দ্রিয় তাহার আধেয়। অর্থাৎ শ্রবণেন্দ্রিয়টী দেহস্থ আকাশভূতেই অবস্থিত। যোগীরা আকাশের সহিত শ্রোত্রের তাদৃশ সম্বন্ধ শাস্ত্র দ্বারা জ্ঞাত হইয়া তৎপ্রতি সংযম প্রয়োগ করেন। করিয়া দিব্যশ্রোত্র লাভ করেন। অর্থাৎ তাঁহাদের শ্রবণেন্দ্রিয় তখন এত অধিক উৎকৃষ্ট হইয়া দাঁড়ায় যে, তাঁহারা সূক্ষ্ম, ব্যবহিত ও বিপ্রকৃষ্ট অর্থাৎ সুদূরবর্ত্তী শব্দও শুনিতে পান। এইরূপ, ত্বগিন্দ্রিয়ের সহিত বায়ুর, চক্ষুর সহিত তেজের, রসনার সহিত জল-ভূতের ও ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের সহিত

---

(৪১) নাভ্যগ্নিমাবেষ্ট্য ব্যবস্থিতস্য সমানস্য জয়াৎ সংযমেন বশীকরণাৎ নিরাবরণস্য কায়াগ্নে-রুদ্ভূততেজসা প্রজ্বলন্নিব দৃশ্যতে যোগী। এবং প্রাণাদিজয়াদপি তত্তৎক্রিয়াসিদ্ধির্জ্ঞেয়া।

(৪২) শ্রোত্রং শব্দগ্রাহকমিন্দ্রিয়মহঙ্কারভবম্। আকাশঃ ব্যোম। স চ শব্দতন্মাত্র-

ক্ষিতির যে আধার-আধেয় সম্বন্ধ আছে, যোগী তাহা জ্ঞাত হইয়া তদুপরি সংযম প্রয়োগ করত দিব্য অর্থাৎ অলৌকিক স্পর্শাদি-শক্তিও লাভ করেন।

কায়াকাশয়োঃ সম্বন্ধসংযমাল্লঘুতূলসমাপত্তেশ্চাকাশগমনম্‌ ॥৪৩॥

শরীর ও আকাশ,—এই দুয়ের যে সম্বন্ধ আছে, তৎপ্রতি সংযম প্রয়োগ করিয়া যোগী লঘু অর্থাৎ তূলর ন্যায় অল্পভার হইতে পারেন। তূলভাবাপন্ন অর্থাৎ অল্পভার হইয়া আকাশে যাতায়াত করিতে পারেন।

ভাবিয়া দেখ, যেখানে শরীর, সেই খানেই আকাশ। আকাশ এই ভৌতিক দেহকে অবকাশ অর্থাৎ থাকিবার স্থান দিতেছে। সুতরাং আকাশের সহিত ইহার সম্বন্ধ আছে। সে সম্বন্ধ কি ? না—অবকাশ-দান। আকাশ এই দেহকে আপনার সর্ব্বস্থানেই স্থান দিতে পারে, যোগী এতদ্রূপ নিশ্চয় করিয়া উক্ত উভয়ের (কায়ার ও আকাশের) কথিতপ্রকার সম্বন্ধের প্রতি সংযম প্রয়োগ করেন। ক্রমে উক্ত উভয়ের সম্বন্ধ তাঁহা-দের জয় (আপনার ইচ্ছাধীন) হইয়া আইসে। তখন তাঁহারা আপনার শরীরকে তূল অপেক্ষা লঘু, এতদ্রূপ অনুধ্যান করেন। ধ্যানবলে বা সমাধিবলে তাঁহাদের দেহ লঘুভাবাপন্ন হইয়া যায়। তখন তাঁহারা বিনা ক্লেশেই আকাশে গমনাগমন করিতে পারেন। এই আকাশ-গতি অল্পকালে আয়ত্ত হয় না। প্রথমতঃ তাঁহারা পৃথিবীতে জলোপরি ভ্রমণ করিতে শিখেন, অনন্তর উর্ণনাভতন্তু (মাকড়সার সূতা) অবলম্বন করিয়া উর্দ্ধভ্রমণে ব্যাসক্ত হন। পশ্চাৎ তাঁহারা সূর্য্যরশ্মি অবলম্বন করিয়া উর্দ্ধাকাশে সঞ্চরণ করিতে শিখেন। ভাগবত-পুরাণে বর্ণিত আছে, শুকদেব গোস্বামী সূর্য্যরশ্মি অবলম্বন করত সর্ব্বজনসমক্ষে সূর্য্যমণ্ডলপ্রবেশ করিয়াছিলেন।

প্রভৃতঃ। তয়োর্যঃ সম্বন্ধঃ আধারাধেয়লক্ষণস্তত্র সংযমাৎ দিব্যমলৌকিকং শ্রোত্রং জায়তে। তেষাং শ্রোত্রেন্দ্রিয়মলৌকিকশব্দগ্রহণক্ষমং ভবতীত্যর্থঃ।

(৪৩) যত্র কায়স্তত্রাকাশ ইত্যাঽবকাশদানাৎ কায়স্য তেন সহ সম্বন্ধঃ সংযোগলক্ষণঃ তত্র সংযমেন হি তৎসম্বন্ধং জিত্বা লঘুনি তূলাদৌ বা সংযমেন সমাপত্তিং সুদৃঢ়াং তন্ময়ীং ভাবনাং বিধায় প্রাপ্তলঘুভাবো যোগী প্রথমং ভুবি জলাদৌ ক্রমেণোর্ণনাভতন্তুষু পশ্চাদাদিত্য রশ্মিষু অনন্তরঞ্চ যথেষ্টমাকাশে গচ্ছতীতি তাৎপর্য্যম্‌।

বহিরকল্পিতা বৃত্তির্মহাবিদেহা ততঃ প্রকাশাবরণক্ষয়ঃ ॥ ৪৪ ॥

বহির্বস্তুতে অকল্পিত মনোবৃত্তির নাম "মহাবিদেহ"। সেই মহাবিদেহ-নামক ধারণাবিশেষে সংযমী হইলে প্রকাশশক্তির যে আবরণ—তাহা ক্ষয় হইয়া যায়। ইহার বিস্তৃত ব্যাখ্যা এইরূপ :—

শরীরে অহংজ্ঞান নাই, অথচ চিত্ত বহির্বস্তুতে নিমগ্ন, এতদ্রূপ চিন্তাবস্থার নাম মহাবিদেহ। এতদ্রূপ চিন্তাবস্থা উত্থাপিত করিয়া তদুপরি সংযম প্রয়োগ করিলে, ক্রমে প্রকাশের আবরণ অর্থাৎ স্বচ্ছ ও সর্ব্বব্যাপক জ্ঞানশক্তির প্রতিবন্ধক ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। তাৎপর্য্য এই যে, সাধক যখন ধ্যান ধারণাদি অভ্যাস করেন, তখন তাঁহারা দৃঢ়তর-সঙ্কল্প ধারণ-পূর্ব্বক "দেহের প্রতি আমার যে অহংজ্ঞান আছে তাহা দূর হউক, এবং আমার চিত্ত বহির্বস্তুতেই বিরাজিত থাকুক" বার বার এতদ্রূপ কল্পনা বা চিন্তা করিতে থাকেন। সেই চিন্তা প্রবল হইলে তাঁহাদের চিত্ত বহির্বস্তুতেই প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহারই শাস্ত্রীয় নাম "কল্পিতবিদেহ"। ক্রমে যখন দেহের প্রতি অহংবৃত্তির অভাব হইয়া পড়ে, তখন তাঁহাদের চিত্ত আপনা আপনই ধ্যেয়-মাত্র বস্তুতে প্রতিষ্ঠিত হয়। তাদৃশ চিত্তের নাম "অকল্পিত মহাবিদেহ"। এই অকল্পিত মহাবিদেহ-নামক মানস-স্ফূর্ত্তির উপর বা তন্নামক ধারণার উপর সংযম প্রয়োগ করিলে সর্ব্বপ্রকাশক চিত্তের যে আবরণ (আচ্ছাদন=যাহা থাকায় চিত্ত অল্পজ্ঞ অর্থাৎ সকল সময়ে সকল বস্তু প্রকাশ করিতে পারে না) আছে, তাহা বিদূরিত হয়। সুতরাং যোগী তখন সমস্তই জানিতে পারেন বা সর্ব্বজ্ঞ হন।

স্থূলস্বরূপসূক্ষ্মান্বয়ার্থবত্ত্বসংযমাদ্ভূতজয়ঃ ॥ ৪৫ ॥

প্রত্যেক ভূতের স্থূল, স্বরূপ, সূক্ষ্ম, অন্বয়িত্ব ও অর্থবত্ত্ব,-এই পঞ্চ-

---

(৪৪) মনো মে শরীরাদ্বহিরস্থিতি কল্পনয়া মনসো যা দেহাদ্বহির্বৃত্তিলাভো জায়তে সা কল্পিতবিদেহাখ্যা ধারণা। তয়া চ দেহেঽহম্ভাবে ত্যক্তে সতি স্বতএব বহির্বৃত্তির্জায়তে। সেয়মকল্পিতা মহাবিদেহাখ্যা ধারণা। তস্যাং সংযমাৎ সাত্ত্বিকস্য চিত্তস্য যঃ প্রকাশঃ আলোক-প্রসরঃ তস্য যদাবরণং ক্লেশকর্ম্মাদিলক্ষণং তস্য ক্ষয়ো বিনাশো ভবতি, সর্ব্বং চিত্তবলং ক্ষীয়তে। ততঃ সর্ব্বজ্ঞতালাভ ইতি সংক্ষেপঃ।

(৪৫) স্থূলঞ্চ স্বরূপঞ্চ সূক্ষ্মঞ্চান্বয়শ্চার্থবত্ত্বঞ্চেতি দ্বন্দ্বঃ। তেষু সংযমাদ্ভূতজয়ঃ স্যাৎ। ইদমত্র তাৎপর্য্যম্—পৃথিব্যাদীনাং ভূতানাং স্থূলত্বাদীনি পঞ্চধা রূপাণ্যবস্থাবিশেষরূপা ধর্ম্মাঃ সন্তি।

বিধ রূপ বা অবস্থাবিশেষ আছে। তৎপ্রতি সংযমী হইলে ভূতজয় অর্থাৎ মহাভূত সকল বশীভূত হয়।

ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম,—এই পাঁচপ্রকার মহাভূত। ইহাদের বিশেষ বিশেষ অবস্থা বা বিশেষ বিশেষ ধর্ম্মবৈলক্ষণ্য (অবস্থানুযায়ী প্রভেদ) আছে। তদনুসারে উহাদের পৃথক্ পৃথক্ নামও আছে; স্থূল, স্বরূপ, সূক্ষ্ম, অন্বয়িত্ব ও অর্থবত্ব। অবস্থাদ্যোতক এই সকল নামের তাৎপর্য্যার্থ এইরূপ :—

১ম, স্থূলাবস্থা বা স্থূলরূপ। ভূতগণের বর্ত্তমান বা পরিদৃশ্যমান অবস্থা—যাহা এক্ষণে স্থূলতম বা পরিপুষ্টশব্দাদিগুণের আধার হইয়াছে—তাহাই তাহাদের স্থূল রূপ। দৃশ্যমান পৃথিবী, দৃশ্যমান জল, দৃশ্যমান তেজ, দৃশ্যমান বায়ু, দৃশ্যমান আকাশ,—এ সমস্তই স্থূলাবস্থা বা স্থূলরূপ।

২য়, স্বরূপাবস্থা। পৃথিবী কঠিন বা কর্কশ, জল স্নিগ্ধ ও শীতল, তেজ উষ্ণ, বায়ু বহনশীল, ব্যোম সর্ব্বগত। পৃথিবীভূত স্বতঃসিদ্ধ কঠিন। জলভূত স্বতঃসিদ্ধ স্নিগ্ধ। ইহা শরীরসম্বন্ধী মজ্জা-পুষ্টি ও বলাধানের কারণ। তেজ স্বতঃসিদ্ধ উষ্ণ ও তীক্ষ্ণ। ইহা দেহে, জঠরে, সূর্য্যে ও পৃথিবীতে সমবেত বা তত্তদ্ভাবে আছে। এই সকল ভাব বা এই সকল অবস্থা পৃথিবীর, জলের ও তেজোভূতের স্বরূপ বলিয়া জানিবে। এইরূপ বায়ু ও ব্যোমভূতেরও গুণগুণিভাব লইয়া স্বরূপাবস্থা নির্ণয় করিবে।

৩য়, সূক্ষ্মরূপ বা সূক্ষ্মাবস্থা। ভূতের সূক্ষ্মরূপ পরমাণু ও তন্মাত্রা।

৪র্থ, অন্বয়িত্ব। প্রত্যেক ভূতই সত্ত্ব, রজঃ ও তমোনামক গুণের দ্বারা পরিব্যাপ্ত। কেননা, সকল ভূতেই সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ধর্ম্ম দৃষ্ট হয়। অর্থাৎ সকল ভূতই প্রকাশ, প্রবৃত্তি ও স্থিতি,—এই তিন ধর্ম্মে অন্বিত। ভূতের এতদ্রূপ অবস্থাটী ইহশাস্ত্রে অন্বয়-নামে অভিহিত হয়।

৫ম, অর্থবত্ব। ভোগপ্রদানসামর্থ্যের নাম অর্থবত্ব। পৃথিব্যাদিভূতগণ তাদৃশ সামর্থ্যের (শক্তির) দ্বারা ভোগ (সুখদুঃখাদি) জন্মাইতেছে। এই ভোগসামর্থ্য

তত্র তাবৎ ভূতানাং পরিদৃশ্যমানং গন্ধাদ্যাধারতয়াঽবস্থিতং বিশিষ্টাকারবত্তা রূপং স্থূলম্। স্বরূপমেষাং যথাক্রমং কাঠিন্যস্নেহৌষ্ণ্যপ্রেরণসর্ব্বগামিত্বলক্ষণম্। তৃতীয়মেষাং রূপং যৎ কারণত্বেনাবস্থিতত্বম্। যথা পরমাণবস্তন্মাত্রাণি চ। চতুর্থমেষাং রূপমন্বয়ঃ। প্রকাশপ্রবৃত্তিস্থিতিরূপতয়া

থাকাই অর্থবত্ব। সংযম দ্বারা উক্ত পঞ্চবিধ রূপ জয় (সাক্ষাৎকার) করিতে পারিলে ভূতগণ ইচ্ছানুগামী (আজ্ঞাকারী) হয়। পরন্তু উক্ত পঞ্চবিধ রূপ একবারে অর্থাৎ যুগপৎ জয় করা যায় না। প্রথমে স্থূল রূপ জয় করিতে হয়, অনন্তর সোপানারোহণ-ন্যায়ে যথাক্রমে স্বরূপ, সূক্ষ্ম, অন্বয় ও অর্থবত্ব রূপ প্রত্যক্ষ করিতে হয়। এবংবিধ ভূতজয়ী যোগীরা না করিতে পারেন, এমন কার্য্যই নাই। আমরা যোগী নহি, ভূতের কোনও একটী রূপ সম্পূর্ণরূপে জ্ঞাত নহি, সেই কারণে আমরা নূতন ভৌতিক কার্য্য জন্মাইতে পারি না। ইচ্ছা প্রয়োগ করিতেও পারি না। করিলেও কৃতকার্য্য হইতে পারি না। কিন্তু যাঁহারা ভূতজয়ী যোগী, তাঁহারা সংযমের দ্বারা ভূতের উক্তবিধ পাঁচ অবস্থা (five states) জ্ঞাত আছেন, এবং তাঁহারা অস্মদাদির জ্ঞানাতীত কার্য্য করিতে সক্ষম। ভূত জয় হইলে, ভূতের পঞ্চবিধ রূপ প্রত্যক্ষ গোচর হইলে, কি হয়? তাহা শুন।—

তেতোঽণিমাদিপ্রাদুর্ভাবঃ কায়সম্পত্তদ্ধর্ম্মানভিঘাতশ্চ ॥ ৪৬ ॥

ভূত জয় হইলে অণিমা প্রভৃতি অষ্ট মহাসিদ্ধি, কায়সম্পৎ ও কায়িক ধর্ম্মের অনভিঘাত অর্থাৎ অবিনাশ হয়। (অর্থাৎ তিনি কোনও ভৌতিক ধর্ম্মের দ্বারা অভিভূত হন না)। ইহার সবিস্তর বর্ণনা এইরূপ :—

অণিমা (১), লঘিমা (২), মহিমা (৩), প্রাপ্তি (৪), প্রাকাম্য (৫), বশিত্ব, (৬), ঈশিত্ব (৭), এবং যত্রকামাবসায়িত্ব (৮), এই আট মহাসিদ্ধির নাম ঐশ্বর্য্য। ঈশ্বরের এবংবিধ স্বতঃসিদ্ধ অষ্ট মহাগুণ আছে; সেই সকল গুণ বা তৎসদৃশ গুণ সাধনবলে অন্য আত্মাতেও আবিষ্ট হয়। সেই কারণে ঐ সকল মহাগুণকে ঐশ্বর্য্য নামে উল্লেখ করা হয়। ভূতজয়ী হইলে ঐ সকল মহাগুণ জন্মে। সংযম দ্বারা যদি ভূতের প্রাগুক্ত-স্থূলরূপ জয় করা যায়, প্রত্যক্ষগোচর করা যায়, তাহা হইলে তদ্দ্বারা প্রথমোক্ত চতুর্ব্বিধ মহাসিদ্ধি

সর্ব্বত্রৈবান্বেতীত্যন্বয়ো গুণবত্বম্। পঞ্চমমেষাং রূপমর্থবত্বম্। ভোগাপবর্গপ্রদানসামর্থ্যমিতি যাবৎ। এতেষু ভূতানাং কার্য্যস্বরূপহেতুষু পঞ্চসু রূপেষু স্থূলাদিক্রমেণ সংযমাৎ সংযমেন হি তত্তদ্রূপসাক্ষাৎকরণাৎ ভূতানি যোগিসঙ্কল্পানুসারীণি ভবন্তি বৎসানুসারিণ্য ইব গাবঃ।

(৪৬) ততঃ ভূতজয়াৎ। অয়ময়ং বিভাগঃ—স্থূলসংযমজয়াদণিমা লঘিমা মহিমা প্রাপ্তিশ্চেতি চতস্রঃ সিদ্ধয়ো ভবন্তি। স্বরূপসংযমজয়াৎ প্রাকাম্যম্। সূক্ষ্মসংযমজয়াৎ বশিত্বম্। অন্বয়-

আয়ত্ত করা যায়। অর্থাৎ অণিমা সিদ্ধি, লঘিমা সিদ্ধি, মহিমা সিদ্ধি (মতান্তরে মহিমা শব্দের পরিবর্ত্তে গরিমা শব্দের উল্লেখ আছে) এবং প্রাপ্তিনামক মহা-সিদ্ধি উপস্থিত হয়। সংযম দ্বারা যদি প্রাগুক্ত ভূতের স্বরূপ-অবস্থা সাংক্ষকৃত হয়, তাহা হইলে প্রাকাম্য-নামক মহাসিদ্ধি জন্মে। যদি ভূত-সমূহের সূক্ষ্মরূপ বিজিত (প্রত্যক্ষীকৃত) হয়, তাহা হইলে বশিত্বনামক মহাসিদ্ধি জন্মে। যদি তাহাদের অন্বয়রূপটী জিত হয়, তবে ঈশিত্ব-সিদ্ধি জন্মে, এবং অর্থবত্ত্বরূপ জয় হইলে তদ্দ্বারা যত্রকামাবসায়িত্ব-নামক চরম ঐশ্বর্য্য লব্ধ হয়। এক্ষণে অণিমা সিদ্ধি কি? তাহা শুন।—

১ম, অণিমা। শরীর আয়তনে বা প্রমাণে বৃহৎ হইলেও সংযমবলে অণু অর্থাৎ পরমাণুতুল্য ক্ষুদ্র হইবার শক্তি।

২য়, লঘিমা। গুরুভার হইলেও তুলবৎ লঘু হওয়ার সামর্থ্য।

৩য়, মহিমা। ক্ষুদ্র হইয়াও পর্ব্বতাদি প্রমাণ অর্থাৎ বৃহৎকায় হওয়ার সামর্থ্য (ইহাকে কেহ কেহ গরিমা সিদ্ধিও বলেন)।

৪র্থ, প্রাপ্তি। ইচ্ছামাত্রে দূরস্থ বস্তুকে নিকট-লভ্য করার সামর্থ্য।

৫ম, প্রাকাম্য। ইচ্ছাশক্তির অব্যাঘাত অর্থাৎ সফল ইচ্ছা। পর্ব্বতাভ্যন্তরে কি ভূমধ্যে প্রবেশ করিব, এরূপ ইচ্ছা হইলেও তাহা সিদ্ধ করিবার সামর্থ্য।

৬ষ্ঠ, বশিত্ব। যে শক্তি থাকায় যোগীর নিকট ভূত ও ভৌতিক পদার্থ সকল বশীভূত (আজ্ঞাকারী হইয়া) থাকে।

৭ম, ঈশিত্ব। ভৌতিক-পদার্থের প্রতি কর্ত্তৃত্ব করিবার সামর্থ্য। অর্থাৎ যোগীরা ভূতকে ও ভৌতিককে যখন যেরূপ করিতে ও রাখিতে ইচ্ছা করেন, সেইরূপ করিতে ও রাখিতে পারেন।

৮ম, যত্রকামাবসায়িত্ব। অর্থাৎ সত্যসঙ্কল্পতা। ভূত ও ভৌতিক বস্তুর প্রতি তাঁহারা যখন যে শক্তির উদ্দেশে সঙ্কল্প উৎপাদন করেন—সে সকল বস্তু তখনই তদ্রূপ শক্তিবিশিষ্ট হয়। যোগীরা এতদ্রূপ সত্যসঙ্কল্পতার প্রভাবে

সংযমজয়াৎ ঈশিত্বম্। অর্থবত্ত্বসংযমজয়াৎ যত্রকামাবসায়িত্বম্। মহানপি ভবত্যণুরিত্যণিমা। মহানপি লঘুভূত্বা তূল ইবাকাশে বিহরতীতি লঘিমা। অল্পোঽপি নাগনগগগনপরিমাণো ভব-তীতি মহিমা (গরিমা ইতি বা)। ইচ্ছামাত্রেণ সর্ব্বে ভাবাঃ সন্নিহিতা ভবন্তীতি প্রাপ্তিঃ। যথা ভূমিষ্ঠ এবাঙ্গুল্যগ্রেণ স্পৃশতি চন্দ্রমসম্। ইচ্ছানভিঘাতঃ প্রাকাম্যম্। নাসৌ ভূতস্বরূপৈ-

বিষকে অমৃতশক্তিসম্পন্ন করিয়া মৃত জীবকে জীবিত করিতে পারেন, অমৃতকেও বিষশক্তিযুক্ত করিয়া জীবিত জীবকে মৃত করিতে পারেন।

এই আট ঐশ্বর্য্য লব্ধ হইলে তৎসঙ্গে আরও দুইটী মহাসিদ্ধি জন্মে। ভূতগুণের দ্বারা তাঁহাদের শারীরিক ক্রিয়ার অপ্রতিবন্ধক এবং উত্তম কায়সম্পৎ। এই দুইটী সিদ্ধি অর্থাৎ কায়সম্পৎ ও কায়িকধর্ম্মের অব্যাঘাত এই দুই সিদ্ধি পূর্ব্বোক্ত অষ্ট মহাসিদ্ধির অনুগামী। কায়সম্পৎ কি, তাহা পরসূত্রে ব্যক্ত হইবে। কায়ধর্ম্মের অপ্রতিবন্ধক কি, তাহা বলিতেছি। শরীরস্থ রূপ, মূর্ত্তি ও অন্যান্য ধর্ম্ম অবিনশ্বর-তুল্য হওয়া। ঐ কথার অর্থ এই যে, অগ্নি তাঁহার রূপকে ও মূর্ত্তিকে দগ্ধ করিতে পারিবে না, বায়ু তাঁহার শারীরিক রসাদি শোষণ করিতে পারিবে না, জল তাঁহার শরীরকে ক্লিন্ন করিতে অর্থাৎ পচাইতে পারিবে না,—ইত্যাদি।

যোগীদিগের ঐ সকল সিদ্ধি নির্ম্মর্য্যাদ অর্থাৎ অসীম নহে। ঐ সকল ঐশ্বর্য্য তাঁহাদের সীমাবদ্ধ বা সসীম। অর্থাৎ একটী নির্দ্দিষ্ট সীমা আছে। যোগ-বলে তাঁহারা ঈশ্বরসৃষ্ট বস্তুর শক্তি ও গুণাগুণ অন্যথা করিতে পারেন, কিন্তু সম্পূর্ণ ব্যত্যয় করিতে পারেন না। সূর্য্যকে চন্দ্র করিতেও পারেন না, চন্দ্রকেও সূর্য্য করিতে পারেন না। পারেন কি?—তাহাদের শক্তি বা ক্রিয়ার বিপর্য্যয় করিতে পারেন। এক্ষণে কায়সম্পৎ বলা যাইতেছে।—

রূপলাবণ্যবলবজ্রসংহননত্বানি কায়সম্পৎ ॥ ৪৭ ॥

মূর্দ্ধাদিভিরিচ্ছা বিহন্যতে। ভূমাবুন্মজ্জতি চ যথোদকে। ভূতানি ভৌতিকানি চ বশীভূতানি ভবন্তীতি বশিত্বম্। তে যানি যথা ব্যবস্থাপয়ন্তি তানি তথৈবাবতিষ্ঠন্ত ইত্যর্থঃ। ভূতানামুৎপত্তিবিনাশব্যূহানামীষ্টে নিয়ময়তীতীশিত্বম্। যস্মিন্ বিষয়েঽস্য কাম ইচ্ছা জায়তে তস্মিন্নেবাঽস্যাঽবসায়ো ভবতীতি সত্যসঙ্কল্পতা এব যত্রকামাবসায়িত্বম্। বিজিতার্থবশো যোগী যং যদর্থতয়া সঙ্কল্পয়তি তৎ তস্য তস্মৈ প্রয়োজনায় কল্পতে। যথা বিষমপ্যমৃতকার্য্যে সঙ্কল্প্য ভোজয়ন্ জীবয়তীতি। এতান্যষ্টাবৈশ্বর্য্যাণি কায়সম্পচ্চ তদ্ধর্ম্মানভিঘাতশ্চ ভবতি। কায়স্য যে ধর্ম্মা রূপাদয়স্তেষামনভিঘাতোঽনাশো ভবতি। নাস্য রূপমগ্নির্দহতীত্যাদি যথাযথমূহনীয়ম্।

(৪৭) রূপং চক্ষুঃপ্রিয়ম্। লাবণ্যং সর্ব্বাঙ্গসৌন্দর্য্যম্। বলং বীর্য্যম্। বজ্রস্যেব সংহননমবয়বব্যূহো দৃঢ়ো নিবিড়ো বা যস্য তস্য ভাবো বজ্রসংহননত্বম্। এতানি কায়স্য সম্পৎ গুণাঃ।

রূপ, লাবণ্য, বল ও বজ্রতুল্য দৃঢ় শরীর ও বেগশীলতা প্রভৃতি শারীরিক গুণবিশেষের নাম কায়সম্পৎ।

গ্রহণস্বরূপাস্মিতান্বয়ার্থবত্ত্বসংযমাদিন্দ্রিয়জয়ঃ ॥ ৪৮ ॥

ইন্দ্রিয়দিগেরও গ্রহণ, স্বরূপ, অস্মিতা, অন্বয় ও অর্থবত্ত্ব,—এতন্নামক পাঁচপ্রকার রূপ বা অবস্থা আছে। সংযম দ্বারা সেই সকল রূপ জয় অর্থাৎ প্রত্যক্ষীকৃত হইলে ইন্দ্রিয়গণও বশীভূত হয়।

কথাগুলির তাৎপর্য্য এই যে, ভূতপঞ্চকের ন্যায় ইন্দ্রিয়পঞ্চকেরও পাঁচপ্রকার অবস্থা বা রূপ (state) আছে। তাহাদেরও ক্রমিক নাম গ্রহণ, স্বরূপ, অস্মিতা, অন্বয় ও অর্থবত্ত্ব। চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় যখন রূপাদি পদার্থ প্রকাশের জন্য প্রবৃত্ত থাকে, তখন তাহা তাহাদের 'গ্রহণ'-নামক অবস্থা। ইহাই তাহাদের প্রথম রূপ। তাহারা যখন গ্রাহ্যবস্তুকে প্রকাশ করে, তখন তাহাদের সেই প্রকাশ-ধর্ম্মকে 'স্বরূপ' আখ্যা দেওয়া হয়। তৎসঙ্গে যে সাত্ত্বিক অহঙ্কার অনুস্যূত থাকে, সেই সাত্ত্বিক অহঙ্কার তাহাদের 'অস্মিতা'-নামক তৃতীয় রূপ। ইন্দ্রিয়গণের মূল কারণ গুণত্রয়, সেই গুণত্রয়যুক্ততাই তাহাদের 'অন্বয়'-নামক চতুর্থ রূপ। ইন্দ্রিয়গণেরও ভোগ-প্রদান-সামর্থ্য আছে, সুতরাং সেই ভোগপ্রদানসামর্থ্যঘটিত রূপটী পঞ্চম ও অর্থবত্ত্ব নামে গণ্য। যোগিগণ ইন্দ্রিয়গণের এবংবিধ পঞ্চ-রূপে কৃতসংযম হইয়া ইন্দ্রিয়দিগকে জয় অর্থাৎ বশীভূত করিয়া থাকেন।

ততোমনোজবিত্বমবিকরণভাবঃ প্রধানজয়শ্চ ॥ ৪৯ ॥

তাহা হইতে, ইন্দ্রিয়জয় হইতে, যোগিশরীরে মনস্তুল্য গতিশক্তি জন্মে, বিদেহ অবস্থাতেও ঐন্দ্রিয়িক জ্ঞান থাকে, এবং মূলপ্রকৃতিও বশীভূতা হন।

মনোজবিত্ব অর্থাৎ মনের ন্যায় অনুত্তমগতি। ভাব বা তাৎপর্য্য এই যে, মন যেমন নিষ্প্রতিবন্ধকে সর্ব্বত্র গমনাগমন করে, ইন্দ্রিয় জয় হইলে

(৪৮) ইন্দ্রিয়াণাং বিষয়াভিমুখী বৃত্তির্গ্রহণম্। এতচ্চ তেষাং প্রথমং রূপম্। প্রকাশকত্বৈষাং স্বরূপম্। তচ্চ তেষাং দ্বিতীয়ং রূপম্। অহঙ্কারানুগমোঽস্মিতা। সা চ তেষাং তৃতীয়ং রূপম্। অন্বয়ার্থবত্ত্বে চতুর্থপঞ্চমে ব্যাখ্যাতে।

(৪৯) ততঃ ইন্দ্রিয়জয়াৎ। মনোজবিত্বং মনোবৎ কায়স্যানুত্তমগতিলাভঃ। অবিকরণভাবঃ দেহনিরপেক্ষাণামিন্দ্রিয়াণাং দূরবাহ্যার্থজ্ঞানে বৃত্তিলাভঃ। প্রধানজয়ঃ প্রকৃতিবশ্যতা।

তৎসঙ্গে শরীরেও নিষ্প্রতিবন্ধক অর্থাৎ অব্যাহত গতিশক্তি আগমন করে। স্পষ্টকথা এই যে, শরীরকে শিলামধ্যেও প্রবিষ্ট করান যায়—কিছুমাত্র প্রতিবন্ধক উপস্থিত হয় না। দ্বিতীয় সিদ্ধির স্বরূপ এই যে, বিগতদেহ হইলেও, দেহশূন্য হইলেও, দেহাভিমান না থাকিলেও, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের করণত্ব থাকে অর্থাৎ জ্ঞানোৎপাদন-সামর্থ্য প্রবল থাকে। বিকরণসিদ্ধ যোগীরা দূরস্থ বস্তু জানিবার জন্য শরীর লইয়া সেই সেই স্থানে যান না। একস্থানে থাকিয়াই তাঁহারা দিক্‌বিদিকস্থিত, দূরবিদূরস্থিত, অতীত অনাগত ও বর্তমান বস্তু জানিতে পারেন। তৃতীয় "প্রধানজয়" শব্দের অর্থ এই যে, ইন্দ্রিয়গণের অন্বয়-নামক চতুর্থ রূপ জিত হইলে তাহাদের মূল-কারণ প্রকৃতি বশীভূতা বা আজ্ঞাকারিণী হইয়া থাকেন; অর্থাৎ তৎপ্রতি যোগীর সম্পূর্ণ আধিপত্য থাকে।

সত্ত্বপুরুষান্যতাখ্যাতিমাত্রস্য সর্ব্বভাবাধিষ্ঠাতৃত্বং সর্ব্বজ্ঞাতৃত্বঞ্চ ॥৫০॥

সত্ত্ব অর্থাৎ মহত্তত্ত্ব-নামক বুদ্ধি (মন)। পুরুষ অর্থাৎ শুদ্ধ চিদাত্মা। অন্যতাখ্যাতি অর্থাৎ পার্থক্য-বিজ্ঞান। সত্ত্ব-পুরুষের পার্থক্যবিজ্ঞানের প্রতি কৃতসংযম হইয়া যোগিগণ সকল বস্তুর উপর অধিষ্ঠাতৃত্ব (আধিপত্য) ও সমুদায় বস্তুর জ্ঞান, এই দুই ক্ষমতা লাভ করেন।

তদ্বৈরাগ্যাদপি দোষবীজক্ষয়ে কৈবল্যম্ ॥ ৫১ ॥

উক্তপ্রকার সিদ্ধি উপস্থিত হইলে তৎপ্রতি যদি বৈরাগ্য জন্মে, তাহা হইলে, তাদৃশ যোগীর দোষের (বুদ্ধিমালিন্যের) মূলকারণ (পূর্ব্বোক্ত অবিদ্যা প্রভৃতি) নষ্ট হইয়া যায় এবং কৈবল্য অর্থাৎ স্বরূপপ্রতিষ্ঠারূপ স্থিতিপ্রবাহ লাভ হয়। তাৎপর্য্য এই যে, তৎকালে তাদৃশ যোগীর প্রতি প্রকৃতির অধি-কার বা আলিঙ্গন থাকে না, সুতরাং কৈবল্য অর্থাৎ মুক্তি হয়।

(৫০) সত্ত্বং বুদ্ধিঃ। পুরুষঃ আত্মা। অন্যতা ভেদঃ। খ্যাতির্জ্ঞানম্। পূর্ব্বোক্তস্বার্থ-সংযমেন যৎ সত্ত্বাত্মনোর্ভেদজ্ঞানমুৎপদ্যতে বর্ণিতগুণকর্তৃত্বাভিমানত্যাগরূপং তন্মাত্রস্য তত্রৈব স্থিতস্য তদনুবৃত্তিপরস্য বা যোগিনঃ সর্ব্বভাবাধিষ্ঠাতৃত্বং গুণপরিণামানাং প্রতি স্বামিবদা-ক্রমণসামর্থ্যং সর্ব্বজ্ঞাতৃত্বঞ্চ শান্তোদিতাব্যপদেশ্যত্বেনাবস্থিতানাং তেষাং যথাবজ্জ্ঞানম্।

(৫১) তস্যাং তাদৃশ্যাং সিদ্ধৌ যৎ বৈরাগ্যং তস্মাৎ দোষাণাং রাগাদীনাং যদ্বীজমবিদ্যা-দয়স্তেষাং ক্ষয়াৎ ম্লানাৎ কৈবল্যম্ আত্মনো [illegible] জায়তে ইতি শেষঃ।

স্থান্যুপনিমন্ত্রণে সঙ্গস্ময়াকরণং পুনরনিষ্টপ্রসঙ্গাৎ ॥ ৫২ ॥

তৎকালে স্থানিগণ, স্বর্গাদিস্থানের অধিপতিগণ, তাদৃশ পরবৈরাগ্যবন্ত যোগীদিগকে উপনিমন্ত্রণ অর্থাৎ নানাবিধ প্রলোভন প্রদর্শন পূর্ব্বক আহ্বান করেন। এজন্য তাঁহাদিগের হিতার্থ উপদেশ করা যাইতেছে, তাঁহারা যেন সে সকল উপনিমন্ত্রণে সঙ্গ অর্থাৎ ইচ্ছাবন্ত অথবা বিস্মিত না হন। ইহার বিশদ ব্যাখ্যা এইরূপ :—

যোগ, অবস্থা অনুসারে চতুর্বিধ। যোগের আরম্ভ হইতে পূর্ণতা পর্য্যন্ত পর্য্যালোচনা করিলে যোগের ও যোগীর চারিপ্রকার বিভাগ দৃষ্ট হইবে। তদনুসারে তাঁহাদের ভিন্ন ভিন্ন নাম ব্যবহৃত হয়। যথা—প্রথম, প্রথম-কল্পিক। দ্বিতীয়, মধুভূমিক। তৃতীয়, প্রজ্ঞাজ্যোতি ; এবং চতুর্থ, অতিক্রান্ত-ভাবনীয়। যাঁহারা যোগাভ্যাসে অভিনব, যোগ যাঁহাদের অবিচলিত বা দৃঢ় হয় নাই, সংযমাভ্যাসে রত থাকিয়াও যাঁহারা সংযমকালে বা সমাধি-কালে কোনরূপ সিদ্ধি দেখিতে পান না, কেবলমাত্র অত্যল্প আলোক অথবা অত্যল্পজ্ঞান-বিকাশ-মাত্র অনুভব করেন, তাদৃশ যোগীর শাস্ত্রীয় নাম প্রথম-কল্পিক। যাঁহারা এই প্রথম কল্পিক অবস্থা অতিক্রম করিয়া মধুমতী-নামক দ্বিতীয় অবস্থা পাইয়াছেন, ঋতম্ভরা-নামক প্রজ্ঞা লাভ করিয়া ভূত ও ইন্দ্রিয়দিগকে বশীভূত করিয়াছেন, অতঃপর যাঁহারা সন্নিহিতোক্ত-সিদ্ধি (সর্ব্বভাবাধিষ্ঠাতৃত্ব ও সর্ব্বজ্ঞাতৃত্ব) লাভের জন্য যত্নমান,—তাঁহাদিগকে মধুভূমিক যোগী বলা যায়। যাঁহারা মধুভূমিক অবস্থা অতিক্রম করিয়া দেবগণের অক্ষোভ্য হইয়াছেন, পূর্ব্বোক্ত স্বার্থসংযমে সিদ্ধ হইবার জন্য যত্নবান্ আছেন, তাঁহাদের নাম প্রজ্ঞাজ্যোতি। এই প্রজ্ঞাজ্যোতি অবস্থা অতিক্রম করিয়া যাঁহারা অত্যধিক বিবেকজ্ঞানসম্পন্ন হইয়াছেন, যাঁহারা বিবেক-জ্ঞানের অবান্তর ফলের প্রতি বিরক্ত, সমাধিকালে যাঁহাদের কোনরূপ বিঘ্ন উদ্ভব হয় না, এবং যাঁহারা জীবন্মুক্ত যোগী, তাঁহাদের নাম অতিক্রান্তভাবনীয়। এই চতুর্বিধ যোগীর মধ্যে যাঁহারা প্রথমকল্পিক,

---

(৫২) তাদৃশ্যাং সত্ত্বাবস্থায়াং স্থানিভিঃ স্বর্গাদিস্থানস্বামিভিরুপনিমন্ত্রণম্ আহ্বানাদিকং প্রার্থনং বা, ভো ইহ স্থীয়তাম্ অস্মিন্ স্থানে রম্যতামিত্যাদিবিধং ক্রিয়তে, পুনরনিষ্টপ্রসঙ্গাৎ তত্র সঙ্গঃ কামঃ স্ময়ো বিস্ময়ঃ অহো মমায়ং যোগপ্রভাব ইত্যাদিবিধঃ তয়োরকরণং কর্ত্তব্যমেব। নাপি

তাঁহারা কোন সিদ্ধপুরুষ কিংবা কোন দেবতা দেখিতে পান না; সুতরাং দেবগণকর্ত্তৃক তাঁহাদিগের আমন্ত্রণ সম্ভাবনা নাই। দেবগণ প্রোক্তলক্ষণ মধুভূমিক প্রভৃতি ত্রিবিধ যোগীকেই দেখা দেন এবং ত্রিবিধ দিব্যভোগ দেখাইয়া প্রলোভিত করেন। দিব্যপুরুষ দেখিয়া, দিব্য ভোগ উপস্থিত দেখিয়া লুব্ধ ও বিস্মিত হওয়া উচিত নহে। যোগপ্রভাব অদ্ভুত, ইহা মনে করিয়া হৃষ্ট হওয়া অনুচিত। দিব্যভোগে লুব্ধ হইলে, যোগপ্রভাবের প্রতি আশ্চর্য্য বা বিস্ময়জ্ঞান জন্মিলে, কৈবল্যের বা মোক্ষলাভের বিঘ্ন হয়। লুব্ধ হইলে যোগভঙ্গ হয়, পতন হয়, এবং বিস্মিত হইলে কৃতকৃত্যতাজ্ঞান জন্মে; সুতরাং সঙ্গ বা ভোগেচ্ছা,—বিস্ময় বা আশ্চর্য্য,—এই দুইটাই বিঘ্ন। অতএব, তৎক্ষণাৎ তাহা বর্জ্জন করিবে। কোন ক্রমেই মুগ্ধ অথবা লুব্ধ হইবে না। মুগ্ধ ও লুব্ধ না হইলেই মুক্তিলাভ হইবে, অন্যথা যে সংসার সেই সংসারই থাকিয়া যাইবে।

ক্ষণতৎক্রময়োঃ সংযমাদ্বিবেকজং জ্ঞানম্ ॥ ৫৪ ॥

ক্ষণ এবং তাহার ক্রম (পূর্ব্বাপরীভাব), এতদ্দ্বিতয়ের প্রতি সংযম প্রয়োগ করিলে তাহা হইতে বস্তুবিবেকবিষয়ক জ্ঞান জন্মে।

পরমাণু যেমন ভৌতিক-দ্রব্যের নিরতিশয় সূক্ষ্ম অংশ, ক্ষণ তেমনি স্থূল কালের (দণ্ড ও মুহূর্ত্ত প্রভৃতির) সূক্ষ্ম অংশ। সূক্ষ্মতম ক্ষণগুলি পূর্ব্বাপরীভাবে অতীত ও আগত হইয়া লোকের বুদ্ধিগম্য হইতেছে সত্য; কিন্তু তাহা বস্তু নহে। তাহা সৌরিক্রিয়া-উপলক্ষিত একপ্রকার বুদ্ধিপ্রভেদ মাত্র। তাদৃশ ক্ষণ-সমূহ, যে পূর্ব্বাপরীভাবে আগত ও অনাগত হইতেছে, সেই পূর্ব্বাপরীভাব ইহশাস্ত্রে ক্ষণক্রম বলিয়া পরিভাষিত। ক্ষণের ও ক্ষণক্রমের অর্থাৎ তাদৃশ ক্ষণধারার প্রতি সংযম প্রয়োগ করিয়া থাকিলে, ক্রমে সেই সকল ক্ষণ ও

সঙ্গো নাপি স্ময়ো বিস্ময়ঃ কর্ত্তব্য ইত্যর্থঃ। সঙ্গকরণে পুনর্বিষয়ভোগে পততি, স্ময়করণে তু কৃতকৃত্যমাত্মানং মত্বা ন সমাধাবুৎসহত ইত্যভিপ্রায়ঃ।

(৫৩) পরমাণুবৎ পরমাপকর্ষপর্য্যন্তঃ কালঃ ক্ষণঃ। পৌর্ব্বাপর্য্যেণ তৎপ্রবাহাবিচ্ছেদঃ ক্রমঃ। তত্র সংযমাৎ সংযমেন তৎসাক্ষাৎকরণাৎ বিবেকজং জ্ঞানমুৎপদ্যতে। যোগী সূক্ষ্মং পরমাণ্বাদিকম্ অন্যদপি মহদাদিকং বিবেকেন ভেদেন জানাতীত্যর্থঃ।

তাহাদের ক্রম (পূর্ব্বাপরীভাব) প্রত্যক্ষ হয়। তখন তাহা হইতে অলৌকিক দ্রব্যবিবেক-বিজ্ঞান জন্মে। তাৎপর্য্য এই যে, সংযম দ্বারা সূক্ষ্মতম ক্ষণ ও তাহার ক্রম প্রত্যক্ষ করিতে পারিলে ভেদবগাহী পৃথক্ পৃথক্ সূক্ষ্মবস্তু জানা যায়। ইহা অমুক, উহা অমুক, এই মহত্তত্ত্ব, এই অহংতত্ত্ব, এই পরমাণু, এই দ্ব্যণুক, ইত্যাদি প্রকারে প্রত্যেক পদার্থ সাক্ষাৎকৃত হইতে থাকে।

যে স্থলে সমানজাতীয় ও সমলক্ষণাক্রান্ত দুই বা ততোধিক বস্তু একত্র অর্থাৎ মিশ্রিত থাকে, সে স্থলে তাহাদের পার্থক্য সহজে অনুভূত হয় না। যে স্থলে জাতির দ্বারা, লক্ষণের দ্বারা ও দেশের দ্বারা, তাহাদের ভিন্নতা অবধারণ অসম্ভব, তাদৃশ স্থলে উক্তবিধ সংযম অর্থাৎ ক্ষণের ও ক্ষণক্রমের প্রতি সংযমপ্রয়োগ করিবে। করিলে তত্তাবতের ভেদপ্রতিপত্তি অর্থাৎ ভিন্নতাজ্ঞান জন্মিবে। ইহার বিশদ ব্যাখ্যা এইরূপ :—

অন্যতা অর্থাৎ ভেদ। তাহার অনবচ্ছেদ অর্থাৎ নিশ্চয়। লোক যে ইহা অমুক, তাহা অমুক, এটী এক বস্তু, ওটী অন্য বস্তু,—এইরূপ ভিন্নতা নিশ্চয় করে, তাহা জাতি, লক্ষণ ও স্থানবিশেষের দ্বারাই করে। কোথাও জাতির দ্বারা, কোথাও লক্ষণের দ্বারা, কোথাও বা স্থানের দ্বারা, বস্তুর পার্থক্য অবধারণ করে। গোরু ও বনগোরু একস্থানে থাকিলে তদুভয়ের ভিন্নতা কেবল জাতির দ্বারাই নির্ণীত হয়। কেননা, গোরু একজাতি এবং বনগোরু অন্যজাতি। সুতরাং জাতির ভিন্নতা দেখিয়া জাত্য-পদার্থের ভিন্নতা সহজেই নির্ণীত হয়। দুইরূপ দুইটী গোরু একস্থানে থাকিলে তদুভয়ের ভিন্নতা জাতির দ্বারা নির্ণীত হইবে না, কিন্তু লক্ষণের দ্বারা হইবে। লক্ষণ অর্থাৎ শ্বেত, পীত, লোহিত, কাণতা ও খঞ্জতা প্রভৃতি চিহ্ন। সুতরাং এটী শ্বেত গোরু, ওটী পীত গোরু,—এরূপ ভেদবুদ্ধি লক্ষণের দ্বারা উৎপন্ন হইয়া থাকে। পরন্তু ঠিক্ সমানাকার দুইটী আমলকী যদি এক স্থানে থাকে, তাহা হইলে, তদুভয়ের ভিন্নতা-জ্ঞান, না জাতির দ্বারা, না

(৫৪) জাতিলক্ষণাদিভিস্তুল্যয়োঃ পদার্থয়োর্যত্র জাত্যা লক্ষণেন দেশেন বা অন্যতাহনবচ্ছেদো ভিন্নতাবধারণং ন ভবতি তত্রাপি ততঃ ক্ষণসংযমজ-বিবেকজ্ঞানাৎ তৎপ্রতিপত্তিঃ তত্তুল্যবস্তুনাং ভেদেন জ্ঞানং যোগিনাং ভবতীতি শেষঃ।

লক্ষণের দ্বারা, কোনওটীর দ্বারা জন্মে না। সে স্থলে দেশের অর্থাৎ স্থিতি-স্থানের দ্বারা তাহাদের ভিন্নতা-জ্ঞান জন্মে। এটী পূর্ব্বে আছে, এটী তাহার পরে আছে, এটী এতৎস্থান অধিকার করিয়া আছে, ওটী তাহার পরবর্ত্তী স্থান আক্রম করিয়া আছে;—এতদ্রূপ স্থানভেদ অবলম্বন করিয়াই তদুভয়ের ভিন্নতাবোধ জন্মিয়া থাকে সত্য; কিন্তু আবার এমন আছে, এমন মিশ্রিত-দ্রব্য আছে যে, না জাতি, না লক্ষণ, না দেশ, কোনওটীর দ্বারা তাহাদের পার্থক্য অনুভব করা যায় না। তাদৃশস্থলে ক্ষণসংযমী যোগিগণ পূর্ব্বোক্ত ক্ষণসংযমজাত বিবেকজ্ঞানের দ্বারা তদ্ভাবতের পার্থক্য বা ভিন্নতা অবধারণ করিয়া থাকেন। সর্ব্বাংশে সমান, এরূপ দুইটী আমলকী রাখ। কোন একটা উপলক্ষ্য অবলম্বন করিয়া, যোগীর মন ও চক্ষু অন্যদিকে আসক্ত করাও। অথবা তাঁহার চক্ষু বস্ত্রের দ্বারা আবৃত করিয়া দাও। অনন্তর আমলকীগুলি উল্টাপাল্টা করিয়া দাও। অথবা তাহার একটী উঠাইয়া লও। তৎপরে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা কর, কোন্‌টী কোথায় ছিল এবং কোন্‌টী অপহৃত হইয়াছে। আমরা জিজ্ঞাসিত হইলে বলিতে পারিব না, তোমরাও বলিতে পারিবে না; কিন্তু যোগীরা বলিতে পারিবেন। যোগী তৎক্ষণাৎ বলিবেন, অমুকটী অমুক স্থানে ছিল এবং অমুকটী অপহৃত হইয়াছে। তাঁহারা যে ক্ষণ ও ক্ষণক্রম জ্ঞাত আছেন, তাঁহাদের যে সংযম-জনিত উৎকৃষ্ট বিবেকজ্ঞান সন্নিহিত আছে, আমলকীর কথা দূরে থাকুক, তৎপ্রভাবে তাঁহারা সমস্তই বলিয়া দিতে পারেন।

তারকং সর্ব্ববিষয়ং সর্ব্বথাবিষয়মক্রমঞ্চেতি বিবেকজং জ্ঞানম্ ॥ ৫৫ ॥

বিবেকজ-জ্ঞান—যাহা ক্ষণসংযম-প্রভাবে উৎপন্ন হয়—যাহার ফলাফল এইমাত্র বলা হইল—তাহারই চরমাবস্থায় "তারক" জ্ঞান জন্মে। জগতে যে-কিছু বস্তু আছে—সমস্তই এই তারক-জ্ঞানের বিষয়। তারক জ্ঞান উদিত হইলে তদ্দ্বারা প্রকৃতি ও মহত্তত্ত্ব প্রভৃতি সমুদায় পদার্থ এবং সেই

(৫৫) সংযমবলাদন্ত্যায়াং ভূমিকায়ামুৎপন্নঃ বিবেকজং জ্ঞানং তারয়ত্যগাধাৎ সংসার-সাগরাদ্ যোগিনমিতি তারকমিত্যুচ্যতে। তচ্চ সর্ব্ববিষয়ঃ সর্ব্বাণি বস্তুরূপাণি বিষয়া যস্য

সেই পদার্থের সমুদায় প্রকার (লক্ষণালক্ষণ) প্রত্যক্ষবৎ প্রতীত হয়। এই জ্ঞান যুগপৎ সর্ববস্তু ও সর্ব-অবস্থা গ্রহণ করিতে পারে, তাই ইহার ক্রম নাই। তারক জ্ঞান উদিত হইলে যুগপৎ সমস্ত বস্তু ও বস্তুর সমুদায় অবস্থা উক্ত তারক-জ্ঞানের বিষয় হইয়া থাকে। এই জ্ঞান যোগীকে সংসারসাগর হইতে উত্তীর্ণ করায় (মুক্ত করায়) বলিয়া ইহার শাস্ত্রীয় নাম "তারক"।

সত্ত্বপুরুষয়োঃ শুদ্ধিসাম্যে কৈবল্যমিতি ॥ ৫৬ ॥

উক্ত বিবেক-জ্ঞানের দ্বারা সত্ত্বের অর্থাৎ বুদ্ধিতত্ত্বের এবং পুরুষের অর্থাৎ আত্মার সম্যক্ সংশোধন হইলে কৈবল্য অর্থাৎ মোক্ষ হয়।

যোগবলে বুদ্ধিতত্ত্ব নির্মল হইলে, বুদ্ধিনিষ্ঠ রজোগুণ ও তমোগুণ দগ্ধকল্প হইলে, অর্থাৎ বুদ্ধির কলঙ্কভাগ অপনীত হইলে, বুদ্ধিতে তখন আর কোনরূপ বিকার উৎপন্ন হইবে না। বুদ্ধি তখন স্থির, গভীর, নিশ্চল ও নির্ম্মল হইবে, সুতরাং নির্বৃত্তিক অবস্থা প্রাপ্ত হইবে। বুদ্ধি-দ্রব্যের তদ্রূপ অবস্থা হওয়ার নাম "সত্ত্বশুদ্ধি"। সত্ত্বশুদ্ধি হইলে নিত্যশুদ্ধ আত্মার কল্পিত ভোগ তিরোহিত হইবে। এইরূপ ভোগনিবৃত্তি আত্ম-শুদ্ধি নামে পরিচিত। ফলিতার্থ এই যে, সত্ত্বের শুদ্ধি অথবা আত্মার শুদ্ধি (গুণাভিমান-ত্যাগ) সমানরূপে সাধিত হইলেই আত্মার কৈবল্য অর্থাৎ মোক্ষ হয়।

তত্তথাবিধম্। সর্ব্বদা সর্ব্বপ্রকারঃ সর্ব্বপ্রকারবিষয়ম্। সর্ব্বাবস্থাববোধকমিত্যর্থঃ। অক্রমঞ্চেতি যুগপদেব করামলকবৎ সর্ব্বসমূহাবলম্বনমিত্যর্থঃ।

(৫৬) সত্ত্বস্য বুদ্ধিদ্রব্যস্য বৃত্তিশূন্যতা শুদ্ধিঃ। পুরুষস্যাপি তদা কল্পিতভোগশূন্যতা শুদ্ধিঃ। এবং তয়োঃ শুদ্ধিসাম্যে সতি কৈবল্যং মোক্ষো ভবতীতি শেষঃ।

কৈবল্যপাদঃ।

"সর্ব্বসাধনসিদ্ধীনাং যা স্যাৎ সিদ্ধিরনুত্তমা।
কৈবল্যরূপা তন্মাত্রং সীতারামং নমাম্যহম্ ॥"

প্রথমপাদে সমাধি প্রভৃতির লক্ষণ বর্ণিত হইয়াছে। দ্বিতীয়পাদে সাধন-প্রণালী বলা হইয়াছে। তৃতীয়পাদে যোগীদিগের ঐশ্বর্য্য বা ক্ষমতা লাভের উপায় বলা হইয়াছে। এক্ষণে এই পাদে তাহার চরম ফল মুক্তির কথা বলা হইবে। প্রসঙ্গক্রমে পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধিগুলির বিষয়গুলিও প্রদর্শিত হইবে।

জন্মৌষধিমন্ত্রতপঃসমাধিজাঃ সিদ্ধয়ঃ ॥ ১ ॥

পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধিসকল জন্ম, ওষধি, মন্ত্র, তপস্যা ও সমাধি হইতে উৎপন্ন হইতে দেখা যায়।

তৃতীয়পাদে যে-সকল সিদ্ধি বলা হইয়াছে, সে-সকল দেখিলে সাধক মনে করিতে পারেন, সিদ্ধি পাঁচপ্রকার উপায়ে উৎপন্ন হয়। কিন্তু বিবেচনাপূর্ব্বক দেখিলে প্রতীত হইবে, সিদ্ধির মূল কারণ একই অর্থাৎ একমাত্র সমাধিই সমস্তসিদ্ধির মূল, আর সমস্ত উত্তেজক। যোগিসম্প্রদায়ের মধ্যে ও তাঁহাদের শাস্ত্রে এরূপ সংবাদ আছে যে, পূর্ব্বে যোগীরা জন্ম, ওষধি, মন্ত্র, তপস্যা ও সমাধির দ্বারা বিশেষ বিশেষ সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। আরো শুনা গিয়াছে, কেহ কেহ কেবলমাত্র জন্মের দ্বারা, কেহ ওষধিবিশেষ সেবা করিয়া, কেহ মন্ত্র জপ করিয়া, কেহ তপস্যা করিয়া, কেহ কেবলমাত্র সমাধি অবলম্বন করিয়া সিদ্ধ হইয়াছিলেন। পক্ষিজাতি যেমন জন্মের দ্বারা আকাশগমনাদি-বিষয়ে সিদ্ধ, তেমনি, কপিল প্রভৃতি ঋষি জন্মের দ্বারাই জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য্য বিষয়ে সিদ্ধ। আকাশ-সঞ্চরণাদি যেমন পক্ষিজাতির সাংসিদ্ধিক, সহজাত,—জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য্য, এ সকল তেমনি কপিলাদি ঋষির সাংসিদ্ধিক বা সহজাত। পক্ষি-

---

(১) জন্মসমনন্তরং জায়ন্ত ইতি জন্মজাঃ; যথা পক্ষ্যাদীনামাকাশগমনাদয়ঃ, যথা বা কপিলাদীনাং জ্ঞানাদয়ঃ। ওষধিবিশেষসেবয়া জায়ন্ত ইতি ওষধিজাঃ; যথা মাণ্ডব্যাদীনাম্। মন্ত্রজপাদেব জায়ন্ত ইতি মন্ত্রজাঃ; যথা পালকাদীনাম্। তপস এব জায়ন্ত ইতি তপোজাঃ; যথা বিশ্বামিত্রাদীনাম্। এতাস্ততত্রঃ সিদ্ধয়ঃ পূর্ব্বজন্মাভ্যস্তযোগজা এব জন্মাদিনিমিত্তেন

জাতির ন্যায় ইঁহারাও ঐ সকল গুণ বা ক্ষমতাবিশেষ কেবলমাত্র জন্মের দ্বারা লাভ করিয়াছিলেন। পাতালাদি লোকের কোন কোন অধিবাসী রসায়ন বা ঔষধবিশেষ সেবা করিয়া অনেকপ্রকার সিদ্ধি আয়ত্ত করিয়াছিলেন (শরীরের ও মনের পরিবর্ত্তন ও অশেষ বিশেষ ক্ষমতার উন্নতি করিয়াছিলেন)। ভরতখণ্ডবাসী মাণ্ডব্য প্রভৃতি কতিপয় ঋষিও রসায়ন বা ঔষধবিশেষ সেবা করিয়া সিদ্ধিবিশেষ লাভ করিয়াছিলেন। কোন ঋষি কেবল মন্ত্রজপ করিয়া এবং অন্যান্য ঋষি কেবল সমাধি অবলম্বন করিয়া সিদ্ধ হইয়াছিলেন। এ সকল শুনিলে আপাততঃ মনে হইতে পারে, সিদ্ধিলাভের প্রতি পঞ্চবিধ কারণ আছে। কিন্তু যুক্তিচক্ষে নিরীক্ষণ করিলে দেখা যাইবে, অন্যপ্রকার কারণ কেবল উপলক্ষ্যমাত্র। একমাত্র সমাধিই উহার (সিদ্ধির) মূলকারণ। জন্মান্তরের দৃঢ়াভ্যস্ত ফলোন্মুখ সমাধিই ইহজন্মে জন্ম-বিশেষ দ্বারা, ঔষধবিশেষের দ্বারা, মন্ত্রজপের দ্বারা ও তপস্যার দ্বারা, উদ্বোধিত বা প্রতিবন্ধকশূন্য হইয়া সিদ্ধিনামক ফল উৎপাদন করে। তাৎপর্য্য এই যে, ফললাভে বিলম্ব হইলেও কেহ যেন হতাশ্বাস না হন। এ জন্মে না হয়-ত জন্মান্তরে হইবে, এরূপ বিশ্বাস দৃঢ় করুন। বস্তুতঃ বিশ্বাস না থাকিলে দীর্ঘকালব্যাপী কঠোরতর যোগানুষ্ঠানে রত থাকা যায় না।

জাত্যন্তরপরিণামঃ প্রকৃত্যাপূরাৎ ॥ ২ ॥

প্রকৃতির আপূরণ দ্বারা জাত্যন্তর পরিণাম অর্থাৎ এক জাতির পরিবর্ত্তে অন্যজাতিত্ব প্রাপ্তি হয়। ইহার তাৎপর্য্যব্যাখ্যা এইরূপ :—

সিদ্ধিলিপ্সু যোগীর যোগ যখন অত্যন্ত তীব্র হয়, —যোগী বা তাপস তখন অন্যজাতি হইয়া যান। তিনি তখন মানুষ্য হইতে উত্তীর্ণ হইয়া দেবত্ব প্রাপ্ত হন। তাঁহার সেই মানব-দেহ ও মানব-মন তখন অত্যন্ত পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। পরিবর্ত্তনপ্রভাবে তাঁহার সে দেহ ও মন দেবদেহে ও দেব-মনে পরিণতিপ্রাপ্ত হয়। শুনা যায়, নন্দীশ্বর-নামক জনৈক মনুষ্যবালক

বাজ্যান্তে। অতএবাহত্র বিশ্বাসেন প্রবৃত্তিঃ। ইহ সিদ্ধ্যদর্শনেঽপি, জন্মান্তরে তৎসাফল্যাৎ। সমাধিজাঃ সিদ্ধয়ঃ কায়েন্দ্রিয়াণাং পূর্ব্বোক্তা এব।

(২) অন্যা জাতির্জাত্যন্তরম্। তদ্রূপঃ পরিণামঃ; তির্য্যগ্জাতিপরিণতানাং মনুষ্যজাতিত্বে পরিণামঃ অপিবা মনুষ্যজাতিপরিণতানাং কায়েন্দ্রিয়াণাং দেবাদিজাতিত্বে পরিণামঃ। সোঽয়ং

উৎকট তপঃপ্রভাবে শিবপার্ষদ (দেবতা) হইয়াছিলেন। এ সকল সংবাদ মিথ্যা নহে। তপঃপ্রভাবে জাত্যন্তর-পরিণাম হওয়া অসম্ভব নহে। প্রকৃতির আপূরণ অর্থাৎ এতৎশরীরে অন্য উপাদানের প্রবেশ, কাষ্ঠে প্রস্তরীয় উপাদান প্রবেশের তুল্য। কাষ্ঠ পাথর হওয়া যেমন সুসম্ভব, এক শরীর অন্য শরীর হওয়াও সেইরূপ সুসম্ভব। মানবাস্থি সকল কালে প্রকৃতির আপূরণে প্রস্তর হইয়াছে, এবং কাষ্ঠও পাথর হইয়াছে, ইহা অনেকেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। ইংরাজ পণ্ডিতেরা ঐরূপ হওয়াকে "Fossilized" বলেন, আমরা না হয় "প্রকৃতির আপূরণ" বলিলাম। কাষ্ঠশরীরে যদি প্রস্তরীয় উপাদানের আগমন হইতে পারে ত অবশ্যই মনুষ্যশরীরে দৈব-উপাদানের আগমন হইতে পারিবে। শরীরের উপাদান পঞ্চ মহাভূত, এবং ইন্দ্রিয়ের উপাদান অস্মিতা অর্থাৎ চৈতন্য-প্রতিবিম্বিত বুদ্ধিতত্ত্ব। ঐ দুই বস্তু সুর-নর-তির্য্যক্ সমস্ত শরীরের ও তদ্বর্ত্তী সমস্ত ইন্দ্রিয়ের আরম্ভক। পশুশরীরও ভূতবিকার, মানবশরীরও ভূতবিকার। যে অস্মিতা হইতে পশুর মন জন্মিয়াছে, সেই অস্মিতা হইতে মানব-মনও জন্মিয়াছে। অতএব, সমুদায় শরীরের ও সমুদায় ইন্দ্রিয়ের প্রকৃতি এক ও সর্ব্বব্যাপিনী। এই সর্ব্বব্যাপিনী প্রকৃতি যে, ধর্ম্মাধর্ম্মনামক গুণবিশেষের দ্বারা বা আভ্যন্তরীণ শক্তিবিশেষের দ্বারা ক্ষুভিত বা উত্তেজিত হইয়া পরিণামান্তর উৎপাদিত করিতে পারে, এ কথা কোন ক্রমেই অবিশ্বাস্য নহে। প্রকৃতির অনুগ্রহ হইলে ক্ষণমধ্যেই এক জাতি অন্য জাতি,—এক দেহ অন্য দেহ,—অর্থাৎ নরদেহ দেবদেহ হইয়া যাইতে পারে। সর্ব্বব্যাপিনী ও সর্ব্বশক্তিমতী প্রকৃতির সর্ব্বত্রই সর্ব্ববিধ পরিণাম হওয়ার যোগ্যতা আছে; পরন্তু তাহা তদ্বর্ত্তী ধর্ম্মাধর্ম্ম নামক গুণবিশেষের দ্বারা আবৃত বা প্রতিবদ্ধ থাকে। সেই জন্যই তিনি (প্রকৃতি) নিয়মিত পরিণামের অনুগতা থাকেন; বিশৃঙ্খলরূপে পরিণতা

জাত্যন্তরপরিণামঃ প্রকৃত্যাপূরাৎ। কায়স্য হি প্রকৃতিঃ পৃথিব্যাদীনি। ইন্দ্রিয়াণাঞ্চ প্রকৃতিরস্মিতা। তদবয়বানুপ্রবেশঃ আপূরঃ। স চ তস্মাত্তস্মিন্নস্তিবর্ত্তীতি শেষঃ। অয়ং ভাবঃ—প্রধানাদয়ঃ পৃথিব্যন্তাঃ প্রকৃতয়ঃ। তাসাং সর্ব্বত্র সত্বাৎ নরাদিদেহাবয়বেষু ধর্ম্মাদিনিমিত্তানুরোধেন তদবয়বানুপ্রবেশাত্তবতি জাত্যাদিপরিণামোঽগ্নিকণবৎ। লোকে যথা অগ্নিকণস্ত প্রকৃত্যনুগ্রহাৎ বনাদৌ বহুতৃণাদিষণ্ডব্যাপিত্বং দৃষ্টং তদ্বদিত্যর্থঃ।

হন না। কিন্তু যখন জীবের ধর্ম্মবল অত্যন্ত প্রবৃদ্ধ হয়, তখন তাঁহার অধর্ম্ম-নামক আবরণ অথবা প্রতিবন্ধকারণ নষ্ট হইয়া যায়। সুতরাং অধর্ম্ম তাঁহার যে পরিণামকে আবৃত বা অবরুদ্ধ রাখিয়াছিল, অর্থাৎ হইতে দিতেছিল না, প্রতিবন্ধক-শূন্য হওয়ায় তাঁহার সেই পরিণাম আরব্ধ হয়, অন্যবিধ পরিণাম তখন অবরুদ্ধ হইয়া যায়। ধর্ম্মের ও অধর্ম্মের সমকক্ষতা বা তুল্যবল থাকা প্রযুক্তই প্রকৃতি এখন নর-শরীরে পরিণতা হইতেছেন বটে, কিন্তু যদি এখন ইহাতে ধর্ম্মের তীব্রতর তীক্ষ্ণতর বা প্রবলতর বেগ উপস্থাপিত করা যায়, তাহা হইলে, এই মুহূর্ত্তেই অধর্ম্মের শক্তি হ্রাস ও দেব-শরীর হওয়ার প্রতিবন্ধক নাশ হইবে। হইয়া এই নরশরীরেই দেব-শরীরের উপযুক্ত উপাদান আসিবে। অর্থাৎ প্রকৃতি হইতেই দৈব-উপাদান ইহাতে আপূরিত হইবে। আপূরিত হইলেই এই নর-শরীর দেব-শরীর হইবে। কণ-পরিমিত বহ্নিতে তৎসজাতীয় প্রকৃতির আপূরণ আরম্ভ হইলে বিস্তীর্ণ বনও যখন বহ্নিরূপে পরিণত হয়,—তখন প্রকৃতির আপূরণে মানব-দেহ যে দেব-দেহে পরিণত হইতে পারে না, ইহা অন্যায্য বিশ্বাস।

নিমিত্তমপ্রযোজকং প্রকৃতীনাং বরণভেদস্তু ততঃ ক্ষেত্রিকবৎ॥৩॥

নিমিত্ত অর্থাৎ ধর্ম্মাধর্ম্ম-নামক জীবগুণ জাত্যন্তর পরিণামের সাক্ষাৎ কারণ নহে। উহার দ্বারা মাত্র প্রকৃতির আবরণ ভঙ্গ হয়। সুতরাং উহা কৃষকদিগের ন্যায় আবরণভঙ্গকারী মাত্র।

তাৎপর্য্য এই যে, যোগীরা দেখিয়াছেন, কায়িক বাচিক ও মানসিক ব্যাপারের দ্বারা চিত্তনামক প্রকৃতিপ্রদেশে গুণবিবিশেষ বা সামর্থ্যবিশেষ উদ্ভূত হয়। সেই উদ্ভূত গুণদ্বয়সংশ্লিষ্ট প্রকৃতির অর্থাৎ সেন্দ্রিয় দেহের সর্ব্ববিধ পরিণামশক্তি থাকিলেও তাহা অবরুদ্ধ থাকে। অর্থাৎ, ইহাতে যখন তখন যে সে পরিণাম হইতে পারে না। ধর্ম্ম অধর্ম্ম্য-পরিণামের এবং অধর্ম্ম ধর্ম্ম্য-পরিণামের প্রতিবন্ধকতা করে। প্রকৃতির যে অংশে এখন অধর্ম্ম্য-পরিণাম চলিতেছে অর্থাৎ তির্য্যক্‌শরীররূপ পরিণাম ঘটিয়াছে,—সেই অংশে

(৩) নিমিত্তং ধর্ম্মাদি। তচ্চ প্রকৃতীনাং অপ্রয়োজকং অর্থান্তরপরিণামে প্রবর্ত্তকং ন ভবতি তৎকার্য্যত্বাৎ। ন হি কারণং কার্য্যং প্রবর্ত্তয়তীতি দৃষ্টম্। ততস্তু নিমিত্তাৎ তু বরণভেদঃ বরণস্য প্রতিবন্ধকস্য ভেদো বাধঃ ক্ষয়ো বা ভবতীতি শেষঃ। অত্র ক্ষেত্রিকবদিতি দৃষ্টান্তঃ। যথা

এখন ধর্ম্ম্য-পরিণাম অবরুদ্ধ আছে। দেব-শরীর-পরিণাম হওয়ার সামর্থ্য থাকিলেও তাহা অধর্ম্মের দ্বারা রুদ্ধ থাকায় কার্য্যকারী হইতেছে না। ধর্ম্ম-বল প্রবৃদ্ধ হইয়া যদি ধর্ম্ম্য-পরিণামের প্রতিবন্ধক অধর্ম্মকে নষ্ট করিয়া দেয় অথবা অভিভূত করিয়া দেয়, কিংবা অধর্ম্মবেগ প্রবল হইয়া অধর্ম্ম্য-পরিণামের প্রতিবন্ধক ধর্ম্মকে হ্রাসপ্রাপ্ত করায়, তাহা হইলে তখন নিষ্প্রতিবন্ধকে দেবশরীরে তির্য্যক্-পরিণাম ও তির্য্যক্-শরীরে দৈব-পরিণাম উপস্থিত হইতে পারে। নিম্নগমন-স্বভাব জল সেতুর দ্বারা বদ্ধ থাকিলে নিম্নে যাইতে পারে না, ইহা দেখিয়া কৃষকেরা নিম্নে জল লইয়া যাইবার জন্য কেবল মাত্র সেতুটী (ক্ষেত্রের আলি) ভাঙ্গিয়া দেয়, অন্য কিছুই করে না। গতিরোধ-কারিণী মৃত্তিকার উচ্চতা নষ্ট হইলেই জল আপনা হইতেই নিষ্প্রতিবন্ধকে নিম্নে প্রবাহিত হয়। এই যেমন দৃষ্টান্ত, তেমনি, উৎকৃষ্ট শরীর হওয়ার প্রতিবন্ধক নষ্ট হইলেই নিকৃষ্ট শরীর আপনাপনি উৎকৃষ্ট শরীর হইয়া পড়ে। প্রকৃতিই জাত্যন্তরপরিণামের মূল, ধর্ম্মাধর্ম্ম তাহার প্রতিবন্ধক বিনাশের সাহায্যকারী মাত্র। নন্দীশ্বর মুনি যে তপস্যার দ্বারা মনুষ্যজাতির পরিবর্ত্তে দেবজাতি হইয়াছিলেন, তাহা কথিতপ্রণালীতেই হইয়াছিলেন। অর্থাৎ তপস্যালব্ধ ধর্ম্মের দ্বারা তাঁহার দেবশরীর হওয়ার প্রতিবন্ধক নষ্ট হইয়াছিল, তাই তিনি নরজাতি হইতে উত্তীর্ণ হইয়া দেবজাতি হইয়াছিলেন।

নির্ম্মাণচিত্তান্যস্মিতামাত্রাৎ ॥ ৪ ॥

প্রবৃত্তিভেদে প্রযোজকং চিত্তমেকমনেকেষাম্ ॥ ৫ ॥

কেবলমাত্র অস্মিতা হইতেই তাঁহারা বহুচিত্ত অর্থাৎ বহু অন্তঃকরণ সৃষ্টি

ক্ষেত্রিকঃ কৃষীবলঃ জলস্রোতোরুদ্ধদেশানাবরণভেদনমাত্রং করোতি ততশ্চ জলং স্বয়মেব কেদারান্তরে প্রবর্ত্ততে তদ্বদিত্যর্থঃ। ধর্ম্মেণাধর্ম্মনিরাসে প্রকৃতয়ঃ স্বয়মেব দেবাদিপরিণামে প্রবর্ত্তন্তে পাপাতিশয়েন চ পুণ্যপরিণামপ্রতিবন্ধে তির্য্যগাদিপরিণামঃ প্রবর্ত্তত ইতি দিক্।

(৪) যোগপ্রভাবাৎ নির্ম্মীয়ন্ত ইতি নির্ম্মাণানি। তানি চিত্তানি যোগিনাং অস্মিতামাত্রাৎ প্রাদুর্ভবন্তীতি বাক্যশেষঃ। অয়ম্ভাবঃ—যোগী যদা যুগপদ্ভোগার্থং কায়ব্যূহান্ (বহূন্ কায়ান্) নির্ম্মিমীতে তদা তস্য সঙ্কল্পাধীনপ্রকৃত্যাপূরাৎ কায়বৎ অস্মিতামাত্রাৎ অঙ্গারাখ্যপ্রকৃতের্বহ্নি-স্ফুরণবৎ বহূনি চিত্তানি প্রসরন্তি।

(৫) অনেকেষাং তেষাং নির্ম্মিতানাং চিত্তানাং প্রবৃত্তিভেদে অভিপ্রায়নানাত্বে একম্ এব

করিয়া থাকেন; এবং তাঁহাদের একমাত্র সহজাত চিত্তই সেই সকল সৃষ্ট অন্তঃকরণের প্রবর্ত্তক। (ইচ্ছাদি উৎপাদনের কর্ত্তা)।

প্রতিবন্ধক নষ্ট হইলে যেমন প্রকৃতির আপূরণ হওয়ায় আপনা হইতেই জাত্যন্তর পরিণাম সিদ্ধ হয়,—যোগিগণের কায়বূহসৃষ্টিও তেমনি সেই একমাত্র মূল প্রকৃতির আপূরণ দ্বারা সিদ্ধ হয়। যোগীরা যখন ভোগদ্বারা শীঘ্র শীঘ্র সঞ্চিত কর্ম্ম ক্ষয় করিতে ইচ্ছুক হন, আপনার অলৌকিক ক্ষমতা অনুভব করিতে বাঞ্ছা করেন, তখন তাঁহারা যোগবলে অথবা ইচ্ছা-শক্তির দ্বারা এককালে বহু শরীর সৃষ্টি করিয়া থাকেন। স্বেচ্ছানির্ম্মিত সেই সকল শরীরস্থ চিত্তও তাঁহাদের ইচ্ছাসৃষ্ট অর্থাৎ সে সকল চিত্ত তাঁহাদের ইচ্ছার প্রভাবেই অস্মিতা-নামক মূল-অহংতত্ত্ব হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় উৎপন্ন হয়। তাঁহাদের ইচ্ছাশক্তি এত প্রবল যে, আমরা যেমন অলাতে (অগ্ন্যঙ্গারে) ফুৎকার প্রদান করিয়া শত সহস্র স্ফুলিঙ্গ সৃষ্টি করিতে পারি,—তাঁহারা তেমনি অস্মিতার উপর ইচ্ছাপ্রয়োগ করিয়া তাহা হইতে অসংখ্য মন বা অন্তঃকরণ সৃষ্টি করিতে পারেন। সেই সকল ইচ্ছাসৃষ্ট মন তাঁহাদের সহজাত ও যোগবশীকৃত চিত্তের অধীনে থাকে এবং তদ্দ্বারা তাঁহারা ইচ্ছানুরূপ ভোগ ও ঐশ্বর্য্য অনুভব করেন। তাঁহাদের সমাধিপরিষ্কৃত সহজাত চিত্ত যখন যেরূপ ইচ্ছা করে, সেই সকল ইচ্ছাসৃষ্ট নূতন চিত্ত তখন সেইরূপ কার্য্যই করিতে বাধ্য হয়।

তত্র ধ্যানজমনাশয়ম্ ॥ ৬ ॥

জন্মসিদ্ধ, ঔষধসিদ্ধ, মন্ত্রসিদ্ধ, তপঃসিদ্ধ ও সমাধিসিদ্ধ,—এই পাঁচ-প্রকার চিত্তের মধ্যে সমাধিসিদ্ধ চিত্তই পাপশূন্য হয় অর্থাৎ তাহাতে কোন-রূপ কর্ম্মবাসনা স্পৃষ্ট হইতে পারে না। ইহার পরিষ্কার ব্যাখ্যা এইরূপ:—

পূর্ব্বোক্ত পঞ্চবিধ সিদ্ধ পুরুষের মধ্যে অর্থাৎ জন্মসিদ্ধ, ঔষধসিদ্ধ, মন্ত্র-সিদ্ধ, তপঃসিদ্ধ ও সমাধিসিদ্ধ যোগীদিগের মধ্যে, যাঁহারা সমাধিসিদ্ধ,—

যোগিনশ্চিত্তং প্রয়োজকং প্রেরকং ভবতীতি শেষঃ। স যথা স্বীয়ে শরীরে মনশ্চক্ষুঃপ্রাণাদীনি যথেষ্টং প্রেরয়তি তথা কায়ান্তরেষপীতি তাৎপর্য্যমুন্নেয়ম্।

(৬) তত্র তেষু তেষু চিত্তেষু মধ্যে সমাধিজং চিত্তং অনাশয়ং কর্ম্মবাসনাশূন্যং মোক্ষায়

তাঁহাদের চিত্তই প্রকৃতপ্রস্তাবে কৈবল্যের উপযুক্ত। কেননা, তাঁহাদের সেই সমাধিজ বা ধ্যানজ চিত্তে কর্ম্মাশয় বা কর্ম্মবীজ থাকে না। কিঞ্চিৎকাল থাকিলেও দগ্ধপ্রায় হইয়া থাকে। দগ্ধবীজে যেমন প্ররোহ জন্মে না, সমাধিদগ্ধ কর্ম্মবীজেও তেমনি সংসারাঙ্কুর জন্মে না। সুতরাং মুক্তি হয়।

কর্ম্মাশুক্লকৃষ্ণং যোগিনস্ত্রিবিধমিতরেষাম্ ॥ ৭ ॥

যোগীদিগের কর্ম্ম অশুক্লকৃষ্ণ। তদ্ভিন্ন-ব্যক্তিদিগের কর্ম্ম তিনপ্রকার; অর্থাৎ শুক্ল, কৃষ্ণ ও মিশ্র। ইহার বিবরণ এইরূপ :—

মনুষ্য, শরীরের দ্বারা, মনের দ্বারা ও বাক্যের দ্বারা যাহা কিছু অনুষ্ঠান করে, অথবা যাহা কিছু অনুভব করে, সেই সমস্তই তাহাদের চিত্তে বা অন্তঃকরণময় সূক্ষ্মশরীরে একপ্রকার গুণ বা সংস্কার জন্মায়, ভবিষ্যৎ পরিণামের বীজ বা শক্তিবিশেষ উৎপাদন করে। সেই সকল সংস্কার বা শক্তিবিশেষ তাহাদের বর্ত্তমান জীবনের পরিবর্ত্তক ও ভবিষ্যৎ জীবনের বীজ। বস্তুতঃ অনুষ্ঠিত ও অনুভূত ক্রিয়াকলাপ মাত্রেই সূক্ষ্মতা প্রাপ্ত হইয়া জীবের চিত্তে থাকিয়া যায়. অর্থাৎ অদৃশ্যরূপে অঙ্কিত থাকে (ছাপ্ লাগা বা দাগ্ লাগার ন্যায় হইয়া থাকে)। কালক্রমে সেই দাগ বা সংস্কার প্রবল হইয়া স্বীয় আধারকে (জীবকে) ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় পাতিত করে। সেই সকল দাগের বা সংস্কারের শাস্ত্রীয় নাম কর্ম্ম, অদৃষ্ট, ধর্ম্মাধর্ম্ম এবং পাপ ও পুণ্য ইত্যাদি। শারীর-ব্যাপার ও মানস-ব্যাপার হইতে উৎপন্ন সেই সকল কর্ম্ম সাধারণতঃ তিনপ্রকার। শুক্ল, কৃষ্ণ ও শুক্লকৃষ্ণ অর্থাৎ মিশ্র। যাঁহারা কেবল তপস্যায় ও জ্ঞান-আলোচনায় রত থাকেন,—তাঁহাদের তজ্জনিত কর্ম্ম সকল শুক্ল। যাহারা দুরাত্মা—যাহারা প্রাণিহিংসা প্রভৃতি দুষ্কার্য্যে রত থাকে,—তাহাদের কর্ম্ম বা কর্ম্মসংস্কার কৃষ্ণ। যাঁহারা কেবল যজ্ঞাদিকার্য্যে রত থাকেন,—তাঁহাদের কর্ম্ম শুক্ল-কৃষ্ণ অর্থাৎ বিমিশ্র। শুক্লকর্ম্ম সকল ভবিষ্যৎ উন্নতির, কৃষ্ণকর্ম্ম সকল অধোগতির, ও মিশ্র কর্ম্ম সকল মিশ্রফলের বীজ।

যোগ্যমিত্যর্থঃ। জন্মাদিপঞ্চপ্রভবত্বাৎ সিদ্ধানাং চিত্তমপি তৎপ্রভবং পঞ্চবিধমিতি বিভাব্যম্।

(৭) যোগিনঃ কর্ম্ম অশুক্লকৃষ্ণং শুক্লকৃষ্ণাদিবিলক্ষণম্। ইতরেষাম্ অযোগিনাস্তু কর্ম্ম ত্রিবিধং শুক্লং কৃষ্ণং শুক্লকৃষ্ণঞ্চেত্যর্থঃ। বাঙ্মনঃসাধ্যং সুখৈকফলকং শুক্লম্। তচ্চ তপঃ স্বাধ্যায়-শীলানাং ভবতি। দুঃখোত্তরফলকং কৃষ্ণম্। তচ্চ দুরাত্মনাম্ভবতি। সুখদুঃখমিশ্রফলকং কর্ম্ম

শুক্ল-নামক কর্ম্মবীজ হইতে দেবশরীর, কৃষ্ণ-নামক কর্ম্মবীজ হইতে পশু-পক্ষ্যাদি-শরীর, এবং মিশ্রকর্ম্ম-নামক বীজ হইতে মানব-শরীর উৎপন্ন হয়। যাঁহারা যোগী—যাঁহারা ত্যাগী বা সন্ন্যাসী—তাঁহাদের ঐ তিন প্রকারের কোনপ্রকার কর্ম্ম উৎপন্ন হয় না। তাঁহাদের কর্ম্ম স্বতন্ত্রপ্রকার। তাঁহাদের চিত্ত সর্ব্বদাই বিষয়ে অনাসক্ত থাকে, এবং তাঁহারা অভিসন্ধি পূর্ব্বক কার্য্য করেন না, কুকর্ম্ম সুকর্ম্ম কিছুই করেন না, সুতরাং তাঁহাদের কর্ম্ম পৃথক্। যদিও তাঁহারা কখন কখন জীবনধারণের উপযুক্ত কোন কোন কর্ম্ম করেন, তথাপি, তাঁহাদের চিত্তে তজ্জনিত সংস্কার বা ভবিষ্যৎ সংসারবীজ উৎপন্ন হয় না। কেননা, তাঁহারা সকল সময়েই কামনা-শূন্য থাকেন এবং কৃত কর্ম্ম সকল ঈশ্বরে সমর্পণ করেন। ক্ষণকালের জন্যও তাহা তাঁহারা কামনার দ্বারা চিত্তে আবদ্ধ রাখেন না। কাযে কাযেই তাঁহাদের সে সকল কর্ম্মের সংস্কার জন্মে না। নিষ্কামচিত্ত পদ্মপত্র-তুল্য এবং ফলাকাঙ্ক্ষাবর্জ্জিত কর্ম্ম জলবিন্দুতুল্য জানিবে।

প্রসঙ্গক্রমে কর্ম্মের ভবিষ্যৎ পরিণাম অর্থাৎ ফলোৎপত্তি সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলা আবশ্যক হইতেছে।

ততস্তদ্বিপাকানুগুণানামেবাভিব্যক্তির্বাসনানাম্ ॥ ৮ ॥

ফলকালে সেই সকল কৃতকর্ম্মের বিপাকের অর্থাৎ ফলোৎপত্তির অনুগুণ (পরিপোষক) বাসনা সকল অভিব্যক্ত হয়, অবশিষ্ট বাসনা সকল অব্যক্ত থাকে। ইহার তাৎপর্য্য বা টীকা এইরূপ :—

অযোগী মনুষ্য শুক্ল, কৃষ্ণ, অথবা মিশ্র, যে কোন কর্ম্ম উপার্জ্জন করুন, কোন কর্ম্মই এক সময়ে ও একরূপ ফল প্রসব করিবে না। কতক জাতি, জন্ম, আয়ু ও ভোগ প্রসব করিবে,—কতক বা কেবল সেই সেই জন্মের ও সেই সেই জাতির ভোগোপযুক্ত স্মৃতি বা স্মরণাত্মক জ্ঞান উপস্থাপিত

শুক্লকৃষ্ণম্। তচ্চ যাগরতানাস্তবতি। যোগিনাস্তু সন্ন্যাসিনাং বাহ্যসাধনসাধ্যকর্ম্মত্যাগান্ন শুক্লকৃষ্ণং ক্ষীণক্লেশত্বান্ন কৃষ্ণং ফলমনভিধ্যায় কৃতত্বাদীশ্বরার্পিতত্বাচ্চ ন শুক্লমিতি দ্রষ্টব্যম্।

(৮) ততঃ তস্মাৎ ত্রিবিধাৎ কর্ম্মণঃ তস্য বিপাকস্য জাত্যায়ুর্ভোগরূপস্য এব অনুগুণানাং অনুরূপাণাং বাসনানাং অভিব্যক্তির্ন ত্বিরুদ্ধানাম্। ইথমত্রাবধেয়ম্—দ্বিবিধাঃ খলু কর্ম্মবাসনাঃ স্মৃতিমাত্রফলাঃ জাত্যায়ুর্ভোগফলাশ্চ ভবন্তীতি শেষঃ। তত্র যে মরণকালে মিলিত্বা একং জন্মা-

করিবে। জন্মজন্মান্তরের সঞ্চিত অসংখ্য কর্ম্মবাসনার মধ্যে কতক মরণকালে অভিব্যক্ত হইয়া পুনর্জ্জন্মের আরম্ভক হয়, কতক বা তজ্জন্মের উপযুক্ত রুচি উৎপাদন করে। মনুষ্যের যে সকল মনোবৃত্তিকে আমরা এখন প্রবৃত্তি, রুচি, ইচ্ছোদ্রেক ও ভোগেচ্ছা প্রভৃতি বহু নামে উচ্চারণ করি, সে সকল মনোবৃত্তির কারণ পূর্ব্বসঞ্চিত কর্ম্মবাসনা। পূর্ব্বসঞ্চিত কর্ম্মবাসনা বা কর্ম্মসংস্কার সকল ইহ-জন্মে উত্তেজিত হইলেই তাহা প্রবৃত্তি ও রুচি প্রভৃতি নামে উল্লিখিত হয়, আর ইহ-জন্মের কর্ম্মবাসনা ইহ-জন্মে উদ্বুদ্ধ হইলে তাহা স্মরণ ও প্রত্যভিজ্ঞা প্রভৃতি নাম প্রাপ্ত হয়। অতএব, উদিত বা অভিব্যক্ত পূর্ব্বসংস্কার আর প্রবৃত্তি বা রুচি, এ সমস্তই একমূলক বা এক বস্তু। সুতরাং প্রবৃত্তি প্রভৃতি নামধারী পূর্ব্বসংস্কারসমূহের উদয়, স্মরণ বা অভিব্যক্তি, প্রায় ঔচিত্য অনুসারেই হইয়া থাকে। মনুষ্যজন্মের কর্ম্ম মনুষ্যজন্মকালেই অভিব্যক্ত হয়; অন্য জন্মে তাহা প্রসুপ্ত থাকে। এখন আমরা মনুষ্য, তাই এখন আমাদের মনুষ্যোচিত কর্ম্মবাসনাই অভিব্যক্ত হইতেছে। মনে করুন, পূর্ব্বে আমরা দেবতা ছিলাম, এবং তৎপূর্ব্বে হয় ত তির্য্যক্ অর্থাৎ পশুপক্ষ্যাদি ছিলাম। তাহার পূর্ব্বে হয় ত মনুষ্য ছিলাম। এতদ্বিধ জন্মপ্রবাহের মধ্যে, যাহা সেই ব্যবহিত মনুষ্যজন্মের অর্থাৎ পূর্ব্ব-মনুষ্যজন্মের কর্ম্মবাসনা,—তাহাই এই অভিনব বা বর্ত্তমান মানব-জন্মে উদিত বা উত্তেজিত হইতেছে। সেইগুলিকেই আমরা রুচি বা প্রবৃত্তি প্রভৃতি নামে উল্লেখ করিতেছি। মধ্যবর্ত্তী জন্মদ্বয়ের (দেব ও তির্য্যক্ জন্মের) সঞ্চিত সংস্কার সকল এখন প্রসুপ্ত আছে। কিছুমাত্র অভিব্যক্ত হই-তেছে না। সুতরাং সে সকল আমরা জানিতেছি না। ভবিষ্যতে যদি কখন আমাদের পুনর্ব্বার দেবশরীর বা তির্য্যক্‌শরীর হয়,—তাহা হইলে সেই সেই দেবশরীরের অথবা তির্য্যক্‌জন্মের কর্ম্মসংস্কার তখন সেই সেই জন্ম পাইয়া উদ্বুদ্ধ হইবে, অন্যান্য কর্ম্মবাসনা তখন প্রসুপ্ত থাকিবে।

রজন্তে জাত্যায়ুর্ভোগফলাস্তে একানেকজন্মভবাঃ। যে তু স্মৃতিফলাঃ তাস্ততঃ যেন কর্ম্মণা যাদৃক্‌শরীরমারব্ধং তদনুরূপা এব বাসনাস্তাসামেব জন্মান্তরবত্যাভিব্যক্তিঃ। দেবত্বপ্রাপ্তে চিত্তে প্রসুপ্তা এবানুরূপকভোগবাসনা ভবন্তি তাসামভিব্যক্তৌ দিব্যভোগাযোগাদিতি ভাবঃ।

জাতিদেশকালব্যবহিতানামপ্যানন্তর্য্যং স্মৃতিসংস্কারয়োরেকরূপত্বাৎ ॥ ৯ ॥

জাতি, দেশ ও কাল ব্যবধান থাকিলেও চিত্তস্থ বাসনার আনন্তর্য্য সিদ্ধ হয়। কেননা, স্মৃতি ও সংস্কার (বাসনা) একই বস্তু। অর্থাৎ সংস্কারই স্মৃতিরূপে পরিণত হয়। যখনই স্মৃতি হইবে, তখনই তাহার পূর্ব্বে সংস্কার অনুমিত হইবে। ইহার বিস্তৃত বিবরণ এইরূপ :—

মানব প্রভৃতি জাতি, স্বর্গাদি দেশ ও যুগাদি কাল পরিবর্ত্তিত হইলেও, ব্যবহিত থাকিলেও, ইহ জন্মে পূর্ব্বসংস্কারের অনুরূপ স্মৃতি ও রুচি জন্মিবার ব্যাঘাত হয় না। বর্ত্তমান মানব-জন্মের পর যদি আমরা শত শত যোনি পরিভ্রমণ করিয়া আবার মানব হইতে পারি, তাহা হইলে, এই মানব-জন্মের সংস্কার সেই মানব-জন্মে উদ্বুদ্ধ হইবে। তাহাতে সেই সেই কাল ও জাত্যাদি ব্যবধান থাকিলেও তাহার প্রতিবন্ধক হইবে না। আজ যে সংস্কার জন্মিয়াছে,—মধ্যে দিন, মাস, বৎসর, দেশ, দেশান্তর ও শত শত নিদ্রাদি অবস্থা পরিবর্ত্তন হইয়া গেলেও সে সংস্কার যেমন লুপ্ত হয় না,—কালান্তরে, দেশান্তরে ও অবস্থান্তরে গিয়া উদ্বুদ্ধ হয়, স্মৃতি বা স্মরণ জন্মায়, মধ্যে ব্যবধান আছে বলিয়া লুপ্ত হয় না,—জন্মান্তরীয় সংস্কারও তেমনি জন্মান্তরাদি-ব্যবধান থাকিলেও প্রবৃত্ত্যাদি-নামক স্মৃতি জন্মায়, ব্যাহত হয় না। এ বিষয়ে যোগিগণের মত এই যে, সংস্কার ও স্মৃতি এ দুটী পৃথক্ বস্তু নহে, একই বস্তু। কেন-না, সংস্কারই স্মৃতিরূপে পরিণত হয়। উহাদের বিষয়ও এক অর্থাৎ যে বিষয়ে সংস্কার জন্মে, সেই বিষয়েরই স্মৃতি হয়। সুতরাং উক্ত উভয় এক। সংস্কার যখন জন্মজন্মান্তরেও নষ্ট হয় না, তখন তাহার পূর্ব্ববর্ত্তিতা সকল-কালেই থাকা প্রমাণিত অর্থাৎ ব্যবধান থাকিলেও সংস্কারের স্মৃতি ফল জন্মাইবার কারণতা বা আনন্তর্য্য আছে।

---

(১) ইহ অনাদৌ সংসারে যেন কর্ম্মণা যজ্জন্মনি ভোগৈর্বাসনাঃ সঞ্চিতাঃ তাসাং জন্মকোট্যা দেশেন কল্পশতেন চ কালেন ব্যবহিতানামপি তজ্জাতীয়েন কর্ম্মণা তজ্জন্মনি পুনঃ প্রাপ্তে সতি তেনৈব কর্ম্মণা জন্মনা বা অভিব্যক্তানামানন্তর্য্যম্ অব্যবহিতত্বং স্মৃতিদ্বারা ভোগহেতুত্বমিতি যাবৎ ভবতীতি শেষঃ। অত্র হেতুমাহ—স্মৃতিসংস্কারয়োরেকরূপত্বাদিতি। এতন্মতে অনুভব এব সংস্কারী স এব স্মৃতিরূপেণ পরিণমতে সুতরাং যঃ সংস্কারঃ সা স্মৃতিরিতি দিক্।

এই বিচারের দ্বারা ইহাও প্রতিপন্ন হইতেছে যে, জীব যাহা কিছু দেখিতেছে—করিতেছে—বলিতেছে শুনিতেছে—মনে করিতেছে—ধ্যান করিতেছে—অনুভব করিতেছে—সে সমস্তই তাহার চিত্তে অঙ্কিত হইতেছে, দাগ্ বা ছাপ্ আগার ন্যায় থাকিয়া যাইতেছে। চিত্তের সেই সকল ছাপ্, দাগ্ বা অঙ্কিতভাব সংস্কার ও বাসনা নামে অভিহিত হয়। সেই সকল বাসনা চিত্তের একপ্রকার শক্তি বা সামর্থ্য, সুতরাং তাহা ভবিষ্যৎ পরিণামের বীজ। সেই বীজ হইতেই আবার সেই সেই কর্ম্মের অনুরূপ অঙ্কুর জন্মে, এবং সেই সেই অঙ্কুর আবার শাখাপ্রশাখায় বিস্তৃত হইয়া পুনর্ব্বার তৎসদৃশ অন্যান্য কর্ম্মবীজ উৎপাদন করে। জীব এইরূপ নিয়মের অধীন হইয়াই সংসারচক্রে ঘূর্ণমান হয়।

তাসামনাদিত্বঞ্চাশিষোনিত্যত্বাৎ॥ ১০॥

আশিষের অর্থাৎ প্রার্থনার নিত্যতা হেতুক বাসনার অনাদিত্ব নির্ণীত হয়।

শিষ্যের বা শ্রোতার মনে এরূপ প্রশ্নের উদয় হইতে পারে,—সংস্কারই যদি স্মৃতির বা প্রবৃত্তির জনক হয়, তাহা হইলে, প্রথম জীবের প্রথম প্রবৃত্তি কিরূপে উৎপন্ন হইয়াছিল? তৎপূর্ব্বে ত সংস্কার ছিল না? সংস্কার কেন, কিছুই ছিল না। এ প্রশ্নের প্রত্যুত্তরে যোগীরা বলেন, সংসারের আদি নাই, সংসারের ন্যায় বাসনারও আদি নাই। সংসার অনাদি, তদন্তঃপাতী জন্মমরণ-প্রবাহও অনাদি; সুতরাং জীবের কর্ম্মবাসনাও অনাদি। একটী বীজ যেমন অন্য বীজের উৎপাদক, একটী জলতরঙ্গ যেমন অন্য তরঙ্গের জনক, তদ্রূপ একটী কর্ম্মবাসনা অন্য কর্ম্মবাসনার জনক। বীজের কারণ অঙ্কুর, আবার অঙ্কুরের কারণ বীজ,—এতাবন্মাত্রই নির্ণীত হয়; পরন্তু বীজ আদিম, কি অঙ্কুর আদিম, তাহা নির্ণীত হয় না। তেমনি জীব আদিম, কি তাহার কর্ম্ম-বাসনা আদিম, ইহাও নির্ণীত হয় না। কিন্তু জীবত্বের কারণ কর্ম্ম এবং কর্ম্মের কারণ জীব—ইহা উত্তমরূপে নির্ণীত হয়। তোমরা যাহাকে আদিম জীব বলিবে, বস্তুতঃ সেও আদিম নহে। কেন-না তাহারও পূর্ব্ব-জন্ম থাকা অনুমিত হয়। কারণ, তাহারও মরণত্রাস ও আশীঃ অর্থাৎ

(১০) ন কেবলং তাসাং বাসনানাম্ আনন্তর্য্যং কিন্ত্বনাদিত্বমপি। কুতঃ? আশিষঃ সদাহহং ভূয়াসমেবেতি, প্রার্থনাবিশেষস্ত মরণত্রাসস্ত বা নিত্যত্বাৎ সর্ব্বপ্রাণেষব্যভিচারাদিত্যর্থঃ।

"আমি যেন না মরি ও সুখে থাকি" ইত্যাকার প্রার্থনা বা আত্মাভিনিবেশ ছিল। সেই মরণত্রাস ও সেই আত্মাভিনিবেশ তাহার পূর্ব্বজন্ম থাকা সপ্রমাণ করিয়া দিবে। অনুসন্ধান কর, দেখিতে পাইবে, জীবমাত্রেই মরিতে চাহে না। কেন চাহে না? মরণের প্রতি জীবের এত দ্বেষ কেন? সদ্যোজাত শিশুরই বা মরণত্রাস হয় কেন? ভাবিয়া দেখিলে অবশ্যই মানিতে হইবে, মরণে অতিভয়ঙ্কর ও অসহনীয় দুঃখ আছে। সেই জন্যই জীব মরিতে চাহে না, সেই জন্যই জীবের মরণভয় অধিক। যে যাহাতে দুঃখ পাইয়াছে, ক্লেশ পাইয়াছে, সে তাহাকে ভয় করে, সে তাহাকে বিদ্বেষ করে, সে তাহাকে সহজে স্বীকার করিতে চাহে না। ইহা সকলেরই স্বীকার্য্য। সুতরাং ইহাও স্বীকার্য্য যে, মরণে অবশ্য উৎকট দুঃখ আছে এবং জীব তাহা অবশ্য একবার ভোগ করিয়াছে, তাই তাহা আর ভোগ করিতে চাহে না, অর্থাৎ মরিতে চাহে না। মরণের কারণ উপস্থিত দেখিলে, অথবা মরণের কল্পনা বা সম্ভাবনা হইলে, জীবের অনিবার্য্য ভয় হয়, হৃদয় কাঁপিয়া উঠে। তাদৃশ ভয়ের মূল মরণদুঃখের দুর্লক্ষ্য সংস্কার। পূর্ব্বানুভূত দুঃখের সংস্কার না থাকিলে দুঃখদ পদার্থে ভয় হয় না। অননুভূত বা অজ্ঞাত পদার্থের স্মৃতি হয় না, ইহাও স্থির সিদ্ধান্ত। কাযেই মানিতে হইবে, জীব মরণদুঃখ জ্ঞাত আছে, তাই তাহার স্মরণ হয়, আর ভয়ে কম্পিত-কলেবর হয়। সে তাহা বুঝিতে পারুক বা না পারুক, ব্যক্ত করিতে পারুক বা না পারুক, নিশ্চিত তাহার মরণদুঃখ মনে হয়, তাই সে ভয়ে জড়সড় হয়। এখন মনে কর, কবে সে মরণদুঃখ জানিল? কোনও ব্যক্তি যখন ইহ-জন্মে একবার বৈ দুইবার মরে না, তখন সে অবশ্যই পূর্ব্বজন্মে মরিয়াছিল; নচেৎ তাহার ইহ-জন্মে মরণদুঃখ জানিবার সম্ভাবনা কি? সদ্যোজাত শিশুর—যাহার কিছুমাত্র কল্পনাশক্তি উদ্বুদ্ধ হয় নাই—পূর্ব্বজন্মের অনুভব ব্যতীত তাহারই বা মরণদুঃখের উদ্বোধ ও তজ্জনিত ভয়কম্পাদি জন্মিবার সম্ভাবনা কি? অতএব, এস্থলে অবশ্যই মানিতে

ইদমত্রাকূতং—জাতমাত্রস্য কম্পাদ্যনুমিতো মরণত্রাসো দ্বেষ্যদুঃখস্মৃতিমব্যভিচারাৎ কল্পয়তি। সা চ বাসনাম্। সাপি মরণজদুঃখানুভবম্। সোঽস্মিন্ জন্মন্যসম্ভাব্যমানো জন্মান্তরসদ্ভাবং কল্পয়তীত্যনাদিত্বসিদ্ধিঃ।

হইবে, প্রত্যেক জীবের পূর্ব্বজন্মের অনুভূত মরণ-দুঃখের সংস্কার আছে। সেই সকল সংস্কার উদ্বুদ্ধ হইয়া মরণত্রাস উৎপাদন করে। পূর্ব্বজন্মের মরণদুঃখবাসনা যেমন ইহজন্মে প্রব্যক্ত হইয়া ত্রাস উৎপাদন করে, তেমনি তৎপূর্ব্বজন্মেও তৎপূর্ব্বজন্মের মরণ-বাসনা প্রব্যক্ত হইয়া ত্রাস উৎপাদন করিয়াছিল। এতদ্রূপ রীতিতে, জীবের অব্যভিচরিত মরণত্রাস ও আত্মাভিনিবেশ (আমি যেন থাকি, না মরি, ইত্যাকার মনোভাব) দেখিয়া, পূর্ব্ব-পূর্ব্ব-জন্মের অস্তিত্ব অনুমান সুসিদ্ধ হয়। সুতরাং জীবের জন্ম ও মরণ, প্রবাহের ন্যায় অনাদি, এবং সেই সেই জন্মের সঞ্চিত কর্ম্ম-বাসনাও প্রবাহ ন্যায়ে অনাদি।

হেতুফলাশ্রয়ালম্বনৈঃ সংগৃহীতত্বাদেষামভাবে তদভাবঃ ॥ ১১ ॥

বাসনাসকল হেতু, ফল, আশ্রয় ও অবলম্বন,—এতদ্বিধ ক্রম অবলম্বন করিয়া সংগৃহীত বা সঞ্চিত হয়। সুতরাং ইহাও বুঝিতে হইবে, উল্লিখিত হেতু প্রভৃতির অভাব হইলে বাসনারও অভাব হয়। ইহার টীকা এইরূপ :—

জীবের কর্ম্মবাসনা প্রবাহের ন্যায় অনাদি বটে; পরন্তু যোগের দ্বারা তাহার ভঙ্গ হয়, বিনাশও হয়। যত দিন না তাহার বিনাশ হয়,—তত দিন পুনঃ পুনঃ কর্ম্মানুষ্ঠান ও তজ্জনিত সংস্কার উৎপন্ন হইবেই হইবে। সুতরাং সংসারও অনিবার্য্যরূপে প্রতিষ্ঠিত থাকিবে। জীব যত দিন না সন্ন্যাসসঞ্চয়দ্বারা, সমাধি অবলম্বনের দ্বারা, অথবা অন্য কোন যোগানুষ্ঠানের দ্বারা অনাদি-কর্ম্মবাসনা-প্রবাহ ভঙ্গ করিতে পারে, তত দিন নিশ্চিতই তাহা প্রবাহিত হইবে। ততদিন তাহার (বাসনার) হেতু, ফল, আশ্রয়, অবলম্বন, এ সমস্তই থাকিবে। বাসনার হেতু বা কারণ ক্লেশ এবং কর্ম্ম। দেহপ্রাপ্তি ও আয়ুর্ভোগ তাহার ফল। চিত্ত তাহার আশ্রয়। রূপাদি বিষয় তাহার অবলম্বন। ঐ সকল অবলম্বন করিয়া অর্থাৎ বাসনার উৎপত্তির ও স্থিতির হেতু, ফল, আশ্রয় ও অবলম্বন অবলম্বন করিয়া জীব পুনঃ পুনঃ বাসনা-জাল সংগ্রহ করিয়া তদ্দ্বারা জড়িত হইতেছে ও পুনঃ পুনঃ ঐ সকল হেতু, ফল,

---

(১১) বাসনানামনন্তরানুভবো হেতুঃ। তস্যাপ্যনুভবস্য রাগাদয়স্তেষামবিদ্যেতি সাক্ষাৎ পারম্পর্য্যেণ চ হেতুত্বম্। ফলং শরীরাদিঃ স্মৃত্যাদয়শ্চ। আশ্রয়শ্চিত্তম্। আলম্বনং যদেবানুভবস্য তদেব বাসনানাম্। শব্দাদিকমিতি যাবৎ। এতৈঃ সংগৃহীতত্বাৎ সঙ্কলিতত্বাদ্ধেতোরেষাং

আশ্রয় ও অবলম্বন ভোগে প্রবৃত্ত হইতেছে। অপিচ, পূর্ব্বপূর্ব্বভ্রমবাসনারূপ অবিদ্যাই অস্মিতার অর্থাৎ "অহং" বা "আমি" ভ্রমের অথবা আত্মাভিমানের জনক। সেই অস্মিতা হইতেই আমি অমুক, আমি জ্ঞানী, আমি মানী, আমি ধনী, আমার স্ত্রী, আমার পুত্র, আমার ধন, আমার ইষ্ট, আমার অনিষ্ট, ইত্যাদিপ্রকার মিথ্যাজ্ঞান জন্মে। ঐ সকল মিথ্যাজ্ঞান হইতেই যথাক্রমে রাগ ও দ্বেষাদি-নামক অভিপ্রায় উৎপাদিত হয়। সেই উৎপন্ন অভিপ্রায় আবার পরানুগ্রহ ও পরনিগ্রহাদি কার্য্যে প্রবৃত্ত করায়। সেই সেই স্বকৃত কার্য্য হইতে পুনরপি ধর্ম্মাধর্ম্ম-নামক সংস্কার—যাহা ভবিষ্যৎ শুভাশুভের বীজ—তাহা উৎপন্ন হয়। সেই বীজ আবার কালে অঙ্কুরিত হইয়া বিবিধ ভোগরূপ বৃক্ষ জন্মায়। সেই সকল ভোগবৃক্ষ হইতে পুনঃ ভবিষ্যৎ-ভোগের বীজস্বরূপ বাসনা বা সংস্কারসমূহ জন্মে। সংসারচক্র এবম্প্রকারে নিরন্তর পরিবর্ত্তিত হইতেছে। যে মহাপুরুষ যোগকৌশল অবলম্বন পূর্ব্বক সংসারচক্রের উক্তবিধ গতি ভঙ্গ করিয়া দিতে পারেন—তিনিই ঐ চক্রের আবর্ত্তন হইতে পরিত্রাণ পান, অন্যে ঘুরিয়া মরেন।

অতীতানাগতং স্বরূপতোঽস্ত্যধ্বভেদাদ্ধর্ম্মাণাম্ ॥ ১২ ॥

যাহাকে আমরা অতীত ও অনাগত অর্থাৎ মরিয়াছে, মরিবে, নষ্ট হইয়াছে, নষ্ট হইবে, জন্মিয়াছে ও জন্মিবে বলি,—তাহা তত্তদ্বস্তুর ধর্ম্মের বা অবস্থার পরিবর্ত্তন অনুসারেই জানিবে। যাহা তাহার স্বরূপ, তাহা সকল কালেই থাকে, কোনও কালে নষ্ট হয় না; ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে। ইহার পরিষ্কার ব্যাখ্যা এইরূপ :—

বিনাশবাদীর* মতে সকল বস্তুই অস্থায়ী; সুতরাং তাহাদের মতে চিত্তও অস্থায়ী অর্থাৎ নশ্বর। কিন্তু যোগীরা বলেন, বস্তু মাত্রেই স্থায়ী; পরন্তু তাহাদের ধর্ম্ম, গুণ বা অবস্থাগুলিই অস্থায়ী অর্থাৎ পরিবর্ত্তনশীল। সেই পরিবর্ত্তন অনুসারেই লোকমধ্যে উৎপত্তি ও বিনাশ প্রভৃতি শব্দের

হেত্বাদীনাম্ অভাবে জ্ঞানযোগাভ্যাং দগ্ধবীজকল্পত্বে বিহিতে সতি তদভাবাত্তাসাং বাসনানামভাব উচ্ছেদঃ স্যাৎ। নির্মূলত্বাৎ। বাসনা ন প্ররোহন্তি ন কার্য্যমারভন্ত ইতি তাসামভাবঃ।

(১২) যদতীতত্বেন যচ্চানাগতত্বেন ব্যবহ্রিয়তে তৎ স্বরূপতঃ স্বরূপেণ ধর্ম্মিত্বেনৈব রূপেণ স্বকালত্বেন বা অস্তি, বিদ্যত এব। যতোঽসতামুৎপত্তিঃ সতাঞ্চ নাশো ন যুজ্যতে যতশ্চ

ব্যবহার হইয়াছে। ফল কথা এই যে, অত্যন্ত অসৎ, অর্থাৎ যাহা কোন কালে নাই,—তাহা উৎপন্ন হয় না। যাহা বাস্তবিক সৎ, অর্থাৎ যাহা সত্য সত্যই আছে, তাহারও আত্যন্তিক বিনাশ হয় না। কেবলমাত্র তদাশ্রিত ধর্ম্মের, গুণের বা অবস্থার পরিবর্ত্তন হয়। অভিনব ধর্ম্মাদির (আকৃতির) আবির্ভাব ও বর্ত্তমান ধর্ম্মাদির তিরোভাব হয়। অথবা বস্তুগতির পথের প্রভেদ হয়। ঘট-নামক বস্তুর ঘটাকার ধর্ম্ম (বর্ত্তমান ঘটাবস্থাটী) অতীত পথে প্রবিষ্ট হইলে "ঘট নাই" বলা যায়। ভবিষ্যৎপথে থাকিলে "ঘট হইবে, বা হইতেছে" বলা যায়। এবং বর্ত্তমান পথে থাকিলে ঘট আছে, এইরূপ বলা যায়। ইহারই দ্বারা জানা যায়, ধর্ম্মের বা অবস্থার পরিবর্ত্তন-বিশেষের নামই উৎপত্তি, পরিবর্ত্তন-বিশেষের নামই স্থিতি, এবং পরিবর্ত্তন-বিশেষের নামই লয় ও বিনাশ। কাযেই স্থির করিতে হইবে, যাহাকে আমরা "নাই" বলি, তাহা একবারে নাই, এরূপ নহে। যাহাকে আমরা "হইবে" বলি, তাহা যে হইবার পূর্ব্বে নিতান্ত অসৎ অর্থাৎ কোন আকারে ছিল না, এরূপও নহে। বস্তু বস্তুতঃই থাকে, পরন্তু তাহার ধর্ম্মের বা অবস্থার পরিবর্ত্তন দেখিয়া আমরা তাহাকে অতীত, কখন বা অনাগত, এতদ্রূপে ব্যবহার করি। বস্তুর স্বরূপ সর্ব্বদা সৎ বা নিত্যবিদ্যমান।

তে ব্যক্তসূক্ষ্মগুণাত্মানঃ ॥ ১৩ ॥ পরিণামৈকত্বাদ্বস্তুতত্ত্বম্ ॥ ১৪ ॥

সেই সমুদায় বস্তু অর্থাৎ সেই সেই ভাবপদার্থ ব্যক্ত, সূক্ষ্ম ও গুণস্বভাবান্বিত। অপিচ, পরিণামের ঐক্য থাকাতে বস্তুতত্ত্ব এক। অর্থাৎ বহু, বহু নহে। এই কথার ব্যাখ্যা এইরূপ :—

যদি বল, ধর্ম্ম সকল পরিবর্ত্তিত হইয়া কি হয়? কোথায় যায়? ইহার উত্তর এই যে, তাহা সূক্ষ্ম হইয়া আপন আশ্রয়ে অদৃশ্য হয়, প্রবেশ করে। অর্থাৎ লুক্কায়িত হয়। ঘট অতীত হইল, ঘট নাই, এ সকল কথার অর্থ কি? না—ঘটাকার ধর্ম্মটী স্বীয় আশ্রয়ে (মৃত্তিকায়) সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্মতম হইয়া লুকায়িত হইয়াছে। ঘট হইতেছে এ কথার অর্থ কি? না—ঘটধর্ম্ম বা

ধর্ম্মাণামেবাধ্বভেদো পরিণামতা দৃশ্যতে ন ধর্ম্মিণস্তদনন্ত্যেকত্বাবধারণীয়ম্। তস্মাচ্চাপবর্গপর্য্যন্তমেকমেব চিত্তং ধর্ম্মিত্বানুবর্ত্তমানঃ তিষ্ঠতীতি সিধ্যতি।

(১৩) ব্যক্তাঃ বর্ত্তমানাধ্বানঃ। সূক্ষ্মা অতীতানাগতাধ্বানঃ। তে চ সর্ব্বে ভাবা মহদাদয়ো ঘটাদিবিশেষান্তাঃ গুণাত্মানঃ সত্ত্বরজস্তমঃস্বরূপা ইত্যর্থঃ।

(১৪) যদ্যপি ত্রয়ো গুণাস্তথাপি তেষামঙ্গাঙ্গিভাবগমনলক্ষণো যঃ পরিণামস্তস্য একত্বাৎ

ঘটাবস্থাটী—যাহা মৃত্তিকারূপ ধর্ম্মীতে শক্তিরূপে ছিল,—লুক্কায়িত ছিল,—আজ তাহা কারণ-ব্যাপারের দ্বারা ব্যক্ত হইতেছে—অথবা বর্ত্তমান পথে আসিতেছে। এতদ্রূপ সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মবিচারের দ্বারা নির্ণীত হয় যে, সেই সেই অতীত, বর্ত্তমান ও অনাগত (ভবিষ্যদ্গর্ভে অবস্থিত) ধর্ম্মবিশেষের আশ্রয় দ্রব্যটী এক ও স্থায়ী। সেই একই স্থায়ী বা চিরস্থিত ধর্ম্মীর উপর ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মের আবির্ভাব ও তিরোভাব হইতেছে। সেই একই স্থায়ী বস্তুর ধর্ম্মগুলি বর্ত্তমান পথে আসিতেছে, কখন বা অতীত পথে যাইতেছে। কোনও দ্রব্যের সম্পূর্ণ নূতন উৎপত্তি ও সম্পূর্ণ ধ্বংস হইতেছে না। এতন্মতে জীবের চিত্তও এক ও স্থায়ী। সেই একই স্থায়ী চিত্তকে এবং তাহার ধর্ম্মনিচয়কে যদি উপায় দ্বারা অতীত পথে প্রবিষ্ট করান যায়,—তাহা হইলে আর তাহার প্রত্যাবর্ত্তন হয় না। অনন্তকালের নিমিত্ত তাহারা প্রকৃতিগর্ভে প্রবেশ করে, লুক্কায়িত হয়। সুতরাং তখন আর জীবের জীবত্ব থাকে না। জীব তখন শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত, কেবল ও চিৎস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। কথিতপ্রকার প্রণালীতে, বস্তু বা বস্তুধর্ম্ম অতীতপথপ্রবিষ্ট হইলে তাহা সূক্ষ্ম, লুক্কায়িত বা অব্যক্ত নাম ধারণ করে, ও বর্ত্তমানপথে থাকিলে ব্যক্ত, স্পষ্ট ও আছে ইত্যাদি আখ্যা প্রাপ্ত হয়। তুমি যে-কিছু বস্তুর নাম করিবে, সমস্তই দ্বিবিধ, ব্যক্ত ও সূক্ষ্ম। মহত্তত্ত্ব অবধি ঘটাদি পর্য্যন্ত সমস্ত বস্তুই ব্যক্ত ও সূক্ষ্ম। কখন বা কেহ ব্যক্ত হইতেছে, কখন বা কেহ সূক্ষ্ম হইতেছে। অপিচ, ব্যক্তই হউক, আর সূক্ষ্মই হউক, সমস্ত বস্তুই গুণময়। অর্থাৎ সমস্ত বস্তুই সত্ত্ব, রজঃ ও তমো-নামক গুণের সমষ্টি বা পরিণাম। সত্ত্ব-রজ-স্তমো-গুণই বিশেষ বিশেষ আকারে পরিণত হইয়া বিশেষ বিশেষ আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে ও হইতেছে। সেই জন্যই অর্থাৎ ত্রিগুণের বিকার বলিয়াই, বস্তু সকল ত্রিগুণ। এ সম্বন্ধে দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত এই যে, সমস্তই সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই তিন মূল দ্রব্যের পরিণামজাত। উক্ত তিন গুণের বা তিন মূল দ্রব্যের পরিণাম ব্যতীত অন্য কোন পৃথক্ দ্রব্যের পরিণাম নাই। অর্থাৎ মহত্তত্ত্ব হইতে সামান্য একটা তৃণগুচ্ছ পর্য্যন্ত সমস্ত বস্তুই সত্ত্বাদিত্রয়ের পরিণাম।

বস্তুতত্ত্বম্ একত্বং জ্ঞাতব্যম্। ক্রমায়াঃ ক্রিয়ায়াঃ গন্ধাবাদিশরীরাণাং যথৈকো লবণপরিণামো যথা বা বর্ত্তিতৈলাগ্নীনামেকো দীপপরিণামো দৃষ্টিধাত্রাপ্যাদিষেন পরিণামৈকত্বং জ্ঞেয়ম্।

মহত্তত্ত্বও সত্ত্বাদিদ্রব্যের পরিণামসমুদ্ভূত, এবং সামান্য একটা তৃণদেহও সত্ত্বাদিদ্রব্যের পরিণাম-সমুদ্ভূত। এ সম্বন্ধে তৃতীয় কথা এই যে, উক্ত গুণ-ত্রয় পরস্পরের অঙ্গ না হইয়া উপকারক বা সহায় না হইয়া, পরিণত হয় না। তাৎপর্য্য এই যে, উহারা স্বয়ং বা পৃথক্ পৃথক্ পরিণত হয় না, পরস্পর পরস্পরের উত্তেজক ও নিস্তেজক হইয়াই পরিণাম দশা প্রাপ্ত হয়। অর্থাৎ বিবিধ বিকার উৎপাদন করে; কাযেই মানিতে হইতেছে, উক্ত তিন দ্রব্যের উপর একই পরিণাম বিদ্যমান আছে। অর্থাৎ উক্ত গুণত্রয়-নিষ্ঠ পরিণাম এক ভিন্ন দুই বা ততোধিক নহে। এই বিচারের সঙ্গে সঙ্গে আরও এক সিদ্ধান্ত লাভ হইতেছে যে, বস্তুতত্ত্ব এক, পরন্তু তাহার ধর্ম্ম বা অবস্থা নানা। ধর্ম্মী এক, কিন্তু তাহার ধর্ম্ম নানা (বহু)। মৃত্তিকা এক, কিন্তু তাহার ঘটকপালাদিরূপ ধর্ম্ম বা অবস্থা অনেক। চিত্ত এক, পরন্তু তাহার অবস্থা বা ধর্ম্ম অনেক। বস্তু ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম বা ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা প্রাপ্ত হয় বলিয়া তাহার অন্যথাভাব ব্যতীত উৎপত্তি, বিনাশ ও নানাত্ব স্বীকার করা যায় না। সুতরাং চিত্তেরও অবস্থাপরিবর্ত্তন দেখিয়া, তাহার ক্ষণ-বিনাশিত্ব কি নানাত্ব স্বীকার করা যায় না। একই চিত্ত কল্পকল্পান্তকাল থাকে বা আছে। কেবলমাত্র তাহার ধর্ম্মের বা অবস্থার পরিবর্ত্তন হইতেছে। বস্তুতঃ অন্য কোনরূপ উৎপত্তি, বিনাশ, কি নানাত্ব নাই ও হয় না। আজ এক চিত্ত; আবার কাল এক চিত্ত; এরূপ হইতেছে না। এ জন্মে এক চিত্ত, অন্য জন্মে অন্য চিত্ত, তাহা নহে। একই চিত্ত জন্মান্তর প্রাপ্ত হইয়া বিবিধ ভোগ উৎপাদন করিতেছে, ভিন্ন ভিন্ন বিকারের বশীভূত হইতেছে।

বস্তুসাম্যেঽপি চিত্তভেদাত্তয়োর্বিবিক্তঃ পন্থাঃ ॥ ১৫ ॥

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞেয় এই দুয়ের পথ অত্যন্ত ভিন্ন। উক্ত উভয়ের ভিন্নতা স্পষ্টরূপে প্রমাণীকৃত হয়। কারণ এই যে, বস্তুর সমানতাসত্ত্বেও চিত্তের বা বিজ্ঞানের অসমানতা বা ভিন্নতা দৃষ্ট হয়। এই সংক্ষিপ্ত কথার মধ্যে অনেক অর্থ আছে। যথা

---

(১৫) তয়োঃ চিত্তবস্তুনোঃ বিবিক্তঃ পন্থাঃ ভিন্নো মার্গঃ। ভেদ ইতি যাবৎ। বিভক্তঃ পন্থা ইতি পাঠোঽপি দৃশ্যতে। হেতুমাহ—বস্তুনঃ স্ত্রীপিণ্ডাদেঃ সাম্যেঽপি একত্বেঽপি চিত্তস্য

যাঁহারা বলেন, বাহ্য বস্তু নাই, একমাত্র বিজ্ঞানই প্রবাহাকারে প্রবাহিত হইয়া বাহ্যব্যবহার নিষ্পন্ন করিতেছে, অর্থাৎ অন্তরস্থ বিজ্ঞানধারাই বাসনা উৎপাদন দ্বারা কার্য্যকারণভাব, জ্ঞানজ্ঞেয়ভাব, অথবা বস্তু ও বস্তু-গ্রাহক চৈতন্তভাব প্রাপ্ত হইয়া সমস্ত ব্যবহার সম্পন্ন করিতেছে,—তাঁহাদের মতে ধর্ম্মী এক কি বহু, তাহা নির্ণয় করিবার আবশ্যক নাই। কেননা তাঁহাদের মতে ধর্ম্মী ও ধর্ম্ম ভিন্ন নহে। তাঁহাদের মতে ধর্ম্মীও বিজ্ঞান, ধর্ম্মও বিজ্ঞান। ঘটও বিজ্ঞান, ঘটজ্ঞানও বিজ্ঞান। বিজ্ঞানভিন্ন পৃথক্ বা স্বতন্ত্র বিজ্ঞেয় তাঁহাদের মতে নাই। যোগিগণ এই মতের ভ্রান্ততা প্রদর্শনপূর্ব্বক বলেন, বিজ্ঞান ও বিজ্ঞেয়, কোনও ক্রমে এক বা অভিন্ন নহে। উহারা পরস্পর অত্যন্ত বিভিন্ন। বিজ্ঞান যখন বিজ্ঞেয় অবলম্বন না করিয়া উৎপন্ন বা উদিত হয় না, বিজ্ঞেয় না থাকিলে যখন বিজ্ঞানের অস্তিত্ব অসম্ভাবিত হইয়া পড়ে, তখন আর বিজ্ঞেয় নাই বা বাহ্যবস্তু নাই, অর্থাৎ বাহ্যবস্তুও বিজ্ঞান,—এ সিদ্ধান্ত অবশ্যই অপসিদ্ধান্ত। বিজ্ঞান যদি বিজ্ঞেয়রূপে পরিবর্ত্তিত হইত,—তাহা হইলে এক বস্তুর উপর বা এক বিজ্ঞানের উপর ব্যক্তিভেদে বহুবিধ বিজ্ঞানের উদয় হইত না। ভাবিয়া দেখ, একই স্ত্রী তোমার বিজ্ঞানের একরূপ বিজ্ঞেয় হইতেছে, সেই সময়েই আবার আমার বিজ্ঞানের সে অন্যরূপে বিজ্ঞেয় হইতেছে। বিজ্ঞান ও বিজ্ঞেয়ের ভিন্নতা না থাকিলে কোনও ক্রমে ঐরূপ ভেদ নিষ্পন্ন হইতে পারে না। বস্তুর্ সমানতাসত্বেও যখন চিত্তের বা বিজ্ঞানের ভিন্নতা দৃষ্ট হয়, তখন অবশ্যই চিত্ত ও চৈত্ত্য অর্থাৎ বিজ্ঞান ও বিজ্ঞেয় এক নহে। এ সত্য সহজেই বোধগম্য হয়। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, জ্ঞেয় বস্তু এক ও স্থায়ী, কিন্তু তন্নিষ্ঠ পরিণাম বহু ও পরিবর্ত্তনশীল। সেই জন্যই একই নারী স্বামীর সুখ-বিজ্ঞান, যে তাহাকে পাইতেছে না—তাদৃশ কামুকের দুঃখবিজ্ঞান, এবং যে তৎপ্রতি ভ্রূক্ষেপও করে না—তাদৃশ উদাসীনের উপেক্ষাবিজ্ঞান জন্মায়। সেই জন্যই একই নারী কাহারও নিকট সুখরূপে, কাহারও নিকট

ভেদাৎ বিজ্ঞানভেদাদিত্যর্থঃ। অয়ম্ভাবঃ—একস্যাং নার্য্যাং পত্যুঃ সুখবিজ্ঞানং, সপত্ন্যা দুঃখ-বিজ্ঞানং, তদলাভে কামুকস্য মোহবিজ্ঞানং বিষাদবিজ্ঞানং বা, নিষ্কামস্যোপেক্ষাবিজ্ঞানমিতি। যা ময়া দৃষ্টা সা ময়াপি দৃষ্টা ইত্যবাধিতপ্রত্যভিজ্ঞানাদিকঞ্চ বিজ্ঞানবিজ্ঞেয়য়োর্ভেদং প্রমাণয়ত্যেবেতি দিক্।

দুঃখরূপে এবং কাহারও নিকট উপেক্ষারূপে পরিণতা হয়। ইত্যাদিবিধ দৃষ্টান্তের দ্বারা নির্ণীত হয়, বস্তু এক, কিন্তু তন্নিষ্ঠ পরিণাম বহু। বিজ্ঞেয় তত্ত্ব এক, পরন্তু তদুপলক্ষিত বিজ্ঞান বহু। সুতরাং বিজ্ঞান ও বিজ্ঞেয় এক নহে। জ্ঞান ব্যতীত অন্য কোন বস্তু প্রকাশস্বভাব নহে। সেই জন্যই অন্য বস্তু সকল জ্ঞানের দ্বারা প্রকাশিত হয়। জ্ঞান যখন প্রকাশস্বভাবতা হেতু বিবিধ বাহ্যবস্তুর গ্রাহক বা প্রকাশক এবং সেই সকল বাহ্যবস্তু যখন তাহার গ্রাহ্য বা প্রকাশ্য, তখন আর তদুভয়কে এক বস্তু বলিয়া অবধারণ করিতে পার না। জ্ঞানের স্বভাব প্রকাশ, তদ্ভিন্ন সকল বস্তুই অপ্রকাশ। অতএব, স্বভাবগত তদ্রূপ প্রভেদ (জ্ঞান প্রকাশ ও তদতিরিক্ত বস্তু অপ্রকাশ বা জড়, এতদ্রূপ ভেদ) থাকাতেই তদুভয়ের ভিন্নতা নির্ণীত আছে। যদি বল, জ্ঞান যদি প্রকাশস্বভাবই হয়, তবে তাহাতে এককালীন বা যুগপৎ সর্ব্ববস্তু প্রকাশিত না হয় কেন? কিজন্য না জ্ঞানময় মানবচিত্ত যুগপৎ সর্ব্ববস্তু জানিতে ও স্মরণ করিতে পারে? এ প্রশ্নের প্রত্যুত্তর এই :—

তদুপরাগাপেক্ষিত্বাচ্চিত্তস্য বস্তু জ্ঞাতাজ্ঞাতম্ ॥ ১৬ ॥

চিত্তে বস্তুর প্রতিবিম্ব হওয়ার অপেক্ষা থাকায় বস্তু সকল কখন জ্ঞাত, কখন বা অজ্ঞাত অর্থাৎ প্রতিবিম্বকালে জ্ঞাত, অন্যসময়ে অজ্ঞাত থাকে।

মানবচিত্ত প্রকাশস্বভাব বা জ্ঞানস্বভাব বটে; কিন্তু তাহাতে বস্তু প্রকাশ হইবার অন্য একটী কারণ বা প্রক্রিয়া আছে। সে কারণ বা সে প্রক্রিয়া উপরাগ। উপরাগ কি? বলিতেছি। ইন্দ্রিয়সম্বন্ধদ্বারা চিত্তে যে সকল বস্তুর আকার অঙ্কিত হয়—তাহাই উপরাগ। চিত্ত ইন্দ্রিয়-পথে নির্গত হইয়া যে বস্তুতে উপরক্ত হইবে,—সেই বস্তুই চিত্তের প্রকাশ্য হইবে,—অন্য বস্তু অপ্রকাশ্য

(১৬) চিত্তস্য তদুপরাগাপেক্ষত্বাৎ বস্তুপ্রতিবিম্বনাপেক্ষত্বাৎ বস্তু জ্ঞাতাজ্ঞাতং জ্ঞাতম্ অজ্ঞাতঞ্চ ভবতীতি বাক্যশেষঃ। ইদমত্র তাৎপর্য্যম্—যদ্যপ্যাহঙ্কারিকত্বাৎ চিত্তম্ ইন্দ্রিয়াণি চ বিভূনি তথাপি তেষামহঙ্কারে সুপ্তানাং সম্বন্ধো বিষয়স্য স্ফূর্ত্তাবহেতুঃ কিন্তু কর্ম্মণা অভিব্যক্তানাং দেহস্থানাম্। তথা চ ইন্দ্রিয়দ্বারা যেনার্থেন চিত্তস্যোপরাগস্তস্মিন্নর্থে চিত্তং স্বনিষ্ঠ চিৎপ্রতিবিম্বস্বরূপাং স্ফূর্ত্তিং ধত্তে তমর্থং স্বাকারবৃত্তিদ্বারা বুদ্ধিস্থপ্রতিবিম্বদ্বারা বা পুরুষশ্চেতয়তে নান্যমিতি বস্তু জ্ঞাতাজ্ঞাতং ভবতি। অতএব চিত্তং তত্তদর্থোপরাগমপেক্ষ্য কদাচিৎ কিঞ্চিৎ জানাতি কদাচিচ্চ ন জানাতি।

থাকিবে,—ইহাই নিয়ম ও বস্তুস্বভাব। সেই জন্যই বস্তু থাকিলেও, চিত্ত প্রকাশ-স্বভাব হইলেও যুগপৎ বা একসময়ে সকল বস্তু প্রকাশিত হয় না।

সদা জ্ঞাতাশ্চিত্তবৃত্তয়স্তৎপ্রভোঃ পুরুষস্যাপরিণামাৎ॥ ১৭॥

চিত্তপ্রভু পুরুষ চিত্তকে ও তাহার বৃত্তিসমুদায়কে সর্ব্বদা জানেন (প্রকাশ করিয়া থাকেন)। তিনি অপরিণামী, সেই জন্যই তিনি সার্ব্বকালিক জ্ঞাতা।

ফলিতার্থ এই যে, চিত্ত প্রকাশ-স্বভাব বটে; পরন্তু সেও স্বয়ংপ্রকাশ নহে। তাহারও অন্য এক জ্ঞাতা বা প্রকাশক আছে। সে প্রকাশক চিৎশক্তি বা নিত্যচৈতন্য-নামক আত্মা। চিত্ত যেমন বাহ্য-বস্তুর জ্ঞাতা, নিত্যচৈতন্য আত্মাও তেমনি চিত্তের জ্ঞাতা। পরন্তু আত্মা চিত্তের তুল্যরূপ জ্ঞাতা নহেন। বাহ্যবস্তু সকল ইন্দ্রিয়-প্রণালীর দ্বারা চিত্তে উপরক্ত না হইলে প্রকাশিত হয় না, ইন্দ্রিয়-সাহায্য ব্যতীত কোন বস্তু চিত্তের জ্ঞেয় বা প্রকাশ্য হয় না; কিন্তু চিত্ত আত্মার বা পুরুষের নিকট সেরূপ জ্ঞেয় নহে। আত্মার নিকট চিত্ত সদা জ্ঞেয়—সর্ব্বদা প্রকাশিত। সেই জন্যই আমাদের সুখ দুঃখ প্রভৃতি যখন যে কোন চিত্তাবস্থা উপস্থিত হয়, তখনই তাহা আত্মাতে গিয়া প্রকাশিত হয়। সেই জন্যই চিত্ত কখন কোন বস্তু জানিল, কখন জানিল না, এইরূপ হয়; কিন্তু আত্মা কখন কোন চিত্তবৃত্তি জানিল, কখন জানিল না, এরূপ হয় না। যখন যাহা হয়, তখনই তিনি তাহা জানেন। পরিণাম-স্বভাব চিত্তের পূর্ব্বোক্ত ক্ষিপ্তাদি অবস্থা অথবা প্রমাণাদিবৃত্তি,—যখন যাহা জন্মে,—তখনই তাহা অপরিণাম-স্বভাব আত্মায় প্রতিফলিত বা প্রকাশিত হয়। চিত্তের অবস্থা-পরিবর্ত্তন বা বিশেষ বিশেষ পরিণাম—যাহা কিছু হয়,—আত্মা তৎসমস্তই জানেন; এই সত্যের দ্বারা অন্য এক সিদ্ধান্ত লাভ হইতেছে যে, চিত্তই পরিণামী, কিন্তু আত্মা অপরিণামী। চিৎশক্তি—যাহার অন্য নাম আত্মা ও পুরুষ,—তিনি সদাকাল তুল্যরূপে প্রতিষ্ঠিত থাকেন। সুতরাং তিনি নিত্য ও নির্ব্বিকার।

---

(১৭) সর্ব্বাশ্চিত্তবৃত্তয়ঃ তৎপ্রভোঃ তস্য চিত্তস্য গ্রহীতুঃ পুরুষস্য সদা সর্ব্বকালমেব জ্ঞাতাঃ প্রকাশ্যাঃ বিষয়ভূতা বা ভবন্তি। অত্র হেতুমাহ অপরিণামাৎ—তস্য চিদ্রূপতয়া অপরিণামাৎ পরিণামিত্বাহভাবাদিত্যর্থঃ।

ন তৎ স্বভাসং দৃশ্যত্বাৎ ॥ ১৮ ॥

যেহেতু চিত্ত আত্মার দৃশ্য, সেই হেতু তাহা স্বপ্রকাশ নহে।

চিত্ত স্বচ্ছ ও সত্ত্বময় হইলেও আপনি প্রকাশিত হয় না। পুরুষ বা আত্মচৈতন্যই তাহাকে প্রকাশিত করে। সুতরাং চিত্ত ও তাহার বৃত্তি (বিকার) সকল আত্মারই দৃশ্য, প্রকাশ্য বা জ্ঞেয়। সেই জন্যই মনুষ্য অহং সুখী, অহং দুঃখী, আমার ক্রোধ হইয়াছে, আমার মন লজ্জিত হইয়াছে, আমার চিত্ত শ্রান্ত ক্লান্ত হইয়াছে, ইত্যাদিপ্রকার উল্লেখ করে। বস্তুতঃ চিত্তে যখন যাহা হয়, সুখদুঃখাদি কিংবা অন্য যে কোন অবস্থা বা বিকার উপস্থিত হয়, তৎসমুদায় কেবল আত্মাই জানেন, অন্য কেহ জানে না। আত্মার জানা কি? না—আত্মচৈতন্যে প্রদীপ্ত হওয়া অথবা আত্মায় তাহার প্রতিবিম্ব পড়া।

একসময়ে চোভয়ানবধারণম্ ॥ ১৯ ॥

এককালে চিত্ত ও চৈত্ত্য, এই দুইএর অবধারণ হয় না। সে কারণেও উক্ত উভয় এক বা অভিন্ন পদার্থ নহে। অর্থাৎ ঐ দুই পদার্থ অত্যন্ত বিভিন্ন।

চিত্তের ও চৈত্ত্যের (চিত্তের বিষয় বা প্রকাশ্য চৈত্ত্য = অর্থাৎ বাহ্যবস্তু) প্রভেদ না থাকিলে, আত্মার সহিত চিত্তের ভিন্নতা না থাকিলে, কোন ক্রমেই একসময়ে এইটি জ্ঞেয় এবং এইটি তদ্বিষয়ক জ্ঞান, এতদ্রূপ পৃথগনুভব বা অবধারণাত্মক জ্ঞান হইত না। "আমার চিত্ত," ইত্যাকার ভিন্নতাবোধক অনুভব হইত না। যখন আমার চিত্ত, কিংবা আমি সুখী, ইত্যাকার অনুভব হয়, ভাবিয়া দেখ, তখনই তৎসঙ্গে আমি ও চিত্ত পরস্পর পৃথক্ বলিয়া অনুভূত হয় কি না। প্রদর্শিত-প্রকারে, এক সময়েই জ্ঞানের ও জ্ঞেয়ের এবং অহংএর ও চিত্তের প্রভেদ অনুভব হওয়ায় সপ্রমাণ হইতেছে যে, চিত্ত ও চৈত্ত্য এক নহে, এবং চিত্ত ও আত্মা এক নহে। যখনই চিত্ত সুখময় হয়, তখনই তাহা আত্মচৈতন্যে প্রদীপ্ত হয়, এবং তখনই তাহা "অহং

(১৮) তৎ চিত্তং স্বভাসং স্বপ্রকাশং ন ভবতি পুরুষবেদ্যং ভবতীতি যাবৎ। হেতুমাহ দৃশ্যত্বাৎ—পুরুষবেদ্যত্বাৎ। যৎ কিল দৃশ্যং তৎ দ্রষ্টৃবেদ্যং যথা ঘটাদি। বেদ্যঞ্চ চিত্তং তস্মান্ন তৎ স্বভাসং স্বপ্রকাশং কিন্তু পুরুষবেদ্যমিত্যর্থঃ।

(১৯) একস্মিন্নেব ক্ষণে উভয়োশ্চিত্তচৈত্ত্যয়োরবধারণং ন সম্ভবতীত্যর্থঃ।

" ইত্যাকার সম্বলিতজ্ঞানরূপে প্রকাশ পায়। অপিচ, ঘট ও ঘটজ্ঞান, এই দুইটী অবশ্যই পরস্পর পৃথক্। পৃথক্ না হইলে উক্তবিধ পার্থক্য-ব্যবহার অথবা পার্থক্যজ্ঞান হইতে পারিত না। অপিচ, ভবিষ্যতে যখন "আমি ঘট দেখিয়াছিলাম" ইত্যাকার স্মরণজ্ঞান হইবে, ভাবিয়া দেখ, তখন সেই পূর্ব্বদৃষ্ট ঘট ও তৎসম্বন্ধজাত ঘটজ্ঞান অর্থাৎ ঘটাকার জ্ঞান, এই দুইটী একসময়েই স্মরণ হইবে কি না। একই স্মরণজ্ঞানে যখন পূর্ব্বদৃষ্ট ঘট ও তদ্বিষয়ক পূর্ব্বজাত জ্ঞান, এই দুইটীই আরূঢ় হইবে, তখন অবশ্যই উহারা পৃথক্ বস্তু, ইহা মানিতে হইবে। এতক্ষণে সপ্রমাণ হইল, চিত্ত, চৈত্ত্য ও আত্মা,—ইহারা পরস্পর পৃথক্। চৈত্ত্য সকল চিত্তের দ্বারা এবং চিত্ত কেবল আত্মার দ্বারা প্রকাশিত হয়। চৈত্ত্যের প্রকাশ চিত্তসাপেক্ষ এবং চিত্তের প্রকাশ আত্মসাপেক্ষ। কাযেই মানিতে হইবে, আত্মা স্বয়ংপ্রকাশ। তাঁহার প্রকাশের জন্য আর কাহারও সাপেক্ষতা নাই।

চিত্তান্তরদৃশ্যত্বে বুদ্ধিবুদ্ধেরতিপ্রসঙ্গঃ স্মৃতিসঙ্করশ্চ ॥ ২০ ॥

বুদ্ধি যদি অন্য বুদ্ধির প্রকাশ্য হয়, তাহা হইলে বুদ্ধিবোধের প্রতি অর্থাৎ জ্ঞান-প্রত্যক্ষের প্রতি অতিব্যাপ্তি দোষ এবং স্মৃতিসঙ্কর দোষ আসিবে।

যদি বল, যেমন চৈত্ত্য-সকল চিত্তের বা বুদ্ধির দ্বারা প্রকাশিত হয়, চিত্তও তেমনি চিত্তান্তরের দ্বারা প্রকাশিত হইবে; চিত্তপ্রকাশের জন্য আত্মার পৃথক্ অস্তিত্ব অবধারণ করিবার আবশ্যক কি? প্রয়োজন কি? চিত্তও অন্য এক চিত্তের দ্বারা প্রকাশিত বা অনুভূত হয়, এরূপ বলিলে দোষ কি? ক্ষতিই বা কি? আত্মা নাই, কিন্তু বুদ্ধির প্রকাশক অন্য এক বুদ্ধি আছে, সেই প্রকাশ করে, এরূপ বলিতে দোষ কি? বাধাই বা কি? ইহাতে আমরা বলি, বাধা আছে। বুদ্ধি অন্যবুদ্ধির দ্বারা প্রকাশিত হয়, ইহা স্বীকৃত হইলে, ইহাও স্বীকৃত হইবে, মানিতে হইবে যে, সে বুদ্ধিও অন্যবুদ্ধির দ্বারা প্রকাশিত হয়। ক্রমে অনন্ত বুদ্ধি থাকা কল্পনা করিতে হইবে। অনন্ত

---

(২০) বুদ্ধির্যদি বুদ্ধ্যন্তরেণ বেদ্যেত তদা সাপি বুদ্ধিঃ স্বয়মবুদ্ধা বুদ্ধ্যন্তরং প্রকাশয়িতু মসমর্থেতি তস্যা অপি গ্রাহকং বুদ্ধ্যন্তরং কল্পনীয়ং তস্যাপ্যন্তং ইত্যনবস্থানাৎ পুরুষায়ুষেণা প্যর্থপ্রতীতির্ন স্যাৎ। ন হি প্রতীতাবপ্রতীতায়ামর্থঃ প্রতীতো ভবতি। অপিচ স্মৃতিসঙ্করো ভবতি। তথাহি—রূপে রসে বা সমুৎপন্নায়াং বুদ্ধৌ তদ্গ্রাহিকাণামনন্তানাং বুদ্ধীনাং সমুৎ

বুদ্ধি থাকা সত্য হইলে শতবৎসরেও একটা যৎসামান্য প্রত্যক্ষজ্ঞান সমাপ্ত হইত না। কেননা, যতক্ষণ না প্রতীতির প্রতীতি অর্থাৎ জ্ঞানের জ্ঞান বা জ্ঞানের অনুভব সমাপ্ত হয়, ততক্ষণ কোন জ্ঞানই সিদ্ধ হয় না। বস্তুজ্ঞান সমাপ্ত বা অবধৃত হয় না। অর্থাৎ ইহা অমুক বস্তু, ইত্যাকার মানসপ্রত্যক্ষ বা নিশ্চয়জ্ঞান জন্মে না। অতএব, জ্ঞানের জ্ঞান হওয়ার প্রতি, বা জ্ঞান-প্রত্যক্ষের প্রতি, অন্য কোন জ্ঞানের বা বুদ্ধির কারণতা নাই। একমাত্র আত্মাই তাহার কারণ। যখন যে কোন বুদ্ধি বা জ্ঞান জন্মে, আত্মা তখনই তাহা জানেন। বুদ্ধিই বুদ্ধ্যন্তরের প্রকাশক, আত্মা নহে; এ সিদ্ধান্ত সত্য না হইবার পক্ষে অন্য এক কারণ আছে। মনে কর, একদা বা এককালে ঘটজ্ঞান ও পটজ্ঞান প্রভৃতি বহুজ্ঞান উৎপন্ন হইল। সেই সেই জ্ঞানের প্রকাশক আবার অন্যান্য অসংখ্য জ্ঞান ও জন্মিল তাহা হইতে আবার অসংখ্য জ্ঞানসংস্কার উৎপন্ন হইল। সেই সকল সংস্কার যখন স্মৃতিরূপে পরিণত হইবে, বা স্মরণজ্ঞানের উত্থাপক হইবে, অবশ্যই তখন তাহারা একসময়েই তাহা উত্থাপিত করিবে। করিলে, তখন, কোন্ জ্ঞান কাহার—বা কোন্ স্মৃতি কাহার—তাহা অবধারিত হইবে না। অর্থাৎ কোন্ বস্তুর কোন্ স্মৃতি, কোন্‌টা ঘটস্মৃতি, কোন্‌টাই বা পটস্মৃতি, তাহা নির্দ্দিষ্ট হইবে না। না হইলে, স্মৃতিজ্ঞানগুলি সঙ্কর অর্থাৎ গোলমাল হইয়া যাইবে। কিন্তু যখন সঙ্কর অর্থাৎ গোলমাল হয় না, পৃথক্ ও স্পষ্ট থাকে, তখন আর বুদ্ধির জ্ঞাতা বুদ্ধি, এরূপ সিদ্ধান্ত সত্য হইতে পারে না। বরং বুদ্ধির জ্ঞাতা পুরুষ, ইহাই সত্য হইতে পারে।

চিতেরপ্রতিসংক্রমায়াস্তদাকারাপত্তৌ স্ববুদ্ধিসংবেদনম্ ॥২১॥

চিৎশক্তির অর্থাৎ পুরুষের প্রতিসংক্রম (অন্যের সহিত সংশ্লেষ বা বিকারের সহিত সম্বন্ধ) নাই। চিৎশক্তি যখন বুদ্ধিতে প্রতিবিম্বিত হইয়া

পক্ষেঃ বুদ্ধিজনিতৈঃ সংস্কারৈর্যদা যুগপৎ বহ্ব্যঃ স্মৃতয়ঃ ক্রিয়ন্তে তদাহর্থবুদ্ধেরপর্য্যবসানাৎ বুদ্ধিস্মৃতীনাং যুগপদুৎপত্তেঃ কস্মিন্নর্থে স্মৃতিরিয়মুৎপন্নেতি• জ্ঞাতুমশক্যত্বাৎ স্মৃতীনাং সঙ্করাৎ ইয়ং রূপস্মৃতিরিয়ঞ্চ রসস্মৃতিরিতি ন ভেদেন জ্ঞায়েত ইতি দিক্।

(২১) নাস্তি প্রতিসংক্রমোহন্যত্র গমনং যস্যাঃ সা তথোক্তা অন্যেনাসংকীর্ণা ইতি যাবৎ। চিদ্রূপত্বাৎ। চিতিঃ পুরুষঃ তস্যাস্তদাকারাপত্তৌ সত্যাং সূর্য্যস্য জলে প্রতিবিম্ববৎ চিত্তে প্রতি-

বুদ্ধির আকার ধারণ করে, তখন তাহাকে বুদ্ধিসংবেদন অর্থাৎ বুদ্ধিসাক্ষাৎকার, এইরূপ নাম দেওয়া যায়।

ত্রিগুণা-প্রকৃতি ও তৎপ্রসূতা বুদ্ধি (চিত্ত) যেমন আপনার অবয়বীভূত কোনও এক গুণের বিকারে বিকৃত হইয়া রূপান্তর বা বিকৃতিপ্রাপ্ত হয়,—চিৎস্বরূপ পুরুষ সেরূপ বিকৃত বা সেরূপ রূপান্তরিত হন না। সদাকালই তিনি অবিকৃত ও অসঙ্কীর্ণ থাকেন। তবে হয় কি? না—সূর্য্য যেমন নির্ম্মল জলে প্রতিবিম্বিত হন,—আত্মা বা পুরুষও তেমনি স্ব-সন্নিধিস্থ বুদ্ধিসত্ত্বে প্রতিবিম্বিত হন। সূর্য্যপ্রতিবিম্বিত জলাংশ যেমন অবিবেকীর দৃষ্টিতে সূর্য্যাকারে দৃষ্ট হয়, সূর্য্যপরিমিত বলিয়া বোধ হয়, পুরুষপ্রতিবিম্বিত বুদ্ধিসত্ত্বও তেমনি অবিবেক-দশায় চেতন বলিয়া দৃষ্ট ও গ্রাহ্য হন। বুদ্ধির চৈতন্যাকার হওয়া অর্থাৎ চৈতন্যব্যাপ্ত হওয়া আর আত্মার বুদ্ধি জানা তুল্য কথা। অতএব, বুদ্ধিকে চৈতন্যের বেদ্য (প্রকাশ্য) ব্যতীত বুদ্ধ্যন্তরের বা অন্য বুদ্ধির বেদ্য (প্রকাশ্য) বলা যুক্তিসিদ্ধ নহে।

দ্রষ্টৃদৃশ্যোপরক্তং চিত্তং সর্ব্বার্থম্ ॥২২॥

দ্রষ্টা অর্থাৎ পুরুষ যদি দৃশ্যে অর্থাৎ বুদ্ধিতত্ত্বে উপরক্ত বা সম্পূর্ণরূপে প্রতিফলিত বা প্রতিচ্ছায়ীকৃত হন, তাহা হইলে, তাদৃশ চিত্ত অর্থাৎ তাদৃশ বুদ্ধি তখন সকল বস্তুই গ্রহণ করিতে অর্থাৎ প্রকাশ করিতে পারে। ইহা যোগীদিগের যুক্তিসিদ্ধ ও অনুভবসিদ্ধ কথা।

ভাবার্থ এই যে, নির্ম্মল স্ফটিকদর্পণ যেমন সর্ব্ববস্তুর প্রতিবিম্ব গ্রহণ করে, চিত্তসত্ত্বও তদ্রূপ রজঃ ও তমোগুণের উপদ্রব (বিক্ষেপ প্রভৃতি) শূন্য হইলে সমস্ত বস্তুই প্রকাশ করিতে পারে। উপদ্রবশূন্য অচঞ্চল দীপ যেমন ঠিক্ সমানাকারে প্রজ্বলিত হয়,—রজস্তমোগুণের উপদ্রবশূন্য নির্ম্মল চিত্তও তেমনি আত্মচৈতন্যের সন্নিধানে ঠিক্ সমানাকারে পরিণতা হন।

বিম্বে সতীত্যর্থঃ স্বস্য সংবেদনং ভোক্ত্রাত্মা বুদ্ধেঃ সংবেদনং সাক্ষাৎকারাখ্যং ভবতীতি শেষঃ। চিচ্ছায়াগ্রাহকসম্বন্ধেন চিদুপরক্তং চিত্তং চিদ্বেদ্যমিতি ফলিতার্থঃ। অপ্রতিসংক্রমায়াশ্চিতেঃ সান্নিধ্যাৎ তস্যাশ্চিতেরাকারচ্ছায়া যত্র তদ্ভাবাপত্তৌ সত্যাং স্বভোগ্যবুদ্ধিসংবেদনমিতি যোজনা।

(২২) দ্রষ্টুপরক্তং দৃশ্যোপরক্তঞ্চেতি সম্বন্ধঃ। দ্রষ্টা পুরুষশ্চেতনঃ তেনোপরক্তং তৎ-

অয়স্কান্তসন্নিধিস্থ লৌহে যেমন নিসর্গবশতঃ ক্রিয়াশক্তি আবির্ভূত হয়— উপদ্রবশূন্য চিত্তসত্বেও তেমনি চৈতন্যসন্নিধান-বশতঃ পরিপূর্ণ-প্রকাশ-ক্রিয়া আবির্ভূত হয়। নিত্যচৈতন্যস্বরূপ আত্মা স্বচ্ছ-স্বভাব চিত্তে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে আবিষ্ট অথবা প্রতিবিম্বিত হন বলিয়াই অজ্ঞ লোকেরা অবিবেক-বশতঃ চিত্তকে আত্মা বলিয়া জানে, পরন্তু যোগমার্গ অবলম্বন করিলে উক্ত ভ্রম থাকে না। 'নিত্যচৈতন্য-নামক পরমাত্মা বা পুরুষ চিত্তসত্বে প্রতিবিম্বিত হন" এ কথায় অন্য একটী সদর্থ লাভ হইতেছে। কি? তাহা শুনুন। কোন বস্তু কোন এক স্বচ্ছ বস্তুতে উপরক্ত হইলে অর্থাৎ অভিব্যক্ত বা ঠিক্ তদাকারে দৃষ্ট হইলে সেই অভিব্যজ্যমান দৃশ্যটীকে লোকে প্রতিবিম্ব বলে। কেননা, সে দৃশ্যটী বিম্বেরই সদৃশ। সুতরাং তাহা স্বতন্ত্র বস্তু নহে। তাহা তাহার একপ্রকার প্রতিচ্ছায়ামাত্র। এই প্রতিচ্ছায়া বা প্রতিবিম্ব বুঝিবার জন্য জলে চন্দ্রপ্রতিবিম্ব, আদর্শে মুখের প্রতিবিম্ব, এবং স্ফটিক মণিতে জবার প্রতিবিম্ব,— ইত্যাদি অনেক স্থল আছে। ছায়াপাত দ্বারা পাতস্থানটী তদাকার ধারণ করে বলিয়াই তাহা তদাকারে দৃষ্ট হয় এবং সেই জন্যই বিম্বের গুণগুলিও প্রতিবিম্বে কিছু না কিছু পরিমাণে অনুভূত হয়। নিত্য-চৈতন্য আত্মা যে বুদ্ধিসত্বে প্রতিবিম্বিত হইতেছেন, অর্থাৎ চিত্তসত্বে যে নিত্য-চৈতন্যের ছায়া জন্মিয়াছে, সেই ছায়াটী ঠিক্ সেই নিত্যচৈতন্যের সদৃশ। সেই জন্যই শাস্ত্রকারেরা তাহাকে "অভিব্যঙ্গ্য চৈতন্য ও "আভাস-চৈতন্য" নামে উল্লেখ করেন। এই অভিব্যঙ্গ্য-চৈতন্যই পৌরাণিকদিগের জীবাত্মা, সুখদুঃখাদিভোক্তা জীব ও সংসারী পুরুষ। এবং ঐ নিত্যচৈতন্য তাঁহাদের পরমাত্মা, পরমপুরুষ ও মুক্তাত্মা। কোন কোন শাস্ত্রে ইনিই পরব্রহ্ম নামে পরিচিত। এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে, সাবয়ব, অপেক্ষাকৃত অল্পনির্ম্মল ও পরিমিত পদার্থই কোন এক নির্ম্মল ও পরিমিত পদার্থে প্রতিবিম্বিত হইতে দেখা যায়; কিন্তু ক্ষুদ্রতম আধারে অত্যন্ত নির্ম্মল, নিরবয়ব ও পরিপূর্ণ অর্থাৎ অত্যন্ত ব্যাপক পদার্থের প্রতিবিম্ব বা ছায়া জন্মিবার বা পর্য্যাপ্ত হইবার সম্ভাবনা দেখা যায় না। এই প্রশ্নের প্রত্যুত্তরার্থ অধিক কথা

সন্নিধানে তদ্রূপত্বামিব প্রাপ্তং দৃক্যোপরক্তং গৃহীতবিষয়াকারপরিণামং যদা ভবতি চিত্তং তদা তৎ সর্ব্বার্থগ্রহণক্ষমং ভবতি। সর্ব্বঃ চেতনাচেতনঃ অর্থো বিষয়ো যস্য তৎ সর্ব্বার্থমিতি বিগ্রহঃ।

বলিতে হয় না, অধিক দৃষ্টান্তও দেখাইতে হয় না। কেননা সকল ব্যক্তিই অপেক্ষাকৃত অনির্ম্মল জলে বৃহত্তম সূর্য্যপ্রতিবিম্ব দেখিয়াছেন, এবং সেই সঙ্গে নির্ম্মলতম ও ব্যাপকতম আকাশের প্রতিবিম্বও প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। আকাশের প্রতিবিম্ব বুঝিতে পারিলেই চৈতন্যের প্রতিবিম্ব বুঝিতে পারিবেন, এবং চিত্তসত্ত্বে যে নিত্যোদিত চৈতন্যের অনুরূপ অন্য একটী আভাস-চৈতন্য বা অভিব্যঙ্গ্য-চৈতন্য ভাসমান বা বিদ্যমান থাকে, তদ্বিষয়ে তাঁহার আর কোনও সন্দেহ থাকিবে না।

তদসংখ্যেয়বাসনাভিশ্চিত্রমপি পরার্থং সংহত্যকারিত্বাৎ ॥২৩॥

যাহাদিগকে গণিয়া শেষ করা যায় না, চিত্ত সেই অনন্ত বাসনার দ্বারা বিচিত্র (নানারূপধারী) হইলেও সে পরার্থ অর্থাৎ পরের বা আত্মার প্রয়োজনের অর্থাৎ ভোগের কারণ। সর্ব্বদাই দেখা যাইতেছে, যাহা যাহা সংহত্যকারী অর্থাৎ যে যে বস্তু সহায়ের সহিত মিলিত হইয়া অথবা অঙ্গাঙ্গিভাব ধারণ করিয়া উৎপন্ন হয়, সে সমস্তই পরার্থ—পর-প্রয়োজন-সিদ্ধির নিমিত্ত ব্যবস্থিত। চিত্ত যখন সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ এই তিনের সংঘাতে উৎপন্ন এবং তাহা যখন উক্ত গুণত্রয়ের অঙ্গাঙ্গিভাব বা সহায়তা অবলম্বন করিয়াই সুখদুঃখাদি জন্মায়, তখন যে তাহাও সংহত্যকারী, এবং সংহত্যকারী বলিয়া পরার্থ অর্থাৎ পরের ভোগ-সাধক, তৎপক্ষে সংশয় নাই। সে পর কে? না—পুরুষ। পুরুষই চিত্তকে ভোগ করেন বা চিত্তই পুরুষকে ভোগ করায়। চিত্তই পুরুষের ভোগ্য, এ অংশ অনুধাবন করিলেও চিত্ত ও চিৎ এই দুইটী পরস্পর ভিন্ন বা পৃথক্, এইরূপই প্রতীত হইবে। সুতরাং তখন আর উক্ত উভয়ের একত্ব-ভ্রম থাকিবে না।

---

(২৩) তৎ চিত্তং সংখ্যাতুমশক্যাভির্বাসনাভিশ্চিত্রং নানারূপমপি পরস্য স্বামিনো ভোক্তুর্ভোগাপবর্গৌ সাধয়তীতি পরার্থম্। চিত্তং ভোগ্যমেব ন তু ভোক্তা ইতি যাবৎ। হেতুমাহ—সংহত্যকারিত্বাৎ। সংহত্য দেহেন্দ্রিয়াদিভির্মিলিত্বা ভোগাদিকার্য্যকারিত্বাৎ। যৎ কিল মিলিত্বা কার্য্যকারি তৎ পরার্থং যথা গৃহাদি। ন হি স্তম্ভাদিভিঃ সংহত্য গৃহং স্ববসতিং করোতি কিন্তু পরস্যৈব দেবদত্তাদেরিতি, এবং গুণা অপি বুদ্ধ্যাদিকং পরার্থং কুর্ব্বন্তীত্যেবমনুসন্ধাতব্যম্।

বিশেষদর্শিন আত্মভাবভাবনাবিনিবৃত্তিঃ ॥২৪॥

যোগী যখন যোগপ্রভাবে, পুণ্যপুঞ্জপ্রভাবে, উক্তপ্রকার বিশেষদর্শনে সক্ষম হন অর্থাৎ আমি এ সকল হইতে অত্যন্ত পৃথক্, এতদ্রূপ অপরোক্ষ-জ্ঞান লাভ করেন, তখন আর তাঁহার আত্মতত্ত্ব জানিবার ইচ্ছা থাকে না। তখন সে ইচ্ছা বা সে ভাবনা বিনিবৃত্ত হয় অর্থাৎ পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়।

তাৎপর্য্য এই যে, চিত্ত হইতে চিৎ-শক্তির বা আত্মার পার্থক্য আছে, ইহা অনুধ্যান করিতে করিতে যখন তদুভয়ের পার্থক্যানুভব দৃঢ় হইয়া আইসে, তখন আর চিৎ ও চিত্ত উভয়ের তাদাত্ম্যভ্রম বা একত্বভ্রম থাকে না। চিত্ত ও আত্মা এই দুইটী এক পদার্থ, এ জ্ঞান বা এ ভ্রম তখন তিরো-হিত হয়। তখন আর আমি কে? কাহার আমি? কোথা হইতে হইলাম? কি জন্যই বা আছি? এরূপ প্রশ্ন (জানিবার ইচ্ছা) হয় না বা থাকে না। তাহার কারণ এই যে, যোগীর ইচ্ছা তখন পূর্ণ হইয়া যায়। ইচ্ছার স্বভাব এই যে, সে ঈপ্সিত বস্তু পাইলেই নিবৃত্ত হয়। অতএব, পূর্ব্ব হইতে যে আত্মদিদৃক্ষা সঞ্চিত বা প্রবল হইয়াছিল,—সে দিদৃক্ষা আজ বিনিবৃত্ত হইয়াছে। নিবৃত্তির কারণ এই যে, ঐ স্থানটীই ইচ্ছার বা আত্মদিদৃক্ষার শেষ সীমা অথবা চরম প্রান্ত। ঐ স্থানেই আত্মদর্শন পূর্ণ বা পরিসমাপ্ত হয়, অতঃপর আর কোন জ্ঞাতব্য থাকে না; সুতরাং ইচ্ছাও থাকে না।

তদা বিবেকনিম্নং কৈবল্যপ্রাগ্ভাবং চিত্তম্ ॥২৫॥

চিত্ত তখন বিবেকনিম্ন হয় এবং কৈবল্যের পূর্ব্বলক্ষণ ধারণ করে।

অর্থাৎ চিত্ত ইতিপূর্ব্বে প্রকৃতির অনুগত ছিল, ভ্রমক্রমেও আত্মার অভিমুখীন হইতে পারিত না। চিত্তের মুখ নীচ-দিকে অর্থাৎ বাহ্য-ব্যবহারের দিকেই থাকিত, যাইত, অন্তরতম আত্মার দিকে একবারও

---

(২৪) য এবং তয়োর্ব্বুদ্ধিপুরুষয়োর্বিশেষং ভেদং পশ্যতি অভ্যস্তসমাধিঃ ইত্যেবং, তস্য বিজ্ঞাত-চিত্তস্বরূপস্য চিত্তে যা আত্মভাবভাবনা সা নিবর্ত্ততে। অথবা বুদ্ধ্যাদেরন্তঃকরণস্যাত্মতঃ পুরুষোঽহমিতি বিশেষদর্শিন আত্মভাবে আত্মতত্ত্বে যা ভাবনা জিজ্ঞাসা কোঽহং কস্য কুতো বেত্যাদিরূপা সা নিবর্ত্ততে ইচ্ছায়াঃ স্ববিষয়লাভনিবর্ত্তকত্বাদিতি ভাবঃ।

(২৫) তদা তস্মিন্ কালে নিবৃত্তরজস্তমোগুণং যোগিনশ্চিত্তং বিবেকনিম্নং দৃগ্দৃশ্যয়োর্ভেদো বিবেকঃ স এব নিম্ন আক্রমণভূমির্যস্য তত্তথাবিধং কৈবল্যপ্রাগ্ভারং কেবলমেব প্রাগ্ভারোঽবধির্যস্য তত্তথাবিধঞ্চ কৈবল্যফলাদ্ধ্যানাদনুধর্ম্মমেঘধ্যাননিরতং ভবতীত্যর্থঃ।

যাইত না। সে সদা সর্ব্বদা অজ্ঞানপথে বিচরণ করিত, শব্দস্পর্শাদি বাহ্য-বিষয়ে ব্যাসক্ত ও ভোগরত থাকিত, বিবেকের দিকে আদৌ দৃষ্টি ছিল না। সেই চিত্ত এক্ষণে যোগপ্রভাবে অন্তর্মুখ বা বিবেক-নিম্ন হইয়াছে। অর্থাৎ তাহার মুখ ফিরিয়া যাওয়ায় তাহার দ্রষ্টৃত্ব অর্থাৎ দর্শনশক্তি বা প্রকাশশক্তি এক্ষণে কেবল আত্মাকেই দেখিতেছে বা প্রকাশ করিতেছে। আত্মদর্শনের প্রভাবে সে এখন বিবেকপথে আসিয়া ধর্ম্মমেঘ-নামক ধ্যানে রত হইয়াছে। শীঘ্রই সে প্রোক্তকারণে কৈবল্যফলে পর্য্যবসন্ন হইবে।

তচ্ছিদ্রেষু প্রত্যয়ান্তরাণি সংস্কারেভ্যঃ ॥ ২৬ ॥

তৎকালে, সমাধির অন্তরালে অন্তরালে পূর্ব্বসংস্কারপ্রভাবে দুই একবার অহং মম ইত্যাদি বিভিন্ন প্রত্যয় জন্মিয়া বা উপস্থিত হইয়া থাকে।

উক্ত উপদেশের দ্বারা এইরূপ বুঝা যাইতেছে যে, ধ্যানরত বা আত্মদর্শনে স্থিরচিত্ত হইলেও মধ্যে মধ্যে পূর্ব্বসংস্কারের বলে অল্প বা সূক্ষ্মরূপ অহং মম (আমি, আমার) ইত্যাদিবিধ বিকার (চিত্তপরিণাম বা সূক্ষ্ম চিত্তবৃত্তি) উত্থিত হইবে; পরন্তু সে সময়ে যোগীর কর্ত্তব্য এই যে, যেমন উত্থিত হইবে, তেমনিই তাহাদিগকে বিলীন করিয়া দিতে হইবে।

হানমেষাং ক্লেশবদুক্তম্ ॥ ২৭ ॥

পূর্ব্বে যে অবিদ্যাদি-ক্লেশপঞ্চক-বিনাশের উপায় বলা হইয়াছে,—সেই উপায় অবলম্বন করিয়া চিত্তের সেই অত্যল্প প্রচলনকে অর্থাৎ সমুদিত সূক্ষ্ম-বৃত্তিগুলিকে দগ্ধ করিয়া ফেলিবে। একবার যদি পূর্ব্বোক্ত প্রকারে দৃঢ়তর বৈরাগ্য আহরণ করিয়া চিত্তকে সংস্কারের সহিত দগ্ধ করা যায়,—অনুত্থান-স্বভাব করিয়া দেওয়া যায়,—তাহা হইলে আর তাহাতে অঙ্কুর অর্থাৎ কোন-রূপ পরিণাম বা বিকার জন্মিবে না। ইহা অভ্রান্ত সিদ্ধান্ত। কিছুকাল নির্ব্বিকার অবস্থায় থাকিলেই চিত্ত আপনার উৎপত্তিস্থান প্রকৃতিতে গিয়া পর্য্যবসন্ন বা প্রলীন হইবে; সুতরাং আত্মাও তখন স্বতন্ত্র বা কেবল হইবেন।

প্রসংখ্যানেঽপ্যকুসীদস্য সর্ব্বথা বিবেকখ্যাতের্ধর্ম্মমেঘঃ সমাধিঃ॥২৮॥

---

(২৬) তস্য চ্ছিদ্রেষু অন্তরালেষু প্রত্যয়ান্তরাণি অহং মমেত্যাদিব্যুত্থানরূপাণি ভবন্তি সংস্কারেভ্যঃ প্রাক্তনেভ্যঃ।

(২৭) যথা ক্লেশানামবিদ্যাদীনাং হানং পূর্ব্বমুক্তং তথা সংস্কারাণামপি কর্ত্তব্যম্।

(২৮) তত্ত্বানি পরিভাবয়তো যোগিনো যা সত্ত্বপুরুষান্যতাখ্যাতিঃ ক্রিয়তে সর্ব্বাধিষ্ঠাতৃত্বাদ্য-

প্রসংখ্যান উপস্থিত হইলেও যিনি তৎপ্রতি লুব্ধ না হন, তাঁহারই বিবেক-খ্যাতি উৎপন্ন হয়, বিবেকখ্যাতি জন্মিলেই ধর্ম্মমেঘ-নামক সমাধি হয়।

প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক বস্তুর স্বরূপ ধ্যান করিতে করিতে অবশেষে মুক্তি-জনক বিবেক-জ্ঞান অর্থাৎ প্রকৃতি পুরুষের পার্থক্যজ্ঞান উদিত হয়। অপিচ, ধ্যানপ্রভাবে চিত্তসত্ত্ব নির্ম্মল হওয়ার অন্য এক অবান্তর ফল উপস্থিত হয়। সে ফল কি? না—ঐশ্বর্য্য বা ক্ষমতা অর্থাৎ সর্ব্ববিজ্ঞানাদিসামর্থ্য। সেই সামর্থ্যের শাস্ত্রীয় নাম "প্রসংখ্যান"। প্রসংখ্যান উপস্থিত দেখিয়া সাধক যদি তাহাতে লুব্ধ না হন, না ভুলেন, বরং তাহা যাহাতে না আইসে তাহার চেষ্টা বা যত্ন করেন, তাহা হইলেই তাঁহার উৎকৃষ্ট বৈরাগ্য জন্মিবে। পূর্ব্বে অন্যান্য বিষয়ে তাঁহার দৃঢ় বৈরাগ্য ছিল, এক্ষণে আবার তাঁহার প্রসংখ্যানের (ঐশ্বর্য্যের অর্থাৎ সর্ব্ববিজ্ঞানাদিসামর্থ্যের) প্রতিও বৈরাগ্য সিদ্ধ হইল। প্রসংখ্যানের প্রতি বিরক্ত হওয়াই বৈরাগ্যের পরা কাষ্ঠা। এই কাষ্ঠাপ্রাপ্ত বৈরাগ্যই পরবৈরাগ্য অর্থাৎ উৎকৃষ্ট বৈরাগ্য। এই স্থানেই চিত্তের সকল বিষয়, সকল কার্য্য, সকল আকাঙ্ক্ষা সমাপ্ত হয়। এই স্থানে আসিলেই চিত্ত নিরন্তরিতরূপে ধর্ম্মমেঘ-নামক সমাধিতে রত হয়। এই উৎকৃষ্ট সমাধি, সাধননিচয়ের চরম ফল। ইহা একপ্রকার যোগীর অতিরিক্ত শক্তি বা অলৌকিক সামর্থ্য। যোগী ইহার দ্বারাই সংসারসমুদ্র হইতে উত্তীর্ণ হন। ইহার সহিত পূর্ব্বোক্ত শুক্ল, কৃষ্ণ ও মিশ্র ধর্ম্মের কোন-রূপ সংস্রব নাই। ইহা পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধ ধর্ম্মের অতিরিক্ত ধর্ম্ম। ইহা সামর্থ্য-বিশেষ বলিয়া ধর্ম্ম এবং কৈবল্যফল বর্ষণ করে বলিয়া মেঘ। দুইটী একত্র হইয়া একটী অর্থাৎ "ধর্ম্মমেঘ" এই আখ্যা ধারণ করিয়াছে। ধর্ম্মমেঘ উদিত ও কিছু কাল স্থায়ী হইলেই প্রসংখ্যান অর্থাৎ ঐশ্বর্য্যানুরাগ নষ্ট হইয়া যায়। সেই জন্যই ইহাকে বৈরাগ্যের উৎকর্ষ বা পরা কাষ্ঠা বলা যায়। যোগী যখন এই ধর্ম্মমেঘের সুশীতল ছায়া অবলম্বন করেন,—তখন আর তাঁহার তাপ, পাপ, ক্লেশ, কর্ম্ম, বিপাক, আশয়—কিছুই থাকে না।

বান্তরফলং তৎ প্রসংখ্যানম্। তস্মিন্ সতি তত্র অপি অকুসীদস্য কুর্ব্বাণস্য বিষয়েষু সীদতীতি কুসীদো রাগস্তদ্রহিতস্য সর্ব্বথা সর্ব্বাত্মনা সত্ত্বপ্রকাশিকা বা বিবেকখ্যাতিঃ জায়তে। তস্মাচ্চ ধর্ম্মমেঘসংজ্ঞঃ সমাধির্ভবতি। স খলু ধর্ম্মঃ অশুক্লাকৃষ্ণঃ কৈবল্যফলং মেহতি সিঞ্চতীতি ধর্ম্মমেঘঃ।

কোন যন্ত্রণাই থাকে না, কোন কামনাই থাকে না। তখন তিনি পূর্ণকাম, পূর্ণতৃপ্ত ও পূর্ণতাপ্রাপ্ত হন।

ততঃ ক্লেশকর্ম্মবিনিবৃত্তিঃ ॥ ২৯ ॥

তাহা হইতে অর্থাৎ ধর্ম্মমেঘ সমাধির দ্বারাই পূর্ব্বোক্ত অবিদ্যাদি ক্লেশ ও শুভাশুভ কর্ম্ম দগ্ধ হইয়া যায়।

ধর্ম্মমেঘ উদিত হইবামাত্র চিত্তের সমস্ত অজ্ঞান, সমস্ত কালুষ্য, সমস্ত দোষ, সমস্ত অশক্তি ও সমস্ত মালিন্য বিদূরিত হইয়া যায়। ক্লেশের মূলস্বরূপ পূর্ব্বোক্ত অবিদ্যাদিপঞ্চকের বা মালিন্যের এবং অশক্তির বা আসক্তির সমুদায় মূল উন্মূলিত হইয়া যায়।

তদা সর্ব্বাবরণাপেতস্য জ্ঞানস্যানন্ত্যাৎ জ্ঞেয়মল্পম্ ॥ ৩০ ॥

সেই সময়ে জ্ঞানের বা বুদ্ধিসত্ত্বের কোনপ্রকার আবরণ থাকে না। না থাকায়, জ্ঞানের বা বুদ্ধির আলোকও অনন্ত হইয়া পড়ে; সুতরাং তখন জ্ঞেয় সকল অল্প হইয়া পড়ে। অর্থাৎ যোগী তখন সহজেই সর্ব্বজ্ঞ হন। ইহার তাৎপর্য্য এইরূপ :—

প্রকাশস্বভাব চিত্তের অবিদ্যা বা অজ্ঞানাদি আবরণ নষ্ট হইলে সে তখন আপন স্বভাবে অর্থাৎ পরিপূর্ণ প্রকাশস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। সুতরাং তখন চেতন অচেতন সমস্ত বস্তুই তাহাতে দৃষ্ট বা প্রকাশিত হইতে থাকে। অর্থাৎ তাদৃশ যোগী তখন বিনা ক্লেশেই অর্থাৎ সহজেই ষড়্‌বিংশতি তত্ত্বের যথাযথ রূপ প্রত্যক্ষ করত পরিতৃপ্ত হন।

কৃতার্থানাং পরিণামক্রমসমাপ্তির্গুণানাম্ ॥ ৩১ ॥

গুণ সকল কৃতার্থ বা কৃতকার্য্য হইলে অর্থাৎ পুরুষ কর্তৃক গুণ সকলের কার্য্যকলাপ পরিদৃষ্ট হইলে তাহার পরিণামক্রম স্থগিত হইয়া যায়। এ কথার অভিপ্রায় এইরূপ :—

---

(২৯) ততঃ তস্মাদ্ধর্ম্মমেঘাৎ ক্লেশানাং পূর্ব্বোক্তানাং কর্ম্মণাঞ্চ পূর্ব্বোক্তানাং বিনিবৃত্তির্ভবতি।

(৩০) তদা তস্মিন্ কালে। আব্রিয়ন্তে চিত্তমেভিরিত্যাবরণানি ক্লেশাদয়স্তেভ্যোঽপেতস্য তদ্বিরহিতস্য জ্ঞানস্য বুদ্ধ্যালোকস্য শরদাগগনপ্রতিমস্য আনন্ত্যাৎ অনবচ্ছেদাৎ জ্ঞেয়ং চেতনাচেতনাত্মকং সর্ব্বম্ অল্পং গগনাম্বুদমেব ভবতি। অক্লেশেনৈব সর্ব্বং জ্ঞেয়ং জানাতীত্যর্থঃ।

(৩১) কৃতৌ নিষ্পাদিতৌ ভোগাপবর্গলক্ষণৌ পুরুষার্থৌ যৈঃ তে কৃতার্থা গুণাঃ তেষাং পরি-

যোগী যখন ধর্ম্মমেঘ সমাধি অবলম্বন করিয়া গুণ ও গুণবিকার-নিবহের যথার্থ তথ্য প্রত্যক্ষ করেন, তখন আর তাঁহার প্রতি প্রকৃতির কোন প্রয়োজনই থাকে না। তৎপ্রতি প্রকৃতির সকল প্রয়োজনই সমাপ্ত হইয়া যায়। সুতরাং প্রকৃতি তখন সে সাধককে ভুলাইতে বা প্রলোভিত করিতে পারেন না। কোন ক্রমেই তিনি আর তাঁহাকে আপনার পরিণাম-ক্রম দেখাইতে পারেন না। অর্থাৎ যোগী তখন আত্মজ্যোতিঃ ব্যতীত অন্য কিছুই দেখিতে পান না।

ক্ষণপ্রতিযোগী পরিণামাপরান্তনির্গ্রাহ্যঃ ক্রমঃ ॥ ৩২ ॥

সূক্ষ্মতম কালের নাম ক্ষণ। তাহার পরে যে তৎসদৃশ অন্য এক সূক্ষ্ম কাল আইসে, সেই সূক্ষ্মকাল তাহার প্রতিযোগী অর্থাৎ নিরূপক। তদ্রূপ ক্ষণপরম্পরায় পরিণাম ও পরিণামী অনুভূত হওয়ায় তৎসমুদায়ের সঙ্কলন বুদ্ধিতে স্থিরীকৃত হয়। পরে সেই বুদ্ধির দ্বারা পূর্ব্বোক্ত ক্রমপরিপাটী জানা যায়। কথাগুলির মর্ম্মার্থ এই :—

প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক বস্তুমাত্রেই যে ক্ষণপরিণামী,—প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক বস্তুমাত্রেই যে প্রতিক্ষণেই অল্প কিছু পরিণত বা অবস্থান্তরিত হয়,—সুরক্ষিত বস্ত্রাদির জীর্ণতা দেখিলেই তাহা সপ্রমাণ হইবে। সূক্ষ্মতর কালবিশেষের প্রতি-যোগী অর্থাৎ নিরূপক তদপেক্ষা স্থূল কাল। অভিপ্রায় এই যে, একক্ষণের পর অন্যক্ষণ,—এতদ্রূপ ক্রমেই কালের স্থূলতা ও অনুভবগম্যতা সিদ্ধ হয়। অতএব এক ক্ষণের পর আর এক ক্ষণ, এবংক্রমে অসংখ্য ক্ষণ অতীত হইলে যেমন সেই সমষ্টিভূত কালটী অনুভবযোগ্য হয়, তেমনি, সেই অসংখ্য ক্ষণের প্রত্যেক ক্ষণে দ্রব্যেরও অল্প অল্প পরিণাম হইয়াছিল,—ইহাও অনুমিত বা স্থিরীকৃত

ণামক্রমঃ সৃষ্টাবানুলোম্যেন প্রলয়ে প্রাতিলোম্যেন চ বক্ষ্যমাণরূপস্তস্য সমাপ্তির্ভবতীতি শেষঃ।

(৩২) পূর্ব্বোক্তক্রমশব্দার্থমাহ ক্ষণেতি। ক্ষণপ্রতিযোগী ক্রম ইতি স্বরূপনির্দ্দেশঃ। ক্ষণয়োঃ পৌর্ব্বাপর্য্যং ক্রম ইতি তল্লক্ষণম্। ক্ষণৌ প্রতিযোগিনৌ নিরূপকৌ যস্য স ক্ষণপ্রতি-যোগী। এবং ক্ষণিকপরিণামক্রমো জ্ঞেয়ঃ। অত্র প্রমাণমাহ পরেতি। হেতুগর্ভিতবিশেষণ-মিদম্। অয়মর্থঃ—মৃৎপিণ্ডঘটকপালচূর্ণকণানাং প্রত্যক্ষপরিণামানাং পূর্ব্বান্তঃ পিণ্ডঃ অপরান্তঃ কণঃ ইতি পূর্ব্বোত্তরাবধিগ্রহণেন ক্রমো নিশ্চিত্য গ্রাহ্যো ভবতি। পিণ্ডানন্তরং ঘট

হয়। কুশূলস্থিত ধান্যকে ১০ বৎসর পরে হস্তমর্দ্দিত করিলে তাহা সহজে চূর্ণ হইয়া যায়। সেই চূর্ণনযোগ্য-পরিণামটী এক ক্ষণে অথবা এক দিনে হয় নাই, উল্লিখিত ১০ বৎসরেই হইয়াছে। অতএব, সেই ১০ বৎসরকে বিভাগ করিয়া ক্ষণ কর, এবং তাদৃশ পরিণামকেও কল্পনার দ্বারা বিভাগ করিয়া তাহার সূক্ষ্মতা বা অল্পতা অনুমান কর। ঐরূপ করিলেই প্রত্যেক প্রাকৃতিক দ্রব্যের ক্ষণপরিণামিতা অনুভবগম্য হইবে। এক্ষণে কৈবল্য কি? ও তাহা কখন্ হয়? তাহা বলা যাইতেছে।—

পুরুষার্থশূন্যানাং গুণানাং প্রতিপ্রসবঃ কৈবল্যং স্বরূপপ্রতিষ্ঠা বা চিতিশক্তেরিতি ॥ ৩৩ ॥

গুণ অর্থাৎ প্রকৃতি দেবী যখন পুরুষার্থত্যাগিনী হন—অর্থাৎ যখন তিনি আর পুরুষের বা আত্মার সন্নিধানে মহৎ ও অহঙ্কারাদিরূপে পরিণতা হন না—পুরুষকে বা চিৎস্বরূপ আত্মাকে কোনপ্রকার আত্মবিকৃতি দেখাইতে পারেন না—পুরুষ যখন কেবল অর্থাৎ নির্গুণ হন। আরও বিশদ কথা—যখন আর প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক বিকার আত্মচৈতন্যে প্রদীপ্ত হয় না—আত্মাতে যখন কোনপ্রকার প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক দ্রব্য প্রতিবিম্বিত না হয়—আত্মা যখন চৈতন্যমাত্রে প্রতিষ্ঠিত থাকেন, বিকার দর্শন হয় না; ঐরূপে নির্ব্বিকার বা কেবল হওয়াকেই কৈবল্য ও মোক্ষ বলে।

ইতি ক্রমোঽত্র প্রত্যক্ষ এব। কচিচ্চ সুরক্ষিতবস্ত্রাদৌ পুরাতনতাদর্শনেন পূর্ব্বাস্তনবস্ত্রপরিণামমারভ্য ক্ষণে ক্ষণে পুরাতনতায়াঃ সূক্ষ্মতম-সূক্ষ্মতর-সূক্ষ্ম-স্থূল-স্থূলতর-স্থূলতমত্বেন জায়মানায়াস্তেনং জ্ঞাত্বা নবত্বানন্তরং সূক্ষ্মতমপুরাতনতা তদনন্তরং সূক্ষ্মতরপুরাণতেতি ক্রমোঽনুমেয়ঃ।

(৩৩) পুরুষার্থশূন্যানাং সমাপ্তভোগাপবর্গাণাং গুণানাং যঃ প্রতিপ্রসবঃ প্রতিলোমপরিণামস্তস্য সমাপ্তৌ বিকারানুদ্ভবঃ। যদি বা চিতিশক্তের্বৃত্তিসারূপ্যনিবৃত্তৌ স্বরূপপ্রতিষ্ঠা স্বরূপমাত্রেণাবস্থানং বুদ্ধ্যাদ্যর্থেনাত্যন্তিকবিয়োগ ইতি যাবৎ তৎ কৈবল্যমিত্যুচ্যতে। অত্রায়ং ক্রমঃ—ব্যুত্থানসমাধিপরবৈরাগ্যসংস্কারা মনসি লীয়ন্তে। মনশ্চাঽস্মিতায়াম্। সা চ মহতি। তচ্চ গুণেষ্বিতি। সূত্রে ইতিশব্দঃ শাস্ত্রসমাপ্ত্যর্থঃ॥

ইতি শ্রীকালীবরবেদান্তবাগীশকৃতপাতঞ্জলসূত্রবৃত্তিঃ সমাপ্তা।

ভোজরাজকৃতা পাতঞ্জলটীকা।

দেহার্দ্ধযোগঃ শিবয়োঃ স শ্রেয়াংসি তনোতু বঃ ।
দুষ্প্রাপমপি যৎস্মৃত্যা জনঃ কৈবল্যমশ্নুতে ॥ ১ ॥
ত্রিবিধান্যপি দুঃখানি যদনুস্মরণান্নৃণাম্ ।
প্রয়ান্তি সদ্যোবিলয়ং তং স্তুমঃ শিবমব্যয়ম্ ॥ ২ ॥
পতঞ্জলিমুনেরুক্তিঃ কাপ্যপূর্ব্বা জয়ত্যসৌ ।
পুংপ্রকৃত্যোর্ব্বিয়োগোঽপি যোগ ইত্যুদিতো যয়া ॥ ৩ ॥
জয়ন্তি বাচঃ ফণিভর্ত্তুরান্তর-স্ফুরত্তমঃস্তোমনিশাকরত্বিষঃ ।
বিভাব্যমানাঃ সততং মনাংসি যাঃ সতাং সদানন্দময়ানি কুর্ব্বতে ॥ ৪ ॥
শব্দানামনুশাসনং বিদধতা, পাতঞ্জলে কুর্ব্বতা
বৃত্তিং, রাজমৃগাঙ্কসংজ্ঞকমপি ব্যাতন্বতা বৈদ্যকে ।
বাক্‌চেতোবপুষাং মলঃ ফণভৃতাং ভর্ত্রেব যেনোদ্ধৃত-
স্তস্য শ্রীরণরঙ্গমল্লনৃপতের্ব্বাচো জয়ন্ত্যুজ্জ্বলাঃ ॥ ৫ ॥
দুর্ব্বোধং যদতীব তদ্বিজহতি স্পষ্টার্থমিত্যুক্তিভিঃ,
স্পষ্টার্থেষ্বতিবিস্তৃতিং বিদধতি ব্যর্থৈঃ সমাসাদিকৈঃ ।
অস্থানেঽনুপযোগিভিশ্চ বহুভির্জল্পৈর্ভ্রমং তন্বতে,
শ্রোতৄণামিতি বস্তুবিপ্লবকৃতঃ প্রায়েণ টীকাকৃতঃ ॥ ৬ ॥
উৎসৃজ্য বিস্তরমুদস্য বিকল্পজালং,
ফল্গুপ্রকাশমবধার্য্য চ সম্যগর্থান্ ।
সন্তঃ পতঞ্জলিমতে বিবৃতির্ময়েয়-
মাতন্যতে বুধজনপ্রতিবোধহেতুঃ ॥ ৭ ॥

১। অনেন সূত্রেণ শাস্ত্রস্য সম্বন্ধাভিধেয়প্রয়োজনান্যাখ্যায়ন্তে। অত্রাথ-শব্দোঽধিকারদ্যোতকো মঙ্গলার্থশ্চ। যোগো যুক্তিঃ সমাধানমিতি যাবৎ। যুজ্ সমাধৌ। অনুশিষ্যতে ব্যাখ্যায়তে লক্ষণস্বরূপভেদোপায়ফলৈর্যেন তদনুশাসনম্ ।

১। শিবা চ শিবশ্চ ইত্যেকশেষঃ। দেহার্দ্ধযোগ ইত্যত্রাপ্যেকশেষঃ। শিবয়োর্দেহার্দ্ধ-যোগ ইত্যনেন অর্দ্ধগৌরীশ্বরমূর্ত্তিরভিপ্রেয়তে।

২। ফণিভর্ত্তুঃ পতঞ্জলিমুনেঃ।

যোগস্তানুশাসনং যোগানুশাসনম্। তৎ আ শাস্ত্রপরিসমাপ্তেরধিকৃতং বোদ্ধব্যমিত্যর্থঃ। তত্র শাস্ত্রস্য ব্যুৎপাদ্যতয়া যোগঃ সসাধনঃ সফলোঽভিধেয়ঃ। তদ্ব্যুৎপাদনঞ্চ ফলম্। ব্যুৎপাদিতস্য যোগস্য কৈবল্যং ফলম্। শাস্ত্রাভিধেয়য়োঃ প্রতিপাদ্যপ্রতিপাদকভাবলক্ষণঃ সম্বন্ধঃ। অভিধেয়স্য যোগস্য তৎফলস্য চ কৈবল্যস্য সাধ্যসাধনভাবঃ। এতদুক্তং ভবতি—ব্যুৎপাদ্যস্য যোগস্য সাধনানি শাস্ত্রেণ প্রদর্শ্যন্তে। তৎসাধনসিদ্ধো যোগঃ কৈবল্যাখ্যং ফলমুৎপাদয়তি। তত্র কোযোগ ইত্যাকাঙ্ক্ষায়ামাহ—

২। চিত্তস্য নির্ম্মলসত্ত্বপরিণামরূপস্য যা বৃত্তয়োঽঙ্গাঙ্গিভাবপরিণামরূপাঃ (বিষয়ভোগপরিণামরূপা ইত্যপি পাঠঃ) তাসাং নিরোধো বহির্ম্মুখপরিণতিবিচ্ছেদাদন্তর্ম্মুখতয়া প্রতিলোমপরিণামেন স্বকারণে লয়ো যোগ ইত্যাখ্যায়তে। স চ নিরোধঃ সর্ব্বাসাং চিত্তস্য ভূমীনাং সর্ব্বপ্রাণিনাং ধর্ম্মঃ কদাচিৎ কস্যাঞ্চিৎ ভূমাবাবির্ভবতি। তাশ্চ ক্ষিপ্তং মূঢ়ং বিক্ষিপ্তমেকাগ্রং নিরুদ্ধঞ্চেতি। চিত্তস্য ভূময়ঃ চিত্তস্যাবস্থাবিশেষাঃ। তত্র ক্ষিপ্তং রজস উদ্রেকাদস্থিরং বহির্ম্মুখতয়া সুখদুঃখাদিবিষয়েষু বিকল্পিতেষু ব্যবহিতেষু সন্নিহিতেষু বা রজঃপ্রেরিতম্। তচ্চ সদৈব দৈত্যদানবাদীনাম্। মূঢ়ং তমস উদ্রেকাৎ কৃত্যাকৃত্যবিভাগমগণয়ন্ ক্রোধাদিভির্বিরুদ্ধকৃত্যেষ্বেব নিয়মিতম্। তচ্চ সদৈব রক্ষঃপিশাচাদীনাম্। বিক্ষিপ্তন্তু সত্ত্বোদ্রেকাৎ বৈশিষ্ট্যেন পরিহৃত্য দুঃখসাধনং সুখসাধনেষ্বেব শব্দাদিষু প্রবৃত্তম্। তচ্চ সদৈব দেবানাম্। এতদুক্তং ভবতি। রজসা প্রবৃত্তিরূপং তমসা পরাপকারনিরতং সত্ত্বেন সুখময়ং চিত্তং ভবতি। এতাস্তিস্রশ্চিত্তাবস্থাঃ সমাধাবনুপযোগিন্যঃ। একাগ্রনিরুদ্ধরূপে দ্বে চ সত্ত্বোৎকর্ষাৎ যথোত্তরমবস্থিতত্বাৎ সমাধাবুপযোগং ভজেতে। সত্ত্বাদিক্রমব্যুৎক্রমে অয়মভিপ্রায়ঃ। দ্বয়োরপি রজস্তমসোরত্যন্তহেয়ত্বেঽপ্যোতদর্থং রজসঃ প্রথমমুপাদানং—যাবন্ন প্রবৃত্তির্দর্শিতা ভবতি তাবন্নিবৃত্তির্ন শক্যতে দর্শয়িতুমিতি দ্বয়োর্ব্যত্যয়েন প্রদর্শনম্। সত্ত্বস্য যেতদর্থং পশ্চাৎ প্রদর্শনং যৎ তস্যোৎকর্ষেণোত্তরে দ্বে ভূমী যোগোপযোগিন্যাবিতি। অনয়োর্দ্বয়োরেকাগ্রনিরুদ্ধয়োর্ভূম্যোর্যশ্চিত্তস্যৈকাগ্রতারূপঃ পরিণামঃ স যোগঃ। কিমুক্তং ভবতি ? একাগ্রে বহির্বৃত্তিনিরোধঃ। নিরোধে চ সর্ব্বাসাং বৃত্তীনাং সসংস্কারাণাং প্রবিলয় ইত্যনয়োরেব ভূম্যোর্যোগস্য সম্ভবঃ। ইদানীং সূত্রকারশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধপদানি ব্যাখ্যাতুকামঃ প্রথমং চিত্তপদং ব্যাচষ্টে—

৩। দ্রষ্টুঃ পুরুষস্য তদা তস্মিন্ কালে স্বরূপে চিন্মাত্ররূপতায়ামবস্থানং স্থিতি-র্ভবতি। অয়মর্থঃ—উৎপন্নবিবেকখ্যাতেশ্চিৎসংক্রমাভাবাৎ কর্ত্তৃত্বাভিমাননিবৃত্তৌ প্রোদ্ভুক্তপরিণামায়াং বুদ্ধাবাত্মনঃ স্বরূপেঽবস্থানং স্থিতির্ভবতি। ব্যুত্থানদশায়াস্তু তস্য কিং রূপমিত্যাহ—

৪। ইতরত্র যোগাদন্যস্মিন্ কালে বৃত্তয়োবক্ষ্যমাণলক্ষণাস্তাভিঃ সারূপ্যং তদ্রূপত্বম্। অয়মর্থঃ—যাদৃশ্যোবৃত্তয়ঃ সুখদুঃখমোহাত্মিকাঃ প্রাদুর্ভবন্তি তাদৃ-গ্রূপ এব সম্বেদ্যতে ব্যবহর্ত্তৃভিঃ পুরুষঃ। তদেবং যস্মিন্নেকাগ্রতয়া পরিণতে বিবিক্তে (চিতিশক্তেরিতি কচিৎ পুস্তকে) স্বস্মিন্ রূপে প্রতিষ্ঠিতো ভবতি, যস্মিং-শ্চেন্দ্রিয়বৃত্তিদ্বারেণ বিষয়াকারেণ পরিণতে পুরুষস্তদাকার ইব পরিভাব্যতে, যথা জলতরঙ্গেষু চলৎসু চন্দ্রশ্চলন্নিব প্রতিভাসতে, তচ্চিত্তম্। বৃত্তিপদং ব্যাখ্যাতুমাহ—

৫। বৃত্তয়শ্চিত্তপরিণামবিশেষাঃ। বৃত্তিসমুদায়রূপস্যাবয়বিতয়াঽবয়বরূপা বৃত্তয়স্তদপেক্ষয়া তয়প্ প্রত্যয়ঃ। এতদুক্তং ভবতি। পঞ্চবৃত্তয়ঃ কীদৃশ্যঃ? ক্লেশৈর্বক্ষ্যমাণলক্ষণৈরাক্রান্তাঃ ক্লিষ্টাস্তদ্বিপরীতা অক্লিষ্টাঃ। তা এব পঞ্চ বৃত্তয়ঃ সমুদ্দিশ্য ব্যাখ্যায়ন্তে।

৬। আসাং ক্রমেণ লক্ষণমাহ—

৭। তত্রাতিপ্রসিদ্ধত্বাৎ প্রমাণানাং শাস্ত্রকারেণ তদ্ভেদনিরূপণেনৈব প্রমাণ-লক্ষণস্য গতত্বাৎ প্রমাণসামান্যস্য ন পৃথগ্লক্ষণং কৃতম্। প্রমাণলক্ষণন্তু অবিসংবাদি-জ্ঞানং প্রমাণম্। তত্র ইন্দ্রিয়দ্বারেণ বাহ্যবস্তূপরাগাচ্চিত্তস্য তদ্বিষয়সামান্যবিশেষা-ত্মনোঽর্থস্য বিশেষাবধারণপ্রধানা বৃত্তিঃ প্রত্যক্ষম্। গৃহীতসম্বন্ধাল্লিঙ্গাল্লিঙ্গিনি সামান্যা-ত্মনাঽধ্যবসায়োঽনুমানম্। আপ্তবচনমাগমঃ। এবং প্রমাণরূপাং বৃত্তিং ব্যাখ্যায় বিপর্য্যয়রূপামাহ—

৮। অতথাভূতেঽর্থে তথাভূতত্বোৎপদ্যমানং জ্ঞানং বিপর্য্যয়ঃ। যথা শুক্তি-কায়াং রজতজ্ঞানম্। অতদ্রূপপ্রতিষ্ঠমিতি—তস্যার্থস্য যদ্রূপং ন তস্মিন্ রূপে প্রতিতিষ্ঠতি তস্যার্থস্য যৎ পারমার্থিকং রূপং ন তৎ প্রতিভাসয়তীতি যাবৎ। সংশয়োঽপ্যতদ্রূপপ্রতিষ্ঠত্বান্মিথ্যাজ্ঞানম্। যথা স্থাণুর্ব্বা পুরুষো বেতি। বিকল্পবৃত্তিং ব্যাখ্যাতুমাহ—

৯। শব্দজনিতং জ্ঞানং শব্দজ্ঞানং তদনুপতিতুং শীলং যস্য সঃ শব্দজ্ঞানা-নুপাতী। বস্তুনস্তথাত্বমনপেক্ষমাণোযোঽধ্যবসায়ঃ স বিকল্প ইত্যুচ্যতে। যথা পুরুষস্য চৈতন্যমিতি। অত্র দেবদত্তস্য কম্বলমিতিবৎ শব্দজনিতে জ্ঞানে ষষ্ঠ্যা

যোঽধ্যবসিতো ভেদঃ, তমিহাবিদ্যমানমপি সমারোপ্যাধ্যবসায়ঃ। বস্তুতস্তু চৈতন্যমেব পুরুষঃ। নিদ্রাং ব্যাখ্যাতুমাহ—

১০। * অভাবপ্রত্যয় আলম্বনং যস্যাঃ বৃত্তেঃ সা তথোক্তা। এতদুক্তং ভবতি— যা সন্ততমুদ্রিক্তত্বাত্তমসঃ সমস্তবিষয়পরিত্যাগেন প্রবর্ত্ততে বৃত্তিঃ সা নিদ্রা। অস্যাশ্চ সুখমহমস্বাপ্সমিতি স্মৃতিদর্শনাৎ স্মৃতেশ্চানুভবব্যতিরেকেণানুপপত্তের্বৃত্তিত্বম্। স্মৃতিং ব্যাখ্যাতুমাহ—

১১। প্রমাণেনানুভূতস্য বিষয়স্য যোঽয়মসম্প্রমোষঃ সংস্কারদ্বারেণ বুদ্ধাবুপারোহঃ সা স্মৃতিঃ। তত্র প্রমাণবিপর্য্যয়বিকল্পা জাগ্রদবস্থাঃ ত এব যদা অনুভববলাৎ প্রত্যক্ষায়মাণাঃ স স্বপ্নঃ। নিদ্রা ত্বসংবেদ্যমানবিষয়া। স্মৃতিশ্চ প্রমাণবিপর্য্যয়বিকল্পনিদ্রানিমিত্তা। এবং বৃত্তীর্ব্যাখ্যায় সোপায়ং নিরোধং ব্যাখ্যাতুমাহ—

১২। অভ্যাসবৈরাগ্যে বক্ষ্যমাণলক্ষণে। তাভ্যাং প্রকাশপ্রবৃত্তিনিয়মনরূপাণাং চিত্তবৃত্তীনাং যৎ প্রতিহননং স নিরোধঃ। কিমুক্তং ভবতি? তাসাং বিনিবৃত্তবাহ্যাভিনিবেশানামন্তর্মুখতয়া স্বকারণ এব চিত্তে চিচ্ছক্তিরূপতয়াঽবস্থানম্। তত্র বিষয়দোষদর্শনজেন বৈরাগ্যেণ তদ্বৈমুখ্যমুৎপাদ্যতে অভ্যাসেন চ সুখজনকশান্তপ্রত্যয়প্রবাহপ্রদর্শনদ্বারেণ দৃঢ়ং স্থৈর্য্যমুৎপাদ্যত ইত্যাভ্যাং ভবতি চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ। অভ্যাসং ব্যাখ্যাতুমাহ—

১৩। বৃত্তিরহিতস্য চিত্তস্য স্বরূপনিষ্ঠঃ পরিণামঃ স্থিতিস্তস্যাং যত্ন উৎসাহঃ পুনঃপুনস্তথাত্বেন চেতসি নিবেশনমভ্যাস ইত্যুচ্যতে। তস্যৈব বিশেষমাহ—

১৪। বহুকালং নৈরন্তর্য্যেণাদরাতিশয়েন চ সেব্যমানো দৃঢ়ভূমিঃ স্থিরো ভবতি। দার্ঢ্যায় প্রভবতীত্যর্থঃ। বৈরাগ্যস্য লক্ষণমাহ—

১৫। দ্বিবিধো বিষয়ঃ। দৃষ্ট আনুশ্রবিকশ্চ। দৃষ্ট ইহৈবোপলভ্যমানঃ শব্দাদিঃ। দেবলোকাদাবানুশ্রবিকঃ। অনুশ্রূয়তে গুরুমুখাদিত্যনুশ্রবো বেদস্তত আগতো জাত আনুশ্রবিকঃ। তয়োর্দ্বয়োরপি বিষয়য়োঃ পরিণামবিরসত্বদর্শনাদ্বিগতগর্দ্ধস্য যা বশীকারসংজ্ঞা মমৈতে বশ্যা নাহমেতেষাং বশ্য ইতি যোঽয়ং বিমর্শস্তদ্বৈরাগ্যমুচ্যতে। তস্যৈব বিশেষমাহ—

১৬। তৎ বৈরাগ্যং পরমুৎকৃষ্টম্। প্রথমং বৈরাগ্যং বিষয়বিষয়ং দ্বিতীয়ন্তু গুণবিষয়মুৎপন্নগুণপুরুষবিবেকখ্যাতেরেব ভবতি। নিরোধসমাধেরত্যন্তানুকূলত্বাৎ। এবং যোগস্য স্বরূপমুক্ত্বা সম্প্রজ্ঞাতাসম্প্রজ্ঞাতরূপভেদমাহ—

১৭। সমাধিরিতি শেষঃ। সম্যক্ সংশয়বিপর্য্যয়রহিতত্বেন প্রজ্ঞায়তে

প্রকর্ষেণ জ্ঞায়তে ভাব্যস্য স্বরূপং যেন স সম্প্রজ্ঞাতঃ সমাধিঃ ভাবনাবিশেষঃ। স বিতর্কাদিভেদাৎ চতুর্ব্বিধঃ। সবিতর্কঃ সবিচারঃ সানন্দঃ সাস্মিতশ্চ। ভাবনা ভাব্যস্য বিষয়ান্তরপরিহারেণ চেতসি পুনঃপুনর্নিবেশনম্। ভাব্যঞ্চ দ্বিধা। ঈশ্বরস্তত্ত্বানি চ। তান্যপি চ দ্বিবিধানি জড়াজড়ভেদাৎ। জড়ানি চতুর্ব্বিংশতিঃ, অজড়ঃ পুরুষঃ। তত্র যদা মহাভূতেন্দ্রিয়াণি স্থূলানি বিষয়ত্বেনাদায় পূর্ব্বাপরানুসন্ধানেন শব্দার্থোল্লেখভেদেন চ ভাবনা প্রবর্ত্ততে তদা সবিতর্কঃ সমাধিঃ। অস্মিন্নেবালম্বনে পূর্ব্বাপরানুসন্ধানশব্দার্থোল্লেখশূন্যত্বেন যদা ভাবনা প্রবর্ত্ততে তদা নির্ব্বিতর্কঃ। তন্মাত্রান্তঃকরণলক্ষণং সূক্ষ্মং বিষয়মালম্ব্য তস্য দেশকালধর্ম্মাবচ্ছেদেন যদা ভাবনা প্রবর্ত্ততে তদা সবিচারঃ। তস্মিন্নেবালম্বনে দেশকালধর্ম্মাবচ্ছেদং বিনা ধর্ম্মিমাত্রাবভাসিত্বেন ভাবনা ক্রিয়মাণা নির্ব্বিচার ইত্যুচ্যতে। এবম্পর্য্যন্তঃ সমাধির্গ্রাহ্যসমাপত্তিরিতি ব্যপদিশ্যতে। যদা তু রজস্তমোলেশানুবিদ্ধমন্তঃকরণসত্ত্বং ভাব্যতে তদা গুণভাবাৎ চিচ্ছক্তেঃ সুখপ্রকাশময়স্য সত্ত্বস্য ভাব্যমানস্যোদ্রেকাৎ সানন্দঃ সমাধির্ভবতি। তস্মিন্নেব সমাধৌ যে বদ্ধধৃতয়স্তত্ত্বান্তরং প্রধানপুরুষরূপং ন পশ্যন্তি তে বিগতদেহাহঙ্কারত্বাৎ বিদেহশব্দবাচ্যাঃ। ইয়ং গ্রহণসমাপত্তিঃ। ততঃ পরং রজস্তমোলেশানভিভূতং শুদ্ধং সত্ত্বমালম্বনীকৃত্য যা প্রবর্ত্ততে ভাবনা তস্যাং গ্রাহ্যস্য সত্ত্বস্য ন্যগ্‌ভাবাৎ চিতিশক্তেরুদ্রেকাৎ সত্তামাত্রাবশেষত্বেন সমাধিঃ সাস্মিত ইত্যুচ্যতে। ন চাহঙ্কারাস্মিতয়োরভেদঃ শঙ্কনীয়ঃ। যতো যত্রান্তঃকরণমহমিত্যুল্লেখেন বিষয়ান্ বেদয়তে সোঽহঙ্কারঃ। যত্রান্তর্ম্মুখতয়া প্রতিলোমপরিণামেন প্রকৃতিলীনে চেতসি সত্তামাত্রমবভাতি সা অস্মিতা। অস্মিন্নেব সমাধৌ যে কৃতপরিতোষাঃ পরং পরমাত্মানং পুরুষং ন পশ্যন্তি তেষাং চেতসি স্বকারণে লয়মুপগতে তে প্রকৃতিলয়া ইত্যুচ্যন্তে। যে পরং পুরুষং জ্ঞাত্বা ভাবনায়াং প্রবর্ত্তন্তে তেষামিয়ং বিবেকখ্যাতির্গ্রহীতৃসমাপত্তিরিত্যুচ্যতে। তত্র সবিতর্কসমাধৌ চতস্রোঽপ্যবস্থাঃ শক্তিরূপতয়া অবতিষ্ঠন্তে। তত একৈকস্যাগে উত্তরোত্তর ইতি চতুরবস্থোঽয়ং সম্প্রজ্ঞাতঃ সমাধিঃ। অসম্প্রজ্ঞাতমাহ—

১৮। বিরম্যতেঽনেনেতি বিরামো বিতর্কাদিচিন্তাত্যাগঃ। বিরামশ্চাসৌ প্রত্যয়শ্চেতি বিরামপ্রত্যয়ঃ তস্যাভ্যাসঃ পৌনঃপুন্যেন চেতসি বিনিবেশনম্। তত্র যা কাচিদ্‌বৃত্তিরুল্লসতি তস্যা নেতি নেতীতি নৈরন্তর্য্যেণ পর্য্যুদসনং তৎপূর্ব্বকঃ সম্প্রজ্ঞাতসমাধেঃ সংস্কারশেষোঽন্যঃ তদ্বিলক্ষণোঽসম্প্রজ্ঞাত ইত্যর্থঃ।

ন তত্র কিঞ্চিদ্বেদ্যং সম্প্রজ্ঞায়তে ইত্যসম্প্রজ্ঞাতো নির্ব্বীজঃ সমাধিঃ। ইহ চতুর্ব্বিধশ্চিত্তপরিণামঃ। ব্যুত্থানং সমাধিপ্রারম্ভ একাগ্রো নিরোধশ্চ। তত্র ক্ষিপ্তমূঢ়ে চিত্তভূমী ব্যুত্থানং, বিক্ষিপ্তভূমিঃ সত্ত্বোদ্রেকাৎ সমাধিপ্রারম্ভঃ, একাগ্রতা-নিরুদ্ধে তু পর্য্যন্তভূমী। প্রতিপরিণামঞ্চ সংস্কারাঃ। তত্র ব্যুত্থানজনিতাঃ সংস্কারাঃ সমাধিপ্রারম্ভজৈঃ সংস্কারৈর্হন্যন্তে, তজ্জাশ্চৈকাগ্রতাজৈঃ, নিরোধ-জনিতৈরেকাগ্রতাজাঃ সংস্কারাঃ স্বরূপঞ্চ হন্যন্তে। যথা সুবর্ণসম্বলিতং ধ্মায়মানং সীসকমাত্মানং সুবর্ণমলঞ্চ নির্দ্দহতি, এবমেকাগ্রতাজনিতান্ সংস্কারান্ নিরোধজাঃ স্বাত্মানঞ্চ নির্দ্দহন্তি। তদেবং যোগস্য স্বরূপং ভেদং সংক্ষেপেণোপায়ঞ্চাঽভিধায় বিস্তরেণোপায়ং যোগাভ্যাসপ্রদর্শন-পূর্ব্বকং বক্তুমুপক্রমতে—

১৯। বিদেহাঃ প্রকৃতিলয়াশ্চ বিতর্কাদিসূত্রে ব্যাখ্যাতাঃ। তেষাং সমাধি-র্ভবপ্রত্যয়ঃ। ভবঃ সংসারঃ স এব প্রত্যয়ঃ কারণং যস্য স ভবপ্রত্যয়ঃ। অয়মর্থঃ—অধিমাত্রান্তর্ভূতা এব সংসারে যে তথাবিধসমাধিভাজো ভবন্তি তেষাং পরতত্ত্বাদর্শনাদ্যোগাভ্যাসোঽয়ম্। অতঃ পরতত্ত্বজ্ঞানে তদ্ভাবনায়াঞ্চ মুক্তি-কামেন যত্নো বিধেয় ইত্যেতদর্থমুপদিষ্টম্। তদন্যেষান্তু—

২০। বিদেহপ্রকৃতিলয়ব্যতিরিক্তানাং যোগিনাং শ্রদ্ধাদয়ঃ পূর্ব্বে উপায়া যস্য স শ্রদ্ধাদিপূর্ব্বকঃ। তে চ শ্রদ্ধাদয়ঃ ক্রমাদুপায়োপেয়ভাবেন প্রবর্ত্তমানাঃ সম্প্রজ্ঞাতস্য সমাধেরুপায়তাং প্রতিপদ্যন্তে। তত্র শ্রদ্ধা যোগবিষয়ে চেতসঃ প্রসাদঃ। বীর্য্যমুৎসাহঃ। স্মৃতিরনুভূতাঽসম্প্রমোষঃ। সমাধিরেকাগ্রতা। প্রজ্ঞা জ্ঞাতব্যপ্রবিবেকঃ। তত্র শ্রদ্ধাবতো বীর্য্যং জায়তে। যোগবিষয়ে স উৎসাহবান্ ভবতি। সোৎসাহস্য চ পাশ্চাত্যাসু ভূমিষু স্মৃতিরুপজায়তে। তৎস্মরণাৎ চেতঃ সমাধীয়তে। সমাহিতচিত্তশ্চ ভাব্যং সম্যগ্বিজানাতি। ত এতে সম্প্রজ্ঞাতসমাধেরুপায়াঃ। তস্যাভ্যাসাৎ পরাচ্চ বৈরাগ্যাৎ ভবত্য-ঽসম্প্রজ্ঞাতঃ। উক্তোপায়বতাং যোগিনামুপায়ভেদাৎ ভেদানাহ—

২১। সংবেগঃ ক্রিয়াহেতুর্দৃঢ়তরঃ সংস্কারঃ। সঃ তীব্রো যেষামধিমাত্রোপায়ানাং তেষামাসন্নঃ সমাধিলাভঃ। সমাধিফলঞ্চাসন্নং ভবতি। শীঘ্রমেব নিষ্পদ্যত ইত্যর্থঃ। কে তে তীব্রসংবেগা ইত্যত আহ—

২২। তেভ্য উপায়েভ্যো মৃদ্বাদিভেদভিন্নেভ্য উপায়বতাং বিশেষো ভবতি। মৃদুর্মধ্যোঽধিমাত্র ইত্যুপায়ভেদাঃ। তে প্রত্যেকং মৃদুসংবেগমধ্যসংবেগতীব্র সংবেগভেদাৎ ত্রিধা। তদ্ভেদেন চ নব যোগিনো ভবন্তি। মৃদূপায়ো মৃদু

সংবেগোমধ্যসংবেগস্তীব্রসংবেগশ্চ। মধ্যোপায়ো মৃদুসংবেগোমধ্যসংবেগস্তীব্রসংবেগশ্চ। অধিমাত্রোপায়ো মৃদুসংবেগোমধ্যসংবেগস্তীব্রসংবেগশ্চ। অধিমাত্রোপায়ে তীব্রে চ সংবেগে মহান্ যত্নঃ কর্ত্তব্য ইতি ভেদোপদেশঃ। ইদানীমেতদুপায়বিলক্ষণং সুগমমুপায়ান্তরমাহ—

২৩। ঈশ্বরোবক্ষ্যমাণলক্ষণঃ। প্রণিধানং তত্র ভক্তিবিশেষোবিশিষ্টমুপাসনং সর্ব্বক্রিয়াণামপি তত্রার্পণম্। বিষয়সুখাদিকং ফলমনিচ্ছন্ সর্ব্বাঃ ক্রিয়াস্তস্মিন্ পরমগুরাবর্পয়তীতি তৎপ্রণিধানং সমাধেস্তৎফললাভস্য চ প্রকৃষ্ট উপায়ঃ। ঈশ্বরপ্রণিধানাৎ সমাধিলাভ ইত্যুক্তম্। তত্রেশ্বরস্য স্বরূপং প্রমাণং প্রভাবং বাচকমুপাসনাক্রমং তৎফলঞ্চ ক্রমেণ বক্তুমাহ—

২৪। ক্লিশ্নন্তীতি ক্লেশা অবিদ্যাদয়োবক্ষ্যমাণাঃ। বিহিতপ্রতিষিদ্ধব্যামিশ্ররূপাণি কর্ম্মাণি। বিপচ্যন্ত ইতি বিপাকাঃ কর্ম্মফলানি জাত্যায়ুর্ভোগাঃ। আ ফলবিপাকাৎ চিত্তভূমৌ শেরতে ইত্যাশয়া বাসনাখ্যাঃ সংস্কারাঃ। তৈরপরামৃষ্টস্ত্রিষপি কালেষু ন সংস্পৃষ্টঃ। পুরুষবিশেষঃ অন্যেভ্যঃ পুরুষেভ্যোবিশিষ্যত ইতি বিশেষঃ। ঈশ্বর ঈশনশীল ইচ্ছামাত্রেণ সকলজগদুদ্ধরণক্ষমঃ। যদ্যপি সর্ব্বেষামাত্মনাং ক্লেশাদিস্পর্শোনাস্তি তথাপি চিত্তগতস্তেষামুপচর্য্যতে। যথা যোদ্ধৃগতৌ জয়পরাজয়ৌ স্বামিনঃ। অস্য তু ত্রিষপি কালেষু তথাবিধোঽপি ক্লেশাদিপরামর্শোনাস্তি। অতঃ স বিলক্ষণ এব ভগবানীশ্বরঃ। তস্য চ তথাবিধমৈশ্বর্য্যমনাদেঃ সত্ত্বোৎকর্ষাৎ। সত্ত্বোৎকর্ষশ্চাঽস্য প্রকৃষ্টজ্ঞানাদেব। ন চানয়োর্জ্ঞানৈশ্বর্য্যয়োরিতরেতরাশ্রয়ত্বং পরস্পরানপেক্ষত্বাৎ। তে জ্ঞানৈশ্বর্য্যে ঈশ্বরসত্ত্বে বর্ত্তমানে অনাদিভূতে। তেন চ তথাবিধেন সত্ত্বেন তস্যাঽনাদিরেব সম্বন্ধঃ। প্রকৃতিপুরুষসংযোগবিয়োগয়োরীশ্বরেচ্ছাব্যতিরেকেণানুপপত্তেঃ। যথেতরেষাং প্রাণিনাং সুখদুঃখমোহতয়া পরিণতং চিত্তং নির্ম্মলে সাত্ত্বিকে ধর্ম্মাত্মপ্রখ্যে (কর্ম্মাত্মপ্রখ্যে, তথা ধর্ম্মে ইত্যপি পাঠভেদো দৃশ্যতে) প্রতিসংক্রান্তং চিচ্ছায়াসংক্রান্তেঃ সংবেদ্যং ভবতি নৈবমীশ্বরস্য। তস্য চ কেবল এব সাত্ত্বিকঃ পরিণাম উৎকর্ষবাননাদিসম্বন্ধেন ভোগ্যতয়া ব্যবস্থিতঃ। অতঃ পুরুষান্তরবিলক্ষণতয়া স এবেশ্বরঃ। মুক্তাত্মনাং পুনঃ ক্লেশাদিযোগস্তৈস্তৈঃ শাস্ত্রোক্তৈরুপায়ৈর্নিবর্ত্তিতঃ। অস্য পুনঃ সর্ব্বদৈব তথাত্বাৎ ন মুক্তাত্মতুল্যত্বম্। ন চেশ্বরাণামনেকত্বং তেষাং তুল্যত্বে ভিন্নাভিপ্রায়ত্বাৎ কার্য্যস্যৈবানুপপত্তেঃ। উৎকর্ষাপকর্ষযুক্তত্বে য এবোৎকৃষ্টঃ স এবেশ্বরস্তত্রৈব কাষ্ঠাপ্রাপ্তত্বাদৈশ্বর্য্যস্য। এবমীশ্বরস্য স্বরূপমভিধায় প্রমাণমাহ—

২৫। তস্মিন্ ভগবতি সর্ব্বজ্ঞত্বস্য যদ্বীজম্ অতীতানাগতাদিগ্রহণস্যাল্পত্বং মহত্ত্বঞ্চ মূলত্বাদ্বীজমিব বীজং তৎ তত্র নিরতিশয়ং কাষ্ঠাপ্রাপ্তম্। দৃষ্টা হ্যল্পত্বমহত্ত্বাদীনাং ধর্ম্মাণাং সাতিশয়ানাং কাষ্ঠাপ্রাপ্তিঃ। যথা পরমাণাবল্পত্বস্য আকাশে পরমমহত্ত্বস্য। এবং জ্ঞানাদয়োঽপি চিত্তধর্ম্মাস্তারতম্যেন পরিদৃশ্যমানাঃ কচিন্নিরতিশয়তামাপাদয়ন্তি। যত্র চৈতে নিরতিশয়াঃ স ঈশ্বরঃ। যদ্যপি সামান্যমাত্রেঽনুমানস্য পর্য্যবসিতত্বাৎ ন বিশেষাবগতিঃ সম্ভবতি তথাপি শাস্ত্রাদস্য সর্ব্বজ্ঞত্বাদয়োবিশেষা অবগন্তব্যাঃ। তস্য স্বপ্রয়োজনাভাবে কথং স প্রকৃতিপুরুষয়োঃ সংযোগবিয়োগাবাপাদয়তীতি নাশঙ্কনীয়ম্। তস্য কারুণিকত্বাৎ ভূতানুগ্রহ এব প্রয়োজনম্। কল্পপ্রলয়মহাপ্রলয়েষু নিঃশেষান্ সংসারিণ উদ্ধরিষ্যামীতি তদধ্যবসায়ঃ। যৎ যস্যেষ্টং তৎ তস্য প্রয়োজনমিতি। এবমীশ্বরস্য প্রমাণমভিধায় প্রভাবমাহ—

২৬। আদ্যানাং স্রষ্টৄণাং ব্রহ্মাদীনামপি স গুরুরুপদেষ্টা যতঃ স কালেন নাবচ্ছিদ্যতে অনাদিত্বাৎ। তেষাং পুনরাদিমত্ত্বাদস্তি কালেনাবচ্ছেদঃ। এবং প্রভাবমুক্ত্বোপাসনোপযোগায় বাচকমাহ—

২৭। ইত্থমুক্তস্বরূপেশ্বরস্য বাচকোঽভিধায়কঃ (প্রকর্ষেণ নূয়তে স্তূয়তেঽনেনেতি) প্রণব ওঙ্কারঃ। তয়োশ্চ বাচ্যবাচকভাবলক্ষণঃ সম্বন্ধোনিত্যঃ সঙ্কেতেন প্রকাশ্যতে ন তু কেনচিৎ ক্রিয়তে। যথা পিতাপুত্রয়োর্ব্বিদ্যমানসম্বন্ধোঽস্যায়ং পিতাঽস্যায়ং পুত্র ইতি কেনাপি প্রকাশ্যতে। উপাসনমাহ—

২৮। তস্য সার্দ্ধত্রিমাত্রস্য প্রণবস্য জপোযথাবদুচ্চারণং তদ্বাচ্যস্য ভাবনং পুনঃপুনশ্চেতসি বিনিবেশনমেকাগ্রতায়া উপায়ঃ। অতঃ সমাধিসিদ্ধয়ে যোগিনা প্রণবোজপ্যস্তদর্থশ্চ ভাবনীয় ইত্যুক্তম্ভবতি। উপাসানায়াঃ ফলমাহ—

২৯। তস্মাজ্জপাত্তদর্থভাবনাচ্চ যোগিনঃ প্রত্যক্‌চেতনাধিগমোভবতি। বিষয়প্রাতিকূল্যেন স্বান্তঃকরণাভিমুখমঞ্চতি যা চেতনা দৃক্‌শক্তিঃ সা প্রত্যক্‌চেতনা। তস্যা অধিগমোজ্ঞানং ভবতি। অন্তরায়া বক্ষ্যমাণাঃ তেষামভাবঃ শক্তিপ্রতিবন্ধো ভবতি। অথ কে অন্তরায়া ইত্যাকাঙ্ক্ষায়ামাহ—

৩০। নবৈতে রজস্তমোবশাৎ প্রবর্ত্তমানাশ্চিত্তস্য বিক্ষেপা ভবন্তি। তৈরেকাগ্রতাবিরোধিভিশ্চিত্তং বিক্ষিপ্যত ইত্যর্থঃ। তত্র ব্যাধির্ধাতুবৈষম্যনিমিত্তোজ্বরাদিঃ। স্ত্যান-মকর্ম্মণ্যতা চিত্তস্য। উভয়কোট্যালম্বনং বিজ্ঞানং সংশয়ঃ—যোগঃ সাধ্যো ন বেতি। প্রমাদোঽনুত্থানশীলতা সমাধিসাধনেষৌদাসীন্যম্। আলস্যং কায়চিত্তয়োর্গুরুত্বং যোগবিষয়ে প্রবৃত্ত্যভাবহেতুঃ।

অবিরতিশ্চিত্তস্য বিষয়সম্প্রয়োগাত্মা গর্দ্ধঃ। ভ্রান্তিদর্শনং শুক্তিকায়াং রজতজ্ঞানবদ্বিপর্য্যয়জ্ঞানম্। অলব্ধভূমিকত্বং কুতশ্চিন্নিমিত্তাৎ সমাধিভূমেরলাভোঽসম্প্রাপ্তিঃ। অনবস্থিতত্বং লব্ধাবস্থায়ামপি সমাধিভূমৌ চিত্তস্য তত্রাপ্রতিষ্ঠা। এতে সমাধেরেকাগ্রতায়া যথাযোগং প্রতিপক্ষত্বাদন্তরায়া ইত্যুচ্যন্তে। চিত্তবিক্ষেপকারণকানন্তানপ্যন্তরায়ান্ প্রতিপাদয়িতুমাহ—

৩১। কুতশ্চিন্নিমিত্তাদুৎপন্নেষু বিক্ষেপেষেতে দুঃখাদয়ঃ প্রবর্ত্তন্তে। তত্র দুঃখং চিত্তস্য রাজসঃ পরিণামো বাধনালক্ষণঃ। যদ্বাধনাৎ প্রাণিনস্তদপঘাতায় প্রবর্ত্তন্তে। দৌর্ম্মনস্যং বাহ্যাভ্যন্তরৈঃ কারণৈর্ম্মনসো দৌঃস্থ্যম্। অঙ্গমেজয়ত্বং সর্ব্বাঙ্গীনোবেপথু-রাসনমনঃস্থৈর্য্যস্য বাধকঃ। প্রাণো যদ্বাহ্যং বায়ুমাচামতি স শ্বাসঃ। যৎ কৌষ্ঠ্যং বায়ুং নিশ্বসিতি স প্রশ্বাসঃ। ত এতে বিক্ষেপৈঃ সহ প্রবর্ত্তমানা যথোদিতাভ্যাসবৈরাগ্যাভ্যাং নিরোদ্ধব্যা ইত্যেষামুপদেশঃ। সোপদ্রববিক্ষেপপ্রতিষেধার্থমুপায়ান্তরমাহ—

৩২। তেষাং বিক্ষেপাণাং নিষেধার্থমেকস্মিন্ কস্মিংশ্চিদভিমতে তত্ত্বেঽভ্যাসশ্চেতসঃ পুনঃপুনর্ব্বিনিবেশনং কুর্য্যাৎ। তদ্বলাৎ প্রত্যুদিতায়ামেকাগ্রতায়াং বিক্ষেপাঃ প্রশমমুপযান্তি। ইদানীং চিত্তসংস্কারাপাদকপরিকর্ম্মকথনমুপায়ান্তরমাহ—

৩৩। মৈত্রী সৌহার্দ্দম্। করুণা কৃপা। মুদিতা হর্ষঃ। উপেক্ষা ঔদাসীন্যম্। এতা যথাক্রমং সুখিতেষু দুঃখিতেষু পুণ্যবৎস্বপুণ্যবৎসু চ সদা বিভাবয়েৎ। তথাহি—সুখিতেষু সাধ্বেষাং সুখিত্বমিতি মৈত্রীং কুর্য্যাৎ ন ঈর্ষ্যাম্। দুঃখিতেষু কথন্নামৈষাং দুঃখমুক্তিঃ স্যাদিতি কৃপামেব কুর্য্যান্ন তাটস্থ্যম্। পুণ্যবৎসু পুণ্যানুমোদনেন হর্ষং কুর্য্যাৎ ন তু কিমেতে পুণ্যবন্ত ইতি বিদ্বেষম্। অপুণ্যবৎসু চৌদাসীন্যমেব ভাবয়েৎ নানুমোদনং ন দ্বেষম্। সূত্রে সুখদুঃখাদিশব্দৈস্তদ্বন্তঃ প্রতিপাদিতা এব। তদেবং মৈত্র্যাদিপরিকর্ম্মণা চিত্তে প্রসীদতি সুখেন সমাধেরাবির্ভাবো ভবতি। পরিকর্ম্ম চৈতৎ বাহ্যং কর্ম্ম। যথা গণিতে মিশ্রকাদিব্যবহারগণিতনিষ্পত্তয়ে সঙ্কলিতাদিকর্ম্মোপকারকত্বেন প্রধানকর্ম্মনিষ্পত্তয়ে প্রভবতি এবং দ্বেষরাগাদিপ্রতিপক্ষভূতমৈত্র্যাদিভাবনয়া সমুৎপাদিতপ্রসাদং চিত্তং সম্প্রজ্ঞাতাদিসমাধিযোগ্যং সম্পদ্যতে এব। রাগদ্বেষাবেব মুখ্যতয়া বিক্ষেপমুৎপাদয়তঃ। তৌ চেৎ সমূলমুন্মূলিতৌ স্যাতাং তদা প্রসন্নত্বান্মনসোভবত্যেবৈকাগ্রতা। উপায়ান্তরমাহ—

৩৪। প্রচ্ছর্দ্দনং কৌষ্ঠ্যস্য বায়োঃ প্রযত্নবিশেষান্মাত্রাপ্রমাণেন বহি-

নিঃসারণম্। বিধারণং মাত্রাপ্রমাণেনৈব প্রাণস্যাস্যাযোগতিবিচ্ছেদঃ। স চ দ্বাভ্যাং প্রকারাভ্যাং—বাহ্যাভ্যন্তরাপূরণেন পূরিতস্য বা তত্রৈব নিরোধেন। তদেবং রেচকপূরককুম্ভকভেদেন ত্রিবিধঃ প্রাণায়ামশ্চিত্তস্য স্থিতিমেকাগ্রতাং নিবধ্নাতি। সর্ব্বাসামিন্দ্রিয়বৃত্তীনাং প্রাণবৃত্তিপূর্ব্বকত্বাৎ মনঃপ্রাণয়োশ্চ স্ব-ব্যাপারে পরস্পরমেকযোগক্ষেমত্বাৎ জীর্য্যমাণঃ প্রাণঃ সমস্তেন্দ্রিয়বৃত্তিনিরোধ-দ্বারেণ চিত্তস্যৈকাগ্রতায়াং প্রভবতি। সমস্তদোষক্ষয়কারিত্বঞ্চাস্যাগমে শ্রূয়তে। দোষকৃতাশ্চ সর্ব্বা বিক্ষেপবৃত্তয়ঃ। অতো দোষনির্হরণদ্বারেণাপি অস্যৈকাগ্রতায়াং সামর্থ্যম্। ইদানীমুপায়ান্তরদর্শনোপক্ষেপেণ সম্প্রজ্ঞাতস্য সমাধেঃ পূর্ব্বাঙ্গং করোতি—

৩৫। মনস ইতি বাক্যশেষঃ। বিষয়াঃ গন্ধরসরূপস্পর্শশব্দাঃ। তে বিদ্যন্তে ফলত্বেন যস্যাং সা বিষয়বতী প্রবৃত্তির্ম্মনসঃ স্থৈর্য্যং করোতি। তথাহি—নাসাগ্রে চিত্তং ধারয়তো দিব্যগন্ধসংবিদুপজায়তে। তাদৃশ্যেব জিহ্বাগ্রে রসসংবিৎ। তালবগ্রে রূপসংবিৎ। জিহ্বামধ্যে স্পর্শসংবিৎ। জিহ্বামূলে শব্দসংবিৎ। তদেবং তত্তদিন্দ্রিয়দ্বারেণ তস্মিন্ তস্মিন্ দিব্যে বিষয়ে জায়মানা সম্বিৎ চিত্তস্যৈকাগ্রতায়া হেতুর্ভবতি। অস্তি যোগস্য ফলমিতি যোগিনঃ সমাশ্বাসোৎপাদনাৎ। এবংবিধমেবোপায়া-ন্তরমাহ—

৩৬। প্রবৃত্তিরুৎপন্না মনসঃ স্থিতিনিবন্ধিনীতি বাক্যশেষঃ। জ্যোতিঃ-শব্দেন সাত্ত্বিকঃ প্রকাশ উচ্যতে, স প্রশস্তো ভূয়ানতিশয়বাংশ্চ বিদ্যতে যস্যাঃ সা জ্যোতিষ্মতী প্রবৃত্তিঃ। বিশোকা বিগতঃ সুখময়সত্ত্বাভ্যাসবশাৎ শোকো রজঃপরিণামরূপো যস্যাঃ সা বিশোকা। অসাবপি চেতসঃ স্থিতিনিবন্ধিনী। অয়মর্থঃ—হৃৎপদ্মসম্পুটমধ্যে প্রশান্তকল্লোলক্ষীরোদধিপ্রখ্যং চিত্তসত্ত্বং ভাবয়তঃ প্রজ্ঞালোকাৎ সর্ব্বপ্রবৃত্তিপরিক্ষয়ে চেতসঃ স্থৈর্য্যমুৎপদ্যতে। উপায়ান্তরপ্রদর্শন-দ্বারেণ সম্প্রজ্ঞাতস্য সমাধের্ব্বিষয়ং দর্শয়তি—

৩৭। মনসঃ স্থিতিনিবন্ধনং ভবতীতি বাক্যশেষঃ। বীতরাগঃ পরিত্যক্ত-বিষয়াভিলাষস্তস্য যচ্চিত্তং পরিহৃতক্লেশং তদালম্বনীকৃতং চেতসঃ স্থিতিহেতু-র্ভবতি। এবংবিধমেবোপায়ান্তরমাহ—

৩৮। প্রত্যস্তমিতবাহ্যেন্দ্রিয়বৃত্তের্ম্মনোমাত্রেণৈব যত্র ভোক্তৃত্বমাত্মনঃ স স্বপ্নঃ। নিদ্রা পূর্ব্বোক্তলক্ষণা। তদালম্বনং স্বপ্নালম্বনং নিদ্রালম্বনং বা জ্ঞানমালম্ব্যমানং চেতসঃ স্থিতিং করোতি। নানারুচিত্বাৎ প্রাণিনাং যস্মিন্

কস্মিংশ্চিদ্‌বস্তুনি যোগিনঃ শ্রদ্ধা ভবতি তস্য ধ্যানেনাপি ভবতীষ্টসিদ্ধিরিতি প্রতিপাদয়িতুমাহ—

৩৯। যথাভিমতে বস্তুনি বাহ্যে চন্দ্রাদাবাভ্যন্তরে নাড়ীচক্রাদৌ বা ভাব্যমানে চেতঃ স্থিরং ভবতি। এবমুপায়ান্ প্রদর্শ্য ফলদর্শনার্থমাহ—

৪০। এভিরুপায়ৈশ্চিত্তস্থৈর্য্যং ভাবয়তোযোগিনঃ সূক্ষ্মবিষয়ভাবনাদ্বারেণ পরমাণ্বন্তো বশীকারোঽপ্রতিঘাতরূপো জায়তে। ক্বচিৎ পরমাণুপর্য্যন্তে সূক্ষ্মেঽস্য মনোন প্রতিহন্যত ইত্যর্থঃ। এবং স্থূলমাকাশাদিপরমমহৎপর্য্যন্তং ভাবয়তো ন ক্বচিচ্চেতসঃ প্রতিঘাত উৎপদ্যতে। সর্ব্বত্র স্বাতন্ত্র্যং ভবতীত্যর্থঃ। এবমেভিরুপায়ৈঃ সংস্কৃতস্য চেতসঃ কীদৃগ্‌রূপং ভবতীত্যাহ—

৪১। ক্ষীণা বৃত্তয়োযস্য তৎ ক্ষীণবৃত্তি। তস্য গ্রহীতৃগ্রহণগ্রাহ্যেষ্বস্মিতেন্দ্রিয়-বিষয়েষু তৎস্থ-তদঞ্জনতা-সমাপত্তির্ভবতি। তৎস্থত্বং তদেকাগ্রতা। তদঞ্জনতা. তন্ময়ত্বম্। ন্যগ্‌ভূতে চিত্তে বিষয়স্য ভাব্যমানস্যৈবোৎকর্ষাৎ তথাবিধা সমাপত্তিস্তদ্রূপপরিণামোভবতীত্যর্থঃ। [দৃষ্টান্তমাহ—অভিজাতস্যেব মণেঃ। যথা অভিজাতস্য নির্ম্মলস্য স্ফটিকমণেস্তত্তদ্রূপাশ্রয়বশাত্তত্তদ্রূপাপত্তিরেবং নির্ম্মলস্য চিত্তস্য তত্তদ্ভাবনীয়বস্তূপরাগাত্তত্তদ্রূপাপত্তিঃ। যদ্যপি গ্রহীতৃ-গ্রহণগ্রাহ্যেষ্বিত্যুক্তং তথাপি ভূমিকাক্রমবশাৎ গ্রাহ্যগ্রহণগ্রহীতৃষ্বিতি বোধ্যম্। যতঃ প্রথমং গ্রাহ্যনিষ্ঠ এব সমাধিস্ততোগ্রহণনিষ্ঠস্ততোঽস্মিতামাত্ররূপগ্রহীতৃ-নিষ্ঠঃ। কেবলস্য পুরুষস্য গ্রহীতুর্ভাব্যত্বাসম্ভবাৎ। ততশ্চ স্থূলসূক্ষ্মগ্রাহ্যোপ-রক্তং চিত্তং তত্র সমাপন্নং ভবতি এবং গ্রহণে গ্রহীতরি চ সমাপন্নং বোদ্ধব্যম্। ইদানীমুক্তায়া এব সমাপত্তেশ্চাতুর্ব্বিধ্যমাহ—

৪২। শ্রোত্রেন্দ্রিয়গ্রাহ্যঃ স্ফোটরূপো বা শব্দঃ। অর্থো জাত্যাদিঃ। জ্ঞানং সত্ত্বপ্রধানা বুদ্ধিবৃত্তিঃ। বিকল্প উক্তলক্ষণঃ। তৈঃ সঙ্কীর্ণা। যস্যামেতে শব্দাদয়ঃ পরস্পরাধ্যাসেন (বিকল্পরূপেণ ইত্যপি পাঠঃ) প্রতিভাসন্তে— গৌরিতি শব্দোগৌরিত্যর্থোগৌরিতি জ্ঞানমিত্যনেনাকারেণ সা সবিতর্কা সমাপত্তিরুচ্যতে। উক্তলক্ষণবিপরীতাং নির্ব্বিতর্কামাহ—

৪৩। শব্দার্থস্মৃতিপ্রবিলয়ে প্রত্যুদিতস্পষ্টগ্রাহ্যাকারপ্রতিভাসিতয়া ন্যগ্-ভূতজ্ঞানস্বেন স্বরূপশূন্য ইব নির্ব্বিতর্কা সমাপত্তিঃ। ভেদান্তরং প্রতি-পাদয়িতুমাহ—

৪৪। এতয়ৈব সবিতর্কয়া নির্ব্বিতর্কয়া চ সমাপত্ত্যা সবিচারা নির্ব্বিচারা চ ব্যাখ্যাতা। কীদৃশী ? সূক্ষ্মবিষয়া সূক্ষ্মতন্মাত্রান্তঃকরণরূপোবিষয়োযস্যাঃ সা

তথোক্তা। এতেন পূর্ব্বস্যাঃ স্থূলবিষয়ত্বং প্রতিপাদিতং ভবতি। সা হি মহাভূতালম্বনা। শব্দার্থবিষয়ত্বেন শব্দার্থবিকল্পসহিতত্বেন দেশকালধর্ম্মাদ্যবচ্ছিন্নঃ সূক্ষ্মোঽর্থঃ প্রতিভাতি যস্যাং সা সবিচারা। দেশকালধর্ম্মাদিরহিতো ধর্ম্মিমাত্রতয়া সূক্ষ্মোঽর্থস্তন্মাত্রান্তঃকরণরূপঃ প্রতিভাতি যস্যাং সা নির্ব্বিচারা। অস্যা এব সূক্ষ্মবিষয়ায়াঃ কিংপর্য্যন্তঃ সূক্ষ্মোবিষয়স্তদাহ—

৪৫। সবিচারনির্ব্বিচারয়োঃ সমাপত্ত্যোর্যৎ সূক্ষ্মবিষয়ত্বমুক্তং তদলিঙ্গপর্য্যবসানম্। ন কচিল্লীয়তে ন বা কিঞ্চিৎ লিঙ্গয়তি গময়তীত্যলিঙ্গং প্রধানং তৎপর্য্যন্তং সূক্ষ্মবিষয়ত্বম্। তথাহি—গুণানাং পরিণামে চত্বারি পর্ব্বাণি। বিশিষ্টলিঙ্গমবিশিষ্টলিঙ্গং লিঙ্গমাত্রমলিঙ্গঞ্চেতি। বিশিষ্টলিঙ্গং ভূতানি। অবিশিষ্টলিঙ্গং তন্মাত্রেন্দ্রিয়াণি। লিঙ্গমাত্রং বুদ্ধিঃ। অলিঙ্গং প্রধানমিতি। নাতঃপরং সূক্ষ্মমস্তীত্যুক্তম্ভবতি। এতাসাং সমাপত্তীনাং প্রকৃতে প্রয়োজনমাহ—

৪৬। তা এবোক্তলক্ষণাঃ সমাপত্তয়ঃ সবীজঃ সহ বীজেনালম্বনেন বর্ত্তত ইতি সবীজঃ সম্প্রজ্ঞাতঃ সমাধিরিত্যুচ্যতে সর্ব্বাসাং সালম্বনত্বাৎ। অথেতরাসাং সমাপত্তীনাং নির্ব্বিচারফলকত্বাৎ নির্ব্বিচারায়াঃ ফলমাহ—

৪৭। নির্ব্বিচারত্বং ব্যাখ্যাতম্। বৈশারদ্যং নৈর্ম্মল্যম্। সবিতর্কাং স্থূলবিষয়ামপেক্ষ্য নির্বিতর্কয়াঃ প্রাধান্যম্। ততোঽপি সূক্ষ্মবিষয়ায়াঃ সবিচারায়াস্ততোঽপি নির্ব্বিকল্পরূপায়া নির্ব্বিচারায়াঃ। তস্যাস্তু নির্ব্বিচারায়াঃ প্রকৃষ্টাঽভ্যাসবশাৎ বৈশারদ্যে নৈর্ম্মল্যে সতি অধ্যাত্মপ্রসাদঃ সমুপজায়তে। চিত্তং ক্লেশবাসনারহিতং স্থিতিপ্রবাহযোগ্যং ভবতি। এতদেব চিত্তস্য বৈশারদ্যং যৎ স্থিতৌ দার্ঢ্যম্। তস্মিন্ সতি কিং ভবতীত্যাহ—

৪৮। ঋতং সত্যং বিভর্ত্তি কদাচিদপি ন বিপর্য্যয়েণাচ্ছাদ্যতে সা ঋতম্ভরা প্রজ্ঞা তস্মিন্ সতি ভবতীত্যর্থঃ। তস্মাচ্চ প্রজ্ঞালোকাৎ সর্ব্বং যথাবৎ পশ্যন্ যোগী প্রকৃষ্টং যোগং প্রাপ্নোতি। অস্যাঃ প্রজ্ঞান্তরাদ্বৈলক্ষণ্যমাহ—

৪৯। শ্রুতমাগমজ্ঞানম্। অনুমানমুক্তলক্ষণম্। তাভ্যাং যা জায়তে প্রজ্ঞা সা সামান্যবিষয়া। ন হি শব্দলিঙ্গয়োরিন্দ্রিয়বদ্বিশেষপ্রতিপত্তৌ সামর্থ্যম্। ইয়ং পুনর্নির্ব্বিচারবৈশারদ্যসমুদ্ভবা প্রজ্ঞা তাভ্যাং বিলক্ষণা বিশেষবিষয়ত্বাৎ। অস্যাং হি প্রজ্ঞায়াং সূক্ষ্মব্যবহিতবিপ্রকৃষ্টানামপি বিশেষঃ স্ফুটেনৈব রূপেণ ভাসতে। অতস্তস্যামেব যোগিনা পরঃ প্রযত্নঃ কর্ত্তব্য ইত্যুপদিষ্টং ভবতি। অস্যাঃ প্রজ্ঞায়াঃ ফলমাহ—

৫০। তয়া প্রজ্ঞয়া জনিতো যঃ সংস্কারঃ সোঽন্যান্ সংস্কারান্ ব্যুত্থানজান্ সমাধিজাংশ্চ সংস্কারান্ প্রতিবধ্নাতি স্বকার্য্যকরণাক্ষমান্ করোতীত্যর্থঃ। যতস্তত্ত্ব-রূপতয়াঽনয়া জনিতাঃ সংস্কারা বলবত্ত্বাদতত্ত্বরূপপ্রজ্ঞাজনিতান্ সংস্কারান্ বাধিতুং শক্নুবন্তি, অতস্তামেব প্রজ্ঞামভ্যসেদিত্যুক্তং ভবতি। এবং সম্প্রজ্ঞাতসমাধিমভি-ধায়াঽসম্প্রজ্ঞাতং বক্তুমাহ—

৫১। তস্য সম্প্রজ্ঞাতস্য নিরোধে প্রবিলয়ে সতি সর্ব্বাসাং চিত্তবৃত্তীনাং স্বকারণে প্রবিলয়াৎ যা যা সংস্কারমাত্রাৎ বৃত্তিরুদেতি তস্যাস্তস্যা নেতি নেতি পর্য্যদসনান্নির্ব্বীজঃ সমাধির্ভবতি। যস্মিন্ সতি পুরুষঃ স্বরূপনিষ্ঠঃ শুদ্ধো ভবতি। তদত্রাধিকৃতস্য যোগস্য লক্ষণং চিত্তবৃত্তিনিরোধপদানাঞ্চ ব্যাখ্যান-মভ্যাসবৈরাগ্যলক্ষণং তস্যোপায়দ্বয়স্য স্বরূপং ভেদঞ্চাভিধায় সম্প্রজ্ঞাতসাম্প্র-জ্ঞাতভেদেন যোগস্য মুখ্যভেদমুক্ত্বা যোগাভ্যাসপ্রদর্শনপূর্ব্বকান্ বিস্তরে-ণোপায়ান্ প্রদর্শ্য সুগমোপায়প্রদর্শনপরতয়েশ্বরস্য স্বরূপপ্রমাণপ্রভাববাচ-কোপাসনাক্রমতৎফলানি চ নির্ণীয় চিত্তস্য বিক্ষেপাংস্তৎসহভুবশ্চ দুঃখাদীন্ বিস্তরেণ চ তৎপ্রতিষেধোপায়ানেকতত্ত্বাভ্যাসমৈত্র্যাদীন্ প্রাণায়ামাদীন্ সম্প্রজ্ঞাতাসম্প্রজ্ঞাতভূতবিষয়বতী প্রবৃত্তিরিত্যাদীনাখ্যায় উপসংহার-দ্বারেণ চ সমাপত্তীঃ সলক্ষণাঃ সফলাঃ স্বস্ববিষয়সহিতাশ্চোক্ত্বা সম্প্রজ্ঞাতা-সম্প্রজ্ঞাতয়োরুপসংহারমভিধায় সবীজপূর্ব্বকো নির্বীজঃ সমাধিরভিহিত ইতি ব্যাকৃতোযোগপাদঃ॥

ইতি শ্রীমহারাজ-ভোজরাজ-বিরচিতায়াং রাজমার্ত্তণ্ডাভিধায়াং
পাতঞ্জলযোগশাস্ত্রবৃত্তৌ প্রথমঃ পাদঃ ॥ ১ ॥

তে তে দুষ্প্রাপযোগর্দ্ধিসিদ্ধয়ে যেন দর্শিতাঃ।
উপায়াঃ স জগন্নাথস্ত্র্যক্ষোঽস্তু প্রার্থিতাপ্তয়ে ॥

তদেবং প্রথমে পাদে সমাহিতচিত্তস্য সোপায়ং যোগমভিধায় ব্যুত্থিত-চিত্তস্যাপি কথমুপায়াভ্যাসপূর্ব্বকোযোগঃ সাধ্যতামুপ্রযাতীতি (সাত্ম্যতামিত্যপি পঠ্যতে) তৎসাধনানুষ্ঠানপ্রতিপাদনায় ক্রিয়াযোগমাহ—

১। তপঃ শাস্ত্রান্তরোপদিষ্টং কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণাদি। স্বাধ্যায়ঃ প্রণবপূর্ব্বাণাং মন্ত্রাণাং জপঃ। ঈশ্বরপ্রণিধানং সর্ব্বক্রিয়াণাং তস্মিন্ পরমগুরৌ ফলনিরপে-ক্ষতয়া সমর্পণম্। এতানি ক্রিয়াযোগ ইত্যুচ্যতে। স কিমর্থমিত্যত আহ—

২। ক্লেশা বক্ষ্যমাণাস্তেষাং তনূকরণং স্বকার্য্যকরণপ্রতিবন্ধঃ। সমাধিরুক্তলক্ষণস্তস্য ভাবনা চেতসি পুনঃপুনর্বিনিবেশনম্। সোঽর্থঃ প্রয়োজনং যস্য স তথোক্তঃ। এতদুক্তম্ভবতি—এতে তপঃপ্রভৃতয়োঽভ্যস্যমানাশ্চিত্তগতানবিদ্যাদীন্ ক্লেশান্ শিথিলীকুর্ব্বন্তঃ সমাধেরুপকারকতাং ভজন্তে। তস্মাৎ প্রথমতঃ ক্রিয়াযোগবিধানপরেণ যোগিনা ভবিতব্যমিত্যুপদিষ্টম্। ক্লেশতনূকরণার্থ ইত্যুক্তম্। তত্র কে ক্লেশা ইত্যত আহ—

৩। ক্লেশা অবিদ্যাদয়োবক্ষ্যমাণলক্ষণাঃ পঞ্চ। তে বাধনালক্ষণং পরিতাপমুপজনয়ন্তঃ ক্লেশশব্দবাচ্যা ভবন্তি। তে হি চেতসি প্রবর্ত্তমানাঃ সংসারলক্ষণং গুণপরিণামং দ্রঢ়য়ন্তি। সত্যপি সর্ব্বেষাং তুল্যত্বে ক্লেশত্বে মূলভূতত্বাদবিদ্যায়াঃ প্রাধান্যং প্রতিপাদয়িতুমাহ—

৪। অবিদ্যা মোহঃ। অনাত্মন্যাত্মাভিমান ইতি যাবৎ। সা ক্ষেত্রং প্রসবভূমিরুত্তরেষামস্মিতাদীনাং প্রত্যেকং প্রসুপ্তাদিভেদেন চতুর্ব্বিধানাম্। অতো যত্রাঽবিদ্যা বিপর্য্যয়জ্ঞানরূপা শিথিলীভবতি তত্র ক্লেশানাং নোদ্ভবো দৃশ্যতে। বিপর্য্যয়জ্ঞানসদ্ভাবে চ তেষামুদ্ভবদর্শনাৎ স্থিতমেব মূলত্বমবিদ্যায়াঃ। প্রসুপ্ততনুবিচ্ছিন্নোদারাণামিতি।—তত্র যে ক্লেশাশ্চিত্তভূমৌ স্থিতাঃ প্রবোধকাভাবে স্বকার্য্যং নারভন্তে তে প্রসুপ্তা ইত্যুচ্যন্তে। যথা বাল্যাবস্থায়াম্। বালস্য হি বাসনারূপেণ স্থিতা অপি ক্লেশাঃ প্রবোধকসহকার্য্যভাবেন ন ব্যজ্যন্তে। তে তনবো যে স্বস্বপ্রতিপক্ষভাবনয়া শিথিলীকৃতকার্য্যসম্পাদনশক্তয়ো বাসনাবশেষতয়া চেতস্যবস্থিতাঃ প্রভূতাং সামগ্রীমন্তরেণ ন স্বকার্য্যমারব্ধুং ক্ষমাঃ। যথাভ্যাসবতোযোগিনঃ। তে বিচ্ছিন্না যে কেনচিদ্বলবতা ক্লেশেনাভিভূতশক্তয়স্তিষ্ঠন্তি। যথা দ্বেষাবস্থায়াং রাগো রাগাবস্থায়াং বা দ্বেষঃ। ন হ্যনয়োঃ পরস্পরবিরুদ্ধয়োর্যুগপৎ সম্ভবোঽস্তি। তে উদারা যে প্রাপ্তসহকারিসন্নিধয়ঃ স্বং স্বং কার্য্যমভিনির্ব্বর্ত্তয়ন্তি। যথা সর্ব্বদৈব যোগপরিপন্থিনো ব্যুত্থানদশায়াম্। এষাং প্রত্যেকং চতুর্ব্বিধানামপি মূলভূতত্বেন স্থিতাপ্যবিদ্যান্বয়িত্বেন প্রতীয়তে। ন হি কচিদপি ক্লেশানাং বিপর্য্যয়ান্বয়নিরপেক্ষাণাং স্বরূপমুপলভ্যতে। তস্যাঞ্চ মিথ্যাভূতায়াং সম্যগ্‌জ্ঞানেন নিবর্ত্তিতায়াং দগ্ধবীজকল্পানামেষাং ন কচিৎ প্ররোহোঽস্তি। ইত্যবিদ্যানিমিত্তত্বমবিদ্যান্বয়শ্চৈষাং নিশ্চীয়তে। অতঃ সর্ব্বেঽপ্যবিদ্যাব্যপদেশভাজঃ। সর্ব্বেষাঞ্চ ক্লেশানাং চিত্তবিক্ষেপকারিত্বাৎ যোগিনা প্রথমমেব তদুচ্ছেদে যত্নঃ কর্ত্তব্য ইতি। অবিদ্যালক্ষণমাহ—

৫। অতস্মিংস্তদ্বিতি প্রতিভাসোঽবিদ্যেত্যবিদ্যায়াঃ সামান্যলক্ষণম্। তস্যা এব ভেদপ্রতিপাদনম্—অনিত্যেষু ঘটাদিষু নিত্যত্বাভিমানোঽবিদ্যেত্যুচ্যতে। এবমশুচিষু কায়াদিষু শুচিত্বাভিমানঃ। দুঃখেষু চ বিষয়েষু সুখত্বাভিমানঃ। অনাত্মনি শরীর আত্মত্বাভিমানঃ। এতেনাপুণ্যে পুণ্যভ্রমোঽর্থেঽনর্থভ্রমো ব্যাখ্যাতঃ। অস্মিতাং লক্ষয়িতুমাহ—

৬। দৃকশক্তিঃ পুরুষঃ। দর্শনশক্তীরজস্তমোভ্যামনভিভূতঃ সাত্ত্বিকঃ পরিণামোঽন্তঃকরণরূপঃ। তয়োর্ভোগ্যভোক্তৃত্বেন জড়াজড়ত্বেন চাত্যন্তভিন্নরূপয়োরেকতাভিমানোঽস্মিতেত্যুচ্যতে। যথা প্রকৃতির্বস্তুতঃ কর্তৃত্বভোক্তৃত্বরহিতাপি কর্ত্তাঽহং ভোক্তাঽহমিত্যভিমন্যতে। সোঽয়মভিমানোঽস্মিতাখ্যো বিপর্য্যাসঃ ক্লেশঃ। রাগস্য লক্ষণমাহ—

৭। সুখমনুশেত ইতি সুখানুশয়ী সুখজ্ঞস্য সুখানুস্মৃতিপূর্ব্বকঃ সুখসাধনেষু তৃষ্ণারূপো গর্দ্ধো রাগসংজ্ঞঃ ক্লেশঃ। দ্বেষস্য লক্ষণমাহ—

৮। দুঃখং প্রতিকূললক্ষণম্। তদভিজ্ঞস্য তদনুস্মৃতিপূর্ব্বকস্তৎসাধনেষনভিলষতোযোঽয়ং নিন্দাত্মকঃ স দ্বেষলক্ষণঃ ক্লেশঃ। অভিনিবেশস্য লক্ষণমাহ—

৯। পূর্ব্বজন্মানুভূতমরণদুঃখানুভববাসনাবলাদ্ভয়রূপঃ সমুপজায়মানঃ শরীরবিষয়াদিভির্ম্মম বিয়োগো মাভূদিত্যন্বহমনুবন্ধরূপা সর্ব্বস্যৈবা কৃমের্ব্রহ্মপর্য্যন্তস্য নিমিত্তং বিনা প্রবর্ত্তমানোঽভিনিবেশাখ্যঃ ক্লেশঃ। তদেবং ব্যুত্থানস্য ক্লেশাত্মকত্বাদেকাগ্রতাভ্যাসেন প্রথমং ক্লেশাঃ পরিহর্ত্তব্যাঃ। ন চাজ্ঞাতানাং তেষাং পরিহারঃ শক্যঃ কর্ত্তুমিতি তজ্জ্ঞানায় তেষামুদ্দেশং ক্ষেত্রং বিভাগং লক্ষণঞ্চাভিধায় স্থূলসূক্ষ্মভেদভিন্নানাং তেষাং প্রহাণোপায়বিভাগমাহ—

১০। তে সূক্ষ্মা ক্লেশা যে বাসনারূপেণ স্থিতা ন বৃত্তিরূপং পরিণামমারভন্তে। তে প্রতিপ্রসবেন প্রতিলোমপরিণামেন হেয়াস্ত্যক্তব্যাঃ। স্বকারণেঽস্মিতায়াং কৃতার্থং সবাসনং চিত্তং যদা প্রবিষ্টং ভবতি তদা কুতস্তেষাং নির্ম্মূলানাং সম্ভবঃ। স্থূলানাং হানোপায়মাহ—

১১। তেষাং ক্লেশানামারব্ধকার্য্যাণাং যাঃ সুখদুঃখমোহাত্মিকা বৃত্তয়স্তাধ্যানেনৈব চিত্তৈকাগ্রতালক্ষণেন হেয়া হাতব্যা ইত্যর্থঃ। চিত্তপরিকর্ম্মাভ্যাসমাত্রেণৈব স্থূলত্বাত্তাসাং নিবৃত্তির্ভবতি। যথা বস্ত্রাদৌ স্থূলোমলঃ প্রক্ষালনমাত্রেণৈব নিবর্ত্ততে। যস্তু সূক্ষ্মঃ স তৈস্তৈরুপায়ৈরুত্তাপনপ্রভৃতিভিরেব নিবর্ত্তয়িতুং শক্যতে। এবং ক্লেশানাং তত্ত্বমভিধায় কর্ম্মাশয়স্যাভিধাতুমাহ—

১২। কর্ম্মাশয় ইত্যনেন তস্য স্বরূপমভিহিতম্। যতো বাসনারূপাণ্যেব কর্ম্মাণি। ক্লেশমূল ইত্যনেন কারণমভিহিতং। যতঃ কর্ম্মণাং শুভাশুভানাং ক্লেশ এব নিমিত্তম্। দৃষ্টাদৃষ্টজন্মবেদনীয় ইত্যনেন ফলমুক্তম্। অস্মিন্নেব জন্মন্য-নুভবনীয়োদৃষ্টজন্মবেদনীয়োজন্মান্তরানুভবনীয়োঽদৃষ্টজন্মবেদনীয়ঃ। তথা-হি কানিচিৎ পুণ্যানি দেবারাধনাদীনি তীব্রসংবেগেন কৃতানীহৈব জন্মনি ফলং জাত্যায়ুর্ভোগলক্ষণং প্রযচ্ছন্তি। যথা নন্দীশ্বরস্য ভগবন্মহেশ্বরারাধন-বলাদিহৈব জন্মনি জাত্যাদয়োবিশিষ্টাঃ প্রাদুর্ভূতাঃ। এবমন্যেষাং বিশ্বা-মিত্রাদীনাং তপঃপ্রভাবাৎ জাত্যায়ুষী। কেষাঞ্চিজ্জাতিরেব। যথা তীব্র-সংবেগেন দুষ্টকর্ম্মকৃতাং নহুষাদীনাং জাত্যন্তরাদিপরিণামঃ। উর্ব্বশ্যাশ্চ কার্ত্তিকেয়-বনে লতারূপতয়া। এবং ব্যস্তসমস্তরূপত্বেন যথাযোগং যোজ্যম্। ইদানীং জাত্যন্তরাদিপরিকর্ম্মাশয়স্য স্বভেদভিন্নং ফলমাহ—

১৩। মূলমুক্তলক্ষণাঃ ক্লেশাঃ। তেষনুভূতেষু সৎসু কর্ম্মণাং কুশলাকুশল-রূপাণাং বিপাকঃ ফলং জাত্যায়ুর্ভোগা ভবন্তি। জাতির্ম্মনুষ্যত্বাদিঃ। আয়ুঃ চিরকালং কায়সম্বন্ধঃ। ভোগা বিষয়া ইন্দ্রিয়াণি সুখদুঃখসংবিচ্চ। কর্ম্ম-করণ-ভাব-সাধনব্যুৎপত্ত্যা ভোগশব্দস্য (তথাবিধোঽর্থঃ)। ইদমত্র তাৎপর্য্যম্—চিত্তভূমাবনাদিকালসঞ্চিতাঃ কর্ম্মবাসনা যথা যথা পাকমুপযান্তি তথা তথা গুণপ্রধানভাবেন স্থিতা জাত্যায়ুর্ভোগলক্ষণং স্বকার্য্যমারভন্তে। উক্তানাং কর্ম্মফলত্বেন জাত্যাদীনাং স্বকারণকর্ম্মানুসারেণ কার্য্যকর্ত্তৃত্বমাহ—

১৪। হ্লাদঃ সুখম্। পরিতাপোদুঃখম্। হ্লাদপরিতাপৌ ফলং যেষাং তে তথোক্তাঃ। পুণ্যং কুশলং কর্ম্ম তদ্বিপরীতমপুণ্যম্। তে পুণ্যাপুণ্যে কারণে যেষাং তেষাং ভাবস্তস্মাৎ। এতদুক্তং ভবতি—পুণ্যকর্ম্মারব্ধা জাত্যা-য়ুর্ভোগা হ্লাদফলাঃ অপুণ্যকর্ম্মারব্ধাঃ পরিতাপফলাঃ। এতচ্চ প্রাণিমাত্রাপেক্ষয়া দ্বৈবিধ্যম্। যোগিনস্তু সর্ব্বং দুঃখমিত্যাহ—

১৫। পরিজ্ঞাতক্লেশাদিবিবেকস্য পরিদৃশ্যমানং সকলমেব ভোগসাধনং সবিষান্নবদ্দুঃখমেব। প্রতিকূলবেদনীয়মেবেত্যর্থঃ। যস্মাদত্যন্তাভিজাতো যোগী দুঃখলেশেনাপ্যুদ্বিজতে। যথাক্ষিপত্রমূর্ণাতন্তুস্পর্শমাত্রেণৈব মহতীং পীড়ামনুভবতি নেতরদঙ্গং তথা বিবেকী স্বল্পদুঃখানুবন্ধেনাপি বিরজ্যতে। কথমিত্যাহ—পরিণাম-তাপ-সংস্কার-দুঃখৈর্ব্বিষয়াণামুপভুজ্যমানানাং যথাযথং গর্দ্ধাভিবৃদ্ধেস্তদপ্রাপ্তিকৃতস্য দুঃখাপরিহার্য্যতয়া দুঃখান্তরসাধনত্বাচ্চান্ত্যেব দুঃখরূপত্বেতি পরিণামদুঃখম্। উপভুজ্যমানেষু সুখসাধনেষু তৎপরিপন্থিনং

প্রতি দ্বেষস্য সর্ব্বদৈবাবস্থিতত্বাৎ সুখানুভবকালেঽপি তাপদুঃখং দুষ্পরিহর-মিতি তাপদুঃখতা। সংস্কারদুঃখত্বঞ্চ স্বাভিমতানভিমতবিষয়সন্নিধানেঽপি সুখ-সংবিৎ দুঃখসংবিচ্চোপজায়মানা তথাবিধমেব স্বক্ষেত্রে সংস্কারমারভতে। সংস্কারাচ্চ পুনস্তথাবিধসংবিদনুভব ইত্যপরিমিতসংস্কারোৎপত্তিদ্বারেণ 'সংস্কারা-নুচ্ছেদাৎ সর্ব্বস্যৈব দুঃখত্বম্। গুণবৃত্তিবিরোধাচ্চেতি গুণানাং সত্ত্বরজস্তমসাং যা বৃত্তয়ঃ সুখদুঃখমোহরূপাঃ পরস্পরমভিভাব্যাভিভাবকত্বেন বিরুদ্ধা জায়ন্তে তাসাঞ্চ সর্ব্বত্রৈব দুঃখানুবেধাদ্দুঃখত্বম্। এতদুক্তম্ভবতি—ঐকান্তিকীমাত্য-ন্তিকীঞ্চ দুঃখনিবৃত্তিমিচ্ছতোবিবেকিন উক্তরূপকারণচতুষ্টয়েন যাবৎ সর্ব্বে বিষয়া দুঃখরূপতয়া প্রতিভান্তি। তস্মাৎ সর্ব্বকর্ম্মবিপাকোদুঃখরূপ এবেত্যুক্ত-ম্ভবতি। তদেবমুক্তক্লেশকর্ম্মাশয়বিপাকরাশেরবিদ্যাপ্রভবত্বাৎ অবিদ্যায়াশ্চ মিথ্যাজ্ঞানরূপতয়া সম্যগ্জ্ঞানোচ্ছেদ্যত্বাৎ সম্যগ্জ্ঞানস্য চ সসাধনহেয়ো-পাদেয়াবধারণরূপত্বাত্তদভিধানায়াহ—

১৬। ভূতস্য ব্যতিক্রান্তত্বাদনুভূয়মানস্য চ ত্যক্তুমশক্যত্বাদনাগতমেব সংসারদুঃখং হাতব্যমিত্যুক্তং ভবতি। হেয়হেতুমাহ—

১৭। দ্রষ্টা চিদ্রূপঃ পুরুষঃ। দৃশ্যং বুদ্ধিতত্ত্বং। তয়োরবিবেকখ্যাতিপূর্ব্বকো যোঽসৌ সংযোগোভোগ্যভোক্তৃত্বেন সন্নিধানং স হেয়স্য দুঃখস্য গুণ-পরিণামরূপস্য সংসারস্য হেতুঃ কারণম্। তন্নিবৃত্ত্যা সংসারনিবৃত্তির্ভবতি ইত্যর্থঃ। দ্রষ্টৃদৃশ্যয়োঃ সংযোগ ইত্যুক্তম্। তত্র দৃশ্যস্য স্বরূপং কার্য্যং প্রয়ো-জনঞ্চাহ—

১৮। প্রকাশঃ সত্ত্বস্য ধর্ম্মঃ, ক্রিয়া প্রবৃত্তিরূপা রজসঃ, স্থিতির্নিয়মনরূপা তমসঃ, তাঃ প্রকাশক্রিয়াস্থিতয়ঃ শীলং স্বাভাবিকং রূপং যস্য তত্তথাবিধ-মিতি স্বরূপমস্য নির্দ্দিষ্টম্। ভূতেন্দ্রিয়াত্মকমিতি—ভূতানি 'স্থূলসূক্ষ্মভেদেন দ্বিবিধানি পৃথিব্যাদীনি গন্ধতন্মাত্রাদীনি চ, ইন্দ্রিয়াণি—বুদ্ধীন্দ্রিয়কর্ম্মেন্দ্রিয়া-ন্তঃকরণভেদেন ত্রিবিধানি। উভয়মেতদ্গ্রাহ্যগ্রহণরূপমাত্মা স্বরূপাভিন্নঃ পরিণামো যস্য তত্তথাবিধমিত্যনেন কার্য্যমস্যোক্তম্। ভোগঃ কথিতলক্ষণো-ঽপবর্গোবিবেকখ্যাতিপূর্ব্বিকা সংসারনিবৃত্তিঃ। তৌ ভোগাপবর্গাবর্থঃ প্রয়ো-জনং যস্য তত্তথাবিধং দৃশ্যমিত্যর্থঃ। তত্র চ দৃশ্যস্য নানাবস্থারূপপরিণামাত্ম-কস্য হেয়ত্বেন জ্ঞাতব্যত্বাদবস্থাঃ কথয়িতুমাহ—

১৯। গুণানাং পর্ব্বাণ্যবস্থাবিশেষাশ্চত্বারো জ্ঞাতব্যা ইত্যুপদিষ্টম্ভবতি। তত্র বিশেষা মহাভূতেন্দ্রিয়াণি, অবিশেষাস্তন্মাত্রান্তঃকরণে, লিঙ্গমাত্রং বুদ্ধি-

রলিঙ্গমব্যক্তমিত্যুক্তম্। সর্ব্বত্র গুণরূপস্যাব্যক্তস্যান্বয়িত্বেন প্রত্যভিজ্ঞানাদবগু-জ্ঞাতব্যত্বেন যোগকালে চত্বারি পর্ব্বাণি নির্দ্দিষ্টানি। এবং হেয়ত্বেন দৃশ্যস্য প্রথমং জ্ঞাতব্যত্বাৎ তদবস্থাসহিতং ব্যাখ্যায়োপাদেয়ং দ্রষ্টারং ব্যা-কর্ত্তুমাহ—

২০। দ্রষ্টা পুরুষোদৃশিমাত্রশ্চেনামাত্রঃ। মাত্রগ্রহণং ধর্ম্মধর্ম্মিভাবনিরাসার্থম্। কেচিদ্ধি চেতনামাত্মনোধর্ম্মমিচ্ছন্তি। স শুদ্ধোঽপি পরিণামিত্বাদ্যভাবেন সুপ্রতিষ্ঠোঽপি প্রত্যয়ানুপশ্যঃ। প্রত্যয়া বিষয়োপরক্তানি জ্ঞানানি তানি স্বাব্যবধানেন প্রতিসংক্রমাদ্যভাবেন পশ্যতি। এতদুক্তং ভবতি—জাত-বিষয়োপরাগায়ামেব বুদ্ধৌ সন্নিধানমাত্রেণৈব পুরুষস্য দ্রষ্টৃত্বমিতি। স এব ভোক্তেত্যাহ—

২১। দৃশ্যস্য প্রাগুক্তলক্ষণস্য আত্মা যঃ স্বরূপঃ স তদর্থস্তস্য পুরুষস্য ভোক্তৃত্বসম্পাদনং নাম স্বার্থপরিহারেণ প্রয়োজনম্। ন হি প্রধানং প্রবর্ত্ত-মানমাত্মনঃ কিঞ্চিৎ প্রয়োজনমপেক্ষ্য প্রবর্ত্ততে কিন্তু পুরুষস্য ভোগং সম্পা-দয়ামীতি। যদেবং পুরুষস্য ভোগসম্পাদনমেব প্রয়োজনং তদা সম্পাদিতে তস্মিন্ তন্নিষ্প্রয়োজনং বিরতব্যাপারং স্যাৎ তস্মিংশ্চ পরিণামশূন্যে শুদ্ধত্বাৎ সর্ব্বে দ্রষ্টারোবন্ধরহিতাঃ স্যুস্ততশ্চ সংসারোচ্ছেদ ইত্যাশঙ্ক্যাহ—

২২। যদ্যপি বিবেকখ্যাতিপর্য্যন্তাৎ ভোগসম্পাদনাৎ কমপি কৃতার্থং পুরুষং প্রতি নষ্টং বিরতব্যাপারং তথাপি সর্ব্বপুরুষসাধারাণত্বাদন্যান্ প্রত্য-নষ্টব্যাপারমবতিষ্ঠতে। অতঃ প্রধানস্য সকলভোক্তৃসাধারাণত্বান্ন কদাচিদপি বিনাশ একস্য মুক্তৌ বা ন সর্ব্বেষাং মুক্তিপ্রসঙ্গ ইত্যুক্তম্ভবতি। দৃশ্যদ্রষ্টারৌ ব্যাখ্যায় সংযোগং ব্যাখ্যাতুমাহ—

২৩। কার্য্যদ্বারেণাঽস্য লক্ষণং করোতি। স্বশক্তির্দৃশ্যস্য স্বভাবঃ। স্বামি-শক্তির্দ্রষ্টুঃ স্বরূপম্। তয়োর্দ্বয়োরপি সংবেদ্যসংবেদকত্বেন (সংবেদ্যেত্যত্র সর্ব্বপর্ব্বাণি ইতি কচিৎ পুস্তকে) ব্যবস্থিতয়োর্যা স্বরূপোপলব্ধিস্তস্যাঃ কারণং সংযোগঃ। স চ সহজো ভোগ্যভোক্তৃভাবস্বরূপান্নান্যঃ। ন হি তয়োর্নিত্যয়োর্ব্যাপকয়োশ্চ স্বরূপাতিরিক্তঃ কশ্চিৎ সংযোগঃ। যদেব ভোগ্যস্য ভোগ্যত্বং ভোক্তুশ্চ ভোক্তৃত্বমনাদিসিদ্ধং স এব সংযোগঃ। তস্যাপি কারণমাহ—

২৪। যা পূর্ব্বং বিপর্য্যাসাত্মিকা মোহরূপাঽবিদ্যা ব্যাখ্যাতা সা। তস্যাবিবেকখ্যাতিরূপস্য সংযোগস্য কারণং হেয়ং হানক্রিয়ায়াঃ কর্ম্মোচ্যতে। কিং পুনস্তদ্ধানমিত্যাহ—

২৫। তস্যা অবিদ্যায়াঃ স্বরূপবিরুদ্ধেন সম্যগ্‌জ্ঞানেন উন্মূলিতায়া যোঽয়মভাবস্তস্মিন্ সতি তৎকার্য্যস্য সংযোগস্যাভাবস্তদ্ধানমিত্যুচ্যতে। অয়মর্থঃ—নৈতস্য মূর্ত্তদ্রব্যবৎ পরিত্যাগো যুজ্যতে কিন্তু জাতায়াং বিবেকখ্যাতাববিবেকনিমিত্তঃ সংযোগঃ স্বয়মেব নিবর্ত্তত ইতি তস্য হানম্। যদেব চ সংযোগস্য হানং তদেব নিত্যকৈবল্যস্যাপি পুরুষস্য কৈবল্যং ব্যপদিশ্যতে। তদেবং সংযোগস্য স্বরূপং কারণং কার্য্যঞ্চাভিহিতম্। অথ হানোপায়কথনদ্বারেণোপাদেয়কারণমাহ—

২৬। অন্যে গুণা অন্যঃ পুরুষঃ ইত্যেবংবিধস্য বিবেকস্য খ্যাতিঃ প্রখ্যা সা হানস্য দৃশ্যপরিত্যাগস্যোপায়ঃ কারণম্। কীদৃশী অবিপ্লবা ন বিদ্যতে বিপ্লবো বিচ্ছেদোঽন্তরান্তরাব্যুত্থানরূপো যস্যাঃ সা অবিপ্লবা। ইদমত্র তাৎপর্য্যম্—প্রতিপক্ষভাবনাবলাদবিদ্যাপ্রবিলয়ে বিনিবৃত্তজ্ঞাতৃকর্ত্তৃত্বাভিমানায়া রজস্তমোমলানভিভূতায়া বুদ্ধেরন্তর্ম্মুখায়া যা চিচ্ছায়াসংক্রান্তিঃ সা বিবেকখ্যাতিরিত্যুচ্যতে। তস্যাঞ্চ সন্ততত্বেন প্রবৃত্তায়াং দৃশ্যাধিকারনিবৃত্তের্ভবত্যেব কৈবল্যম্। উৎপন্নবিবেকখ্যাতেঃ পুরুষস্য যাদৃশী প্রজ্ঞা ভবতি তাং কথয়ন্ বিবেকখ্যাতেরেব স্বরূপমাহ—

২৭। তস্যোৎপন্নবিবেকজ্ঞানস্য জ্ঞাতব্যবিবেকরূপা প্রজ্ঞা প্রান্তভূমৌ সকলসালম্বনসমাধিভূমিপর্য্যন্তং সপ্তপ্রকারা ভবতি। তত্র কার্য্যবিমুক্তিরূপা চতুষ্প্রকারা। জ্ঞাতং ময়া জ্ঞেয়ং ন জ্ঞাতব্যং কিঞ্চিদস্তি, ক্ষীণা মে ক্লেশা ন মে কিঞ্চিৎ ক্ষেতব্যমস্তি. অধিগতং ময়া হানং (জ্ঞানমিতি বা), প্রাপ্তা ময়া বিবেকখ্যাতিরিতি প্রত্যয়ান্তরপরিহারেণ তস্যামবস্থায়ামীদৃশ্যেব প্রজ্ঞা জায়তে। ঈদৃশী প্রজ্ঞা কার্য্যবিষয়কং নির্ম্মলং জ্ঞানং কার্য্যবিমুক্তিরিত্যুচ্যতে। চিত্তবিমুক্তিস্ত্রিধা। চরিতার্থা মে বুদ্ধিগুণাঃ কৃতাধিকারা গিরিশিখরনিপতিতা ইব গ্রাবাণো ন পুনঃ স্থিতিং যাস্যন্তি। স্বকারণে প্রবিলয়াভিমুখানাং মোহাভিধানমূলকারণাভাবান্নিষ্প্রয়োজনত্বাচ্চামীষাং কুতঃ প্ররোহঃ? স্বাত্মীভূতশ্চ মে সমাধিস্তস্মিন্ সতি স্বরূপপ্রতিষ্ঠোঽহমিতীদৃশী ত্রিপ্রকারা চিত্তবিমুক্তিঃ। তদেবমীদৃশ্যাং সপ্তবিধপ্রান্তভূমিপ্রজ্ঞায়ামুপজাতায়াং পুরুষঃ কেবল ইত্যুচ্যতে। বিবেকখ্যাতিঃ সংযোগাভাবহেতুরিত্যুক্তং তস্যাস্তূৎপত্তৌ কিং নিমিত্তমিত্যাহ—

২৮। যোগাঙ্গানি বক্ষ্যমাণানি তেষামনুষ্ঠানাৎ জ্ঞানপূর্ব্বকাদভ্যাসাদা বিবেকখ্যাতেরবিশুদ্ধিক্ষয়ে চিত্তসত্ত্বস্য প্রকাশাবরণলক্ষণক্লেশরূপাঽশুদ্ধিক্ষয়ে যা জ্ঞানদীপ্তিস্তারতম্যেন সাত্ত্বিকঃ পরিণামোবিবেকখ্যাতিপর্য্যন্তস্তস্যাঃ খ্যাতে-

হেতুরিত্যর্থঃ। যোগাঙ্গানুষ্ঠানাদবিশুদ্ধিক্ষয় ইত্যুক্তং কানি পুনস্তানি যোগাঙ্গানীতি তেষামুদ্দেশমাহ—

২৯। ইহ কানিচিৎ সমাধেঃ সাক্ষাদুপকারকত্বেনান্তরাণ্যঙ্গানি যথা ধারণাদীনি। কানিচিৎ প্রতিপক্ষভূতহিংসাদিবিতর্কোন্মূলনদ্বারেণ সমাধেরুপকুর্ব্বন্তি যথা যমনিয়মাদয়ঃ। তত্রাসনাদীনামুত্তরোত্তরমুপকারকত্বং যথা সত্যাসনজয়ে প্রাণায়ামস্থৈর্য্যম্। এবমুত্তরত্রাপি যোজ্যম্। ক্রমেণৈষাং স্বরূপমাহ—

৩০। তত্র প্রাণবিয়োগপ্রয়োজনব্যাপারোহিংসা। সা চ সর্ব্বানর্থহেতুঃ। তদভাবোঽহিংসা। হিংসায়াঃ সর্ব্বপ্রকারেণৈব পরিহার্য্যত্বাৎ প্রথমং তদভাবরূপায়া অহিংসায়া নির্দ্দেশঃ। সত্যং বাঙ্মনসয়োর্যথার্থত্বম্। স্তেয়ং পরস্বাপহরণম্। তদভাবোঽস্তেয়ম্। ব্রহ্মচর্য্যমুপস্থসংযমঃ। অপরিগ্রহোভোগসাধনানামনঙ্গীকারঃ। তে এতে অহিংসাদয়ঃ পঞ্চ যমশব্দবাচ্যা যোগাঙ্গত্বেন নির্দ্দিষ্টাঃ। এষাং বিশেষমাহ—

৩১। জাতির্ব্রাহ্মণত্বাদিঃ। দেশস্তীর্থাদিঃ। কালশ্চতুর্দ্দশ্যাদিঃ। সময়োব্রাহ্মণপ্রয়োজনাদিঃ। এতৈশ্চতুর্ভিরনবচ্ছিন্নাঃ পূর্ব্বোক্তা অহিংসাদয়োযমাঃ সর্ব্বাসু ক্ষিপ্তাদিষু চিত্তভূমিষু ভবা মহাব্রতমুচ্যতে। তদ্যথা—ব্রাহ্মণং ন হনিষ্যামি, তীর্থে কঞ্চন ন হনিষ্যামি, চতুর্দ্দশ্যাং ন হনিষ্যামি, দেবব্রাহ্মণাদ্যর্থব্যতিরেকেণ ন হনিষ্যামি ইতি। এবং চতুর্ব্বিধাবচ্ছেদব্যতিরেকেণ কঞ্চিৎ কচিৎ কদাচিৎ কস্মিংশ্চিদপ্যর্থে ন হনিষ্যামীত্যনবচ্ছিন্না। এবং সত্যাদিষু যথাযোগং যোজ্যম্। ইত্থমনিয়তীকৃতাঃ সামান্যেনৈব প্রবৃত্তা মহাব্রতমিত্যুচ্যতে ন পুনঃ পরিচ্ছিন্নাবধারণম্। নিয়মানাহ—

৩২। শৌচং দ্বিবিধং বাহ্যমাভ্যন্তরঞ্চ। বাহ্যং মৃজ্জলাদিভিঃ কায়ক্ষালনম্। আভ্যন্তরং মৈত্র্যাদিভিশ্চিত্তমলানাং প্রক্ষালনম্। সন্তোষস্তুষ্টিঃ। শেষাঃ প্রাগেব কৃতব্যাখ্যানাঃ। এতে শৌচাদয়োনিয়মশব্দবাচ্যাঃ। কথমেষাং যোগাঙ্গত্বমিত্যত আহ—

৩৩। বিতর্ক্যন্ত ইতি বিতর্কা যোগপরিপন্থিনো হিংসাদয়ঃ। তেষাং প্রতিপক্ষভাবনে সতি যদা বাধোভবতি তদা যোগঃ সুকরো ভবতীতি ভবত্যেব যমনিয়মযোর্যোগাঙ্গত্বম্। ইদানীং বিতর্কাণাং স্বরূপং ভেদং (প্রকারং) কারণং ফলঞ্চ ক্রমেণাহ—

৩৪। এতে পূর্ব্বোক্তা হিংসাদয়ঃ প্রথমং ত্রিধা ভিদ্যন্তে। কৃতকারিতানুমোদনভেদেন। তত্র স্বয়ং নিষ্পাদিতাঃ কৃতাঃ। কুরু কুর্ব্বিতি প্রযো-

ত্বকব্যাপারেণ সমুৎপাদিতাঃ কারিতাঃ।৯ অন্তেন ক্রিয়মাণাঃ সাক্ষিত্বাঙ্গীকৃতা অনুমোদিতাঃ। এতচ্চ ত্রৈবিধ্যং পরস্পরব্যামোহনিরাকরণায়োচ্যতে। অন্যথা মন্দমতিরেবং মন্যেত ন ময়া স্বয়ং হিংসা কৃতেতি নাস্তি মে দোষ ইতি। এতেষাং কারণপ্রতিপাদনায়াহ—লোভক্রোধমোহপূর্ব্বকা ইতি। যদ্যপি লোভক্রোধৌ প্রথমং নির্দ্দিষ্টৌ তথাপি সর্ব্বক্লেশানাং মোহস্তাঽনাত্মন্যাত্মাভিমান-লক্ষণস্য নিদানত্বাৎ তস্মিন্ সতি স্বপরবিভাগপূর্ব্বকত্বেন লোভক্রোধাদীনা-মুদ্ভবাৎ মূলত্বমবসেয়ম্। মোহপূর্ব্বিকা সর্ব্বদোষজাতিরিত্যর্থঃ। লোভ-স্তৃষ্ণা। ক্রোধঃ কৃত্যাকৃত্যাবিবেকোন্মূলকঃ প্রজ্বলনাত্মকশ্চিত্তধর্ম্মঃ। প্রত্যেকং কৃতাদিভেদেন ত্রিপ্রকারা অপি হিংসাদয়ো মোহাদিকারণত্বেন ত্রিধা ভিদ্যন্তে। তেষামেব পুনরবস্থাভেদেন ত্রৈবিধ্যমাহ—মৃদুমধ্যাধিমাত্রাঃ। মৃদবো মন্দা ন তীব্রা নাপি মধ্যাঃ। মধ্যা ন মন্দা নাপি তীব্রাঃ। অধিমাত্রা-স্তীব্রা ন মধ্যা নাপি মন্দাঃ। ইতি নব ভেদাঃ। ইত্থং ত্রৈবিধ্যে সতি সপ্ত-বিংশতিঃ। মৃদ্বাদীনামপি প্রত্যেকং মৃদুমধ্যাধিমাত্রভেদাত্ত্রৈবিধ্যং সম্ভবতি। তদ্‌যথাযোগং যোজ্যম্। তদ্‌যথা—মৃদুমৃদুর্মৃদুমধ্যোমৃদুতীব্র ইতি। এতেষাং ফলমাহ—দুঃখাজ্ঞানানন্তফলাঃ। দুঃখং প্রতিকূলতয়াঽবভাসমানোরাজস-শ্চিত্তধর্ম্মঃ। অজ্ঞানং মিথ্যাজ্ঞানং সংশয়বিপর্য্যয়রূপম্। তে দুঃখা-জ্ঞানে। অনন্তমপরিচ্ছিন্নং ফলং যেষাং তে তথোক্তাঃ। ইত্থং তেষাং স্বরূপ-কারণাদিভেদেন জ্ঞাতানাং প্রতিপক্ষভাবনয়া যোগিনা পরিহারঃ কর্ত্তব্য ইত্যুপদিষ্টং ভবতি। এষামভ্যাসবশাৎ প্রকর্ষমাগচ্ছতামনুনিষ্পাদিন্যঃ সিদ্ধয়ো যথা ভবন্তি তথা ক্রমেণ প্রতিপাদয়িতুমাহ—

৩৫। তস্যাঽহিংসাং ভাবয়তঃ সন্নিধৌ সহজবিরোধিনামপ্যহিনকুলাদীনাং বৈরত্যাগোনির্মৎসরতয়াবস্থানং ভবতি। হিংস্রা হিংস্রত্বং ত্যজন্তীত্যর্থঃ। সত্যা-ভ্যাসবতঃ কিং কিং ভবতীত্যাহ—

৩৬। ক্রিয়মাণা হি ক্রিয়া যাগাদিকাঃ ফলং স্বর্গাদিকং প্রযচ্ছন্তি। তস্য তু সত্যাভ্যাসবতোযোগিনস্তথা সত্যং প্রকৃষ্যতে যথাঽকৃতায়ামপি ক্রিয়ায়াং যোগী ফলমাপ্নোতি। তদ্বচনাৎ যস্য কস্যচিৎ ক্রিয়ামকুর্ব্বতোঽপি ক্রিয়াফলং ভবতীত্যর্থঃ। অস্তেয়াভ্যাসবতঃ ফলমাহ—

৩৭। অস্তেয়ং যদাঽভ্যস্যতি যোগী তদা তস্য প্রকর্ষান্নিরভিলাষস্যাপি সর্ব্বতোদিক্কানি রত্নান্যুপতিষ্ঠন্তে। ব্রহ্মচর্য্যাভ্যাসস্য ফলমাহ—

৩৮। যঃ কিল ব্রহ্মচর্য্যমভ্যস্যতি তস্য তৎপ্রকর্ষান্নিরতিশয়ং বীর্য্যং

সামর্থ্যমাবির্ভবতি। বীর্য্যনিরোধো হি ব্রহ্মচর্য্যং তস্য প্রকর্ষাচ্ছরীরেন্দ্রিয়মনঃসু বীর্য্যং প্রকর্ষমাগচ্ছতি। অপরিগ্রহাভ্যাসস্য ফলমাহ—

৩৯। কথমিত্যস্য ভাবঃ কথন্তা। জন্মনঃ কথন্তা জন্মকথন্তা। তস্যাঃ সম্বোধঃ সম্যগ্‌জ্ঞানম্। জন্মান্তরে কোঽহমাসং কীদৃশঃ কিংকার্য্যকারীতি জিজ্ঞাসায়াং সর্ব্বমেব স সম্যক্ জানাতীত্যর্থঃ। ন কেবলং ভোগসাধন-পরিগ্রহ এব পরিগ্রহঃ যাবদাত্মনঃ শরীরপরিগ্রহোঽপি পরিগ্রহঃ। ভোগ-সাধনত্বাচ্ছরীরস্য। তস্মিন্ সতি রাগানুবন্ধাদ্‌বহির্মুখায়ামেব প্রবৃত্তৌ ন তাত্ত্বিকজ্ঞানপ্রাদুর্ভাবঃ। যদা পুনঃ শরীরাদিপরিগ্রহনৈরপেক্ষ্যেণ মাধ্যস্থ্য-মবলম্বতে তদা মধ্যস্থস্য রাগাদিত্যাগাৎ সম্যক্ জ্ঞানহেতুর্ভবত্যেব পূর্ব্বাঽপরজন্ম-সম্বোধঃ। উক্তা যমানাং সিদ্ধয়ঃ। অথ নিয়মানামাহ—

৪০। যঃ শৌচং ভাবয়তি তস্য স্বাঙ্গেষপি কারণস্বরূপপর্য্যালোচন-দ্বারেণ জুগুপ্সা ঘৃণা সমুপজায়তে। অশুচিরয়ং কায়ো নাত্রাগ্রহঃ কার্য্য ইত্যমুনৈব হেতুনা পরৈবৈশ্চ কায়বদ্ভিরসংসর্গঃ সংসর্গাভাবঃ সম্পদ্যতে। সংসর্গপরিবর্জ্জনং ভবতীত্যর্থঃ। যঃ কিল স্বমেব কায়ং জুগুপ্সতে তত্তদবস্থা-দর্শনাৎ স কথং পরকীয়ৈস্তথাভূতৈশ্চ কায়ৈঃ সংসর্গমনুভবতি? শৌচস্যৈব ফলান্তরমাহ—

৪১। ভবন্তীতি বাক্যশেষঃ। সত্ত্বং প্রকাশসুখাদ্যাত্মকম্। তস্য শুদ্ধিঃ রজস্তমোভ্যামনভিভবঃ। সৌমনস্যং খেদানুদ্ভবেন মানসী প্রীতিঃ। একা-গ্রতা নিয়তেন্দ্রিয়বিষয়ে চেতসঃ স্থৈর্য্যম্। ইন্দ্রিয়জয়োবিষয়পরাঙ্মুখানামিন্দ্রিয়াণাং স্বাত্মন্যবস্থানম্। আত্মদর্শনে বিবেকখ্যাতিরূপে চিত্তস্য যোগ্যত্বং সমর্থত্বম্। শৌচাভ্যাসবত এতে সত্ত্বশুদ্ধ্যাদয়ঃ ক্রমেণ প্রাদুর্ভবন্তি। তথাহি সত্ত্বশুদ্ধিঃ। সত্ত্বশুদ্ধেঃ সৌমনস্যম্। সৌমনস্যাদেকাগ্রতা। একাগ্রতায়া ইন্দ্রিয়জয়স্তস্মাদাত্ম-দর্শনযোগ্যতেতি। সন্তোষাভ্যাসস্য ফলমাহ—

৪২। সন্তোষপ্রকর্ষেণ যোগিনস্তথাবিধমান্তরং সুখমাবির্ভবতি যস্য বাহ্যবিষয়-সুখশতেনাপি ন সমম্। তপসঃ ফলমাহ—

৪৩। তপঃ সমভ্যস্যমানং চেতসঃ ক্লেশাদিলক্ষণাশুদ্ধিক্ষয়দ্বারেণ কায়েন্দ্রিয়াণাং সিদ্ধিমুৎকর্ষমাদধাতি। অয়মর্থঃ—চান্দ্রায়ণাদিনা চিত্তক্লেশক্ষয়স্তৎক্ষয়াদিন্দ্রিয়াদীনাং সূক্ষ্মব্যবহিতবিপ্রকৃষ্টদর্শনাদিসামর্থ্যমাবির্ভবতি। কায়স্য যথেচ্ছমণুত্বমহত্ত্বাদীনি। স্বাধ্যায়স্য ফলমাহ—

৪৪। অভিপ্রেতমন্ত্রজপাদিলক্ষণে স্বাধ্যায়ে প্রকৃষ্যমাণে যোগিন ইষ্টয়া-

হভিপ্রেত্বয়া দেবতয়া সম্প্রয়োগোভবতি, সা দেবতা প্রত্যক্ষা ভবতীত্যর্থঃ। ঈশ্বরপ্রণিধানস্য ফলমাহ—

৪৫। ঈশ্বরে যোহয়ং ভক্তিবিশেষস্তস্মাৎ সমাধেস্তল্লক্ষণস্যাবির্ভাবো ভবতি যস্মাৎ স ভগবানীশ্বরঃ প্রসন্নঃ সন্ অন্তরায়রূপান্ ক্লেশান্ পরিহৃত্য সমাধিমুদ্বোধয়তি। যমনিয়মানুক্ত্বাসনমাহ—

৪৬। আস্যতেহনেনেত্যাসনং পদ্মাসনদণ্ডাসনস্বস্তিকাসনাদি। তৎ যদা স্থিরং নিষ্কম্পং সুখমনুদ্বেজনীয়ঞ্চ ভবতি তদা তৎ যোগাঙ্গতাং ভজতে। তস্যৈব স্থিরসুখাপত্ত্যর্থমুপায়মাহ –

৪৭। তদাসনং প্রযত্নশৈথিল্যেনানন্ত্যসমাপত্ত্যা চ স্থিরং সুখঞ্চ ভবতীতি সম্বন্ধঃ। যদা যদাসনং বধ্নামীতীচ্ছাং করোতি প্রযত্নশৈথিল্যেঽপ্যক্লেশেনৈব তদাসনং নিষ্পদ্যতে। যদা চাকাশাদিগতে আনন্ত্যে চেতসঃ সমাপত্তিঃ ক্রিয়তে-ঽবধানেন তাদাত্ম্যমাপাদ্যতে তদা দেহাহঙ্কারাভাবান্নাসনং দুঃখজনকং ভবতি। অস্মিংশ্চাসনজয়ে সতি সমাধ্যন্তরায়ভূতা ন প্রভবন্ত্যঙ্গমেজয়ত্বাদয়ঃ। তস্যৈবানু-নিষ্পাদিতফলমাহ—

৪৮। তস্মিন্নাসনজয়ে সতি দ্বন্দ্বৈঃ শীতোষ্ণক্ষুতৃষ্ণাদিভির্যোগী নাভিহন্যত ইত্যর্থঃ। আসনজয়াদনন্তরং প্রাণায়ামমাহ—

৪৯। আসনজয়ে সতি তন্নিমিত্তকঃ প্রাণায়ামলক্ষণোযোগাঙ্গবিশেষো ঽনুষ্ঠেয়োভবতি। কীদৃশঃ? শ্বাসপ্রশ্বাসয়োর্গতিবিচ্ছেদলক্ষণঃ। শ্বাসপ্রশ্বাসৌ কৃতলক্ষণৌ। তয়োর্গতিবিচ্ছেদস্ত্রিধা রেচনাক্ষেপণপূরণধারণ বাহ্যা-ভ্যন্তরেষু স্থানেষু গতেঃ প্রবাহস্য বিচ্ছেদো ধারণং প্রাণায়াম উচ্যতে। তস্যৈব সুখাবগমায় বিভজ্য স্বরূপং কথয়তি—

৫০। বাহ্যবৃত্তিঃ শ্বাসোরেচকঃ। আন্তর্বৃত্তিঃ প্রশ্বাসঃ পূরকঃ। স্তম্ভবৃত্তিঃ কুম্ভকঃ। তস্মিন্ জলমিব কুম্ভে নিশ্চলতয়া প্রাণা অবস্থাপ্যন্ত ইতি কুম্ভকঃ। ত্রিবিধোঽয়ং প্রাণায়ামো দেশেন কালেন সংখ্যয়া চোপলক্ষিতো দীর্ঘসূক্ষ্ম-সংজ্ঞো ভবতি। দেশেনোপলক্ষিতো যথা নাসাদ্বাদশান্তাদৌ। নাসামারভ্য দ্বাদশাঙ্গুলপর্য্যন্তমিত্যর্থঃ। কালেনোপলক্ষিতো যথা ষট্‌ত্রিংশন্মাত্রাদি-প্রমাণঃ। সংখ্যয়োপলক্ষিতো যথা ইয়তোবারান্ কৃত এতাবদ্ভিঃ শ্বাস-প্রশ্বাসৈঃ প্রথম উদ্‌ঘাতোভবতীত্যেতজ্জ্ঞানায় সংখ্যাগ্রহণমুপাত্তম্। উদ্‌ঘাতো নাভিমূলাৎ প্রেরিতস্য বায়োঃ শিরস্যভিহননম্। ত্রীন্ প্রাণায়ামা-নভিধায় চতুর্থমভিধাতুমাহ –

৫১। প্রাণস্য বাহ্যো বিষয়ো দ্বাদশান্তাদিঃ। আভ্যন্তরো বিষয়ো হৃদয়নাভিচক্রাদিঃ। তৌ দ্বৌ বিষয়াবাক্ষিপ্য পর্য্যালোচ্য যঃ স্তম্ভরূপোগতিবিচ্ছেদঃ স চতুর্থঃ প্রাণায়ামঃ। তৃতীয়স্মাৎ কুম্ভকাখ্যাদয়মস্য বিশেষঃ—স বাহ্যাভ্যন্তরৌ বিষয়াবপর্য্যালোচ্যৈব সহসা তপ্তোপলনিপতিতজলন্যায়েন যুগপৎ স্তম্ভবৃত্ত্যা নিষ্পদ্যতে। অস্য তু বিষয়দ্বয়াপেক্ষকো নিরোধঃ। অয়মপি পূর্ব্ববদ্দেশকালসংখ্যাভিরুপলক্ষিতো দ্রষ্টব্যঃ। চতুর্ব্বিধস্যাস্য ফলমাহ—

৫২। ততঃ তস্মাৎ প্রাণায়ামাৎ প্রকাশস্য চিত্তসত্ত্বগতস্য যদাবরণং ক্লেশরূপং তৎ ক্ষীয়তে বিনশ্যতীত্যর্থঃ। ফলান্তরমাহ—

৫৩। ধারণা বক্ষ্যমাণলক্ষণাস্তাসু। প্রাণায়ামৈঃ ক্ষীণদোষং মনো যত্র যত্র ধার্য্যতে তত্র তত্র স্থিরং ভবতি ন বিক্ষেপং ভজতে। প্রত্যাহারস্য লক্ষণমাহ—

৫৪। ইন্দ্রিয়াণি স্বস্ববিষয়েভ্যঃ প্রতীপমাহ্রিয়ন্তেঽস্মিন্নিতি প্রত্যাহারঃ। স চ কথং নিষ্পদ্যত ইত্যাহ—চক্ষুরাদীনামিন্দ্রিয়াণাং স্বঃ স্বোবিষয়োরূপাদিস্তেন সম্প্রয়োগস্তদাভিমুখ্যো বর্ত্তনং তদভাবস্তদাভিমুখ্যং পরিত্যজ্য স্বরূপমাত্রেঽবস্থানং তস্মিন্ সতি চিত্তস্বরূপমাত্রানুকারীণীন্দ্রিয়াণি ভবন্তি। যতশ্চিত্তমনুবর্ত্তমানানি মধুকররাজমিব মধুমক্ষিকাঃ সর্ব্বাণীন্দ্রিয়াণি প্রতীয়ন্তে অতশ্চিত্তনিরোধে তানি প্রত্যাহৃতানি ভবন্তি। তেষাং চিত্তস্বরূপানুকারঃ প্রত্যাহার উক্তঃ। ফলমাহ—

৫৫। অভ্যস্যমানে হি প্রত্যাহারে তথা বশ্যান্যায়ত্তানীন্দ্রিয়াণি সম্পদ্যন্তে যথা বাহ্যবিষয়াভিমুখতাং নীয়মানান্যপি ন যান্তীত্যর্থঃ।

তদেবং প্রথমপাদোক্তলক্ষণস্য যোগস্যাঙ্গভূতং ক্লেশতনূকরণফলং ক্রিয়াযোগমভিধায় ক্লেশানামুদ্দেশং স্বরূপং কারণং ক্ষেত্রং ফলঞ্চোক্ত্বা কর্ম্মণামপি ভেদং কারণং স্বরূপং ফলঞ্চাভিধায় বিপাকস্য স্বরূপং কারণঞ্চাভিহিতম্। ততস্ত্যাজ্যত্বাৎ ক্লেশাদীনাং জ্ঞানব্যতিরেকেণ ত্যাগস্যাশক্যত্বাৎ জ্ঞানস্য চ শাস্ত্রীয়ত্বাৎ শাস্ত্রস্য চ হেয়হেয়কারণোপাদেয়োপাদানকারণত্বেন চতুর্ব্ব্যূহত্বাৎ হেয়স্য চ হানব্যতিরেকেণ স্বরূপানিষ্পত্তের্হানসহিতং চতুর্ব্ব্যূহং স্বস্বকারণসহিতমভিধায় উপাদেয়কারণভূতায়া বিবেকখ্যাতেঃ কারণভূতানামন্তরঙ্গবহিরঙ্গভাবেন স্থিতানাং যোগাঙ্গানাং যমাদীনাং স্বরূপং ফলসহিতং ব্যাকৃত্য ধারণাপর্য্যন্তানাঞ্চাসনাদীনাং পরস্পরমুপকার্য্যোপকারকভাবেনাবস্থিতানামুদ্দেশমভিধায় প্রত্যেকং লক্ষণকরণপূর্ব্বকং ফলমভিহিতম্। তদয়ং যোগো

প্রাপ্তবীজভাব আসনপ্রাণায়ামৈরস্কুরিতঃ প্রত্যাহারেণ কুসুমিতোধারণাসমাধিভিঃ ফলিষ্যতীতি ব্যাখ্যাতঃ সাধনপাদঃ ॥

ইতি শ্রীরাজাধিরাজ-ভোজরাজ-বিরচিতায়াং রাজমার্ত্তণ্ডাভিধায়াং পাতঞ্জলযোগশাস্ত্রবৃত্তৌ দ্বিতীয়ঃ সাধনপাদঃ ॥

যৎপাদপদ্মস্মরণাদণিমাদিবিভূতয়ঃ।
ভবন্তি ভবিনামস্তু ভূতনাথঃ স ভূতয়ে ॥

১। তদেবং পূর্ব্বোদ্দিষ্টং ধারণাদ্যঙ্গত্রয়ং নির্ণেতুং সংযমসংজ্ঞাভিধান-পূর্ব্বকং বাহ্যাভ্যন্তরাদিসিদ্ধিপ্রতিপাদনায় লক্ষয়িতুমুপক্রমতে। তত্র ধারণায়াঃ স্বরূপমাহ—দেশে নাভিচক্রনাসাগ্রাদৌ চিত্তস্য বন্ধো বিষয়ান্তরপরিহারেণ যৎ স্থিরীকরণং সা চিত্তস্য ধারণেত্যুচ্যতে। অয়মর্থঃ—মৈত্র্যাদিচিত্তপরিকর্ম্ম-বাসিতান্তঃকরণেন যমনিয়মবতা জিতাসনেন পরিহৃতপ্রাণবিক্ষেপেণ প্রত্যা-হৃতেন্দ্রিয়গ্রামেণ নির্ব্বাধে প্রদেশে ঋজুকায়েন জিতদ্বন্দ্বেন যোগিনা নাসা-গ্রাদৌ সম্প্রজ্ঞাতস্য সমাধেরভ্যাসায় চিত্তস্য স্থিরীকরণং কর্ত্তব্যমিতি। ধারণা-মভিধায় ধ্যানমভিধাতুমাহ—

২। তত্র তস্মিন্ দেশে যত্র চিত্তং ধৃতং তত্র প্রত্যয়স্য জ্ঞানস্য যা এক-তানতা বিসদৃশপরিণামপরিহারদ্বারেণ যদেব ধারণায়ামবলম্বনীকৃতং তদবল-ম্বনতয়ৈব নিরন্তরমুৎপত্তিঃ সা ধ্যানমুচ্যতে। চরমং যোগাঙ্গং সমাধিমাহ—

৩। তদেবোক্তলক্ষণং ধ্যানং যত্রার্থমাত্রনির্ভাসম্ অর্থাকারসমাবেশাদ্ভূ-তার্থস্বরূপং গ্রাহ্যভূতজ্ঞানস্বরূপত্বেন স্বরূপশূন্যতামিবাপদ্যতে স সমাধিরিত্যুচ্যতে। সম্যগাধীয়তে একাগ্রীক্রিয়তে বিক্ষেপান্ পরিহৃত্য মনো যত্র স সমাধিঃ। উক্তলক্ষণস্য যোগাঙ্গত্রয়স্য ব্যবহারায় স্বশাস্ত্রে তান্ত্রিকীং সংজ্ঞাং কর্ত্তুমাহ—

৪। একস্মিন্ বিষয়ে ধারণাধ্যানসমাধিলক্ষণং ত্রিতয়ং প্রবর্ত্তমানং সংযমসংজ্ঞয়া শাস্ত্রে ব্যবহ্রিয়তে। তস্য ফলমাহ—

৫। তস্য সংযমস্য জয়াদভ্যাসেন সাত্ম্যোৎপাদনাৎ প্রজ্ঞায়া জ্ঞাতব্য-প্রবিবেকরূপায়া আলোকঃ প্রসরো (প্রকাশো) ভবতি। প্রজ্ঞাজ্ঞেয়ং সম্য-গবভাসয়তীত্যর্থঃ। তস্যোপযোগমাহ—

৬। তস্য সংযমস্য ভূমিষু স্থূলসূক্ষ্মালম্বনভেদেন স্থিতাসু চিত্ত-বৃত্তিষু বিনিয়োগঃ কর্ত্তব্যঃ। অধরামধরাং চিত্তভূমিং জিতাং জিতাং জ্ঞাত্বোত্তরস্যামুত্তরস্যাং ভূমৌ সংযমঃ কার্য্যঃ। ন হ্যসাক্ষীকৃতাধরভূমিরুত্তরস্যাং

ভূমৌ সংযমং কুর্ব্বাণঃ ফলভাগ্ ভবতি। সাধনপাদে যোগাঙ্গাক্টাবুপদিষ্ট পঞ্চানাং লক্ষণং বিধায় ত্রয়াণাং কথং ন কৃতমিত্যাশঙ্ক্যাহ—

৭। পূর্ব্বেভ্যো যমাদিভ্যো যোগাঙ্গেভ্যঃ পারম্পর্য্যেণ সমাধেরূপকারকেভ্যোধারণাদিযোগাঙ্গত্রয়ং সম্প্রজ্ঞাতস্য সমাধেরন্তরঙ্গং সমাধিস্বরূপনিষ্পাদনাৎ। তস্যাপি সমাধ্যন্তরাপেক্ষয়া বহিরঙ্গত্বমাহ—

৮। নির্ব্বীজস্য নিরালম্বনস্য শূন্যভাবনাঽপরপর্য্যায়স্য সমাধেরেতদপি যোগাঙ্গত্রয়ং বহিরঙ্গং পারম্পর্য্যোণোপকারকত্বাৎ। ইদানীং যোগসিদ্ধীরাখ্যাতুকামঃ সংযমস্য বিষয়পরিশুদ্ধিং কর্ত্তুং ক্রমেণ পরিণামত্রয়মাহ—

৯। ব্যুত্থানং ক্ষিপ্তমূঢ়বিক্ষিপ্তাখ্যং ভূমিত্রয়ম্। নিরোধঃ প্রকৃষ্টসত্ত্বস্যাঙ্গিতয়া চেতসঃ পরিণামঃ। তাভ্যাং ব্যুত্থাননিরোধাভ্যাং যৌ জনিতৌ সংস্কারৌ তয়োর্যথাক্রমমভিভবপ্রাদুর্ভাবৌ যদা ভবতঃ—অভিভবোন্যগ্‌ভূততয়া কার্য্যকরণাসামর্থ্যোনাবস্থানম্। প্রাদুর্ভাবোবর্ত্তমানেঽধ্বন্যভিব্যক্তরূপতয়াঽবস্থানম্। তদা নিরোধক্ষণে চিত্তস্যোভয়বৃত্তিত্বাদম্বয়ো যঃ স নিরোধপরিণাম ইত্যুচ্যতে। অয়মর্থঃ—যদা ব্যুত্থানসংস্কাররূপোধর্ম্মস্তিরোভবতি নিরোধসংস্কাররূপশ্চাবির্ভবতি ধর্ম্মিরূপতয়া চ চিত্তমুভয়ত্রাম্বয়িত্বেনাবস্থিতং প্রতীয়তে তদা স নিরোধপরিণামশব্দেন ব্যবহ্রিয়তে। চলত্বাদ্গুণবৃত্তস্য যদ্যপি চেতসোনিশ্চলত্বং নাস্তি তথাপ্যেবম্ভূতপরিণামঃ স্থৈর্য্যমুচ্যতে। অস্যৈব ফলমাহ—

১০। তস্য চেতস উক্তান্নিরোধসংস্কারাৎ প্রশান্তবাহিতা ভবতি। পরিহৃতবিক্ষেপতয়া সদৃশপ্রবাহপরিণামি চিত্তং ভবতীত্যর্থঃ। নিরোধপরিণামমভিধায় সমাধিপরিণামমাহ—

১১। সর্ব্বার্থতা চলত্বান্নানাবিধার্থগ্রহণং চিত্তস্য বিক্ষেপো ধর্ম্মঃ। একস্মিন্নেবালম্বনে সদৃশপরিণামতা একাগ্রত্বং তদপি চিত্তস্য ধর্ম্মঃ। তয়োর্যথাক্রমং ক্ষয়োদয়ৌ সর্ব্বার্থতালক্ষণস্য ধর্ম্মস্য ক্ষয়োঽত্যন্তমভিভবঃ একাগ্রতালক্ষণস্য ধর্ম্মস্য প্রাদুর্ভাবোঽভিব্যক্তিশ্চিত্তস্যোদ্রিক্তসত্ত্বস্যান্বয়িতয়াঽবস্থানং সমাধিপরিণাম ইত্যুচ্যতে। পূর্ব্বস্মাৎ পরিণামাদস্যায়ং বিশেষঃ—তত্র সংস্কারলক্ষণয়োর্ধর্ম্ময়োরভিভবপ্রাদুর্ভাবৌ পূর্ব্বস্য ব্যুত্থানসংস্কারস্য ন্যগ্‌ভাব উত্তরস্য নিরোধসংস্কাররূপস্যোদ্ভবোঽনভিভূতত্বেনাবস্থানম্। ইহ তু ক্ষয়োদয়াবিতি সর্ব্বার্থতারূপস্য বিক্ষেপস্যাত্যন্ততিরস্কারাদনুৎপত্তিরতীতেঽধ্বনি প্রবেশঃ ক্ষয়ঃ, একাগ্রতালক্ষণস্য ধর্ম্মস্যোদ্ভবোবর্ত্তমানেঽধ্বনি প্রকটত্বম্। তৃতীয়মেকাগ্রতাপরিণামমাহ—

১২। সমাহিতস্যৈব চিত্তস্যৈকঃ প্রত্যয়ো বৃত্তিবিশেষঃ শান্তোঽতীত-মধ্বানং প্রবিষ্টঃ। অপরস্তু উদিতো বর্ত্তমানেঽধ্বনি স্ফুরিতঃ। দ্বাবপি সমাহিতত্বেন তুল্যাবেকরূপালম্বনত্বেন সদৃশৌ প্রত্যয়াবুভয়ত্রাপি সমাহিত-স্যৈব চিত্তস্যান্বয়িত্বেনাবস্থানং স একাগ্রতাপরিণাম ইত্যুচ্যতে। চিত্তপরিণাম-মুক্তরূপমন্যত্রাতিদিশন্নাহ—

১৩। এতেন ত্রিবিধেনোক্তেন চিত্তপরিণামেন ভূতেষু স্থূলসূক্ষ্মেষু ইন্দ্রি য়েষু বুদ্ধিকর্ম্মান্তঃকরণভেদেনাবস্থিতেষু ধর্ম্মলক্ষণাবস্থাভেদেন ত্রিবিধঃ পরি-ণামোব্যাখ্যাতোঽবগন্তব্যঃ। তত্র স্থিতস্য ধর্ম্মিণঃ পূর্ব্বধর্ম্মনিবৃত্তৌ ধর্ম্মান্ত-রাপত্তির্ধর্ম্মপরিণামঃ। যথা মৃল্লক্ষণস্য ধর্ম্মিণঃ পিণ্ডরূপধর্ম্মপরিত্যাগেন ঘট-রূপধর্ম্মান্তরস্বীকারোধর্ম্মপরিণাম ইত্যুচ্যতে। লক্ষণপরিণামো যথা তস্যৈব ঘটস্যানাগতাধ্বপরিত্যাগেন বর্ত্তমানাধ্বস্বীকারস্তৎপরিত্যাগেন চাতীতাধ্ব-পরিগ্রহঃ। অবস্থাপরিণামো যথা তস্যৈব ঘটস্য প্রথমদ্বিতীয়য়োঃ সদৃশয়োঃ কাললক্ষণয়োরন্বয়িত্বেন। যতশ্চলং গুণবৃত্তং নাপরিণমমানং ক্ষণমপ্যাস্তে। নমু কোঽয়ং ধর্ম্মীত্যাশঙ্ক্য ধর্ম্মিণোলক্ষণমাহ—

১৪। শান্তা যে কৃতস্বস্বব্যাপারা অতীতেঽধ্বন্যনুপ্রবিষ্টাঃ। উদিতা যে অনাগতমধ্বানং পরিত্যজ্য স্বস্বব্যাপারং কুর্ব্বন্তি। অব্যপদেশ্যা যে শক্তি রূপেণ স্থিতা ব্যপদেষ্টুং ন শক্যন্তে। যথা সর্ব্বং সর্ব্বাত্মকমিত্যেবমাদয়ঃ। নিয়তকার্য্যকারণরূপয়া যোগ্যতয়াবচ্ছিন্না শক্তিরেবেহ ধর্ম্মশব্দেনাভিধীয়তে। তং ত্রিবিধমপি ধর্ম্মং যোঽনুপততান্নুবর্ত্ততেঽন্বয়িত্বেন স্বীকরোতি স শান্তো-দিত্যাব্যপদেশ্যধর্ম্মানুপাতী ধর্ম্মীত্যুচ্যতে। যথা সুবর্ণং রুচকরূপধর্ম্মপরি-ত্যাগেন স্বস্তিকরূপধর্ম্মান্তরপরিগ্রহে সুবর্ণরূপতয়াঽনুবর্ত্তমানম্। তেষু ধর্ম্মেষু কথঞ্চিদ্ভিন্নেষু ধর্ম্মিরূপতয়া সামান্যাত্মনা ধর্ম্মরূপতয়া চ বিশেষাত্মনাঽবস্থিত-মনপায়িত্বেনাবভাসতে। একস্য ধর্ম্মিণঃ কথমনেকে পরিণামা ইত্যাশঙ্ক্যাহ—

১৫। ধর্ম্মাণাম্ উক্তলক্ষণানাং যঃ ক্রমস্তস্য যৎ প্রতিক্ষণমন্যত্বং পরিদৃশ্য-মানং পরিণামস্যোক্তলক্ষণস্যান্যত্বে নানাবিধত্বে হেতুর্লিঙ্গং জ্ঞাপকং ভবতি। অয়মর্থঃ—যোঽয়ং নিয়তঃ ক্রমো মৃৎকণাৎ মৃৎপিণ্ডস্ততঃ কপালানি তেভ্যশ্চ ঘট ইত্যেবংরূপঃ পরিদৃশ্যমানঃ পরিণামস্যান্যত্বমাবেদয়তি তস্মিন্নেব ধর্ম্মিণি যো লক্ষণপরিণামস্যাঽবস্থাপরিণামস্য চ ক্রমঃ সোঽপ্যনেনৈব ন্যায়েন পরিণামান্যত্বে গমকোঽবগন্তব্যঃ। সর্ব্ব এব ভাবা নিয়তেনৈব ক্রমেণ প্রতিক্ষণং পরিণমমানাঃ পরিদৃশ্যন্তে। অতঃ সিদ্ধং ক্রমান্যত্বাৎ

পরিণামান্তত্বম্। সর্ব্বেষাং চিত্তাদীনাং পরিণমমানানাং কেচিদ্ধর্ম্মাঃ প্রত্য-ক্ষেণৈবোপলভ্যন্তে যথা সুখাদয়ঃ সংস্থানাদয়শ্চ। কেচিচ্চৈকান্তেনানুমান-গম্যা যথা ধর্ম্মসংস্কারশক্তিপ্রভৃতয়ঃ। ধর্ম্মিণশ্চ ভিন্নাভিন্নরূপতয়া সর্ব্বত্রানু-গমঃ। ইদানীমুক্তস্য সংযমস্য বিষয়প্রদর্শনদ্বারেণ সিদ্ধীঃ প্রতিপাদয়িতুমাহ—

১৬। ধর্ম্মলক্ষণাবস্থাভেদেন যৎ পরিণামত্রয়মুক্তং তত্র সংযমাৎ তস্মিন্ বিষয়ে পূর্ব্বোক্তসংযমস্য করণাদতীতানাগতজ্ঞানং যোগিনঃ সম্যগাবির্ভবতি। ইদমত্র তাৎপর্য্যম্—অস্মিন্ ধর্ম্মিণ্যয়ং ধর্ম্ম ইদং লক্ষণমিয়মবস্থা চানাগতা-দধ্বনঃ সমেত্য বর্ত্তমানেঽধ্বনি স্বং ব্যাপারং বিধায়াতীতমধ্বানং প্রবিশ-তীত্যেবং পরিহৃতবিক্ষেপতয়া যদা সংযমং করোতি তদা যৎকিঞ্চিদতিক্রান্ত-মনুৎপন্নং বা তৎ সর্ব্বং যোগী বিজানাতি। যতশ্চিত্তস্য শুদ্ধসত্ত্বপ্রকাশ-রূপত্বাৎ সর্ব্বার্থগ্রহণসামর্থ্যমবিদ্যাদিভির্বিক্ষেপৈরপহ্রিয়তে। যদা তু তৈস্তৈরুপায়ৈর্বিক্ষেপাঃ পরিহ্রিয়ন্তে তদা নিবৃত্তমলস্যেবাদর্শস্য সর্ব্বার্থগ্রহণ-সামর্থ্যমেকাগ্রতাবলাদাবির্ভবতি। সিদ্ধ্যন্তরমাহ—

১৭। শব্দঃ শ্রোত্রেন্দ্রিয়গ্রাহ্যোনিয়তক্রমবর্ণাত্মা নিয়তৈকার্থপ্রতিপত্ত্য-বচ্ছিন্নঃ, যদি বা ক্রমরহিতঃ স্ফোটাত্মা শাস্ত্রসংস্কৃতবুদ্ধিগ্রাহ্যঃ, উভয়-ত্রাপি পদরূপোবাক্যরূপশ্চ, তয়োরেকার্থপ্রতিপত্তৌ সামর্থ্যাৎ। অর্থো জাতিগুণক্রিয়াদিঃ। প্রত্যয়োজ্ঞানং বিষয়াকারা বুদ্ধিবৃত্তিঃ। এষাং শব্দার্থ-জ্ঞানানাং ব্যবহারে ইতরেতরাধ্যাসাৎ ভিন্নানামপি বুদ্ধ্যেকরূপতাসম্পাদনাৎ সঙ্কীর্ণত্বম্। তথা হি গামানয়েত্যুক্তে কশ্চিৎ গোলক্ষণমর্থং গোত্বজাত্যবচ্ছিন্নং সাস্নাদিমৎপিণ্ডরূপং শব্দং তদ্বাচকং জ্ঞানঞ্চ তদ্গ্রাহকমভেদেনৈবাধ্যবস্যতি। ন তস্য গোশব্দোবাচকোঽয়ং গোশব্দস্য বাচ্যস্তয়োরিদং গ্রাহকং জ্ঞানমিতি ভেদেন ব্যবহৃতি। তথাহি—কোঽয়মর্থঃ কোঽয়ং শব্দঃ কিমিদং জ্ঞান-মিতি পৃষ্টঃ সর্ব্বত্রৈকরূপমেবোত্তরং বদতি গৌরিতি। স যদ্যেকরূপতাং ন প্রতিপদ্যতে কথমেকমুত্তরং প্রযচ্ছতি? এতস্মিন্ স্থিতে যোঽয়ং প্রবিভাগঃ—ইদং শব্দস্য তত্ত্বং যদ্বাচকত্বং নাম, ইদমর্থস্য যদ্বাচ্যত্বমিদং জ্ঞানস্য যৎ প্রকা-শকত্বমিতি প্রবিভাগং বিধায় তস্মিন্ প্রবিভাগে যঃ সংযমং করোতি তস্য সর্ব্বেষাং ভূতানাং মৃগপক্ষিসরীসৃপাদীনাং যক্রুতং যঃ শব্দস্তত্র জ্ঞানমুৎ-পদ্যতে। অনেনৈবাভিপ্রায়েণৈতেনাঽয়ং শব্দঃ সমুচ্চরিত ইতি সর্ব্বং জানাতি। সিদ্ধ্যন্তরমাহ—

১৮। দ্বিবিধাশ্চিত্তস্য বাসনারূপাঃ সংস্কারাঃ। কেচিৎ স্মৃতিমাত্রোৎ-

পাদনকলাঃ কেচিৎ জাত্যায়ুর্ভোগলক্ষণবিপাকহেতবঃ। যথা ধর্ম্মাধর্ম্মাখ্যাঃ। তেষু সংস্কারেষু যদা সংযমং করোতি এবং ময়া সোঽর্থোঽনুভূত এবং ময়া সা ক্রিয়া নিষ্পাদিতেতি পূর্ব্ববৃত্তং সর্ব্বমনুসন্দধানো ভাবনয়ৈবাববোধকমন্তরেণোদ্ভূতসংস্কারঃ সর্ব্বমতীতং স্মরতি। ক্রমেণ সাক্ষাৎকৃতেষূদ্বুদ্ধেষু সংস্কারেষু পূর্ব্বজন্মানুভূতানপি জাত্যাদীন্ প্রত্যক্ষেণ পশ্যতি। সিদ্ধ্যন্তরমাহ—

২৯। প্রত্যয়স্য পরচিত্তস্য কেনচিৎ মুখরাগাদিনা লিঙ্গেন গৃহীতস্য যদা সংযমং করোতি তদা পরকীয়স্য চিত্তস্য জ্ঞানমুৎপদ্যতে সরাগমস্য চিত্তং বিরাগং বেতি। পরচিত্তগতানপি ধর্ম্মান্ জানাতীত্যর্থঃ। অস্যৈব পরচিত্তজ্ঞানস্য বিশেষমাহ—

২৯। তস্য পরস্য যচ্চিত্তং তৎ সালম্বনং স্বকীয়ালম্বনেন সহিতং ন শক্যতে জ্ঞাতুমবলম্বনস্য কেনচিল্লিঙ্গেনাবিষয়ীকৃতত্বাৎ। লিঙ্গাচ্চিত্তমাত্রং পরস্যাবগতং ন তু নীলবিষয়মস্য চিত্তং পীতবিষয়মিতি বা। যচ্চ ন গৃহীতং তত্র সংযমস্য কর্ত্তু-মশক্যত্বান্ন ভবতি পরচিত্তস্য যোবিষয়স্তত্র জ্ঞানম্। তস্মাৎ পরকীয়চিত্তং নালম্বন-সহিতং গৃহ্যতে। তস্যালম্বনস্যাগৃহীতত্বাচ্চিত্তধর্ম্মাঃ পুনর্গৃহ্যন্ত এব। যদা তু কিমনেনালম্বিতমিতি প্রণিধানং করোতি তদা তৎসংযমাত্তদ্বিষয়মপি জ্ঞানমুৎপদ্যত এব। সিদ্ধ্যন্তরমাহ—

২১। কায়ঃ শরীরং তস্য রূপং চক্ষুর্গ্রাহ্যোগুণঃ তস্মিন্নাস্ত্যস্মিন্ কায়ে রূপমিতি সংযমাৎ তস্য রূপস্য চক্ষুর্গ্রাহ্যরূপা যা শক্তিস্তস্যাঃ স্তম্ভে ভাবনা-বলাৎ প্রতিবন্ধে চক্ষুঃপ্রকাশাসংযোগে চক্ষুষঃ প্রকাশঃ সত্বধর্ম্মস্তস্যা-ঽসংযোগে তদ্গ্রহণব্যাপারাভাবে যোগিনোঽন্তর্দ্ধানং ভবতি। ন কেনচি-দসৌ দৃশ্যত ইত্যর্থঃ।

২২। এতেনৈব রূপাদ্যন্তর্দ্ধানোপায়প্রদর্শনেন শব্দাদীনাং শ্রোত্রাদিগ্রাহ্যাণা-মন্তর্দ্ধানমুক্তং বেদিতব্যম্। সিদ্ধ্যন্তরমাহ—

২৩। আয়ুর্বিপাকং যৎ পূর্ব্বকৃতং কর্ম্ম তদ্দ্বিপ্রকারং সোপক্রমং নিরু-পক্রমঞ্চ। তত্র সোপক্রমং যৎ ফলজননায়োপক্রমেণ কার্য্যকরণাভিমুখ্যেন সহ বর্ত্ততে। যথোষ্ণপ্রদেশে প্রসারিতমার্দ্রবস্ত্রং শীঘ্রমেব শুষ্যতি। উক্তরূপ-বিপরীতং নিরুপক্রমং যথা তদেবার্দ্রবাসঃ সংবর্ত্তিতমনুষ্ণদেশে চিরেণ শোষমেতি। তস্মিন্ দ্বিবিধে কর্ম্মণি যঃ সংযমং করোতি কিং মম কর্ম্ম শীঘ্র-বিপাকং চিরবিপাকং বা। এবং ধ্যানদার্ঢ্যাদপরান্তজ্ঞানমস্যোৎপদ্যতে। অপ-রান্তঃ শরীরবিয়োগস্তস্মিন্ জ্ঞানম্—অমুষ্মিন্ কালেঽমুষ্মিন্ দেশে মম শরীর-

বিয়োগো ভবিষ্যতীতি নিঃসংশয়ং জানাতি। অরিষ্টেভ্যো বা। অরিষ্টানি ত্রিবিধান্যাধ্যাত্মিকাধিভৌতিকাধিদৈবিকভেদেন। তত্রাধ্যাত্মিকানি * পিহিতকর্ণঃ কোষ্ঠস্য বায়োর্ঘোষং ন শৃণোতীত্যেবমাদীনি। আধিভৌতিকান্যকস্মাদ্বিকৃতপুরুষদর্শনাদীনি। আধিদৈবিকান্যকাণ্ড এব দ্রষ্টুমশক্যস্বর্গাদিপদার্থদর্শনাদীনি। তেভ্যঃ শরীরবিয়োগকালং জানাতি। যদ্যপি অযোগিনামপ্যরিষ্টেভ্যঃ প্রায়েণ তজ্জ্ঞানমুৎপদ্যতে তথাপি তেষাং সামান্যাকারেণ। তৎ সংশয়রূপং যোগিনাং পুনর্নিয়তদেশকালতয়া প্রত্যক্ষবদব্যভিচারি। পরিকর্ম্মনিষ্পাদভূতাঃ সিদ্ধীঃ প্রতিপাদয়িতুমাহ—

২৪। মৈত্রীকরুণামুদিতোপেক্ষাসু যো বিহিতঃ সংযমঃ, তস্য বলানি মৈত্র্যাদীনাং সম্বন্ধীনি প্রাদুর্ভবন্তি। মৈত্রীকরুণামুদিতাস্তথাঽস্য প্রকর্ষং গচ্ছন্তি যথা সর্ব্বস্য মিত্রত্বাদিকং সম্প্রতিপদ্যতে। সিদ্ধান্তরমাহ—

২৫। হস্ত্যাদিসম্বন্ধিষু বলেষু কৃতসংযমস্য তদ্বলানি হস্ত্যাদিবলান্যাবির্ভবন্তি। অদয়মর্থঃ—যস্মিন্ হস্তিবলে বায়ুবেগে সিংহবীর্য্যে বা তন্ময়ীভাবেন সংযমং করোতি তৎসর্ব্বসামর্থ্যযুক্তত্বাৎ সর্ব্বমস্য প্রাদুর্ভবতীত্যর্থঃ। সিদ্ধান্তরমাহ—

২৬। প্রবৃত্তির্বিষয়বতী জ্যোতিষ্মতী চ প্রাগুক্তা। তস্যাং যোঽসাবালোকং সাত্ত্বিকপ্রকাশপ্রসরস্তস্য নিখিলেষু বিষয়েষু ন্যাসাৎ তদ্বাসিতানাং বিষয়াণাং ভাবনাং সান্তঃকরণেন্দ্রিয়েষু প্রকৃষ্টশক্তিমাপন্নেষু সূক্ষ্মস্য পরমাণ্বাদের্ব্যবহিতস্য ভূম্যন্তর্গতস্য নিধানাদের্বিপ্রকৃষ্টস্য মেরুপরপার্শ্ববর্ত্তিনোরসায়নাদের্জ্ঞানমুৎপদ্যতে। এতৎসমানবৃত্তান্তং সিদ্ধান্তরমাহ—

২৭। সূর্য্যে প্রকাশময়ে যঃ সংযমং করোতি তস্য সপ্তসু ভূর্ভুবঃস্বঃপ্রভৃতিষু লোকেষু যানি ভুবনানি তত্তৎসন্নিবেশভাঞ্জি পুরাণি তেষু যথাবদস্য জ্ঞানমুৎপদ্যতে। পূর্ব্বস্মিন্ সূত্রে সাত্ত্বিকপ্রকাশ আলম্বনত্বেনোক্তঃ। ইহ তু ভৌতিক ইতি বিশেষঃ। ভৌতিকপ্রকাশালম্বনদ্বারেণ সিদ্ধান্তরমাহ—

২৮। তারাণাং যো ব্যূহোবিশিষ্টঃ সন্নিবেশঃ তস্মিন্ চন্দ্রে কৃতসংযমস্য জ্ঞানমুৎপদ্যতে। সৌর্য্য প্রকাশেন হততেজস্কত্বাত্তারাণাং সূর্য্যসংযমাত্তজ্জ্ঞানং ন শক্নোতি ভবিতুমিতি পৃথগয়মুপায়োঽভিহিতঃ। সিদ্ধান্তরমাহ—

২৯। ধ্রুবে নিশ্চলে জ্যোতিষাং প্রধানে কৃতসংযমস্য তাসাং তারাণাং যা গতিঃ প্রত্যেকং নিয়তকালা নিয়তদেশা চ তস্যা জ্ঞানমুৎপদ্যতে। ইয়ং তারাঽয়ং গ্রহ ইয়তা কালেনামুং রাশিমিদং নক্ষত্রং যাস্যতীতি সর্ব্বং জানাতীতি

সূত্রার্থঃ। ইদং কালজ্ঞানমস্য ফলমিত্যুক্তং ভবতি। বাহ্যাঃ সিদ্ধীঃ প্রতিপাদ্যান্তরাঃ প্রতিপাদয়িতুমুপক্রমতে—

৩০। শরীরবর্ত্তি নাভিসংজ্ঞকং যৎ ষোড়শারং চক্রং তস্মিন্ কৃতসংযমস্য যোগিনঃ কায়গতোযোঽসৌ ব্যূহো বিশিষ্টং রসমলধাতুনাড্যাদীনামবস্থানং তত্র জ্ঞানমুৎপদ্যতে। ইদমুক্তং ভবতি—নাভিচক্রং শরীরস্য মধ্যবর্ত্তি সর্ব্বতঃ প্রসৃতানাং নাড্যাদীনাং মূলভূতমতস্তত্র কৃতাবধানস্য সমগ্রঃ সন্নিবেশো-যথাবদাভাতি। সিদ্ধ্যন্তরমাহ—

৩১। কণ্ঠে গলে কূপঃ কণ্ঠকূপঃ। জিহ্বায়া মূলে জিহ্বাতন্তোরধস্তাৎ কূপ ইব কূপো গর্ত্তাকার প্রদেশঃ প্রাণাদের্যৎসম্পর্কাৎ ক্ষুৎপিপাসাদয়ঃ প্রাদুর্ভবন্তি তস্মিন্ কৃতসংযমস্য যোগিনঃ ক্ষুৎপিপাসদয়োনিবর্ত্তন্তে। ঘণ্টিকাধস্তাৎ স্রোতসাপ্যায়-মানে তস্মিন্ ভাবিতে ভবত্যেবংবিধা সিদ্ধিঃ। সিদ্ধ্যন্তরমাহ—

৩২। কণ্ঠকূপস্যাধস্তাৎ সুদৃঢ়া কূর্ম্মাখ্যা নাড়ী। তস্যাং কৃতসংযমস্য চেতসঃ স্থৈর্য্যমুৎপদ্যতে। তৎস্থানমনুপ্রবিষ্টস্য চঞ্চলতা ন ভবতীত্যর্থঃ। যদি বা কায়ে স্থৈর্য্যমুৎপদ্যতে ন কেনচিৎ স্পন্দয়িতুং শক্যত ইত্যর্থঃ। সিদ্ধ্যন্তর-মাহ—

৩৩। শিরঃকপালে ব্রহ্মরন্ধ্রাখ্যং ছিদ্রং প্রকাশাধারত্বাৎ জ্যোতিঃ। যথা গৃহাভ্যন্তরস্থস্য মণেঃ প্রসরন্তী প্রভা কুঞ্চিতা বিবরপ্রদেশে সংঘটতে তথা হৃদয়স্থঃ সাত্ত্বিকঃ প্রকাশঃ প্রসৃতস্তত্র সম্পিণ্ডিতত্বং ভজতে। তত্র কৃতসংযমস্য যে দ্যাবা-পৃথিব্যোরন্তরালবর্ত্তিনঃ সিদ্ধা দিব্যাঃ পুরুষাস্তেষামিতরপ্রাণিভিরদৃশ্যানাং তস্য দর্শনং ভবতি। তান্ স পশ্যতি তৈশ্চ সম্ভাষত ইত্যর্থঃ। সর্ব্বজ্ঞত্বে উপায়ান্তরমাহ—

৩৪। নিমিত্তানপেক্ষং মনোমাত্রজন্যমবিসংবাদকং দ্রাগুৎপদ্যমানং জ্ঞানং প্রতিভা। তস্যাং সংযমে ক্রিয়মাণে প্রাতিভং বিবেকখ্যাতেঃ পূর্ব্বভাবি তারকং জ্ঞানমুদেতি। যথোদেষ্যতি সবিতরি পূর্ব্বং প্রভা প্রাদুর্ভবতি তদ্বদ্বিবেক-খ্যাতেঃ পূর্ব্বং তারকং সর্ব্ববিষয়ং জ্ঞানমাবির্ভবতি। তস্মিন্ সতি সংযমান্তরানপেক্ষঃ সর্ব্বং জানাতীত্যর্থঃ। সিদ্ধ্যন্তরমাহ—

৩৫। হৃদয়ং শরীরস্য প্রদেশবিশেষস্তস্মিন্নধোমুখস্বল্পপুণ্ডরীকাভ্যন্তরেঽন্তঃ-করণস্য স্থানম্। তত্র কৃতসংযমস্য স্ব-পর-চিত্তজ্ঞানমুৎপদ্যতে। স্বচিত্তগতাঃ সর্ব্বা বাসনাঃ পরচিত্তগতাংশ্চ রাগাদীন্ জানাতীত্যর্থঃ। সিদ্ধ্যন্তরমাহ—

৩৬। সত্ত্বং প্রকাশসুখাত্মকঃ প্রাধানিকঃ পরিণামবিশেষঃ। পুরুষো ভোক্তা-

হধিষ্ঠাতৃরূপঃ। তয়োর্ভোগ্যভোক্তৃরূপত্বাৎ চেতনাচেতনত্বাচ্চাত্যন্তাসঙ্কীর্ণত্বং ভিন্নত্বমিত্যর্থঃ। তয়োর্যঃ প্রত্যয়স্যাবিশেষোভেদেনাপ্রতিভাসনং তস্মাৎ সত্বস্যৈব কর্ত্তৃতাপত্ত্যা যা সুখদুঃখসংবিৎ স ভোগঃ। স সত্বস্য স্বার্থনৈরপেক্ষ্যেণ পরার্থঃ পুরুষার্থনিমিত্তঃ। তস্মাদন্যো যঃ স্বার্থঃ পুরুষস্বরূপমাত্রালম্বনঃ পরিত্যক্তাহঙ্কারসত্বে যা চিচ্ছায়াসংক্রান্তিস্তত্র কৃতসংযমস্য পুরুষবিষয়ং জ্ঞানমুৎপদ্যতে। তদেবংরূপং সালম্বনং জ্ঞানং সত্বনিষ্ঠং জানাতি ন পুনঃ পুরুষো জ্ঞাতা জ্ঞানস্য বিষয়ভাবমাপদ্যতে জ্ঞেয়ত্বাপত্তেঃ। জ্ঞাতৃজ্ঞেয়য়োশ্চাত্যন্তবিরোধাৎ। অস্যৈব সংযমস্য ফলমাহ—

৩৭। ততঃ পুরুষসংযমাদভ্যস্যমানাৎ ব্যুত্থিতস্যাপি জ্ঞানানি জায়ন্তে। তত্র প্রাতিভং পূর্ব্বোক্তং জ্ঞানং তস্যাবির্ভাবাৎ সূক্ষ্মাদিকমর্থং পশ্যতি। শ্রাবণং শ্রোত্রেন্দ্রিয়জং জ্ঞানম্। তস্মাচ্চ প্রকৃষ্টাৎ দিব্যং দিবি ভবং শব্দং জানাতি। বেদনা স্পর্শেন্দ্রিয়জং জ্ঞানং বেদ্যতেঽনয়েতি কৃত্বা তান্ত্রিক্যা সংজ্ঞয়া ব্যবহ্রিয়তে। তস্মাৎ দিব্যস্পর্শবিষয়ং জ্ঞানমুপজায়তে। আদর্শশ্চক্ষুরিন্দ্রিয়জং জ্ঞানম্। আ সমন্তাৎ দৃশ্যতে রূপমনেনেতি কৃত্বা। তস্য প্রকর্ষাদ্দিব্যং রূপজ্ঞানমুৎপদ্যতে। আস্বাদো রসনেন্দ্রিয়জং জ্ঞানম্। আস্বাদ্যতেঽনেনেতি কৃত্বা। তস্মিন্ প্রকৃষ্টে দিব্যে রসে সংবিদুপজায়তে। বার্ত্তা গন্ধসংবিত্তিঃ। বৃত্তিশব্দেন তান্ত্রিক্যা পরিভাষয়া ঘ্রাণেন্দ্রিয়মুচ্যতে। বর্ত্ততে গন্ধবিষয় ইতি কৃত্বা। বৃত্তের্ঘ্রাণেন্দ্রিয়াজ্জাতা বার্ত্তা গন্ধসংবিত্তিঃ। তস্যাং প্রকৃষ্যমাণায়াং দিব্যোগন্ধোঽনুভূয়তে। এতেষাং ফলবিশেষাণাং বিষয়বিভাগমাহ—

৩৮। তে প্রাক্ প্রতিপাদিতাঃ ফলবিশেষা সমাধেঃ প্রকর্ষং গচ্ছত উপসর্গা উপদ্রবা বিঘ্নকারিণঃ। তত্র হর্ষবিস্ময়াদিকরণেন সমাধিঃ শিথিলীভবতি। ব্যুত্থানে তু ব্যবহারদশায়াং বিশিষ্টফলদায়কত্বাৎ সিদ্ধয়োভবন্তি। সিদ্ধ্যন্তরমাহ—

৩৯। ব্যাপকত্বাদাত্মচিত্তয়োর্নিয়তকর্ম্মবশাদেব শরীরান্তর্গতয়োরেব ভোক্তৃভোগ্যভাবেন যৎ সংবেদনমুপজায়তে স এব শরীরে বন্ধ ইত্যুচ্যতে। তদ্‌যদা সমাধিবশাদ্বন্ধকারণং ধর্ম্মাধর্ম্মাখ্যং শিথিলং ভবতি তানবমাপদ্যতে, চিত্তস্য যোঽসৌ প্রচারো হৃদয়প্রদেশাদিন্দ্রিয়দ্বারেণ বিষয়াভিমুখ্যেন প্রসরস্তস্য সংবেদনং জ্ঞানম্—ইয়ং চিত্তবহা নাড়ী, অনয়া চিত্তং বহতি, ইয়ঞ্চ প্রাণাদিবহাভ্যোনাড়ীভ্যোবিলক্ষণেতি স্বপরশরীরয়োঃ সঞ্চারং যদা জানাতি তদা পরকীয়শরীরং মৃতং জীবচ্ছরীরং বা চিত্তসঞ্চারদ্বারেণ প্রবিশতি। চিত্তঞ্চ

পরশরীরে প্রবিশদিন্দ্রিয়াণ্যপ্যনুবর্ত্তন্তে মধুকররাজমিব মধুমক্ষিকাঃ। ততঃ পরশরীরং*প্রবিষ্টোযোগী স্বশরীরবৎ তেন ব্যবহরতি। যতোব্যাপকয়োশ্চিত্ত-পুরুষয়োর্ভোগসঙ্কোচে কারণং কর্ম্মাংভূৎ তচ্চেৎ সমাধিনাক্ষিপ্তং তদা স্বাত-ন্ত্র্যাৎ সর্ব্বত্রৈব ভোগনিষ্পত্তিঃ। সিদ্ধ্যন্তরমাহ—

৪০। সমস্তানামিন্দ্রিয়াণাং তুষজ্বালাবৎ যা যুগপদুত্থিতা বৃত্তিঃ সা জীবন-শব্দবাচ্যা। তস্যাঃ ক্রিয়াভেদাৎ প্রাণাদিভিঃ সংজ্ঞাভির্ব্যপদেশঃ। তত্র হৃদয়া-মুখনাসিকাদ্বারেণ বায়োঃ প্রাণনাং প্রাণ ইত্যুচ্যতে। নাভিদেশাৎ পাদাঙ্গুষ্ঠ-পর্য্যন্তমপনয়নাদপানঃ। নাভিপ্রদেশং পরিবেষ্ট্য আ সমন্তান্নয়নাৎ সমানঃ। কৃকাটিকাদেশাৎ আ শিরোবৃত্তেরুন্নয়নাদুদানঃ। ব্যাপ্য নয়নাৎ সর্ব্বশরীরব্যাপী ব্যানঃ। তত্র উদানস্য সংযমদ্বারেণ জয়াদিতরেষাং বায়ূনাং নিরোধাৎ ঊর্দ্ধগামিত্বেন জলে মহানদ্যাদৌ মহতি বা কর্দ্দমে তীক্ষ্ণেষু কণ্টকেষু বা ন সজ্জতে যোগী। অতিলঘুত্বাত্তূলপিণ্ডবজ্জলাদৌ মজ্জিতোঽপ্যুদ্গচ্ছতীত্যর্থঃ। সিদ্ধ্যন্তরমাহ—

৪১। অগ্নিমাবেষ্ট্য ব্যবস্থিতস্য সমানাখ্যস্য বায়োর্জ্জয়াৎ সংযমেন বশী-কারাৎ নিরাবরণস্যাগ্নেরদ্ভুতস্তেজসা প্রজ্বলন্নিব যোগী প্রতিভাতি। সিদ্ধ্যন্তর-মাহ—

৪২। শ্রোত্রং শব্দগ্রাহকমাহঙ্কারিকমিন্দ্রিয়ম্। আকাশং ব্যোম শব্দতন্মাত্র-কার্য্যম্। তয়োঃ সম্বন্ধো দেশদেশিভাবলক্ষণঃ। তস্মিন্ কৃতসংযমস্য যোগিনো দিব্যং শ্রোত্রং প্রবর্ত্ততে। যুগপৎ সূক্ষ্মব্যবহিতবিপ্রকৃষ্টশব্দগ্রহণ-সমর্থং ভবতীত্যর্থঃ। সিদ্ধ্যন্তরমাহ—

৪৩। কায়ঃ পাঞ্চভৌতিকং শরীরং তস্যাকাশেনাবকাশদানাৎ যঃ সম্বন্ধ-স্তত্র সংযমং বিধায় লঘুনি তূলাদৌ সমাপত্তিস্তন্ময়ীভাবলক্ষণা তাং বিধায় প্রাপ্তাত্যন্তলঘুভাবোযোগী প্রথমং ভুবি যথারুচি সঞ্চরন্ ক্রমেণোর্ণনাভ-তন্তুজালে সঞ্চরমাণ আদিত্যরশ্মিভিশ্চ বিহরন্ যথেষ্টমাকাশেন গচ্ছতি। সিদ্ধ্যন্তরমাহ—

৪৪। শরীরাদ্বহির্যা মনসঃ শরীরনৈরপেক্ষ্যেণ বৃত্তিঃ সা মহাবিদেহা নাম বিগতশরীরাহঙ্কারদার্ঢ্যদ্বারেণোচ্যতে। ততস্তস্যাং কৃতসংযমাৎ প্রকাশা-বরণক্ষয়ঃ—সাত্ত্বিকস্য চিত্তস্য যঃ প্রকাশস্তস্য যদাবরণং ক্লেশকর্ম্মাদি তস্য ক্ষয়ঃ প্রবিলয়োভবতি। অয়মর্থঃ—শরীরাহঙ্কারে সতি যা মনসো বহির্বৃত্তিঃ সা কল্পিতেত্যুচ্যতে। যদা পুনঃ শরীরাহঙ্কারভাবং পরিত্যজ্য স্বাতন্ত্র্যেণ

মনোবৃত্তিঃ সাহংকারিতা। তস্যাং সংযমাৎ যোগিনঃ সর্ব্বে চিত্তমলাঃ ক্ষীয়ন্তে। তদেবং পূর্ব্বান্তবিষয়াঃ পরান্তবিষয়া মধ্যভবাশ্চ সিদ্ধীঃ প্রতিপাদ্যানন্তরং ভুবনজ্ঞানাদিরূপা বাহ্যাঃ কায়ব্যূহাদিরূপা আভ্যন্তরাঃ পরিকর্ম্মনিষ্পাদরূপা মৈত্র্যাদিষু বলানীত্যেবমাদ্যাঃ সমাধ্যুপযোগিনস্তশ্চান্তঃকরণবহিষ্করণলক্ষণেন্দ্রিয়ভবাঃ প্রাণাদিবায়ুভবাশ্চ সিদ্ধীশ্চিত্তদার্ঢ্যায় সমাধেশ্চ সমাশ্বাসোৎপত্তয়ে প্রতিপাদ্যেদানীং স্বদর্শনোপযোগিসবীজসমাধিসিদ্ধয়ে বিবিধোপায়প্রদর্শনায়াহ—

৪৫। পঞ্চানাং পৃথিব্যাদীনাং ভূতানাং যে পঞ্চাবস্থাবিশেষরূপা ধর্ম্মাঃ স্থূলত্বাদয়স্তত্র কৃতসংযমস্য ভূতজয়োভবতি। ভূতানি বশ্যান্যস্য ভবন্তীত্যর্থঃ। তথাহি—ভূতানাং পরিদৃশ্যমানং বিশিষ্টাকারবৎ রূপং স্থূলম্। স্বরূপঞ্চৈষাং যথাক্রমং কার্কশ্যস্নেহোষ্ণতাপ্রেরণাবকাশদানলক্ষণম্। সূক্ষ্মঞ্চ যথাক্রমং ভূতানাং কারণত্বেন ব্যবস্থিতানি তন্মাত্রাণি। অন্বয়িনো গুণাঃ প্রকাশপ্রবৃত্তিস্থিতিরূপতয়া সর্ব্বত্রৈবান্বয়িত্বেন সমুপলভ্যন্তে। অর্থবত্ত্বং তেষ্বেব গুণেষু ভোগাপবর্গসম্পাদনাখ্যা শক্তিঃ। তদেবম্ভূতেষু পঞ্চসূক্ষ্মলক্ষণাবস্থাবচ্ছিন্নেষু প্রত্যবস্থং সংযমং কুর্ব্বন্ যোগী ভূতজয়ী ভবতি। তদ্‌যথা—প্রথমং স্থূলে রূপে সংযমং বিধায় তদনু সূক্ষ্ম (স্বরূপ) ইত্যেবংক্রমেণ তস্য কৃতসংযমস্য সঙ্কল্পানুবিধায়িন্যোবৎসানুসারিণ্য ইব গাবোভূতপ্রকৃতয়োভবন্তি। তস্যৈব ভূতজয়স্য ফলমাহ -

৪৬। অণিমা পরমাণুরূপাপত্তিঃ। মহিমা মহত্ত্বম্। লঘিমা তুলপিণ্ডবল্লঘুত্বপ্রাপ্তিঃ। গরিমা গুরুত্বম্। প্রাপ্তিরঙ্গুল্যগ্রেণ চন্দ্রাদিস্পর্শনশক্তিঃ। প্রাকাম্যমিচ্ছানভিঘাতঃ। শরীরান্তঃকরণেশ্বীশ্বরত্বমীশিত্বম্। সর্ব্বত্র প্রভবিষ্ণুত্বং বশিত্বং—সর্ব্বাণ্যেব ভূতান্যনুগামিত্বাত্তদুক্তং নাতিক্রামন্তি। যত্রকামাবসায়ো যস্মিন্ বিষয়েঽস্য কাম ইচ্ছা ভবতি তস্মিন্ বিষয়ে যোগিনোঽবসায়োভবতি। তং বিষয়ং স্বীকারদ্বারেণাভিলাষসমাপ্তিপর্য্যন্তং নয়তীত্যর্থঃ। এতে অণিমাদ্যাঃ সমাধ্যুপযোগিভূতজয়াৎ যোগিনঃ প্রাদুর্ভবন্তি। যথা (তৎসিদ্ধোযোগী) পরমাণুত্বপ্রাপ্তের্ব্বজ্রাদিকানপ্যন্তঃপ্রবিশতি। এবং সর্ব্বত্র যোজ্যম্। ত এতে অণিমাদয়োঽষ্টৌ গুণা মহাসিদ্ধয় ইত্যুচ্যন্তে। কায়সম্পৎ বক্ষ্যমাণা তাং প্রাপ্নোতি। তদ্ধর্ম্মানভিঘাতশ্চ—তস্য কায়স্য যে ধর্ম্মা রূপাদয়স্তেষামনভিঘাতোঽনাশোভবতি নাস্তি তেষাং নাশ ইত্যর্থঃ। নাস্য রূপমগ্নির্দহতি ন বায়ুঃ শোষয়তীত্যাদিকং যোজ্যম্। কায়সম্পদমাহ—

৪৭। রূপলাবণ্যবলানি প্রসিদ্ধানি। বজ্রসংহননং বজ্রবৎ কঠিনা সংহতিরস্য শরীরে ভবতীত্যর্থঃ। ইতি কায়স্যাবির্ভূতগুণসম্পৎ। এবং ভূতজয়মভিধায় প্রাপ্তভূমিকস্যেন্দ্রিয়জয়মাহ—

৪৮। গ্রহণমিন্দ্রিয়াণাং বিষয়াভিমুখী বৃত্তিঃ। স্বরূপং সামান্যেন প্রকাশত্বম্। অস্মিতা অহঙ্কারানুগমঃ। অন্বয়ার্থবত্ত্বে পূর্ব্ববৎ। এতেষামিন্দ্রিয়াণামবস্থাপঞ্চকে পূর্ব্ববৎ সংযমং কৃত্বেন্দ্রিয়জয়ী ভবতি। তস্য ফলমাহ—

৪৯। শরীরস্য মনোবদনুত্তমগতিলাভো মনোজবিত্বম্। কায়নিরপেক্ষাণামিন্দ্রিয়াণাং বৃত্তিলাভো বিকরণভাবঃ। সর্ব্ববশিত্বং প্রধানজয়ঃ। এতাঃ সিদ্ধয়ো জিতেন্দ্রিয়স্য প্রাদুর্ভবন্তি। তাশ্চাস্মিন্ শাস্ত্রে মধুপ্রতীকা ইত্যুচ্যন্তে। যথা মধুন একদেশোঽপি স্বদত এবং প্রত্যেকমেতাঃ সিদ্ধয়ঃ স্বদন্ত ইতি মধুপ্রতীকাঃ। ইন্দ্রিয়জয়মভিধায়ান্তঃকরণজয়মাহ—

৫০। তস্মিন্ শুদ্ধে বুদ্ধেঃ সাত্ত্বিকপরিণামে কৃতসংযমস্য যা সত্ত্বপুরুষয়োরুৎপদ্যতে বিবেকখ্যাতির্গুণানাং কর্ত্তৃত্বাভিমানশিথিলীভাবরূপা তন্মাহাত্ম্যাৎ তত্রৈব স্থিতস্য যোগিনঃ সর্ব্বভাবাধিষ্ঠাতৃত্বং সর্ব্বজ্ঞাতৃত্বঞ্চ সমাধের্ভবতি। সর্ব্বেষাং গুণপরিণামানাং ভাবানাং স্বামিবদাক্রমণং সর্ব্বভাবাধিষ্ঠাতৃত্বম্। তেষামেব চ শান্তোদিতাব্যপদেশ্যধর্ম্মিত্বেনাবস্থিতানাং যথাবদ্বিবেকজ্ঞানং সর্ব্বজ্ঞাতৃত্বম্। এষা চাস্মিন্ শাস্ত্রে পরস্যাং বশীকারসংজ্ঞায়াং প্রাপ্তায়াং বিশোকা নাম সিদ্ধিরুচ্যতে। ক্রমেণ ভূমিকান্তরমাহ—

৫১। এতস্যামপি বিশোকায়াং সিদ্ধৌ যদা বৈরাগ্যমুৎপদ্যতে যোগিনস্তদা তস্মাদ্দোষাণাং রাগাদীনাং যদ্বীজমবিদ্যাদয়ঃ তস্যাঃ ক্ষয়ে নির্ম্মূলত্বে কৈবল্যমাত্যন্তিকী দুঃখনিবৃত্তিঃ পুরুষস্য গুণানামধিকারপরিসমাপ্তৌ স্বরূপনিষ্ঠত্বম্। অস্মিন্নেব সমাধৌ স্থিত্যুপায়মাহ—

৫২। চত্বারো যোগিনোভবন্তি। তত্রাভ্যাসবান্ প্রবৃত্তমাত্রজ্যোতিঃ প্রথমঃ। ঋতম্ভরপ্রজ্ঞোদ্বিতীয়ঃ। ভূতেন্দ্রিয়জয়ী তৃতীয়ঃ। অতিক্রান্তভাবনীয়শ্চতুর্থঃ। তত্র চতুর্থস্য সমাধেঃ প্রাপ্তসপ্তবিধভূমিপ্রজ্ঞস্য অন্যাং মধুমতীসংজ্ঞাং ভূমিকাং সাক্ষাৎ কুর্ব্বতঃ স্থানিনো দেবা উপনিমন্ত্রয়িতারো ভবন্তি। দিব্যস্ত্রীরসায়নাদিকমুপঢৌকয়ন্তীতি। তস্মিন্নুপনিমন্ত্রণে নাঽনেন সঙ্গঃ কর্ত্তব্যো নাপি স্ময়ঃ। সঙ্গকরণে বিষয়ভোগে পততি স্ময়করণে কৃতকৃত্যমাত্মানং মন্যমানো ন সমাধাবুৎসহতে। অতঃ সঙ্গস্ময়য়োস্তেন বর্জ্জনং কর্ত্তব্যম্। অস্যামেব ফলভূতায়াং বিবেকখ্যাতৌ পূর্ব্বোক্তসংযমব্যতিরিক্তমুপায়ান্তরমাহ—

৫৩। ক্ষণঃ সর্ব্বান্ত্যঃ কালাবয়বো যস্য কলা প্রবিভক্তুং ন শক্যতে। তথা-বিধানাং কালক্ষণানাং যঃ ক্রমঃ পৌর্ব্বাপর্য্যেণ পরিণামস্তত্র সংযমাৎ প্রাগুক্তং বিবেকজং জ্ঞানমুৎপদ্যতে। অয়মর্থঃ—অয়ং কালক্ষণোঽমুষ্মাৎ কালক্ষণাদুত্তরোঽয়মস্মাৎ পূর্ব্ব ইত্যেবংবিধে ক্রমে কৃতসংযমস্যাত্যন্তসূক্ষ্মেঽপি ক্ষণক্রমে যদা ভবতি সাক্ষাৎকারস্তদাঽন্যদপি সূক্ষ্মং মহদাদি সাক্ষাৎ করোতীতি বিবেকজ্ঞানোৎপত্তিঃ। অস্যৈব সংযমস্য বিষয়বিবেকোপযোগমাহ—

৫৪। পদার্থানাং ভেদহেতবো জাতিলক্ষণদেশা ভবন্তি। কচিদ্ভেদ-হেতুর্জ্জাতিঃ। যথা গৌরিয়ং মহিষীয়মিতি। জাত্যা তুল্যয়োর্লক্ষণং ভেদ-হেতুঃ। যথা ইয়ং কর্ব্বুরেয়মরুণেতি। জাত্যা লক্ষণেনাভিন্নয়োর্ভেদহেতু-র্দেশোদৃষ্টঃ। যথা তুল্যপরিমাণয়োরামলকয়োর্ভিন্নদেশেনাবস্থিতয়োঃ। যত্র পুনর্ভেদোঽবধারয়িতুং ন শক্যতে যথৈকদেশস্থিতয়োঃ শুক্লয়োঃ পার্থিবয়োঃ পরমাণ্বোস্তথাবিধে বিষয়ে ভেদায় কৃতসংযমস্য যদা ভেদেন জ্ঞানমুপ-জায়তে তদাভ্যাসাৎ সূক্ষ্মাণ্যপি তত্ত্বানি ভেদেন প্রতিপদ্যন্তে। এত-দুক্তম্ভবতি—যত্র কেনচিদুপায়েন ভেদো নাবধারয়িতুং শক্যস্তত্র সংযমা-দ্ভবত্যেব ভেদপ্রতিপত্তিঃ সূক্ষ্মাণাং তত্ত্বানাম্। উক্তস্য বিবেকজস্যজ্ঞানস্য সংজ্ঞাং বিষয়ং স্বাভাব্যং ব্যাখ্যাতুমাহ—

৫৫। উক্তসংযমবলাদন্ত্যায়াং ভূমিকায়ামুৎপন্নং জ্ঞানং তারয়ত্যগা-ধাৎ সংসারসাগরাৎ যোগিনমিত্যন্বর্থিকয়া সংজ্ঞয়া তারকমিত্যুচ্যতে। অস্য বিষয়মাহ—সর্ব্ববিষয়মিতি। সর্ব্বাণি তত্ত্বানি মহদাদীনি বিষয়ো-যস্যেতি সর্ব্ববিষয়ম্। সর্ব্বাভিরবস্থাভিঃ স্থূলসূক্ষ্মাদিভেদেন তৈস্তৈঃ পরি-ণামৈঃ সর্ব্বেণ প্রকারেণাবস্থিতানি তত্ত্বানি বিষয়োযস্যেতি সর্ব্বথাবিষয়ম্। স্বভাবান্তরমাহ—অক্রমঞ্চেতি। নিঃশেষনানাবস্থাপরিণতদ্র্যাত্মকভাবগ্রহণে নাঽস্য ক্রমোবিদ্যত ইত্যক্রমম্। সর্ব্বং করতলামলকবৎ যুগপৎ পশ্যতীত্যর্থঃ। তস্মাচ্চ বিবেকজাৎ তারকাৎ কিং ভবতীত্যাহ—

৫৬। সত্ত্বপুরুষাবুক্তলক্ষণৌ। তয়োঃ শুদ্ধিসাম্যে কৈবল্যম্। চিত্ত-সত্ত্বস্য সর্ব্বকর্তৃত্বাভিমাননিবৃত্ত্যা স্বকারণেঽনুপ্রবেশঃ শুদ্ধিঃ। পুরুষস্য শুদ্ধিরুপচরিতভোগাভাবঃ। ইতি দ্বয়োঃ সমানায়াং শুদ্ধৌ পুরুষস্য কৈবল্য-মুৎপদ্যতে মোক্ষোভবতীত্যর্থঃ।

তদেবমন্তরঙ্গং যোগাঙ্গত্রয়মভিধায় তস্য চ সংযমসংজ্ঞাং কৃত্বা সংযমস্য চ বিষয়প্রদর্শনার্থং পরিণামত্রয়মুপপাদ্য সংযমবলোৎপদ্যমানাঃ পূর্ব্বান্তাপরান্ত-

মধ্যভবাঃ সিদ্ধীরুপদর্শ্য সমাধ্যাশ্বাসোৎপত্তয়ে বাহ্যা ভুবনজ্ঞানাদিরূপা আভ্যন্তরাশ্চ কায়ব্যূহজ্ঞানাদিরূপাঃ প্রদর্শ্য সমাধ্যুপযোগায়েন্দ্রিয়প্রাণজয়াদি-পূর্ব্বিকাঃ পরমপুরুষার্থসিদ্ধয়ে যথাক্রমমবস্থাসহিতভূতজয়েন্দ্রিয়জয়সত্ত্বজয়ো-স্তবাশ্চ ব্যাখ্যায় বিবেকজজ্ঞানোৎপত্তয়ে তাংস্তানুপায়ানুপন্যস্য তারকস্য সর্ব্ব-সমাধ্যবস্থাপর্য্যন্তভবস্য স্বরূপমভিধায় তৎসমাপত্তেঃ কৃতাধিকারস্য চিত্তসত্ত্বস্য স্বকারণেঽনুপ্রবেশাৎ কৈবল্যমুৎপদ্যত ইত্যভিহিতম্। ইতি নির্ণীতোবিভূতি-পাদস্তৃতীয়ঃ ॥

ইতি মহারাজাধিরাজ-শ্রীভোজদেব-বিরচিতায়াং রাজমার্ত্তণ্ডাভিধায়াং পাতঞ্জলযোগশাস্ত্রবৃত্তৌ বিভূতিপাদস্তৃতীয়ঃ ॥

যদাজ্ঞয়ৈব কৈবল্যং বিনোপায়ৈঃ প্রজায়তে।
তমেকমজমীশানং চিদানন্দময়ং স্তুমঃ ॥

ইদানীং বিপ্রতিপত্তিসমুত্থভ্রান্তিনিরাকরণেন যুক্ত্যা কৈবল্যস্বরূপজ্ঞাপ-নায় কৈবল্যপাদোঽয়মারভ্যতে। তত্র যাঃ পূর্ব্বমুক্তাঃ সিদ্ধয়স্তাসাং নানা-বিধজন্মাদিনিমিত্তকারণপ্রতিপাদনদ্বারেণৈব স্বরূপং বোধয়তি।—যদ্যেতাঃ সিদ্ধয়ঃ পূর্ব্বজন্মাভ্যস্তসমাধিবলাৎ জন্মাদিনিমিত্তমাত্রত্বেনাশ্রিত্য প্রবর্ত্তন্তে তত্তশ্চা-ঽনেকভবসাধ্যস্য সমাধের্ন ক্ষতিরস্তীত্যাশ্বাসোৎপাদনায় সমাধিসিদ্ধেশ্চ প্রাধান্যখ্যাপনার্থং কৈবল্যপ্রয়োগার্থঞ্চাহ—

১। কাশ্চন জন্মনিমিত্তা এব সিদ্ধয়ঃ। যথা পক্ষ্যাদীনামাকাশগমনা-দয়ঃ। যথা বা কপিলমহর্ষিপ্রভৃতীনাং জন্মসমনন্তরমেবোপজায়মানা জ্ঞানা-দয়ঃ সাংসিদ্ধিকাঃ গুণাঃ। ঔষধসিদ্ধয়ো যথা পাতালাদৌ রসায়নাদ্যুপযোগাৎ। মন্ত্রসিদ্ধির্যথা মন্ত্রজপাৎ কেষাঞ্চিদাকাশগমনাদিঃ। তপঃসিদ্ধির্যথা বিশ্বামিত্রা-দীনাম্। সমাধিসিদ্ধির্যথা প্রাক্প্রতিপাদিতা। এতাঃ সিদ্ধয়ঃ পূর্ব্বজন্মনি ক্ষপিতকল্মষানামেবোপজায়ন্তে। তস্মাৎ সমাধিসিদ্ধাবিবাঽন্যাসাং সিদ্ধীনাং সমাধিরেব জন্মান্তরাভ্যস্তঃ কারণং মন্ত্রাদীনি তু নিমিত্তমাত্রাণি। ননু নন্দীশ্বরাদীনাং জাত্যাদিপরিণামোঽস্মিন্নেব জন্মনি দৃশ্যতে তৎ কথং জন্মা-ন্তরাভ্যস্তস্য সমাধেঃ কারণত্বমুচ্যত ইত্যাশঙ্ক্যাহ—

২। যোঽয়মিহৈব জন্মনি নন্দীশ্বরাদীনাং জাত্যাদিপরিণামঃ স প্রকৃ-ত্যাপূরাৎ। পাশ্চাত্ত্যা এব হি প্রকৃতয়োঽমুষ্মিন্ জন্মনি বিকারানাপূরয়ন্তি

জাত্যন্তরাকারেণ পরিণময়ন্তি। নমু চ ধর্ম্মাদয়স্তত্র ক্রিয়মাণা উপলভ্যন্তে তৎ কথং প্রকৃতীনামাপূরণে কারণত্বমিত্যত আহ—

৩। নিমিত্তং ধর্ম্মাদি তৎ প্রকৃতীনামর্থান্তরপরিণামে ন প্রয়োজকম্। ন হি কার্য্যেণ কারণং প্রবর্ত্ততে। কুত্র তর্হি তস্য ধর্ম্মাদের্ব্যাপার ইত্যাহ—বরণভেদস্তু ততঃ ক্ষেত্রিকবৎ। ততস্তস্মাদনুষ্ঠীয়মানাদ্ধর্ম্মাদের্যৎ বরণম্ আবরকমধর্ম্মাদি তস্যৈব বিরোধিত্বাৎ ভেদঃ ক্ষয়ঃ ক্রিয়তে। তস্মিন্ প্রতিবন্ধে ক্ষীণে প্রকৃতয়ঃ স্বয়মভিমতকার্য্যায় প্রভবন্তি। দৃষ্টান্তমাহ—ক্ষেত্রিকবৎ। যথা ক্ষেত্রিকঃ কৃষীবলঃ কেদারাৎ কেদারান্তরং জলং নিনীষুর্জ্জলপ্রতিবন্ধকারণভেদমাত্রং করোতি তস্মিন্ ভিন্নে জলং স্বয়মেব প্রসররূপং পরিণামং গৃহ্লাতি ন তু জলপ্রসরণে তস্য কশ্চিৎ ব্যাপার এবমধর্ম্মাদের্বোদ্ধব্যম্। যদা সাক্ষাৎকৃততত্ত্বস্য যোগিনোযুগপৎ কর্ম্মফলোপভোগায়াত্মীয়নিরতিশয়বিভূত্যনুভবায় যুগপদনেকশরীরনির্ম্মিৎসোপজায়তে তদা কুতস্ত্যানি চিত্তানি প্রভবন্তীত্যত আহ—

৪। যোগিনঃ স্বয়ং নির্ম্মিতেষু কায়েষু যানি চিত্তানি তানি মূলকারণাদস্মিতামাত্রাদেব তদিচ্ছয়া প্রসরন্তি অগ্নের্বিস্ফুলিঙ্গা ইব যুগপৎ পরিণমন্তি। নমু বহূনাং চিত্তানাং ভিন্নাভিপ্রায়ত্বান্নৈককার্য্যকর্তৃত্বং স্যাদিত্যত আহ—

৫। তেষামনেকেষাং চেতসাং প্রবৃত্তিভেদে ব্যাপারনানাত্বে একং যোগিনশ্চিত্তং প্রয়োজকং প্রেরকমধিষ্ঠাতৃত্বেন। (তেন ন ভিন্নমতত্বম্।) অয়মর্থঃ—যথা স্বীয়ে শরীরে মনশ্চক্ষুঃপাণ্যাদীনি যথেষ্টং প্রেরয়ত্যধিষ্ঠাতৃত্বেন তথা কায়ান্তরেম্বপীতি। জন্মাদিপ্রভবত্বাৎ সিদ্ধীনাং চিত্তমপি তৎপ্রভবং পঞ্চবিধমেব। ততো জন্মাদিপ্রভবাচ্চিত্তাৎ সমাধিপ্রভবস্য বৈলক্ষণ্যমাহ—

৬। ধ্যানজং সমাধিজং যচ্চিত্তং তৎ পঞ্চসু মধ্যেঽনাশয়ং কর্ম্মবাসনারহিতমিত্যর্থঃ। যথেতরচিত্তেভ্যোযোগিনশ্চিত্তং ক্লেশাদিরহিতং বিলক্ষণং তথা কর্ম্মাপি বিলক্ষণমিত্যাহ—

৭। শুভফলদং কর্ম্ম যাগাদি শুক্লম্। অশুভফলদং ব্রহ্মহত্যাদি কৃষ্ণম্। উভয়ং সঙ্কীর্ণং শুক্লকৃষ্ণম্। তত্র শুক্লং কর্ম্ম বিচক্ষণানাং দানতপঃস্বাধ্যায়াদিমতাং পুরুষাণাম্। কৃষ্ণং কর্ম্ম নারকিণাম্। শুক্লকৃষ্ণং মনুষ্যাণাম্। যোগিনাস্তু সন্ন্যাসবতামেবংবিধকর্ম্মবিলক্ষণং যৎ ফলত্যাগানুসন্ধানেনৈবানুষ্ঠানাৎ ন কিঞ্চিৎ ফলমারভতে। অস্যৈব কর্ম্মণঃ ফলমাহ—

৮। ইহ হি দ্বিবিধাঃ কর্ম্মবাসনাঃ স্মৃতিমাত্রফলা জাত্যায়ুর্ভোগফলাশ্চ।

তত্র জাত্যায়ুর্ভোগফলা একানেকজন্মভবা ইত্যনেন পূর্ব্বমেব কৃত-নির্ণয়াঃ। যাস্ত স্মৃতিমাত্রফলাস্তাস্থ ততো যেন কর্ম্মণা যাদৃক্ শরীরমারব্ধং দেবমনুষ্যতির্য্যগাদিভেদেন তস্য বিপাকস্য বা অনুগুণা অনুরূপা বাসনা-স্তাসামেব তস্মাদভিব্যক্তির্বাসনানাম্ভবতি। (অয়ম্ভাবঃ) অয়মর্থঃ—যেন কর্ম্মণা পূর্ব্বং দেবতাদিশরীরমারব্ধং জাত্যন্তরশতব্যবধানেন পুনস্তথাবিধস্যৈব শরীরস্যারম্ভে তদনুরূপা এব স্মৃতিফলা বাসনাঃ প্রকটীভবন্তি। লোকো-ত্তরেষেবার্থেষু তস্যঃ স্মৃত্যাদয়োজায়ন্তে। ইতরাস্ত সত্যোঽপ্যব্যক্ত-সংজ্ঞাস্তিষ্ঠন্তি। ন তস্যাং দশায়াং নারকাদিশরীরোপভোগভবা বাসনা ব্যক্তিমায়ান্তি। আসামেব বাসনানাং কার্য্যকারণভাবানুপপত্তিমাশঙ্ক্য সমর্থয়িতুমাহ—

৯। ইহ নানাযোনিষু ভ্রমতাং সংসারিণাং কাঞ্চিদ্যোনিমনুভূয় যদা যোন্যন্তরসহস্রব্যবধানেন পুনস্তামেব যোনিং প্রতিপদ্যন্তে তদা তস্যাং পূর্ব্বানু-ভূতায়াং যোনৌ তথাবিধশরীরাদিব্যঞ্জকাপেক্ষয়া যা বাসনাঃ প্রকটীভূতা আসন্ তাস্তথাবিধব্যঞ্জকাভাবাত্তিরোভূতাঃ পুনস্তথাবিধব্যঞ্জকশরীরাদিলাভে প্রকটীভবন্তি। জাতিদেশকালব্যবধানেঽপি তাসাং স্বানুরূপস্মৃত্যাদিফল-সাধনে আনন্তর্য্যং নৈরন্তর্য্যমেব। কুতঃ? স্মৃতিসংস্কারয়োরেকরূপত্বাৎ। তথাহি—অনুষ্ঠীয়মানাৎ কর্ম্মণশ্চিত্তসত্ত্বে বাসনারূপঃ সংস্কারঃ সমুৎপদ্যতে। স চ স্বর্গনরকাদীনাং ফলানামঙ্কুরভাবঃ। কর্ম্মণাং বা যাগাদীনাং শক্তি-রূপতয়াঽবস্থানম্। কর্ত্তুর্ব্বা তথাবিধভোগভোক্তৃস্বরূপং সামর্থ্যম্। তস্মাৎ সংস্কারাৎস্মৃতিঃ স্মৃতেশ্চ সুখদুঃখোপভোগঃ। তদনুভবাচ্চ পুনরপি সংস্কার-স্মৃত্যাদয়ঃ। এবঞ্চ সতি যস্য স্মৃতিসংস্কারাদয়োভিন্নাস্তস্যানন্তর্য্যাভাবে দুর্লভঃ কার্য্যকারণভাবঃ। অস্মাকন্তু যদানুভব এব সংস্কারোভবতি সংস্কারশ্চ স্মৃতি-রূপতয়া পরিণমতে তদৈকস্যৈব চিত্তস্যানুসন্ধাতৃত্বেনাস্থিতত্বাৎ কার্য্যকারণ-ভাবো ন দুর্ঘটঃ। ভবত্বানন্তর্য্যং কার্য্যং কারণভাবশ্চ বাসনানাং যদা তু প্রথম-মেবানুভবঃ প্রবর্ত্ততে তদা কিং বাসনানিমিত্তক উত নির্নিমিত্তক ইতি শঙ্কা-মপনেতুমাহ—

১০। তাসাং বাসনানামনাদিত্বং ন বিদ্যতে আদির্যাসাং তাসাং ভাব-স্তত্ত্বম্। আসামাদির্নাস্তীত্যর্থঃ। কুত ইত্যত আহ—আশিষোনিত্যত্বাৎ। যেয়-মাশীর্ম্মহামোহরূপা সদৈব সুখসাধনানি মে ভূয়াসুঃ মা কদাচন তৈর্বিয়োগো মম ভূয়াদিতি সঙ্কল্পবিশেষোবাসনানাং কারণং তস্য নিত্যত্বাদনাদিত্বা-

দিত্যর্থঃ। এতদুক্তম্ভবতি—কারণস্য সন্নিহিতত্বাদনুভবসংস্কারাদীনাং কার্য্যাণাং প্রবৃত্তিঃ কেন বার্য্যতে। অনুভবসংস্কারাদ্যনুবিদ্ধং সঙ্কোচবিকাশধর্ম্মি চিত্তং তত্তদভিব্যঞ্জকবিপাকলাভাৎ তৎফলরূপতয়া পরিণমত ইত্যর্থঃ। আসামানন্ত্যাৎ হানং কথং ভবতীত্যাশঙ্ক্য হানোপায়মাহ—

১১। বাসনানামনন্তরমাহঃনুভবোহেতুস্তস্যাপ্যনুভবস্য রাগাদয়স্তেষামবিদ্যেতি সাক্ষাৎ পারম্পর্য্যেণ চ হেতুঃ ফলং শরীরাদি স্মৃত্যাদয়শ্চ আশ্রয়ো বুদ্ধিসত্ত্বমালম্বনং যদেবানুভবস্য তদেব বাসনানামতস্তৈর্হেতুফলাশ্রয়ালম্বনৈরনন্তানামপি বাসনানাং সংগৃহীতত্বাত্তেষাং হেত্বাদীনামভাবে জ্ঞানযোগাভ্যাং দগ্ধবীজকল্পত্বে বিহিতে নির্ম্মূলত্বান্ন বাসনাঃ প্ররোহন্তি ন কার্য্যমারভন্ত ইতি ভাবঃ। ননু প্রতিক্ষণং চিত্তস্য নশ্বরত্বোপলব্ধের্বাসনানাং তৎফলানাঞ্চ তাসাং কার্য্যকারণভাবেনাযুগপদ্ভাবিত্বাদ্ভেদে কথমেকত্বমিত্যাশঙ্ক্য একত্বসমর্থনায়াহ—

১২। ইহাত্যন্তমসতাং ভাবানামুৎপত্তির্ন যুক্তিমতী তেষাং সত্ত্বসম্বন্ধাযোগাৎ। ন হি শশবিষাণাদীনাং কচিদপি সত্ত্বসম্বন্ধো দৃষ্টঃ। নিরূপাখ্যে চ কার্য্যে কিমুদ্দিশ্য কারণানি প্রবর্ত্তেরন্। ন হি বিষয়মনালোচ্য কশ্চিৎ প্রবর্ত্ততে। সতামপি বিরোধান্নাভাবসম্বন্ধোহস্তি। যৎ স্বরূপেণ লব্ধসত্তাকং তৎ কথং নিরূপাখ্যতামভাবরূপতাং বা ভজতে। ন বিরুদ্ধং রূপং স্বীকরোতীত্যর্থঃ। তস্মাৎ সতাং নাশাসম্ভবাৎ অসতাঞ্চোৎপত্ত্যসম্ভবাত্তৈস্তৈর্ধর্ম্মৈর্বিপরিণমমানোধর্ম্মী সদৈকরূপতয়াবতিষ্ঠতে। ধর্ম্মাস্তু ত্র্যধ্বকত্বেন ত্রৈকালিকত্বেন ব্যবস্থিতাঃ স্বস্মিন্ স্বস্মিন্নধ্বনি ব্যবস্থিতা ন স্বরূপং ত্যজন্তি। বর্ত্তমানেঽধ্বনি ব্যবস্থিতাঃ কেবলং ভোগ্যতাং ভজন্তে। তস্মাদ্ধর্ম্মাণামেবাতীতানাগতাদ্যধ্বভেদাত্তেনৈব চ রূপেণ কার্য্যকারণভাবোঽস্মিন্ দর্শনে প্রতিপাদ্যতে। তস্মাদপবর্গপর্য্যন্তমেকমেব চিত্তং ধর্ম্মিতয়ানুবর্ত্তমানং ন নিহ্নোতুং পার্য্যতে। ত এতে ধর্ম্মধর্ম্মিণঃ কিংরূপা ইত্যত আহ—

১৩। য এতে ধর্ম্মধর্ম্মিণঃ প্রোক্তাস্তে ব্যক্তসূক্ষ্মভেদেন ব্যবস্থিতাঃ। যে গুণাঃ সত্ত্বরজস্তমোরূপাস্তদাত্মানস্তৎপরিণামরূপা ইত্যর্থঃ। যতঃ সত্ত্বরজস্তমোভিঃ সুখদুঃখমোহরূপৈঃ সর্ব্বাসাং বাহ্যাভ্যন্তরভেদভিন্নানাং ভাবব্যক্তীনাং অন্বয়োঽনুগমো দৃশ্যতে। যচ্চ যদন্বয়ি তৎতৎ পরিণামরূপং দৃষ্টম্। যথা ঘটাদয়োমৃদন্বিতা মৃৎপরিণামরূপাঃ। যদ্যেতে ত্রয়োগুণাঃ সর্ব্বত্র মূলকারণং, তৎ কথমেকোধর্ম্মীতি ব্যপদেশ ইত্যাশঙ্ক্যাহ—

১৪। যদ্যপি ত্রয়োগুণাস্তথাপি তেষামঙ্গাঙ্গিভাবগমনলক্ষণো যঃ পরিণামঃ কচিৎ সত্ত্বমঙ্গি কচিদ্রজঃ কচিচ্চ তম ইত্যেবংরূপঃ, তস্যৈকত্বাদ্বস্তুনস্তত্ত্ব-মেকত্বমুচ্যতে। যথেয়ং পৃথিবী, অয়ং বায়ুরিত্যেবমাদি। নম্ন বিজ্ঞানব্যতি-রিক্তে সত্যর্থে বস্ত্বেকমনেকং বা বক্তুং যুজ্যতে, যদা বিজ্ঞানমেব বাসনা-বশাৎ কার্য্যকারণভাবেনাবস্থিতং তথা তথা প্রতিভাতি তদা কথমেতচ্ছক্যতে বক্তুমিত্যাশঙ্ক্যাহ—

১৫। তয়োর্জ্ঞানজ্ঞেয়য়োর্বিবিক্তঃ পন্থাঃ। বিবিক্তো মার্গভেদ ইতি যাবৎ। কথম্? বস্তুসাম্যে চিত্তভেদাৎ। সমানে বস্তুনি স্ত্র্যাদ্যুপলভ্যমানে নানা-প্রমাতৃণাং চিত্তস্য ভেদঃ সুখদুঃখমোহরূপতয়া সমুপলভ্যতে। তথাহি একস্যাং রূপলাবণ্যবত্যাং যোষিত্যুপলভ্যমানায়াং সরাগস্য সুখমুৎপদ্যতে সপত্ন্যাস্তু দ্বেষঃ পরিব্রাজকাদেস্তু ঘৃণা, ইত্যেকস্মিন্নপি বস্তুনি নানাবিধচিত্তোদয়াৎ কথমেকচিত্তকার্য্যত্বং বস্তুনঃ একচিত্তকার্য্যত্বে বস্ত্বেকরূপং নৈবাবভাসেত। কিঞ্চ চিত্তকার্য্যত্বে বস্তুনো যদীয়স্য চিত্তস্য যদ্বস্তু কার্য্যং তস্মিন্নর্থান্তর-ব্যাসক্তে চিত্তে তদ্বস্তু ন কিঞ্চিৎ স্যাৎ। ভবত্বিতি চেন্ন। তদৈব কথমন্যৈ-র্বহুভিরুপলভ্যেত। উপলভ্যতে চ। তস্মান্ন চিত্তকার্য্যম্। অথ যুগপদ্বহুভিঃ সোঽর্থঃ ক্রিয়তে তদা বাহুভির্নির্ম্মিতস্য তস্যার্থস্যৈকনির্ম্মিতাদ্বৈলক্ষণ্যং স্যাৎ। যদি বৈলক্ষণ্যং নেষ্যতে তদা কারণভেদে সতি কার্য্যভেদস্যাভাবে নির্হেতুক-মেকরূপং বা জগৎ স্যাৎ। এতদুক্তং ভবতি সত্যপি ভিন্নে কারণে যদি কার্য্যাভেদস্তদা সমগ্রজগন্নানাবিধকারণজন্যমেকরূপং স্যাৎ। কারণ-ভেদানমুগমাৎ স্বাতন্ত্র্যে নির্হেতুকং বা স্যাৎ। যদ্যেবং কথং তেন ত্রিগুণা-ত্মনাঽর্থেন প্রমাতুঃ সুখদুঃখমোহময়ানি জ্ঞানানি ন জন্যন্তে? নৈবম্। যথাঽর্থস্ত্রিগুণস্তথা চিত্তমপি ত্রিগুণম্। যস্য চিত্তস্যার্থপ্রতিভাসোৎপত্তৌ ধর্ম্মাদয়ঃ সহকারি কারণং তদুদ্ভবাভিভববশাৎ চিত্তস্য তেন তেন রূপেণা-ঽভিব্যক্তিঃ। তথা চ কামুকস্য সন্নিহিতায়াং যোষিতি ধর্ম্মসহকৃতং চিত্তং সত্ত্বস্যাঙ্গিতয়া পরিণমমানং সুখময়ং ভবতি, তদেবাধর্ম্মসহকারিরজসো-ঽঙ্গিতয়া দুঃখরূপং সপত্নীমাত্রস্য ভবতি, তীব্রাধর্ম্মসহকারিতয়া তমসো-ঽঙ্গিত্বেন কোপনায়াঃ সপত্ন্যা মোহময়ং ভবতি। তস্মাদ্বিজ্ঞানব্যতি-রিক্তোঽস্তি বাহ্যোঽর্থঃ। তদেবং ন বিজ্ঞানবস্তুনোস্তাদাত্ম্যং বিরোধান্ন কার্য্য-কারণভাবঃ। কারণভেদে সত্যপি কার্য্যাভেদপ্রসঙ্গাদিতি জ্ঞানব্যতিরিক্তত্ব-মর্থস্য ব্যবস্থাপিতম্। যদ্যেবং জ্ঞানঞ্চেৎ প্রকাশকত্বাৎ গ্রহণস্বভাবমর্থশ্চ

প্রকাশ্যত্বাদ্‌গ্রাহিস্বভাবস্তৎ কথং যুগপৎ সর্বানর্থান্ ন গৃহ্লাতি ন বা স্মরতীত্যাশঙ্ক্য পরিহারং বক্তুমাহ—

১৬। তস্যার্থস্যোপরাগাদাকারসমর্পণাৎ চিত্তে বাহ্যং বস্তু জ্ঞাতমজ্ঞাতঞ্চ ভবতি। অয়মর্থঃ—সর্বঃ পদার্থ আত্মজ্ঞানসামগ্রীমপেক্ষতে। নীলাদিজ্ঞানঞ্চোপজায়মানমিন্দ্রিয়প্রণালিকয়া সমাগতমর্থোপরাগং সহকারিকারণত্বেনাপেক্ষতে। ব্যতিরিক্তস্যার্থস্য সম্বন্ধাভাবাদ্‌গ্রহীতুমশক্যত্বাৎ। ততশ্চ যেনৈবার্থেনাহস্য জ্ঞানস্য স্বস্বরূপোপরাগঃ কৃতঃ তমেবার্থং তজ্জ্ঞানং ব্যবহারযোগ্যতাং নয়তি। ততশ্চ সোঽর্থো জ্ঞাত ইত্যুচ্যতে। যেন চাকারো ন সমর্পিতঃ সোঽজ্ঞাতত্বেন ব্যবহ্রিয়তে। যস্মিংশ্চানুভূতেঽর্থে সদৃশাদিরর্থঃ সংস্কারমুদ্বোধয়ন্ সহকারিকারণত্বং প্রতিপদ্যতে তস্মিন্নেবার্থে স্মৃতিরুপজায়তে। ইতি ন সর্বত্র জ্ঞানং নাপি সর্বত্র স্মৃতিরিতি ন কশ্চিদ্বিরোধঃ। যদ্যেবং প্রমাতাপি পুরুষো যস্মিন্ কালে নীলং সংবেদয়তি তস্মিন্নেব কালে ন পীতম্ অতশ্চিত্তবত্তস্যাপি কাদাচিৎকত্বং গ্রহীতৃরূপত্বাদাকারগ্রহণে পরিণামিত্বং প্রাপ্তমিত্যাশঙ্ক্য পরিহর্তুমাহ—

১৭। যা এতাশ্চিত্তস্য প্রমাণবিপর্য্যয়াদিরূপা বৃত্তয়ঃ, তাস্তৎপ্রভোশ্চিত্তস্য গ্রহীতুঃ পুরুষস্য সদা সর্বকালমেব জ্ঞেয়াঃ। তস্য চিদ্রূপতয়াঽপরিণামাৎ পরিণামিত্বাভাবাদিত্যর্থঃ। যদাসৌ পরিণামী স্যাৎ তদা পরিণামস্য কাদাচিৎকত্বাৎ তাসাং চিত্তবৃত্তীনাং সদাজ্ঞাতত্বং নোপপদ্যেত। অয়মর্থঃ—পুরুষস্য চিদ্রূপস্য সদৈবাধিষ্ঠাতৃত্বেন ব্যবস্থিতস্য যদন্তরঙ্গং জ্ঞেয়ং নির্ম্মলং সত্ত্বং তস্যাপি সদৈবাবস্থিতত্বাদ্‌যেন যেনার্থেনোপরক্তং ভবতি তথাবিধস্য দৃশ্যস্য সদৈব চিচ্ছায়াসংক্রান্তিসদ্ভাবস্তস্যাং সত্যাং সিদ্ধং সদা জ্ঞাতৃত্বমিতি ন কদাচিৎ পরিণামিত্বাশঙ্কা। ননু চিত্তমেব যদি সত্ত্বোৎকর্ষাৎ প্রকাশকং প্রকাশ্যঞ্চ তদা স্বপরপ্রকাশকত্বাদাত্মানমর্থঞ্চ প্রকাশয়তীতি তাবতৈব ব্যবহারসমাপ্তেঃ কৃতং গ্রহীত্রন্তরেণেত্যাশঙ্কামপনেতুমাহ—

১৮। তচ্চিত্তং স্বাভাসং স্বপ্রকাশং ন ভবতি। পুরুষবেদ্যং ভবতীতি যাবৎ। কুতঃ? দৃশ্যত্বাৎ। যৎ কিল দৃশ্যং তৎ দ্রষ্টৃবেদ্যং দৃষ্টম্। যথা ঘটাদি। দৃশ্যঞ্চ চিত্তং তস্মান্ন স্বাভাসম্। ননু চ সাধ্যাবিশিষ্টোঽয়ং হেতুঃ। দৃশ্যত্বমেব চিত্তস্যাসিদ্ধম্। কিঞ্চ স্ববুদ্ধিবেদনদ্বারেণ পুরুষাণাং হিতাহিতপ্রাপ্তিপরিহাররূপাঃ প্রবৃত্তয়ো দৃশ্যন্তে। তথাহি—ক্রুদ্ধোঽহং ভীতোঽহমত্র মে রাগ ইত্যেবমাদ্যাঃ সংবিদো বুদ্ধেরসংবেদনে নোপপন্না ইত্যাশঙ্কাং নিরসিতুমাহ—

১৯। অর্থস্য সংবিত্তিঃ—ইদন্তয়া ব্যবহারযোগ্যতাপাদনম্। অয়মর্থঃ—সুখহেতুর্দুঃখহেতুর্বেতি বুদ্ধেশ্চ সংবিদহমিত্যেবমাকারেণ সুখদুঃখরূপতয়া ব্যবহারক্ষমতাপাদনম্। এবংবিধঞ্চ ব্যাপারদ্বয়মর্থপ্রত্যক্ষতাকালে ন যুগপৎ কর্তুং শক্যং বিরোধাৎ। ন হি বিরুদ্ধয়োর্ব্যাপারয়োর্যুগপৎ সম্ভবোঽস্তি। অত একস্মিন্ কাল উভয়স্য স্বরূপস্যার্থস্য চাবধারয়িতুমশক্যত্বাৎ ন চিত্তং স্বপ্রকাশকমিত্যুক্তম্ভবতি। কিঞ্চ এবংবিধব্যাপারদ্বয়ায়ত্তস্য ফলদ্বয়স্যাসংবেদনাদ্বহির্মুখতয়ৈবার্থনিষ্ঠত্বেন চিত্তস্য সংবেদনাদর্থনিষ্ঠমেব ফলং ন স্বনিষ্ঠমিত্যর্থঃ। নম্বু মা ভূদ্বুদ্ধেঃ স্বয়ংগ্রহণং বুদ্ধ্যান্তরেণ ভবিষ্যতীত্যাশঙ্ক্যাহ—

২০। যদি বুদ্ধির্বুদ্ধ্যান্তরেণ বেদ্যতে তদা সাপি বুদ্ধিঃ স্বয়মবুদ্ধা বুদ্ধ্যান্তরং প্রকাশয়িতুমসমর্থেতি তস্যা গ্রাহকং বুদ্ধ্যান্তরং কল্পনীয়ম্। তস্যাপ্যন্যদিত্যনবস্থানাৎ পুরুষায়ুষেণার্থপ্রতীতির্ন স্যাৎ। ন হি প্রতীতাবপ্রতীতায়ামর্থঃ প্রতীতোভবতি। স্মৃতিসঙ্করঞ্চ প্রাপ্নোতি। রূপে রসে বা সমুৎপন্নায়াং বুদ্ধৌ তদ্গ্রাহিকাণামনন্তানাং বুদ্ধীনাং সমুৎপত্তের্বুদ্ধিজনিতৈঃ সংস্কারৈর্যদা যুগপদ্বহ্ব্যঃ স্মৃতয়ঃ ক্রিয়ন্তে তদাঽর্থবুদ্ধেরপর্য্যবসানাৎ বুদ্ধিস্মৃতীনাং যুগপদুৎপত্তেঃ কস্মিন্নর্থে স্মৃতিরিয়মুৎপন্নেতি জ্ঞাতুমশক্যত্বাৎ স্মৃতীনাং সংকরাৎ ইয়ং রূপস্মৃতিরিয়ং রসস্মৃতিরিতি ন জ্ঞায়েত। নম্বু চ বুদ্ধেঃ স্বপ্রকাশত্বাভাবে বুদ্ধ্যান্তরেণ চাসংবেদনে কথময়ং বিষয়সংবেদনরূপোব্যবহার ইত্যাশঙ্ক্য স্বসিদ্ধান্তমাহ—

২১। পুরুষশ্চিদ্রূপত্বাচ্চিতিঃ। সা অপ্রতিসংক্রমা ন বিদ্যতে প্রতিসংক্রমোঽন্যত্র গমনং যস্যাঃ সা তথোক্তা। অন্যেনাসঙ্কীর্ণেতি যাবৎ। যথা গুণা অঙ্গাঙ্গিভাবগমনলক্ষণে পরিণামেঽঙ্গিনং গুণমুপসংক্রামন্তি তদ্রূপতামিবাপদ্যন্তে যথা বা আলোকপরমাণবঃ প্রসরন্তোরূপমারোপয়ন্তি নৈবং চিতিশক্তিঃ। তস্যাঃ সর্ব্বদৈকরূপতয়া স্বপ্রতিষ্ঠিতত্বেন ব্যবস্থিতত্বাৎ। অতস্তৎসন্নিধানে যদা বুদ্ধিস্তদাকারতামাপদ্যতে চেতনেবোপজায়তে বুদ্ধিবৃত্তিপ্রতিসংক্রান্তা চ যদা চিতিশক্তির্বুদ্ধিবৃত্ত্যাবেশাৎ তথা সম্পদ্যতে তদা বুদ্ধেঃ স্বস্যাত্মনো বেদনং সংবেদনং ভবতীত্যর্থঃ। ইত্থং স্বসংবিদিতং চিত্তং সর্ব্বার্থগ্রহসামর্থ্যেন সকলব্যবহারনির্ব্বাহক্ষমং ভবতীত্যাহ—

২২। দ্রষ্টা পুরুষঃ। তেনোপরক্তং তৎসন্নিধানে তদ্রূপতামিব প্রাপ্তং দৃশ্যোপরক্তং গৃহীতবিষয়াকারপরিণামং যদা ভবতি তদা তদেব সর্ব্বার্থগ্রহণসমর্থং জায়তে। যথা নির্ম্মলং স্ফটিকদর্পণাদ্যেব প্রতিবিম্বগ্রহণসমর্থমেবং

রজস্তমোভ্যামনভিভূতং সত্ত্বং শুদ্ধত্বাৎ চিচ্ছায়াগ্রহণসমর্থং ভবতি ন পুনরশুদ্ধত্বাদ্রজস্তমসী তদভিভূতরজস্তমোরূপমঙ্গিতয়া সত্ত্বং নিশ্চলদীপশিখাকারং সদৈবেকরূপতয়া পরিণমমানং চিচ্ছায়াগ্রহণসামর্থ্যাদা মোক্ষপ্রাপ্তেরবতিষ্ঠতে। যথাঽয়স্কান্তসন্নিধানে লোহস্য চলত্বমাবির্ভবত্যেবং চিদ্রূপপুরুষসন্নিধানে সত্ত্বস্যাভিব্যঙ্গ্যামভিব্যজ্যতে চৈতন্যম্। অতএবাঽস্মিন্ দর্শনে দ্বে চিচ্ছক্তী। নিত্যোদিতাঽভিব্যঙ্গ্যা চ। নিত্যোদিতা চিচ্ছক্তিঃ পুরুষস্তৎসন্নিধানাদভিব্যঙ্গ্যং চৈতন্যং সত্ত্বম্। অভিব্যঙ্গ্যা চিচ্ছক্তিস্তদত্যন্তসন্নিহিতত্বাদন্তরঙ্গং পুরুষস্য ভোগ্যতাং প্রতিপদ্যতে। তদেব শান্তব্রহ্মবাদিভিঃ সাংখ্যৈঃ পুরুষস্য পরমাত্মনোঽধিষ্ঠেয়ং কর্ম্মাত্মরূপং সুখদুঃখভোক্তৃতয়া ব্যপদিশ্যতে। যত্রত্যাস্তাঽঽস্ত্রিগুণত্বাদেকস্যাপি গুণস্য কদাচিৎ কস্যচিদঙ্গিত্বাৎ ত্রিগুণং প্রতিক্ষণং পরিণমমানং সুখদুঃখমোহাত্মকমনির্ম্মলং তস্মিন্ কর্ম্মাত্মানুরূপে শুদ্ধে সত্ত্বে স্বাকারসমর্পণদ্বারেণ সংবেদ্যতামাপাদয়তি তচ্ছুদ্ধমাদ্যং চিত্তসত্ত্বমেকতঃ প্রতিসংক্রান্তচিচ্ছায়মন্যতোগৃহীতবিষয়াকারেণ চিত্তেনোপঢৌকিতস্বাকারং চিৎসংক্রান্তিবলাৎ চেতনায়মানং বাস্তবচৈতন্যাভাবেঽপি সুখদুঃখভোগময়ং ভবতি স এব ভোগোঽত্যন্তসান্নিধ্যেন বিবেকাগ্রহণাদভোক্তুরপি পুরুষস্য ভোগ ইতি ব্যপদিশ্যতে। অনেনৈবাভিপ্রায়েণ বিন্ধ্যবাসিনোক্তং সত্ত্বতপ্যত্বমেব পুরুষতপ্যত্বমিতি। অন্যত্রাপি বিম্বমানচ্ছায়াসদৃশচ্ছায়ান্তরোদ্ভবঃ প্রতিবিম্বশব্দেনোচ্যতে। এবং সত্ত্বেঽপি পৌরুষেয়চিচ্ছায়াসদৃশস্বকীয়চিচ্ছায়ান্তরাভিব্যক্তিঃ প্রতিবিম্বশব্দার্থঃ। নন্বু প্রতিবিম্বনং নামানির্ম্মলস্য নিয়তপরিমাণস্য নির্ম্মলে দৃষ্টং যথা মুখস্য দর্পণে, অত্যন্তনির্ম্মলস্য ব্যাপকস্য চ পুরুষস্য তস্মাদনির্ম্মলে সত্ত্বে কথং প্রতিবিম্বনমুপপদ্যতে। উচ্যতে। প্রতিবিম্বনস্য স্বরূপমনবগচ্ছতা ভবতেদমভ্যধায়ি। যৈব সত্ত্বগতায়া অভিব্যঙ্গ্যায়াশ্চিচ্ছক্তেঃ পুরুষস্য সান্নিধ্যেঽভিব্যক্তিঃ সৈব প্রতিবিম্বনমুচ্যতে। যাদৃশী পুরুষগতা চিচ্ছক্তিস্তচ্ছায়া তত্রাপ্যাবির্ভবতি। যদপ্যত্যন্তনির্ম্মলঃ পুরুষঃ কথমনির্ম্মলে সত্ত্বে প্রতিসংক্রামতীতি তদপ্যনৈকান্তিকং নৈর্ম্মল্যাদপকৃষ্টেঽপি জলাদাবাদিত্যাদয়ঃ প্রতিসংক্রান্তাঃ সমুপলভ্যন্তে। যদপ্যুক্তমনবচ্ছিন্নস্য নাস্তি প্রতিসংক্রান্তিরিতি তদপ্যনুপপন্নম্। ব্যাপকস্যাপ্যাকাশস্য দর্পণাদৌ প্রতিসংক্রান্তিদর্শনাৎ। এবঞ্চ সতি ন কাচিদনুপপত্তিঃ প্রতিবিম্বদর্শনস্য। নন্বু সাত্ত্বিকপরিণামরূপে বুদ্ধিসত্ত্বে পুরুষস্য সন্নিধানাদভিব্যঙ্গ্যায়াশ্চিচ্ছক্তের্বাহ্যাকারসংক্রান্তৌ পুরুষস্য সুখরূপোভোগ ইত্যুক্তং তদনুপপন্নম্। তদেব চিত্তসত্ত্বং প্রকৃতাবপরিণতায়াং

কথং স্বতঃ প্রবর্ত্ততি কিমর্থঞ্চ তস্যাঃ পরিণামঃ? অত্রোচ্যতে। পুরুষার্থোপভোগ-সম্পাদনং তয়া কর্ত্তব্যম্। অতঃ পুরুষার্থকর্ত্তব্যতয়া তস্যা যুক্ত এব পরিণামঃ। তন্নোপপন্নম্। পুরুষার্থকর্ত্তব্যতায়া এবানুপপত্তেঃ। পুরুষার্থো ময়া কর্ত্তব্য ইত্যেবংবিধোঽধ্যবসায়ঃ পুরুষার্থকর্ত্তব্যতেত্যুচ্যতে। জড়ায়াশ্চ প্রকৃতেঃ কথং প্রথমমেবংবিধোঽধ্যবসায়ঃ। অস্তি চেদধ্যবসায়ঃ কথং জড়ত্বম্? অত্রোচ্যতে। অনুলোমপ্রতিলোমলক্ষণপরিণামদ্বয়ে সহজং শক্তিদ্বয়মস্তি। তদেব পুরুষার্থ-কর্ত্তব্যতোচ্যতে। সা চাঽচেতনায়া অপি প্রকৃতেঃ সহজৈব। তত্র মহদাদি-মহাভূতপর্য্যন্তোঽস্যা বহির্মুখতয়াঽনুলোমপরিণামঃ। পুনঃ স্বকারণানু-প্রবেশনদ্বারেণাস্মিতান্তঃ প্রতিলোমপরিণামঃ। ইত্থঞ্চ পুরুষস্য ভোগপরি-সমাপ্তেঃ সহজশক্তিদ্বয়ক্ষয়াৎ কৃতার্থা প্রকৃতির্ন পুনঃ পরিণামমারভতে। এবংবিধায়াঞ্চ পুরুষার্থকর্ত্তব্যতায়াং জড়ায়া অপি প্রকৃতের্ন কাচিদনুপপত্তিঃ। নন্বীদৃশী শক্তিঃ সহজৈব প্রধানস্যাস্তি তৎ কিমর্থং মোক্ষার্থিভির্মোক্ষায় যত্নঃ ক্রিয়তে? মোক্ষস্যাঽনর্থনীয়ত্বে তদুপদেশকস্য শাস্ত্রস্যাপ্যানর্থক্যম্? উচ্যতে। যোঽয়ং প্রকৃতিপুরুষয়োরনাদির্ভোগ্যভোক্তৃভাবলক্ষণঃ সম্বন্ধস্তস্মিন্ সতি অভিব্যক্তচেতনায়াঃ প্রকৃতেঃ কর্তৃত্বাভিমানাৎ দুঃখানুভবে সতি কথমিয়ং দুঃখনিবৃত্তিরাত্যন্তিকী মম স্যাদিতি ভবত্যেবাধ্যবসায়ঃ। অতো দুঃখনিবৃ-ত্ত্যুপায়োপদেশকশাস্ত্রোপদেশাপেক্ষাস্ত্যেব। প্রধানস্য তথাভূতমেব কর্ম্মা-নুরূপং বুদ্ধিসত্ত্বং শাস্ত্রোপদেশস্য বিষয়ঃ। দর্শনান্তরেষ্বপ্যেবংবিধ এবাবিদ্যা-স্বভাবঃ শাস্ত্রেণাভিধীয়তে। স চ মোক্ষায় প্রযতমান এবংবিধমেব শাস্ত্রোপ-দেশং সহকারিণমপেক্ষ্য মোক্ষাখ্যং ফলমাসাদয়তি। সর্ব্বাণ্যেব চ কার্য্যাণি প্রাপ্তায়াং সামগ্র্যামাত্মানং লভন্তে। অস্য চ প্রতিলোমপরিণামদ্বারেণাৎ-পাদ্যস্য মোক্ষাখ্যস্য কার্য্যস্যেদৃশ্যেব সামগ্রী প্রমাণেন নিশ্চিতা প্রকারা-ন্তরেণানুপপত্তেঃ। অতস্তাং বিনা কথং ভবিতুমর্হতি। অতঃ স্থিতমেতৎ-সংক্রান্তবিষয়োপরাগমভিব্যক্তচিচ্ছায়ং বুদ্ধিসত্ত্বং বিষয়নিশ্চয়দ্বারেণ সমগ্রাং লোকযাত্রাং নির্ব্বাহয়তীতি। এবংবিধমেব চিত্তং পশ্যন্তো ভ্রান্তাঃ স্বসংবেদনং চিত্তং চিত্তমাত্রঞ্চ জগদিত্যেবং ব্রুবাণা প্রতিবোধিতা ভবন্তি। নন্বত্যেবংবিধাদেব চিত্তাৎ সকলব্যবহারনিষ্পত্তিঃ কথং প্রমাণশূন্যো দ্রষ্টাঽভ্যুপগম্যত ইত্যাশঙ্ক্য দ্রষ্টরি প্রমাণমাহ—

২৩। তদেব চিত্তং সংখ্যাতুমশক্যাভির্ব্বাসনাভিশ্চিত্রমপি নানারূপমপি পরার্থং পরস্য স্বামিনো ভোক্তুর্ভোগাপবর্গলক্ষণমর্থং সাধয়তীতি। কুতঃ?

সংহত্যকারিত্বাৎ। সংহত্য সংভূয় মিলিত্বাঽর্থক্রিয়াকারিত্বাৎ। যচ্চ সংহত্যার্থক্রিয়াকারি তৎ পরার্থং দৃষ্টং যথা শয়নাসনাদি। সত্ত্বরজস্তমাংসি চ চিত্তলক্ষণপরিণামভাঞ্জি সংহত্যকারীণ্যতঃ পরার্থানি। যশ্চ পরঃ স পুরুষঃ। নন্বু যাদৃশেন শয়নাসনাদীনাং পরেণ শরীরবতা পরার্থত্বমুপলব্ধং তদ্দৃষ্টান্তবলেন তাদৃশ এব পরঃ সিধ্যতি। যাদৃশশ্চ ভবতাং পরোঽসংহতরূপোঽভিপ্রেতস্তদ্বিপরীতস্য সিদ্ধেরয়মিষ্টবিঘাতকৃদ্ধেতুঃ। অত্রোচ্যতে। যদ্যপি সামান্যেন পরার্থমাত্রেণ ব্যাপ্তির্গৃহীতা তথাপি সত্ত্বাদিবিলক্ষণধর্ম্মিপর্য্যালোচনয়া তদ্বিলক্ষণ এব ভোক্তা পরঃ সিধ্যতি। যথা চন্দনবতি শিখরিণি বিলক্ষণধূমাদ্বহ্নিরনুমীয়মান ইতরবহ্নিবিলক্ষণশ্চন্দনপ্রভবঃ প্রতীয়ত এবমিহাপি বিলক্ষণস্য সত্ত্বাখ্যস্য ভোগ্যস্য পারার্থ্যেঽনুমীয়মানে তথাবিধএব ভোক্তাঽধিষ্ঠাতা পরশ্চিন্মাত্ররূপোঽসংহত এব সিধ্যতি। যদি চ তস্য পরত্বং সর্ব্বোৎকৃষ্টমেব প্রতীয়তে, তথাহি—তামসেভ্যোবিষয়েভ্যঃ প্রকৃষ্যতে শরীরং প্রকাশরূপেন্দ্রিয়াশ্রয়ত্বাৎ। তস্মাদপি প্রকৃষ্যন্ত ইন্দ্রিয়াণি। ততোঽপি প্রকৃষ্টং সত্ত্বং প্রকাশরূপম্। তস্যাপি যঃ প্রকাশকঃ প্রকাশ্যবিলক্ষণঃ স চিদ্রূপ এব ভবতীতি কুতস্তস্য সংহতত্বম্। ইদানীং শাস্ত্রফলং কৈবল্যং নির্ণেতুং দশভিঃ সূত্রৈরুপক্রমতে—

২৪। এবং সত্ত্বপুরুষয়োরন্যত্বে সাধিতে যস্তয়োর্ব্বিশেষং পশ্যতি—অহমস্মাদন্য ইত্যেবংরূপং তস্য বিজ্ঞাতচিত্তস্বরূপস্য চিত্তে যা আত্মভাবভাবনা সা নিবর্ত্ততে। চিত্তমেব কর্ত্তৃ জ্ঞাতৃ ভোক্তৃ ইত্যভিমানোনিবর্ত্ততে। তস্মিন্ সতি কিং ভবতীত্যাহ—

২৫। যদস্যাঽজ্ঞাননিম্নমজ্ঞানমার্গবাহি বহির্ম্মুখং বিষয়োপভোগফলং চিত্তমাসীত্তদিদানীং বিবেকনিম্নং বিবেকমার্গবাহ্যন্তর্ম্মুখং কৈবল্যপ্রাগ্ভারং কৈবল্যফলং কৈবল্যপ্রারম্ভং বা সম্পদ্যত ইতি। অস্মিংশ্চ বিবেকবাহিনি চিত্তে যেঽন্তরায়াঃ প্রাদুর্ভবন্তি তেষাং হেতুপ্রতিপাদনদ্বারেণ ত্যাগোপায়মাহ—

২৬। তস্মিন্ সমাধৌ স্থিতস্য ছিদ্রেষ্বন্তরালেষু যানি প্রত্যয়ান্তরাণি ব্যুত্থানরূপাণি জ্ঞানানি তানি প্রাক্তনেভ্যো ব্যুত্থানানুভবজেভ্যঃ সংস্কারেভ্যোঽহংমমেত্যেবংরূপাণি ক্ষীয়মাণেভ্যোঽপি প্রভবন্তি। অতঃ কারণোচ্ছিত্তিদ্বারেণ তেষাং হানং কর্ত্তব্যমিত্যুক্তম্ভবতি। হানোপায়ঃ পূর্ব্বমেবোক্ত ইত্যাহ—

২৭। যথা ক্লেশানামবিদ্যাদীনাং হানং পূর্ব্বমুক্তং তথা সংস্কারাণামপি

কর্ত্তব্যম্। যথা তে জ্ঞানাগ্নিনা প্লুষ্টা দগ্ধবীজকল্পা ন পুনশ্চিত্তভূমৌ প্ররোহং লভন্তে তথা সংস্কারা অপি। এবং প্রত্যয়ান্তরানুদয়েন স্থিরীভূতে সমাধৌ যাদৃশস্য যোগিনঃ সমাধিপ্রকর্ষপ্রাপ্তির্ভবতি তথাবিধমুপায়মাহ—

২৮। প্রসংখ্যানং যাবতাং তত্ত্বানাং যথাক্রমং ব্যবস্থিতানাং পরস্পর-বিলক্ষণস্বরূপপরিভাবনং তস্মিন্ সত্যপ্যকুসীদস্য ফলমলিপ্সোঃ প্রত্যয়ান্ত-রাণামনুদয়ে সর্ব্বপ্রকারবিবেকখ্যাতেঃ পরিপোষাৎ ধর্ম্মমেঘঃ সমাধির্ভবতি। প্রকৃষ্টমশুক্লকৃষ্ণং ধর্ম্মং পরমপুরুষার্থসাধকং মেহতি সিঞ্চতীতি ধর্ম্মমেঘঃ। অনেন প্রকৃষ্টস্য ধর্ম্মস্যৈব জ্ঞানহেতুত্বমিত্যুপপাদিতম্। তস্মাদ্ধর্ম্মমেঘাৎ কিং ভবতী-ত্যত আহ—

২৯। ক্লেশানামবিদ্যাদীনামভিনিবেশান্তানাং কর্ম্মণাঞ্চ শুক্লাদিভেদেন ত্রিবি-ধানাং জ্ঞানোদয়াৎ পূর্ব্বপূর্ব্বকারণনিবৃত্ত্যা নিবৃত্তির্ভবতীত্যর্থঃ। নিবৃত্তেষু তেষু কিং ভবতীত্যত আহ—

৩০। আব্রিয়তে চিত্তমেভিরিত্যাবরণানি ক্লেশাস্তেভ্যোঽপেতস্য তদ্বি-রহিতস্য জ্ঞানস্য শরদ্গগনপ্রতিমস্যানন্ত্যাদনবচ্ছেদাৎ জ্ঞেয়মল্পং গণনা-স্পদং ভবতি। অক্লেশেনৈব সর্ব্বং জ্ঞেয়ং জানাতীত্যর্থঃ। ততঃ কিমিত্যত আহ—

৩১। কৃতো নিষ্পাদিতো ভোগাপবর্গলক্ষণঃ পুরুষার্থো যৈস্তে কৃতার্থা গুণাঃ সত্ত্বরজস্তমাংসি তেষাং পরিণাম আ পুরুষার্থসমাপ্তেরানুলোম্যেন প্রাতিলোম্যেন চাঙ্গাঙ্গিভাবস্থিতিলক্ষণস্তস্য যোঽসৌ ক্রমো বক্ষ্যমাণস্তস্য পরিসমাপ্তির্নিষ্ঠা। ন পুনরুদ্ভব ইত্যর্থঃ। ক্রমস্যোক্তস্য লক্ষণমাহ—

৩২। ক্ষণোঽল্পীয়ান্ কালঃ। তস্য যোঽসৌ প্রতিযোগী একক্ষণবিলক্ষণঃ পরিণামোঽপরান্তনির্গ্রাহ্যঃ—অনুভূতেষু ক্ষণেষু পশ্চাৎ সঙ্কলনা বুদ্ধ্যৈব গৃহ্যতে স ক্ষণানাং ক্রম উচ্যতে। ন হ্যননুভূতেষু ক্ষণেষু ক্রমঃ পরিজ্ঞাতুং শক্যঃ। ইদানীং ফলভূতস্য কৈবল্যস্য সাধারণং স্বরূপমাহ—

৩৩। সমাপ্তভোগাপবর্গলক্ষণপুরুষার্থানাং গুণানাং যঃ প্রতিপ্রসবঃ প্রতিলোমস্য পরিণামস্য সমাপ্তৌ বিকারানুদ্ভবঃ, যদি বা চিতিশক্তের্বৃত্তি-সারূপ্যনিবৃত্তৌ স্বরূপমাত্রেণাঽবস্থানং তৎ কৈবল্যমুচ্যতে। ন কেবলমস্মদ্দর্শনে ক্ষেত্রজ্ঞঃ কৈবল্যাবস্থায়ামেবম্ভূতো দর্শনান্তরেষ্বপি বিমৃশ্যমান এবংরূপ এবাবতিষ্ঠতে। তথাহি—সংসারদশায়ামাত্মা কর্তৃত্বভোক্তৃত্বানুসন্ধানময়ঃ প্রতী-য়তে। অন্যথা যদ্যয়মেকঃ ক্ষেত্রজ্ঞস্তথাবিধো ন স্যাৎ তদা জ্ঞানক্ষণানামেব

পূর্ব্বাপরানুসন্ধানশূন্যানাং ভাবে নিয়ন্তঃ কর্ম্মফলসম্বন্ধো ন স্যাৎ কৃতনাশা-ঽকৃতাভ্যাগমপ্রসঙ্গশ্চ। যদি যেনৈব শাস্ত্রোপদিষ্টমনুষ্ঠিতং কর্ম্ম তস্যৈব ভোক্তৃত্বং ভবেত্তদা হিতাহিতপ্রাপ্তিপরিহারার্থা প্রবৃত্তিঃ সর্ব্বস্য ঘটেত সর্ব্ব-স্যৈব ব্যবহারস্য হানোপাদানলক্ষণস্যানুসন্ধানেনৈব ব্যাপ্তত্বাৎ জ্ঞানক্ষণানাং পরম্পরভেদেনানুসন্ধানশূন্যত্বাদনুসন্ধানাভাবে কস্যচিদ্ব্যবহারস্যাঽনুপ-পত্তেঃ কর্ত্তা ভোক্তানুসন্ধাতা যঃ স আত্মেতি ব্যবস্থাপ্যতে। মোক্ষদশায়াস্ত সকলগ্রাহ্যগ্রাহকলক্ষণব্যবহারাভাবাচ্চৈতন্যমাত্রমেব তস্যাবশিষ্যতে তচ্চৈ-তন্যং চিতিমাত্রত্বেনৈবোপদিশ্যতে ন পুনরাত্মসংবেদনেন। যস্মাৎ বিষয়-গ্রহণসমর্থত্বমেব চিতেরূপং নাত্মগ্রাহকত্বম। তথাহি—অর্থশ্চিত্যা গৃহ্যমাণো-ঽয়মিতি গৃহ্যতে স্বরূপং গৃহ্যমাণমহমিতি ন পুনর্যুগপদ্বহির্মুখতান্তর্মুখতা-লক্ষণং ব্যাপারদ্বয়ং পরস্পরবিরুদ্ধং কর্তুং শক্যম্। অত একস্মিন সময়ে ব্যাপারদ্বয়স্য কর্ত্তুমশক্যত্বাৎ চিদ্রূপতৈবাবশিষ্যতে। অতোমোক্ষাবস্থায়াং নিবৃ-ত্তাধিকারেষু গুণেষু চিন্মাত্ররূপ এবাঽবতিষ্ঠত ইত্যেবং যুক্তম্। সংসারদশায়া-স্ত্বেবম্ভূতস্যৈব কর্ত্তৃত্বং ভোক্তৃত্বমনুসন্ধাতৃত্বঞ্চ সর্ব্বমুপপদ্যতে। তথাহি—যোঽয়ং প্রকৃত্যা সহাঽনাদির্নৈসর্গিকোঽস্য ভোগ্যভোক্তৃভাবলক্ষণঃ সম্বন্ধো-ঽবিবেকখ্যাতিমূলস্তস্মিন্ সতি পুরুষার্থকর্ত্তব্যতারূপশক্তিদ্বয়সদ্ভাবে যা মহদাদিভাবেন পরিণতিস্তস্যাং সংযোগে সতি যদাত্মনোঽধিষ্ঠাতৃত্বং চিচ্ছায়া-সমর্পণসামর্থ্যাৎ বুদ্ধিসত্ত্বস্য চ সংক্রান্তচিচ্ছায়াগ্রহণসামর্থ্যাৎ চিদবষ্টম্ভাদ্যাশ্চ বুদ্ধের্যোঽয়ং কর্ত্তৃত্বভোক্তৃত্বাধ্যবসায়স্তত এব সর্ব্বস্যানুসন্ধানং পূর্ব্বস্য ব্যবহারস্য নিষ্পত্তেঃ কিমন্যৈঃ ফল্গুভিঃ কল্পনাজালৈঃ। যদি পুন-রেবম্ভূতমার্গব্যতিরেকেণ পারমার্থিকমাত্মনঃ কর্ত্তৃত্বাদ্যঙ্গীক্রিয়তে তদাঽস্য পরিণামিত্বপ্রসঙ্গঃ। পরিণামিত্বাচ্চানিত্যত্বে তস্যাত্মত্বমেব ন স্যাৎ। ন হ্যেকস্মিন্নেব সময়ে একেনৈব রূপেণ পরস্পরবিরুদ্ধাবস্থানুভবঃ সম্ভ-বতি। তথাহি—যস্যামবস্থায়ামাত্মসমবেতে সুখে সমুৎপন্নে তস্যানু-ভবিতৃত্বং ন তস্যামেবাবস্থায়াং দুঃখানুভবিতৃত্বম্। অতোঽবস্থায়া নানাত্বাত্তদ-ভিন্নস্যাবস্থাবতোঽপি নানাত্বম্। নানাত্বেন চ পরিণামিত্বান্নাত্মত্বং নাপি নিত্য-ত্বম্। অতএব শান্তব্রহ্মবাদিভিঃ সাঙ্খ্যৈরাত্মনঃ সদৈব সংসারদশায়াং মোক্ষ-দশায়াঞ্চৈকরূপত্বমঙ্গীক্রিয়তে। যে তু বেদান্তবাদিনশ্চিদানন্দময়ত্বমাত্মনো মোক্ষং মন্যন্তে তেষাং ন যুক্তঃ পক্ষঃ। তথাহি—আনন্দস্য সুখরূপত্বাৎ সুখস্য চ সদৈব সংবেদ্যত্বৈব প্রতিভাসাৎ সংবেদ্যমানত্বঞ্চ সংবেদনব্যতিরেকেণা-

স্থপপন্নমিতি সংবেদ্যসংবেদনয়োর্দ্বয়োরভ্যুপগমাদদ্বৈতহানিঃ। অথ স্থপাত্ম-কত্বমেব তস্যোচ্যেত তৎ বিরুদ্ধধর্ম্মাধ্যাসাদনুপপন্নম্। ন হি সংবেদনং সংবেদ্য-ঞ্চৈকং ভবিতুমর্হতি। কিঞ্চাদ্বৈতবাদিভিঃ কর্ম্মাত্মপরমাত্মভেদেনাত্মা দ্বিবিধ ইতীষ্যতে। তত্র যেনৈব রূপেণ সুখদুঃখভোক্তৃত্বং কর্ম্মাত্মনস্তেনৈব রূপেণ যদি পরমাত্মনঃ স্যাৎ তদা কর্ম্মাত্মবৎ পরমাত্মনঃ পারিণামিত্ব-মবিদ্যাস্বভাবত্বঞ্চ স্যাৎ। অথ ন তস্য সাক্ষাৎ ভোক্তৃত্বং কিন্তু তদুপ-ঢৌকিতমুদাসীনতয়াঽধিষ্ঠাতৃত্বেন স্বীকরোতি তদাঽস্মৎপক্ষপ্রবেশঃ স্যাৎ। আনন্দরূপতা চ পূর্ব্বমেব নিরাকৃতা। কিঞ্চাঽবিদ্যাস্বভাবত্বে নিঃস্বভাবত্বাৎ কর্ম্মাত্মনাং কঃ শাস্ত্রাধিকারী। ন তাবন্নিত্যনির্ম্মুক্তত্বাৎ পরমাত্মা। নাপ্যবিদ্যাস্বভাবত্বাৎ কর্ম্মাত্মা। ততশ্চ সকলশাস্ত্রবৈয়র্থ্যপ্রসঙ্গঃ। অবিদ্যা-ময়ত্বে চ জগতোঽঙ্গীক্রিয়মাণে কস্যাঽবিদ্যেতি বিচার্য্যতাম্। ন তাবৎ পরমাত্মনোনিত্যনির্ম্মুক্তত্বাৎ বিদ্যারূপত্বাচ্চ। কর্ম্মাত্মনোঽপি নিঃ-স্বভাবতয়া শশবিষাণপ্রখ্যত্বে কথমবিদ্যাসম্বন্ধঃ। অথোচ্যেত, এতদেবাঽবি-দ্যায়া অবিদ্যাত্বং যদবিচাররমণীয়ত্বং নাম। যৈব হি বিচারেণ দিনকরকর-স্পৃষ্টনীহারবৎ বিলয়মুপযাতি সৈবাঽবিদ্যেত্যুচ্যতে। নৈবম্। যদ্বস্তু কিঞ্চিৎ কার্য্যং করোতি তদবশ্যং কুতশ্চিদ্ভিন্নমভিন্নং বা বক্তব্যম্। অবিদ্যায়াশ্চ সংসারলক্ষণপ্রপঞ্চকার্য্যকর্তৃত্বমবশ্যমঙ্গীকর্ত্তব্যম্। তস্মিন্ সত্যপি যদ্যনির্ব্বাচ্যত্ব-মুচ্যতে তদা কস্যাচিদপি বাচ্যত্বং ন স্যাৎ। ব্রহ্মণোঽপি অনির্ব্বাচ্যত্বপ্রসক্তিঃ।

[illegible]জ্ঞানরূপতাব্যতিরেকেণ নান্যদাত্মনোরূপমনুপপদ্যতে। অধিষ্ঠাতৃত্বঞ্চ চিদ্রূপ [illegible] তদ্ব্যতিরিক্তস্য ধর্ম্মাধর্ম্মাদেঃ প্রামাণ্যানুপপত্তেঃ। যৈরপি নৈয়ায়িকা[illegible] [illegible] চেতনাযোগাচ্চেতন ইতীষ্যতে, চেতনাপি তস্য মনঃসংযোগজা। [illegible] হি—ইচ্ছাজ্ঞানপ্রযত্নাদয়ো গুণাঃ তে চ ব্যবহার-দশায়ামাত্মমনঃসংযোগা[illegible] ৎপদ্যন্তে। তৈরেব চ গুণৈঃ স্বয়ং জ্ঞাতা কর্ত্তা ভোক্তেতি ব্যপদিশ্যতে; মোক্ষদশায়ান্তু মিথ্যাজ্ঞাননিবৃত্তৌ তন্মূলানাং দোষাণামপি নিবৃত্তেস্তেষাং বুদ্ধ্যাদীনাং বিশেষগুণানামত্যন্তোচ্ছিত্তেঃ স্বরূপ-মাত্রপ্রতিষ্ঠত্বমাত্মনোঽঙ্গীকৃতং, তেষাং ন যুক্তঃ পক্ষঃ। যতস্তস্যাং দশায়াং কিমাত্মন আত্মত্বম্? নিত্যত্বব্যাপিত্বাদয়োগুণা আকাশাদীনামপি সন্তি। অতস্তদ্বৈলক্ষণ্যেনাত্মনঃ কিঞ্চিদ্রূপমঙ্গীকর্ত্তব্যম্। আত্মত্বজাতিযোগ ইতি চেৎ, সর্ব্বস্যৈব হি তজ্জাতিযোগঃ সম্ভবতি। অতো জড়েভ্যো বৈলক্ষণ্য-মাত্মনোঽবশ্যমঙ্গীকর্ত্তব্যম্। তচ্চাধিষ্ঠাতৃত্বং চিদ্রূপতয়ৈব ঘটতে নান্যথা।

যৈরপি মীমাংসকৈঃ কর্ম্মকর্ত্তৃরূপ আত্মাঙ্গীক্রিয়তে তেষামপি ন যুক্তঃ পক্ষঃ। তথাহি—অহংপ্রত্যয়গ্রাহ্য আত্মেতি তেষাং প্রতিজ্ঞা। অহংপ্রত্যয়ে চ কর্ত্তৃত্বমাত্মন এব। ন চৈতদ্বিরুদ্ধত্বাদুপপদ্যতে। কর্ত্তৃত্বং প্রমাতৃত্বং কর্ম্মত্বং প্রমেয়ত্বম্। ন চৈতদ্বিরুদ্ধধর্ম্মাধ্যাসোযুগপদেকস্য ঘটতে। যদ্বিরুদ্ধধর্ম্মাধ্যস্তং ন তদেকম্। যথা ভাবাভাবৌ। বিরুদ্ধে চ কর্ত্তৃত্বকর্ম্মত্বে। অথোচ্যেত ন কর্ত্তৃত্বকর্ম্মত্বয়োর্ব্বিরোধঃ কিন্তু কর্ত্তৃত্বকরণত্বয়োঃ। কেনৈতদুক্তম্? বিরুদ্ধধর্ম্মাধ্যাসস্য তুল্যত্বাৎ কর্ত্তৃত্বকরণত্বয়োরেব বিরোধো ন কর্ত্তৃত্বকর্ম্মত্বয়োঃ। তস্মাদহংপ্রত্যয়গ্রাহ্যত্বং পরিহৃত্যাত্মনোঽধিষ্ঠাতৃত্বমেবোপপন্নম্। তচ্চ চেতনত্বমেব। যৈরপি দ্রব্যপর্য্যায়ভেদেনাত্মনোঽব্যাপকস্য শরীরপরিমাণস্য পরিণামিত্বমিষ্যতে তেষামুত্থানপরাহত এব পক্ষঃ। পরিণামিত্বে চিদ্রূপতাহানিশ্চিদ্রূপতাঽভাবে কিমাত্মন আত্মত্বম্? তস্মাদাত্মত্বমিচ্ছতা চিদ্রূপত্বমেবাঙ্গীকর্ত্তব্যম্। তচ্চাধিষ্ঠাতৃত্বমেব। কেচিত্তু কর্ত্তৃরূপমেবাত্মানমিচ্ছন্তি। তথা হি—বিষয়সান্নিধ্যে যা জ্ঞানলক্ষণা ক্রিয়া সমুৎপন্না তস্যা বিষয়সংবিত্তিঃ ফলম্। তস্যাঞ্চ ফলরূপায়াং সংবিত্তৌ স্বরূপং প্রকাশরূপতয়া প্রতিভাসতে। বিষয়শ্চ গ্রাহ্যতয়া। আত্মা গ্রাহকত্বেন। ঘটমহং জানামীত্যনেনাকারেণ তস্যাঃ সমুৎপন্নেঃ ক্রিয়ায়াশ্চ কারণং কর্ত্তৈব ভবতীত্যতঃ কর্ত্তৃত্বং ভোক্তৃত্বঞ্চাত্মনোরূপমিতি। তদনুপপন্নম্। যস্মাত্তাসাং সংবিত্তীনাং কিং কর্ত্তৃত্বং যুগপৎ প্রতিপদ্যতে ক্রমেণ বা। যুগপৎকর্ত্তৃত্বে ক্ষণান্তরে কর্ত্তৃত্বং তস্য ন স্যাৎ। অথ ক্রমেণ কর্ত্তৃত্বং তদেকরূপস্য ন ঘটতে। একেন রূপেণ চেৎ তস্য কর্ত্তৃত্বং তদৈকস্য সদৈব সন্নিহিতত্বাৎ সর্ব্বমেব ফলমেকরূপং স্যাৎ। অথ নানারূপেণ তস্য কর্ত্তৃত্বং তদা পরিণামিত্বং পরিণামিত্বাচ্চ ন চিদ্রূপত্বম্। অতশ্চিদ্রূপত্বমাত্মন ইচ্ছতা ন সাক্ষাৎকর্ত্তৃত্বমঙ্গীকর্ত্তব্যম্। যাদৃশমস্মাভিশ্চ কর্ত্তৃত্বমাত্মনঃ প্রতিপাদিতং কূটস্থনিত্যস্য চিদ্রূপস্য তদেবোপপন্নম্। একে পুনঃ স্বপ্রকাশস্যাত্মনোবিষয়সংবিত্তিদ্বারা গ্রাহকত্বমভিব্যজ্যত ইতি বদন্তি। তেঽপ্যনেনৈব নিরাকৃতাঃ। কেচিদ্বিমর্ষাত্মকত্বেনাত্মনশ্চিদ্রূপত্বমিচ্ছন্তি। তথাহি—ন বিমর্ষব্যতিরেকেণ চিদ্রূপত্বমাত্মনোনিরূপয়িতুং শক্যম্। জড়াৎ কিল বৈলক্ষণ্যং চিদ্রূপত্বমুচ্যতে—তচ্চ বিমর্ষব্যতিরেকেণ নিরূপ্যমাণং নাত্মন্যবতিষ্ঠতে। তদনুপপন্নম্। ইদমিত্থমেব রূপমিতি যো বিচারঃ স বিমর্ষ উচ্যতে। স চাস্মিতাব্যতিরেকেণোত্থানমেব ন লভতে। তথাহি—আত্মন আত্মন্যপর্য্যায়াত্মনো বিমর্ষোঽহমেবম্ভূত ইত্যনেনাকারেণ সংবেদ্যতে। তত্র

শ্চাহংশব্দসম্ভিন্নস্যাত্মলক্ষণস্যার্থস্য তত্র স্ফুরণান্ন বিকল্পরূপত্বাতিক্রমঃ। বিকল্পশ্চাধ্যবসায়াত্মবুদ্ধিধর্ম্মো ন চিদ্ধর্ম্মঃ। কূটস্থনিত্যত্বেন চিতেঃ সদৈকরূপত্বান্নাহঙ্কারানুপ্রবেশঃ। তদনেন সবিমর্ষত্বমাত্মনঃ প্রতিপাদয়তা বুদ্ধিরেবাত্মত্বেন ভ্রান্ত্যা প্রতিপাদিতা, ন প্রকাশাত্মনঃ পরস্য পুরুষস্য স্বরূপমবগতমিতি। ইত্থং সর্ব্বেষ্বপি দর্শনেষ্বধিষ্ঠাতৃত্বং বিহায় নান্যদাত্মনোরূপমুপপদ্যতে। অধিষ্ঠাতৃত্বঞ্চ চিদ্রূপত্বম্। তচ্চ জড়াদ্বৈলক্ষণ্যমেব। চিদ্রূপতয়া যদধিতিষ্ঠতি তদেব ভোগ্যতাং নয়তি। যচ্চেতনাধিষ্ঠিতং তদেব সকলব্যবহারযোগ্যং ভবতি। এবঞ্চ সতি কৃতকৃত্যত্বাৎ প্রধানস্য ব্যাপারনিবৃত্তৌ যদাত্মনঃ কৈবল্যমস্মাভিরুক্তং তদ্বিহায় দর্শনান্তরাণামপি নান্যা গতিঃ। তস্মাদিদমেব যুক্তমুক্তং বৃত্তিসারূপ্যপরিহারেণ স্বরূপপ্রতিষ্ঠা চিতিশক্তেঃ কৈবল্যম্। তদেবং সিদ্ধান্তরেভ্যো বিলক্ষণাং সর্ব্বসিদ্ধিমূলভূতাং সমাধিসিদ্ধিমভিধায় জাত্যন্তরপরিণামলক্ষণস্য চ সিদ্ধিবিশেষস্য প্রকৃত্যাপূরমেব কারণমিত্যুপপাদ্য ধর্ম্মাদীনাং প্রতিবন্ধকনিবৃত্তিমাত্র এব সামর্থ্যমিতি প্রদর্শ্য নির্ম্মাণচিত্তানামস্মিতামাত্রাদুদ্ভব ইত্যুক্ত্বা তেষাঞ্চ যোগিচিত্তমেবানুষ্ঠায়কমিতি প্রদর্শ্য যোগিচিত্তস্য চিত্তান্তরবৈলক্ষণ্যমভিধায় তৎকর্ম্মণামলৌকিকত্বঞ্চোপপাদ্য বিপাকানুগুণানাঞ্চ বাসনানামভিব্যক্তিসামর্থ্যং কার্য্যকারণয়োশ্চৈক্যপ্রতিপাদনেন ব্যবহিতানামপি চ বাসনানামানন্তর্য্যমুপপাদ্য তাসামানন্ত্যেহপি হেতুফলাদিদ্বারেণ হানমুপদর্শ্যাতীতাদিষ্বধ্বসু ধর্ম্মাণাং সদ্ভাবমুপপাদ্য বিজ্ঞানবাদং নিরাকৃত্য সাকারবাদঞ্চ প্রতিষ্ঠাপ্য পুরুষস্য জ্ঞাতৃত্বমুক্ত্বা চিত্তদ্বারেণ সকলব্যবহারনিষ্পত্তিমুপপাদ্য পুরুষসিদ্ধৌ প্রমাণমুপদর্শ্য কৈবল্যনির্ণয়ায় দশভিঃ সূত্রৈঃ ক্রমেণোপযোগিনোঽর্থানভিধায় শাস্ত্রান্তরেঽপ্যেতদেব কৈবল্যমিত্যুপপাদ্য কৈবল্যস্বরূপং নির্ণীতমিতি ব্যাকৃতঃ কৈবল্যপাদঃ ॥

সর্ব্বে যস্য বৃষঃপ্রতীপবসতেঃ পাদাস্তসেবানতি-
প্রভ্রষ্টনমুকুটেষু মূর্দ্ধসু দধত্যাজ্ঞাং ধরিত্রীভৃতঃ।
যবক্ত্রাম্বুজমাপ্য সর্ব্বসুখদং বাগ্দেবতাঽপি শ্রিয়া
স শ্রীভোজমহীপতিঃ ফণিপতেঃ সূত্রেষু বৃত্তিং ব্যধাৎ ॥

ইতি শ্রীধারেশ্বরবিরচিতায়াং রাজমার্ত্তণ্ডাভিধায়াং পাতঞ্জলযোগশাস্ত্রবৃত্তৌ, কৈবল্যপাদশ্চতুর্থঃ।

সম্পূর্ণশ্চ গ্রন্থঃ ॥

পরিশিষ্টঃ।

যোগশাস্ত্রের অনেক গ্রন্থ ছিল এবং এখনও আছে। তন্মধ্যে পতঞ্জলির গ্রন্থখানি যুক্তিপূর্ণ বলিয়া উত্তম; সেই জন্যই আমি তাহার যথামতি অনুবাদ করিলাম। যাঁহারা যোগশাস্ত্র-সম্বন্ধী গ্রন্থের অনুসন্ধান করেন, তাঁহাদের জন্য নিম্নে একটি তালিকা প্রদত্ত হইল।

যোগভাস্কর (১), সাঙ্খ্যযোগসার (২), যোগচিন্তামণি (৩), পারমেশ্বর তন্ত্র (৪), শিবযোগ (৫), হঠদীপিকা (৬), ঈশ্বরপ্রোক্ত (৭), যোগবীজ (৮), দত্তাত্রেয়সংহিতা (৯), হঠযোগ (১০), ঘেরণ্ডসংহিতা (১১), পাতঞ্জলসূত্র (১২), যোগিযাজ্ঞবল্কীয় (১৩), বাশিষ্ঠযোগ (১৪), গোরক্ষসংহিতা (১৫), পবনযোগ-সংগ্রহ (১৬), যোগসার (১৭), অমৃত-সিদ্ধি (১৮), জৈগীষব্য-সংহিতা (১৯), ব্যাসোক্ত-যোগযুক্তি (২০), বায়ুসংহিতা (২১); লক্ষ্মীযোগপরায়ণ (২২), যাজ্ঞবল্ক্যগীতা (২৩), আত্মগীতা (২৪), যোগরসায়ন (২৫)। এতদ্ভিন্ন প্রত্যেক পুরাণে ও উপপুরাণে যোগসম্বন্ধে উপদেশ আছে। এই সকল গ্রন্থে যোগসংক্রান্ত অনেক গুহ্য কথা আছে। দুঃখের বিষয় এই যে, এই শাস্ত্রের কার্য্যোপদেষ্টা গুরু এক্ষণে অতীব বিরল।

অধিকারিভেদে সিদ্ধিলাভের কালের তারতম্য।

যোগী হওয়া বা যোগে সিদ্ধি লাভ করা, অনেকটা শারীরিক ও মানসিক অবস্থার উপর নির্ভর করে। শরীর ও মন, সকলের সমান নহে। অর্থাৎ যোগযোগ্য-শক্তিসম্পন্ন নহে। সেই কারণে সকলে ইচ্ছাসত্বেও যোগী হইতে পারেন না। ফল, যোগারূঢ় হইলে তাহা এককালে নিষ্ফল হইবার নহে। দৈহিক ও আন্তরিক ক্ষমতা অনুসারে কেহ বা অল্পকালে, কেহ বা অধিক কালে, কেহ বা অতি দীর্ঘকালে যোগফল দেখিতে পান। এই সত্যটী মহাযোগী পতঞ্জলি স্বকৃতযোগসূত্রে মৃদু, মধ্য ও অধিমাত্র শব্দের দ্বারা বুঝাইয়া দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, মৃদু অধিকারী দীর্ঘ-

কালে, মধ্যমাধিকারী তদপেক্ষা অল্পকালে, এবং অধিমাত্র বা উত্তমাধিকারী অতি অল্প কালে সমস্ত যোগাধিকার আয়ত্ত করিতে পারেন। অমৃতসিদ্ধি-নামক গ্রন্থে এই বিষয়টী অতি পরিষ্কাররূপে বুঝান আছে। যথা :—

"ব্যাধিতা দুর্ব্বলা বৃদ্ধা নিঃসত্ত্বা গৃহবাসিনঃ।
মন্দোৎসাহা মন্দবীর্য্যা জ্ঞাতব্যা মৃদবোনরাঃ॥
এষাং দ্বাদশভির্ব্বর্ষৈ-রেকাবস্থা ন সিধ্যতি॥
নাতিপ্রৌঢ়াঃ সমাভ্যাসাঃ সবীর্য্যাঃ সমবুদ্ধয়ঃ।
মধ্যস্থা যোগমার্গেষু তথা মধ্যমযোগতঃ॥
মধ্যোৎসাহা মধ্যরাগা জ্ঞাতব্যা মধ্যবিক্রমাঃ।
অষ্টভির্ব্বৎসরৈরেষা-মেকাবস্থা প্রসিধ্যতি॥
বীর্য্যবন্তঃ ক্ষমাবন্তোমহোৎসাহা মহাশয়াঃ।
স্বস্থানসংস্থিতাঃ স্বস্থা ভবেয়ুঃ স্থিরবুদ্ধয়ঃ॥
সাক্ষরাশ্চ সদাভ্যাসাঃ সদসৎকারসংযুতাঃ।
জ্ঞাতব্যাঃ পুণ্যকর্ম্মাণোহধিমাত্রা হি যোগিনঃ।
একাবস্থাবিমাত্রাণাং ষড়্ভির্ব্বর্ষৈঃ প্রসিধ্যতি॥
মহাবলা মহাকায়া মহাবীর্য্যা মহাগুণাঃ।
মহোৎসাহা মহাশান্তা মহাকারুণিকা নরাঃ॥
সর্ব্বশাস্ত্রকৃতাভ্যাসাঃ সর্ব্বলক্ষণসংযুতাঃ।
সর্ব্বাঙ্গসদৃশাকারাঃ সর্ব্বব্যাধিবিবর্জ্জিতাঃ॥
রূপযৌবনসম্পন্না নির্ব্বিকারা নরোত্তমাঃ।
নির্ম্মলাশ্চ নিরাতঙ্কা নির্ব্বিঘ্নাশ্চ নিরাকুলাঃ॥
জন্মান্তরকৃতাভ্যাসা গোত্রবন্তোমহাশয়াঃ।
তারয়ন্তি চ সত্ত্বানি তরন্তি স্বয়মেব চ॥
অধিমাত্রতয়া সত্ত্বা জ্ঞাতব্যাঃ সর্ব্বলক্ষণাঃ।
ত্রিভিঃ সংবৎসরৈরেষামেকাবস্থা প্রসিধ্যতি॥

যাহারা সদাসর্ব্বদা ব্যাধি-গ্রস্ত হয়, যাহারা বৃদ্ধ হইয়াছে, যুবাকালেও যাহারা দুর্ব্বল, যাহাদের সত্ত্ব অল্প অর্থাৎ ক্লেশ সহ্য করিবার শক্তি নাই বা অল্প,

কিংবা যাহাদের মানসিক তেজ নাই, যাহারা গৃহবাসী অর্থাৎ যাহারা গৃহ ছাড়িয়া পুণ্যস্থানে থাকিতে পারে না,—যাহারা স্নেহমমতাদিতে বিজড়িত,—যাহাদের উৎসাহ অল্প, যাহারা ক্লীবতুল্য নিরুৎসাহী—তাহারা যোগ-সম্পত্তির মৃদু অধিকারী। এরূপ মনুষ্য সম্পূর্ণ দ্বাদশ বৎসরেও কোন একটী যোগাবস্থা লাভ করিতে পারে কি না সন্দেহ।

যাহারা অতিপ্রৌঢ় নহে, যাহারা নিয়মিতরূপে যোগাভ্যাস করে, যাহাদের বীর্য্য (উৎসাহ বা অধ্যবসায়) আছে, যাহাদের বুদ্ধিবৃত্তি সমান (অর্থাৎ তীব্রও নহে, মৃদুও নহে, পরিষ্কারও নহে, মলিনও নহে), যাহারা যোগ-পথের মধ্যস্থান পর্য্যন্ত অধিকার করিতে পারিয়াছে, যাহাদের উৎসাহ মধ্যম, যাহাদের রাগ অর্থাৎ সংসারাসক্তি অধিক নহে,—এরূপ ব্যক্তিরাই মধ্যমাধিকারী। এরূপ মধ্যমাধিকারী ব্যক্তি ৮ বৎসর পরিশ্রম করিলে যোগের একতম অবস্থা আয়ত্ত বা সিদ্ধ করিতে পারে।

যাহারা বীর্য্যবান্ (অর্থাৎ যাহাদের শারীরিক মানসিক বল বা দৃঢ়তা অধিক), যাহাদের শক্তিসম্পন্ন উৎকট উৎসাহ আছে, যাহারা ক্ষমাশীল, যাহাদের আশয় অর্থাৎ মনের অভিপ্রায় অতিপবিত্র ও অতি মহান্, যাহারা একস্থানে নিশ্চল বা সুস্থির থাকিতে পারে, যাহাদের দেহ অরোগী ও মনও সুস্থ, যাহারা স্থিরবুদ্ধি, যাহাদের শাস্ত্রজ্ঞান আছে, যাহারা সদাসর্ব্বদা শাস্ত্রাভ্যাসে রত, যাহাদের শাস্ত্রের ও শাস্ত্রোক্ত ফলের প্রতি আদর, শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস আছে,—এরূপ পুণ্যশীল ব্যক্তিকে অধিমাত্র অধিকারী বলিয়া জানিবে। এই অধিমাত্র অধিকারী ৬ বৎসরের মধ্যে কোন এক সিদ্ধি-অবস্থা লাভ করিতে পারে।

যাঁহাদের প্রভূত বল আছে, যাঁহাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সুদৃঢ়, যাঁহাদের মানসিক অধ্যবসায় অতিতীক্ষ্ণ বা তীব্র, যাঁহাদের গুণগ্রাম অতিপ্রবল, যাঁহাদের উৎসাহ অত্যন্ত অধিক, যাঁহারা অত্যন্ত শান্ত, যাঁহাদের করুণা বা উপচিকীর্ষা প্রভৃতি সদ্গুণ সার্ব্বভৌমিক অর্থাৎ সকল সময়ে ও সকল অবস্থায় সুস্থির থাকে, যাঁহারা প্রতিক্ষণেই স্বীয় শুভেচ্ছাকে "সকলের শুভ হউক" এতদ্রূপে উদ্বোধিত করিয়া থাকেন, যাঁহারা সমুদয় যোগশাস্ত্র অভ্যাস করিয়াছেন, যাঁহারা লক্ষণসম্পন্ন, যাঁহারা সমাঙ্গ অর্থাৎ যোগাসনাদির উপযুক্ত আকার-সম্পন্ন, যাঁহাদের কোনপ্রকার ব্যাধি নাই, কিছুতেই

যাঁহাদের চিত্ত বিকৃত হয় না, রূপ আছে ও যৌবনও আছে, যাঁহাদের অন্তরে ও বাহিরে কোনরূপ মালিন্য নাই (সরল ও সুস্বভাব), কিছুতেই যাঁহারা ভীত হন না, বাধাবিঘ্ন যাঁহাদিগকে অভিভূত করিতে পারে না, কিছুতেই যাঁহারা ব্যাকুল হন না, যাঁহারা যোগীর কুলে, বিদ্বানের বা সিদ্ধপুরুষের বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন,—বুঝিতে হইবে, তাদৃশ মহাশয় ব্যক্তিরাই পূর্ব্বজন্মে যোগী ছিলেন, যোগাভ্যাস করিয়াছিলেন, ইহজন্মে তাঁহারাই অধিমাত্রতর অধিকারী হইয়া প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন। এরূপ অধিমাত্রতর অধিকারী ৩ বৎসরের মধ্যেই নিশ্চিত কোন এক যোগাবস্থা লাভ করিতে পারেন, এবং এই মহাপুরুষেরাই অন্যকে ও আপনাকে উদ্ধার করিতে সমর্থ।

যোগাভ্যাসের উপযুক্ত স্থানাদি।

গৃহে থাকিয়া প্রথমতঃ গুরুর নিকট যোগসংক্রান্ত উপদেশ গ্রহণ করিবে এবং সঙ্গে সঙ্গে অনুষ্ঠান করিতেও শিখিবে। পাতঞ্জল দর্শনের সাধনপাদে যে সকল সদ্‌গুণের উল্লেখ আছে, সেই সকল সদ্‌গুণ ক্রমে ক্রমে আয়ত্ত করিবে। যখন দেখিবে, শরীর ও মন প্রায় নির্দ্দোষ হইয়াছে, অনুষ্ঠেয় সকল আয়ত্ত হইয়াছে, তখন গৃহপরিত্যাগ করিয়া কোন এক শুভস্থানে অবস্থানপূর্ব্বক প্রাণায়াম, ধ্যান, ধারণা ও সমাধি অভ্যাসে নিযুক্ত হইবে। এই বিধিটী বাশিষ্ঠযোগ ও যাজ্ঞবল্কীয় যোগসংহিতা,—এই দুই গ্রন্থে বিস্পষ্ট বিধানে উক্ত হইয়াছে। যথা—

"কৃতবিদ্যোজিতক্রোধঃ সত্যধর্ম্মপরায়ণঃ।
গুরুশুশ্রূষণরতঃ পিতৃমাতৃপরায়ণঃ॥
স্বাশ্রমস্থঃ সদাচারোবিদ্বদ্ভিশ্চ সুশিক্ষিতঃ।
যমাদিগুণসম্পন্নঃ সর্ব্বসঙ্গবিবর্জ্জিতঃ॥
শুভদেশং ততোগত্বা ফলমূলোদকান্বিতম্।
তত্রস্থে চ শুচৌ দেশে নদ্যাং বা কাননেঽপিবা॥
সুশোভনং মঠং কৃত্বা সর্ব্বরক্ষাসমন্বিতম্।
ত্রিকালস্নানসংযুক্তঃ শুচির্ভূত্বা সমাহিতঃ॥

মন্ত্রন্যস্ততনুর্ধীরঃ সিতভস্মধরঃ সদা।
মৃদ্বাসনোপরি কুশান্ সমাস্তীর্য্য তথাঽজিনম্ ॥
ইষ্টদেবং গুরুং নত্বা তত আরুহ্য চাসনম্।
উদঙ্মুখঃ প্রাঙ্মুখোবা জিতাসনগতঃ স্বয়ম্ ॥
সমগ্রীবশিরঃকায়ঃ সংযতাস্যঃ সুনিশ্চলঃ।
নাসাগ্রদৃক্ সমাসীনো যথোক্তং যোগমভ্যসেৎ॥"

প্রথমে বিদ্যাভ্যাস, অনন্তর ক্রোধজয়, তৎসঙ্গে সত্যনিষ্ঠ হওয়া, তৎসঙ্গে গুরুসেবায় রত হওয়া ও পিতা মাতার প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা করা অতীব কর্ত্তব্য। (শ্রদ্ধাভক্তি সংকারে গুরুসেবায় ও পিতৃমাতৃসেবায় রত থাকিলে ভক্তিবৃত্তি প্রবলা ও দৃঢ়া হয়, তদ্দ্বারা যোগশিক্ষার বিশেষ উপকার হয়)। এই সময়ে গৃহাশ্রমে থাকিবেক এবং সদাচারপরায়ণ হইবেক। আচারনিষ্ঠ থাকিয়া জ্ঞানীর কিংবা যোগীর নিকট সুশিক্ষিত হইবেক। যোগের উপকারক যমনিয়মাদি গুণ সকল আয়ত্ত করা কর্ত্তব্য এবং সংসারাসক্তি ও লোকসঙ্গ পরিত্যাগ করা বিধেয়। ইহার কিছুকাল পরে কোন এক ফলমূলাদিসম্পন্ন সুভিক্ষ ও নিরুপদ্রব স্থানে গমন করা আবশ্যক। পরে তত্রস্থ কোন এক শুচি বা পবিত্র স্থানে অথবা নদীসমীপস্থ বা অরণ্যাস্তর্গত মনোরম প্রদেশে, মনস্তৃপ্তিকর মঠ (বাস-কুটীর) প্রস্তুত করিবেক। তাদৃশ স্থানে অবস্থান করত ত্রিকালস্নায়ী, শুচিস্বভাব, একচিত্ত, ধীরপ্রকৃতি ও শ্বেতভস্মধারী ও যোগাসনোপবিষ্ট হইয়া যোগাভ্যাস করিবেক। কুশ কিংবা মৃগচর্ম্ম বিস্তৃত করিয়া তদুপরি কোন এক আসন বদ্ধ করিয়া (সিদ্ধাসন অথবা পদ্মাসন) উপবিষ্ট হইবেক। প্রথমে ইষ্ট-দেবতাকে ও গুরুকে প্রণাম করিয়া পূর্ব্বাভিমুখে কিংবা উত্তরাভিমুখে সমগ্রীবশিরঃকায় হইয়া (গ্রীবা, মস্তক ও দেহযষ্টি ঠিক্ সমান রাখিতে হইবেক, যেন নত আনত অথবা তির্য্যক্-নত অর্থাৎ বক্র না হয়) আস্য সংবৃত (মুখ বিবৃত না থাকে) এবং, শরীর নিশ্চল রাখিবেক। দৃষ্টি যেন মনের সহিত নাসাগ্রে বদ্ধ থাকে। এরূপ ভাবে উপবিষ্ট হইয়া প্রাণায়াম, ধ্যান, ও ধারণাদি অভ্যাস করিবেক।

যোগচিন্তামণি গ্রন্থের বিধান-অনুসারে অগ্রে কোমল কুশ, তদুপরি মৃগ-

চর্ম্ম, তাহার উপর বস্ত্র আচ্ছাদন,—এতদ্রূপ আসনে উপবিষ্ট হইয়া যোগাভ্যাস করা উচিত।

অন্য এক যোগী বলেন, যোগ সাধনার জন্য নদীতীর, কানন, কি পর্ব্বতগুহা আশ্রয় করিতে হইবে, এমন কোন নিয়ম নাই। মনের অনুকূল নিরুপদ্রব স্থান পাইলেই তথায় থাকিয়া যোগাভ্যাস করা যাইতে পারে। "রাত্রিশেষে নিশীথে বা সন্ধ্যয়োরুভয়োরপি" ইত্যাদি প্রকার উপদেশবাক্য থাকায় প্রাতঃকাল ও সায়ংকাল প্রাণায়ামের এবং রাত্রিশেষ ও মধ্যরাত্র ধ্যানের অত্যুত্তম কাল বলিয়া স্থিরীকৃত হয়। বস্তুতঃ ঐরূপ সময়েই মনের প্রসন্নতা ও শারীরিক স্বস্থতা অধিক পরিমাণে থাকে। এ সম্বন্ধে ঘ্রণ্ডসংহিতা গ্রন্থে কিছু বিশেষ বিধান দৃষ্ট হয়। যথা—

আদৌ স্থানং ততঃ কালো-মিতাহারস্ততঃ পরম্।
নাড়ীশুদ্ধিঞ্চ তৎপশ্চাৎ তস্মাত্রীণি বিবর্জয়েৎ॥
দূরদেশে তথারণ্যে রাজধানৌ জনান্তিকে।
যোগারম্ভং ন কুর্ব্বীত কৃতে চ সিদ্ধিহা ভবেৎ॥
অবিশ্বাসং দূরদেশে হ্যরণ্যে ভক্ষ্যবর্জিতম্।
লোকারণ্যে প্রকাশশ্চ তস্মাত্রীণি বিবর্জয়েৎ॥
সুদেশে ধার্ম্মিকে রাজ্যে সুভিক্ষে নিরুপদ্রবে।
তত্রৈকং কুটিরং কৃত্বা প্রাচীরৈঃ পরিবেষ্টয়েৎ॥
নাত্যুচ্চৈর্নাতিহ্রস্বঞ্চ কুটীরং কীটবর্জিতম্।
সম্যগ্গোময়লিপ্তঞ্চ কুড্যরন্ধ্রবিবর্জিতম্॥
এবং স্থানেষু গুপ্তেষু যোগাভ্যাসং সমাচরেৎ।
হেমন্তে শিশিরে গ্রীষ্মে বর্ষায়াঞ্চ ঋতৌ তথা॥
যোগারম্ভং ন কুর্ব্বীত কৃতে চ যোগহা ভবেৎ॥"

প্রথমে স্থান, তৎপরে কাল, অনন্তর মিতাহার. সর্ব্বশেষে নাড়ীশুদ্ধি ও প্রাণায়াম শিক্ষা করিতে হয়। সেই জন্য পশ্চাদুক্ত স্থানত্রয় অবশ্য ত্যাজ্য। যোগাভ্যাসসংক্রান্ত নিষিদ্ধ স্থানগুলি প্রকাশ করিয়া বলিতেছেন।—দূরদেশ অর্থাৎ গুরুর বসতিস্থান হইতে দূর। অরণ্য অর্থাৎ ভক্ষ্যবিহীন স্থান। রাজ-

ধানী ও জনতাপূর্ণ স্থান। এমন সকল স্থানে থাকিয়া যোগাভ্যাস করা বিধেয় নহে। করিলে সিদ্ধি দূরে থাকুক, বিঘ্ন ঘটিতে পারে। দূর-দেশে যোগশিক্ষা আরম্ভ করিলে অবিশ্বাস (সংশয়) জন্মিতে পারে।" অরণ্যে গিয়া যোগারম্ভ করিলে ভক্ষ্য অভাবে বিঘ্ন হইতে পারে। জনতাপূর্ণ স্থানে যোগারম্ভ করিলে প্রকাশ হইতে পারে, প্রকাশ হইলে বিবিধ বিঘ্ন জন্মিতে পারে। সুতরাং ঐ ঐ স্থান পরিত্যাগ করিয়া কোন এক মনোরম প্রদেশে, ধার্ম্মিক-রাজ্যে, সুভিক্ষ অর্থাৎ যে স্থানে সহজে ভক্ষ্য লাভ হয় অথচ কোন উপদ্রব-সম্ভাবনা নাই, এরূপ স্থানে গিয়া প্রাচীরবেষ্টিত মধ্যমাকার একটী কুটীর নির্ম্মাণ করিবেক। সে স্থান পরিষ্কৃত ও গোময়লিপ্ত থাকিবেক এবং তাহার দেওয়ালে অথবা বেড়ায় ছিদ্র থাকিবেক না। তদ্রূপ গুপ্তস্থানে থাকিয়া, যোগাভ্যাস করিলে শীঘ্র সিদ্ধিলাভ করা যায়। হেমন্ত, শিশির, গ্রীষ্ম ও বর্ষা ঋতুতে যোগারম্ভ করা বিধেয় নহে। তাহার কারণ এই যে, ঐ সকল ঋতুতে যোগারম্ভ করিলে রোগ হইবার সম্ভাবনা থাকে।

প্রাণায়াম-শিক্ষার্থীর প্রতি উপদেশ।

মূলগ্রন্থে প্রাণায়াম বা প্রাণ-শিল্পটী বুঝান হইয়াছে। এক্ষণে তৎসংক্রান্ত আরও কতিপয় কথা বলা আবশ্যক বিবেচনায় এই অংশ লিখিত হইল।

"ক্রমেণ সেব্যমানোঽসৌ নয়তে যত্র চেচ্ছতি।
প্রাণায়ামেন সিদ্ধেন সর্ব্বব্যাধিক্ষয়োভবেৎ॥
অযুক্তাভ্যাসযোগেন সর্ব্বব্যাধিসমুদ্ভবঃ।
হিক্কা শ্বাসশ্চ কাসশ্চ শিরঃকর্ণাক্ষিবেদনাঃ।
ভবন্তি বিবিধা রোগাঃ পবনস্য ব্যতিক্রমাৎ॥"

অর্থ এই যে, গুরুসন্নিধানে থাকিয়া শাস্ত্রবিধান অবলম্বনপূর্ব্বক সাবধানতার সহিত অল্পে অল্পে প্রাণায়াম শিক্ষা করিলে ক্রমে তাহা অভ্যস্ত হয়। তখন যথা ইচ্ছা তথায় থাকিয়া প্রাণ পরিচালন করা যাইতে পারে। প্রাণায়াম সুসিদ্ধ হইলে কোন ব্যাধিই থাকে না। কিন্তু অযথা বা অনিয়মে অভ্যাস করিতে গেলে সকলপ্রকার রোগ হয়। বায়ুর ব্যতিক্রম হইলে হিক্কা, শ্বাস, কাস, শিরঃপীড়া, কর্ণরোগ, চক্ষুরোগ এবং অন্যান্য উৎকট রোগ হইয়া থাকে। শাস্ত্রকারগণ বলিয়াছেন—

"সুযুক্তঞ্চ ত্যজেদ্ বায়ুং সুযুক্তং পূরয়েৎ সুধীঃ।
যুক্তং যুক্তঞ্চ বধ্নীয়াদিত্থং সিধ্যতি যোগবিৎ॥
হঠান্নিরুদ্ধঃ প্রাণোঽয়ং রোমকূপেষু নিঃসরেৎ।
দেহং বিদারয়ত্যেষ কুষ্ঠাদীন্ জনয়ত্যপি॥
ততঃ প্রত্যাপিতব্যোঽসৌ ক্রমেণারণ্যহস্তিবৎ।
বন্যোগজোগজারির্বা ক্রমেণ বশ্যতামিয়াৎ॥"

ত্যাগের সময় অর্থাৎ রেচক-কালে, উপযুক্তরূপে বায়ু পরিত্যাগ করিবেক। পূরকের সময় উপযুক্তরূপে পূরণ করিবেক। কুম্ভক-কালেও উপযুক্তরূপে কুম্ভক অর্থাৎ প্রবিষ্ট বায়ুর বেগ ধারণ করিবেক। ক্রমে ও উপযুক্তরূপে প্রাণায়াম শিক্ষা করিতে পারিলেই তাহা আয়ত্ত ও অপীড়ক হয়, অন্যথা অনিষ্টঘটনা করে। প্রাণবায়ু যদি হঠাৎ আবদ্ধ হয়, তাহা হইলে সেই বদ্ধ বায়ু রোমকূপ দিয়া নিঃসৃত ও তদ্দ্বারা দেহ বিদীর্ণ হইতে পারে। অতএব, আরণ্য হস্তীর ন্যায় উহাকে ক্রমে বশীভূত করা কর্ত্তব্য। বন্যহস্তী ও সিংহ যেমন ক্রমে ক্রমে মৃদু ও বশ্য হয়, প্রাণবায়ুও তেমনি ক্রমে বশ্য হয়। একেবারে হয় না। শ্লোকোক্ত যুক্ত শব্দের অর্থ কি? কিরূপ করিলে উপযুক্ত পরিত্যাগ হয়? কিরূপ করিলে উপযুক্ত আকর্ষণ ও উপযুক্ত বিধারণ হয়? তাহাও অন্য একটী শ্লোকের দ্বারা কথিত হইয়াছে। যথা ;—

"ন প্রাণং নাপ্যপানং বা বেগৈর্বায়ুং সমুৎসৃজেৎ।
যেন শক্তূন্ করস্থাংশ্চ শ্বাসবেগৈর্ন চালয়েৎ॥
শনৈর্নাসাপুটে বায়ুমুৎসৃজেন্নতু বেগতঃ।
ন কম্পয়েচ্ছরীরন্তু স যোগী পরমোমতঃ॥"

কি প্রাণবায়ু, কি অপানবায়ু, সবেগে পরিত্যাগ করিবেক না। এরূপ অল্প-বেগে শ্বাসবায়ু পরিত্যাগ করিতে হইবে যে, হস্তস্থিত শক্তু (ছাতু) যেন শ্বাস-বেগে উড়িয়া না যায়। শ্বাসের অর্থাৎ বায়ুর আকর্ষণ ও প্রপূরিত বায়ুর পরিত্যাগ, উভয়ই ধীরে ধীরে করিবে—শম্বরবৎ, বেগপূর্ব্বক করিবেক না।

কুম্ভকের সময়, কি রেচকের সময়, কি পূরকের সময়, কোনও সময়ে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কম্পিত করিবেক না।

নিশ্বসিত বায়ু কি পরিমাণে বাহিরে আসা স্বাভাবিক, তাহা জানা আবশ্যক। বায়ুর বহিরাগতির স্বাভাবিক পরিমাণ না জানা থাকিলে, তাহাকে প্রাণায়াম দ্বারা কি পরিমাণে সংক্ষিপ্ত করিতে হইবে, তাহা নির্ণীত হইবে না। নিতান্ত অস্বাভাবিক করিয়া তুলিলে যোগ দূরে থাকুক, প্রাণনাশ হইবার সম্ভাবনা। এজন্য প্রাণবায়ুর বহিরাগতির স্বাভাবিক পরিমাণ বিজ্ঞাত হইয়া, পশ্চাৎ প্রাণসংযমে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত। এ সম্বন্ধে পবনবীজ স্বরোদয় গ্রন্থে এইরূপ লিখিত আছে। যথা—

"দেহাদ্বিনির্গতোবায়ুঃ স্বভাবাদ্দ্বাদশাঙ্গুলিঃ।
গায়নে ষোড়শাঙ্গুল্যো ভোজনে বিংশতিস্তথা॥
চতুর্বিংশাঙ্গুলিঃ পান্থে নিদ্রায়াং ত্রিংশদঙ্গুলিঃ।
মৈথুনে ষট্‌ত্রিংশদুক্তং ব্যায়ামে চ ততোঽধিকম্॥
স্বভাবেঽস্য গতৌ মূলে পরমায়ুঃ প্রবর্দ্ধতে।
আয়ুঃক্ষয়োঽধিকে প্রোক্তো মারুতে চান্তরোদ্গতে॥"

প্রাণবায়ু দেহ হইতে বহির্গত হইয়া ১২ অঙ্গুলি পর্য্যন্ত বাহিরে যাওয়াই স্বাভাবিক। গানকালে ১২ অঙ্গুলি, ভোজনের সময় ২০, সবেগ গমনের সময় অর্থাৎ দৌড়াইয়া গেলে ২৪, নিদ্রাকালে ৩০, স্ত্রীসংসর্গকালে ৩৬ এবং ব্যায়ামকালে তদপেক্ষাও অধিক পরিমাণে বহির্গত হইয়া থাকে। যে যোগী প্রাণসাধনার দ্বারা উহার বহির্গতি স্বভাবস্থ রাখিতে পারেন, সেই যোগীরই পরমায়ু বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। প্রাণবায়ুর বহির্গতি যদি অস্বাভাবিক হয়, অর্থাৎ নির্দ্দিষ্ট পরিমাণের অধিক হয়, তাহা হইলে নিশ্চিত তাহার আয়ুঃক্ষয় হয়, ইহা যোগশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। ফলিতার্থ, প্রাণায়াম-শিক্ষার্থী প্রথম যোগী প্রাণের তদ্রূপ স্বাভাবিক বহির্গতির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া প্রাণসাধনা করিবেন। প্রাণসাধনা অর্থাৎ প্রাণায়াম। তাঁহারা যখন কুম্ভকের পর রেচক অনুষ্ঠান করিবেন অর্থাৎ আকৃষ্যমাণ বাহ্য বায়ুকে পরিত্যাগ করিবেন, তখন যেন তাঁহারা অধিক সাবধান হন।

আহার ।

যোগাভ্যাসকালে যোগশাস্ত্রোক্ত আহার-নিয়ম অবলম্বন করা অতীব কর্ত্তব্য । তাহা না করিলে আহারের দোষে অনেক অনিষ্ট ঘটিতে পারে । কিরূপ আহার করা উচিত, তাহা বলা যাইতেছে ।—

যোগাভ্যাসকালে হিত, মিত ও মেধ্য অর্থাৎ পবিত্র দ্রব্য আহার করা কর্ত্তব্য । হিত অর্থাৎ সুপথ্য । যাহা ভোজন করিলে ব্যাধি হয় না, তাদৃশ আহারের নাম "পথ্যাহার" । যে পরিমিত ভোজন করিলে শরীর ও মন প্রসন্ন থাকে, কোনপ্রকার গ্লানিযুক্ত হয় না, তাদৃশ আহারের নাম "মিতাহার" । যে দ্রব্য ভক্ষণ করিলে মনের সত্ত্বগুণ ও ইন্দ্রিয়ের প্রকাশশক্তি বাড়ে, সেই দ্রব্যই "মেধ্য" । এই ত্রিবিধ আহারের মধ্যে "মিতাহার" সর্ব্বতোভাবে শ্রেষ্ঠ । মিতাহার করিবে না, অথচ যোগ করিবে, সেরূপ হইলে কোন একটী সামান্য যোগও সিদ্ধ হইবে না, প্রত্যুত বিবিধ ব্যাধি আসিয়া আশ্রয় করিবেক । যোগশিক্ষার সময় কোন্ দ্রব্য ভক্ষণ করিবেক এবং কোন্ দ্রব্যকে বা বর্জ্জন করিবেক, তাহা ঘেরণ্ডসংহিতা ও শিবসংহিতা প্রভৃতি বিবিধ যোগগ্রন্থে লিখিত আছে । যাহা লিখিত আছে, তাহার কিয়দংশ এই ।—

"শাল্যন্নং যবপিণ্ডং বা গোধূমপিণ্ডকং তথা ।
মুদ্গযূষং কালকাদি শুভ্রঞ্চ তুষবর্জ্জিতম্ ।
পটোলং পনসঞ্চৈব কক্কোলঞ্চ সুকাশকম্ ।
দ্রোঢুকা কর্কটী রম্ভা ডুম্বুরঞ্চ সুকণ্টকম্ ॥
আমরম্ভাং বালরম্ভাং রম্ভাদণ্ডঞ্চ মূলকম্ ।
প্রায়োমূলং তথা ঝিঙ্গীং যোগী ভক্ষণমাচরেৎ ॥
বালশাকং কালশাকং পটোলপত্রকং তথা ।
পঞ্চশাকং প্রশংসীয়াৎ বাস্তুকং হিলমোচিকাম্ ॥
নবনীতং ঘৃতং ক্ষীরং গুড়ং শর্করাদি চৈক্ষবম্ ।
পক্বরম্ভাং নারিকেলং দাড়িম্বং বিষমায়সম্ (?) ॥

দ্রাক্ষাস্তু নবনীং ধাত্রীং কটুকাম্লবিবর্জ্জিতম্।
এলাং জাতং লবঙ্গঞ্চ পৌরুষং জম্বু জাম্ববম্॥
হরীতকীং খর্জ্জুরঞ্চ যোগী ভক্ষণমাচরেৎ॥"
"ক্ষীরং ঘৃতঞ্চ মিষ্টান্নং তাম্বূলং চূর্ণবর্জিতম্।
কর্পূরং বিষ্ঠুরং (?) মিষ্টং রামঠং সূক্ষ্মবস্ত্রকম্॥" (?)
"লঘুপাকং প্রিয়ং স্নিগ্ধং যথা বা ধাতুপোষণম্।
মনোভিলষিতং যোগী দিব্যং ভোজনমাচরেৎ॥"

শালিতণ্ডুলের অন্ন, যব, গম, মুগের যূষ, শুভ্র ও তুষ-রহিত কালকা প্রভৃতি শস্য (কলায়), পটোল, কাঁটাল, কক্কোল, স্থকাশ (?), দ্রাঢ়িকা অর্থাৎ কাঁকুড়, ফুটি, কাকরী, রম্ভা, কাঁচা রম্ভা (কলা), কলার ফুল (মোচা), ডুমুর, সুকণ্টক (?), রম্ভাদণ্ড অর্থাৎ থোড়, মূলক (মূলো), আলু প্রভৃতি মূল, ঝিঙে, কচি শাক বা ক্ষুদ্র শাক, কাল শাক, পলতা শাক, বেতো শাক, হিঞ্চে শাক, নবনীত, ঘৃত, দুগ্ধ, ইক্ষুগুড়, ইক্ষুচিনি, পাকা কাঁটাল, পাকা কলা, নারিকেল, দাড়িম্ব, বিষমায়স বা বিষনাশক দ্রব্য (?), কিস্‌মিস্‌, আঙ্গুর, মনক্কা, লোণা, আমলকী, অম্লবর্জ্জিত অন্যান্য ফল, এলাইচ, জায়ফল, লবঙ্গ, জাম, ক্ষুদে জাম, হরীতকী, খর্জ্জুর, ক্ষীর (ঘন দুগ্ধ), মিষ্টান্ন, চূর্ণরহিত তাম্বূল, কর্পূর, বিষ্ঠুর (?), হিঙ্গু, জামরুল,—এই সকল দ্রব্য ভক্ষণ করিবেন। লঘুপাক, প্রিয়, স্নিগ্ধ, ধাতুপোষক ও মনঃপ্রফুল্লতাকারক দ্রব্য যোগিগণের ভক্ষ্য। এরূপ আহারের নাম "পথ্যাহার"। দিব্য শব্দের অর্থ স্বর্গীয়, তাহার তাৎপর্য্য অর্থ নির্দ্দোষ বা সুখকর দ্রব্য। অর্থাৎ যোগীরা নির্দ্দোষ ও সুখকর দ্রব্য ভক্ষণ করিবেন।

"শুদ্ধং সুমধুরং স্নিগ্ধ-মুদরাধ্মানবর্জ্জিতম্।
ভুজ্যতে সুরসং প্রীত্যা মিতাহারমিমং বিদুঃ॥"
"অন্নেন পূরয়েদর্দ্ধং তোয়েন তু তৃতীয়কম্।
উদরস্য তুরীয়াংশং সংরক্ষেৎ বায়ুচালনে॥"

উপরোক্ত শ্লোকে মিতাহার নির্ব্বাচিত ও অভিহিত হইয়াছে। শ্লোকের অর্থ এইরূপ—

নির্দ্দোষ ও পরিষ্কৃত, মধুর-রস-বিশিষ্ট, স্নিগ্ধ অর্থাৎ ঘৃতাক্ত বা অতীক্ষ্ণ, এরূপ ব্যঞ্জন এবং যাহা খাইলে বা যে পরিমাণ খাইলে পেট-ফুলা প্রভৃতি কষ্টকর অবস্থা উপস্থিত না হয়, প্রীতিপূর্ব্বক তাদৃশ অন্ন ব্যঞ্জনাদি আহার করার নাম "মিতাহার"। মিতাহার ব্রতের অন্য নিয়ম এই যে, উদরের অর্থাৎ ক্ষুধার পরিমাণকে চারি ভাগ করিয়া তাহার অর্দ্ধ ভাগ অন্নব্যঞ্জনাদির দ্বারা এবং এক ভাগ জল ও দুগ্ধাদি তরল পদার্থের দ্বারা পরিপূর্ণ করিবেক। অন্য এক ভাগ বায়ুসঞ্চারণের জন্য খালি রাখিবেক। কথাগুলির অভিপ্রায়—ভাল লাগিলেও গণ্ডপিণ্ডে আহার করিবেক না। নিত্য ঐরূপ পরিমিত মাত্রায় নির্দ্দোষ দ্রব্য ভক্ষণ করার নাম "মিতাহার"। নিম্নে মেধ্যাহারের লক্ষণ ও তৎসংক্রান্ত কতিপয় নিদর্শন বলা যাইতেছে দৃষ্ট করুন।

"মেধ্যং হবিষ্যমিত্যুক্তং প্রশস্তং সাত্ত্বিকং লঘু।"

শাস্ত্রে যাহা হবিষ্যান্ন বলিয়া, সত্বগুণের বর্দ্ধক বলিয়া, লঘু ও প্রশস্ত বলিয়া অভিহিত হইয়াছে, সেই সকল দ্রব্য আহার করিলে তাহা "মেধ্যাহার" বলিয়া গণ্য হয়। এ উপদেশের মর্ম্মার্থ এই যে, যোগী যোগাভ্যাসকালে মৎস্য-মাংসাদি ভক্ষণ করিবেন না। যোগাভ্যাসকালে যাহা যাহা বর্জ্জন করা আবশ্যক, তাহাও নিম্নলিখিত শ্লোকে উক্ত আছে।

"অথ বর্জ্জ্যং প্রবক্ষ্যামি যোগবিঘ্নকরং পরম্।
অম্লং রূক্ষং তথা তীক্ষ্ণং লবণং সর্ষপঞ্চ কটু॥
বাহুল্যভ্রমণং প্রাতঃস্নানং তৈলং বিদাহকম্॥
স্তেয়ং হিংসাং পরদ্বেষঞ্চাহঙ্কারমনার্জ্জবম্।
উপবাসমসত্যঞ্চ মোহঞ্চ প্রাণিপীড়নম্॥
স্ত্রীসঙ্গমগ্নিসেবাঞ্চ বহ্বালাপং প্রিয়াপ্রিয়ম্।
অতীব ভোজনং যোগী ত্যজেদেতানি নিশ্চিতম্॥"
"কট্বম্লং লবণং তিক্তং ভৃষ্টঞ্চ দধি তক্রকম্।
শাকোৎকটং তথা মদ্যং তালঞ্চ পনসন্তথা।

কুলত্থং মসূরং পাণ্ডুং কুষ্মাণ্ডং শাকদণ্ডকম্।
তুম্বীং কোলং কপিত্থঞ্চ কণ্টবিল্বং পলাশকম্॥
বিল্বং কদম্বজম্বীরং লকুচং লশুনং বিষম্।
কামরঙ্গং পিয়ালঞ্চ হিঙ্গুং বা মণিকেতকম্॥
যোগারম্ভে বর্জ্জয়েচ্চ পরস্ত্রীবহ্নিসেবনম্।
কাঠিন্যং দুরিতঞ্চৈব সূক্ষ্মং পর্য্যুষিতন্তথা॥
অতিশীতঞ্চাতি চোগ্রং ভক্ষ্যং যোগী বিবর্জ্জয়েৎ।
প্রাতঃস্নানোপবাসাদি-কায়ক্লেশবিধিস্তথা।
একাহারং নিরাহারং প্রাণান্তেঽপি ন কারয়েৎ॥"

যোগীদিগের বর্জ্জনীয় আহার ব্যবহার বলিতেছি, শ্রবণ করুন। অম্ল, রূক্ষ, তীক্ষ্ণ, লবণ ও কটু দ্রব্য ত্যাগ করিবেন। অধিক পরিমাণে ভ্রমণ, বহুভাষিতা, প্রাতঃস্নান, তৈল ও বিদাহী (ঝাল প্রভৃতি) দ্রব্য ভক্ষণ, হিংসা, দ্বেষ, কৌটিল্য, উপবাস, মিথ্যাচার ও মিথ্যা ব্যবহার, অহঙ্কার, মোহ, প্রাণিপীড়ন, স্ত্রীসঙ্গ, অগ্নিসেবা, বহুলোকের সহিত আলাপ ও আসঙ্গ, অপ্রিয়াচরণ, বহুভোজন,—এ সমস্তই যোগীদিগের অবশ্য ত্যাজ্য। দত্তসংহিতা গ্রন্থেও এইরূপ উপদেশ আছে। যথা—কটু, অম্ল, লবণ, তিক্ত, ভৃষ্ট দ্রব্য (ভাজা জিনিস), দধি, তক্র, কঠোর দ্রব্য ও অধিক পরিমাণে শাক ভক্ষণ, মদ্য, তাঁল, কাঁচা কাঁটাল, কুলথ অর্থাৎ (কলায়বিশেষ), মসুর, পলাণ্ডু, কুমড়ো, শাকদণ্ড অর্থাৎ শাকের ডাঁটা, লাউ, কুল, কৎবেল, কণ্টবিল্ব (?), পাজা শাক বা শাকপত্র, বেল, কদম্ব, জাম্বীর (নেবু), ডেয়ো, লশুন, পদ্মবীজ, কামরাঙা, পিয়াল, হিঙ্গু, মণিকেতক (?), পরস্ত্রীসংসর্গ, অগ্নিসেবা, কর্কশ ব্যবহার, পাপ কার্য্য, অতিশয় উষ্ণ, অতিশয় শীতল ও পর্য্যুষিত (বাসী জিনিষ), অতিশয় উগ্র অর্থাৎ ঝাল খাদ্য,—যোগী এ সমস্তই বর্জ্জন করিবেন।* যোগী যোগাভ্যাসকালে প্রাণান্তেও প্রাতঃস্নান, উপবাস, অবৈধ কায়ক্লেশ, একাহার ও অনাহার করিবেন না।

একাহার, অনাহার, উপবাস, লঙ্ঘন,—এ সকল হঠযোগ ও প্রাণায়াম-

শিক্ষাকালে বর্জনীয়; কিন্তু ধ্যানযোগ ও সমাধি-শিক্ষাকালে বর্জনীয় নহে। সমাধি-অভ্যাস-সময়ে ঐ সকলের অনুষ্ঠান রাখা বিশেষ প্রয়োজনীয়। যথা—

"আহারান্ কীদৃশান্ কৃত্বা কানি জিত্বা চ ভারত।
যোগী বলমবাপ্নোতি তদ্ভবান্ বক্তুমর্হতি॥

ভীষ্ম উবাচ।

কণানাং ভক্ষণে যুক্তঃ পিণ্যাকস্য চ ভারত!
স্নেহানাং বর্জনে যুক্তো যোগী বলমবাপ্নুয়াৎ॥
ভুঞ্জানো যাবকং রুক্ষং দীর্ঘকালমরিন্দম!
একাহারো বিশুদ্ধাত্মা যোগী বলমবাপ্নুয়াৎ॥
অর্ধমাসমপি বা মাসং সততং মনুজেশ্বর!
উপোষ্য সম্যক্ শুদ্ধাত্মা যোগী বলমবাপ্নুয়াৎ॥
কামং জিত্বা তথা ক্রোধং শীতোষ্ণং বর্ষমেব চ।
ভয়ং শোকং তথা শ্বাসং পৌরুষান্ বিষয়াংস্তথা॥
অরতিং দুর্জয়াঞ্চৈব ঘোরাং তৃষ্ণাঞ্চ পার্থিব!
স্পর্শং নিদ্রাং তথা তন্দ্রাং দুর্জয়াং নৃপসত্তম!
দীপয়ন্তি মহাত্মানঃ সূক্ষ্মমাত্মানমাত্মনা॥"

যুধিষ্ঠির ভীষ্মকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ভরতর্ষভ! যোগিগণ কিরূপ আহার করিয়া এবং কি কি জয় করিয়া যোগবল লাভ করেন, তাহা আপনি বলুন। ভীষ্ম বলিলেন, যুধিষ্ঠির! যোগিগণ শস্যের কণা (শালিচূর্ণ ও গোধূমচূর্ণ) ভক্ষণ, তিলকল্কভক্ষণ ও তৈল প্রভৃতি স্নেহ দ্রব্যের বর্জন করিয়া যোগবল লাভ করিয়া থাকেন। হে শত্রুদমন যুধিষ্ঠির! তাঁহারা যাবক (যাউ=যবপিষ্ট) ও নিঃস্নেহ দ্রব্য ভক্ষণ করিতে করিতে দীর্ঘকাল পরে বলসম্পন্ন হইয়া থাকেন। শুদ্ধমনাঃ ও একাহারী হইয়া এবং কোন কোন যোগী পক্ষ, মাস, ঋতু ও বৎসর-পরিমিত কাল নিতা নিত্য বা

প্রতিদিন জলমিশ্র দুগ্ধ পান করিয়া বলপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন। দুপক্ষ ও এক মাস উপবাসী হইয়াও কেহ কেহ যোগবল প্রাপ্ত হন। তাঁহারা কাম, ক্রোধ, শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা, ভয়, শোক, শ্বাস, প্রশ্বাস, সুখসেব্য রূপ-রসাদি বিষয়, অরতি, উদ্যমহীনতা, বিষয়তৃষ্ণা, স্পর্শসুখ, নিদ্রা, তন্দ্রা,—এই সকল জয় করিয়া যোগবল প্রাপ্ত হন ও নিজে নিজ আত্মাকে উদ্দীপিত করেন।

যোগি-চিকিৎসা।

যোগাভ্যাসকালে ও তদুত্তর-কালে যোগীদিগের যোগ-ব্যতিক্রমে কখন কখন বিবিধ রোগ উপস্থিত হইয়া থাকে। সে সকল রোগ প্রায়ই দুশ্চিকিৎস্য। সেই সকল যোগজ উপসর্গ বা যোগব্যতিক্রমজনিত ব্যাধি নিবারণার্থ যোগীরা চিকিৎসাবিশেষ প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। যোগী-দিগের উপদিষ্ট যোগব্যতিক্রমজ রোগ ও তাহার চিকিৎসা এইরূপ :—

"বাধির্য্যং জড়তা লোপং স্মৃতের্মূকত্বমন্ধতা।
জ্বরঞ্চ জায়তে সদ্যস্তদ্বদজ্ঞানযোগিনঃ॥
প্রমাদাদ্‌যোগিনো দোষা যথেতে স্যুশ্চিকিৎসিতাঃ।
তেষাং নাশায় কর্ত্তব্যং যোগিনা তন্নিবোধ তম্॥
স্নিগ্ধাং যবাগূমত্যুষ্ণাং ভুক্ত্বা তত্রৈব ধারয়েৎ।
বাতগুল্মপ্রশান্ত্যর্থ-মুদাবর্ত্তে তথা দধি॥
যবাগূর্বাপি পবনে বায়ুগ্রন্থীন্ পরিক্ষিপেৎ।
তদ্বৎ কম্পে মহাশৈলং স্থিরং মনসি ধারয়েৎ॥
বিঘাতে বচসোবাচঃ বাধির্য্যে শ্রবণেন্দ্রিয়ে।
তথৈবাম্রফলং ধ্যায়েত্তৃষ্ণার্ত্তোরসনেন্দ্রিয়ে॥
যস্মিন্ যস্মিন্ রুজা দেহে তস্মিংস্তদপকারিণীম্।
ধারয়েদ্ধারণামুষ্ণে শীতাং শীতে বিদাহিনীম্॥
কীলং শিরসি সংস্থাপ্য কাষ্ঠং কাষ্ঠেন তাড়য়েৎ।
লুপ্তস্মৃতেঃ স্মৃতিঃ সদ্যোযোগিনস্তেন জায়তে॥
অমানুষং সত্ত্বমন্তর্যোগিনো প্রবিশেদ্‌যদি।
বায়ুগ্নিধারণা চৈনং দেহসংস্থং বিনির্দহেৎ॥

"এবং সর্ব্বাত্মনা কার্য্যা রক্ষা যোগবিদাহনিশম্।
ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণাং শরীরং সাধনং যতঃ॥"

যোগীর অজ্ঞতা ও অসাবধানতা হেতু বাধির্য্য, জড়তা, স্মৃতিলোপ, মূকতা, অন্ধত্ব ও জ্বর প্রভৃতি রোগ জন্মে। সে সকল রোগ যে প্রকারে চিকিৎসিত হয়, তাহা বলিতেছি। উক্ত রোগ নিবারণার্থ তাঁহারা যাহা যাহা করিবেন, সে সমস্ত সংক্ষেপে বলিব। জ্বর ও দাহ হইলে ঘৃতসিক্ত ছাতু উষ্ণ করিয়া ভোজন করিবেন এবং রোগস্থানে ধারণও করিবেন। বাতগুল্ম হইলে তাহার নিবারণার্থ ঐরূপ করিবেন। উদাবর্ত্ত রোগ হইলে ঐরূপে দধিপ্রয়োগ করিবেন। কম্প হইলেও ঐপ্রকার করিবেন এবং মহাদেবের ধ্যান করিবেন। বাক্যলোপ হইলে বাগিন্দ্রিয়ের ও বাধির্য্য জন্মিলে শ্রবণেন্দ্রিয়ের ধ্যান করিবেন। তৃষ্ণার্ত্ত হইলে জিহ্বার উপর অম্ল আছে, এইরূপ ধ্যান করিবেন।

যে যে অঙ্গে যে যে রোগ হইবে, সেই সেই অঙ্গে সেই সেই রোগের অপকারক (নাশক) বস্তুর ধ্যান করিবেন। উষ্ণ হইলে শীতল ও শীতল হইলে উষ্ণ বস্তু ধ্যান করিবেন *। স্মরণশক্তি লোপ হইলে মস্তকোপরি একটা কাষ্ঠকীলক রাখিয়া তদুপরি অন্য একখণ্ড কাষ্ঠ স্থাপন করত তদুপরি আঘাত করিবেন। এই প্রক্রিয়ায় স্মৃতিশক্তি পুনরুত্তেজিত হইবে। অভ্যন্তর প্রদেশে অমানুষ সত্ত্ব (ভূত ও গন্ধর্ব্ব প্রভৃতি) প্রবিষ্ট হইলে বায়ু-ধারণার ও অগ্নি-ধারণার অনুষ্ঠান করিবেন। তদ্দ্বারা তাহারা দগ্ধপ্রায় হইয়া পলায়ন করিবে। এই প্রকারে ও অন্যান্য প্রকারে শরীর রক্ষা করা যোগীর অবশ্য কর্ত্তব্য। যেহেতু এই শরীরই ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ,—চতুর্ব্বর্গের প্রধান সহায়।

এ সকল প্রক্রিয়া যুক্তযোগীর জন্যই বিহিত। যাঁহারা প্রথম যোগী, তাঁহারা এ প্রক্রিয়ায় অধিকারী নহেন। তাঁহাদের রোগ অথবা অন্যবিধ উপ-

* নিত্য নিত্য শীতল ও উষ্ণগুণযুক্ত দ্রব্যের ও শ্বেত পীত লোহিতাদি রূপের ধ্যান করিলে শরীরাভ্যন্তরস্থ সেই সেই বিকারের উপশম হয়। নিত্য নিত্য রক্তবর্ণের, শ্বেতবর্ণের ও শ্যামবর্ণের ধ্যানে বায়ুপিত্তকফের সমতা হইয়া থাকে। পূর্ব্বকালে ব্রাহ্মণেরা দু-বেলা সন্ধ্যাবন্দনা-কালে রক্তরূপের, শ্বেতরূপের ও শ্যামরূপের চিন্তা করিতেন,—তাহাতে তাঁহাদের ধাতুসাম্য থাকিত। ধাতুসাম্য থাকিত বলিয়া তত অনিয়মেও তাঁহাদের শরীর নির্ব্যাধি ও সহিষ্ণুতাযুক্ত থাকিত।

সর্প উপস্থিত হইলে তন্নিবারণার্থ তাঁহারা হঠযোগোক্ত চিকিৎসার আশ্রয় গ্রহণ করিবেন। হঠযোগোক্ত চিকিৎসা অন্য গ্রন্থে সঙ্কলিত আছে।

এ স্থলে আমরা শ্বাসরোগীকে একটী অভিনব ঔষধ বলিয়া দিতেছি, পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন। শ্বাস বা হাঁপানি যখন প্রবল হইবে, তখন অনুধাবনপূর্ব্বক দেখিবেন, কোন্ নাসিকায় শ্বাস বহিতেছে। যে নাসায় শ্বাস বহিবে, সেই নাসা বন্ধ করিয়া অন্য নাসিকায় বায়ুর গতি প্রবর্ত্তিত করিবার চেষ্টা করিবেন। ইহা একপ্রকার প্রাণায়াম। এই প্রাণায়াম অন্যূন ১০ মিনিট কাল করিলে হাঁপানি কমিয়া যাইবেক। প্রতিদিন ঐরূপ করিলে এক মাসের মধ্যেই ঐ রোগ নির্ম্মূল হইবেক। যাঁহাদের উদরাময় হইয়াছে, তাঁহারা প্রতিদিন নাভিচক্রে মন স্থির করিবার চেষ্টা করিবেন। দুই সপ্তাহ নাভিকন্দ ধ্যান করিলে বিশেষ উপকার হইবে।

অরিষ্ট।

পাতঞ্জল সূত্রের ব্যাখ্যাকালে বলা হইয়াছে, আমরা পরিশিষ্টে অরিষ্ট বিজ্ঞানটী বিশদ করিয়া বর্ণন করিব। কিন্তু এখন দেখিলাম, অধিক বিশদ করিতে গেলে পুস্তকের কায়াবৃদ্ধি, তৎসঙ্গে ব্যয়বাহুল্য হয়। তাহা আমার অসাধ্য। সে জন্য অধিক বিস্তৃত না করিয়া, অল্পকথায় সে সকলের সিদ্ধান্তমাত্র বর্ণন করিলাম। অরিষ্ট লক্ষণের সংস্কৃত শ্লোকগুলি দিলাম না সত্য ; কিন্তু অবিকল অনুবাদ প্রদান করিলাম।

মরণের পূর্ব্বে মনুষ্যের অল্পে অল্পে স্বভাবের বৈপরীত্য হইতে থাকে। তৎসঙ্গে বিবিধ শারীরিক ও মানসিক বিকার বা পরিবর্ত্তন হইতে থাকে। সে সকল বিকার বা সে সকল মরণলক্ষণ সকলে বুঝিতে পারেন না। কিন্তু যোগীরা সমস্তই বুঝিতে পারেন। সেই সকল মরণসূচক বিকার বা মরণের পূর্ব্বলক্ষণ শাস্ত্রীয় ভাষায় "অরিষ্ট" আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে।

অরিষ্ট তিনপ্রকার। আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক। দৈহিক ও মানসিক স্বভাবের পরিবর্ত্তন বা বিকাররূপ অরিষ্ট আধ্যাত্মিক নামে খ্যাত। অমানুষ সত্ত্ব দর্শনাদিরূপ অরিষ্ট আধিদৈবিক নামে প্রসিদ্ধ। কাণ চাপিয়া রাখিলে যদি শরীরান্তর্গত প্রাণনির্ঘোষ না শুনা যায়, তাহা হইলে তাহাও একপ্রকার আধ্যাত্মিক অরিষ্ট। যদি অকস্মাৎ অত্যন্ত

বিকট জীব অর্থাৎ যমদূতাদির দর্শন হয়, তাহা হইলে তাহা আধিভৌতিক অরিষ্ট।

ইন্দ্রজালতুল্য গন্ধর্ব্বনগরাদি দর্শন হইলে, তাহা আধিদৈবিক অরিষ্ট হইবেক। এতদ্ভিন্ন, বহুল অরিষ্টচিহ্ন আছে, সে সকল একত্র করিতে গেলে পুস্তকাবয়ব বাড়িয়া যায়, সুতরাং পাঠকবর্গের গোচরার্থ সে সকলের কতিপয়-মাত্র সঙ্কলিত হইল।

যোগী হউন, আর অযোগী হউন, সকলেরই অরিষ্ট অর্থাৎ মরণের পূর্ব্বচিহ্নগুলি জানা আবশ্যক। যাঁহারা যোগবিষয়ে সিদ্ধ হইয়াছেন, অরিষ্টজ্ঞান থাকিলে তাঁহারা সহজেই কাল-বঞ্চনা করিতে সমর্থ হন। কালবঞ্চনা কি? তাহা বলা হইবে। যাঁহারা যোগবিষয়ে সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন নাই, অরিষ্টজ্ঞান থাকিলে তাঁহারা মৃত্যু নিকট জানিয়া যোগারূঢ় হইতে পারেন। যোগানুষ্ঠান বা শুভানুষ্ঠানপূর্ব্বক প্রাণ পরিত্যাগ করিতেও পারেন। মৃত্যুকালে যদি যোগজ্ঞানের লোপ না হয়, তাহা হইলে জন্মান্তরে সিদ্ধিলাভের সম্ভাবনা থাকে। অন্ততঃ সেই প্রত্যাশাতেই তাঁহা-দের যোগচিন্তায় রত থাকা ও যোগাবলম্বনপূর্ব্বক প্রাণ পরিত্যাগের চেষ্টা করা উচিত। যাঁহারা যোগী নহেন, অরিষ্টজ্ঞান থাকিলে তাঁহারা কবে মরণ হইবে, তাহা জানিতে পারেন, পারিয়া মরণ-যাতনার অল্পতা করিতে সমর্থ হন। অতএব, ব্যক্তিমাত্রেরই অরিষ্ট অর্থাৎ বিশেষ বিশেষ মরণচিহ্ন জানা আবশ্যক।

অনেকপ্রকার অরিষ্ট আছে। তন্মধ্যে বিশেষ বিশেষ অরিষ্টগুলি—যদ্দ্বারা যোগীরা মৃত্যুকাল জানিতে পারিতেন, কেবল সেইগুলি বলিব।

১। যে ব্যক্তি দেববিমান, ধ্রুব নক্ষত্র, শুক তারা, চন্দ্রপ্রতিবিম্ব ও অরুন্ধতী (সপ্তর্ষিমণ্ডলস্থ-নক্ষত্রবিশেষ, কাহারও মতে জিহ্বা) দেখিতে পায় না, সে এক বৎসরের পরে জীবিত থাকিবে না।

২। যে মনুষ্য সূর্য্যমণ্ডলকে সহস্রমুখরশ্মিবিহীন অর্থাৎ কিরণব্যাপ্ত না দেখে, বহ্নিমণ্ডলকে সূর্য্যতুল্য দেখে, সে ব্যক্তি একাদশ মাসের পর জীবিত থাকিবেক না।

৩। যে ব্যক্তি মূত্র বা বিষ্ঠা বমন করে, অথবা রক্তবর্ণ ও শুভ্রবর্ণ রস

বমন করে, কিংবা ঐরূপ বমনের স্বপ্ন দেখে, জানিতে হইবেক, যে ব্যক্তির দশ মাস মাত্র আয়ু অবশিষ্ট আছে।

৪। অকস্মাৎ কোন ভয়াবহ ভূত, প্রেত, পিশাচ, যমদূত, কি অন্য কোন অমানুষ জীব অথবা গন্ধর্ব্বনগর কিংবা সুবর্ণবর্ণ বৃক্ষ দৃষ্ট হইলে, দ্রষ্টা তদবধি নয় মাস জীবিত থাকে।

৫। কোন কারণ নাই, অথচ যদি চিরস্থূল ব্যক্তি কৃশ হয়, চিরকৃশ ব্যক্তি স্থূল হয়, অজ্ঞাত কারণে যদি কাহারও প্রকৃতিপরিবর্ত্তন হয়, তবে বুঝিতে হইবেক, সেই সেই ব্যক্তির জীবন আট মাস অবশিষ্ট আছে।

৬। কপোত, রক্তপাদ পক্ষী, গৃধ্র, কাক, উলূক (প্যাঁচা) কিংবা অন্য কোন মাংসাশী পক্ষী যদি সহসা মস্তকোপরি আপতিত হয়, তাহা হইলে সে ব্যক্তি ছয় মাসের অধিক বাঁচিবে না।

৭। বহু কাক যাহাকে উৎপীড়িত করে, বানরেরা যাহাকে ধূলি বর্ষণ করিয়া ব্যথিত করে, যে আপনার ছায়া উপযুক্তরূপে দেখিতে পায় না, সে চারি মাসের অধিক জীবিত থাকে না।

৮। দক্ষিণদিকে মেঘশূন্য আকাশে বিদ্যুৎ চমকিতে ও রামধনু উঠিতে দেখিলে, যে দেখে, সে তদবধি দুই কিংবা তিন মাস মাত্র বাঁচিবে।

৯। ঘৃতে, তৈলে, আদর্শে কিংবা জলে যদি আপনার নির্ম্মস্তক ছায়া দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, সে এক মাসের অধিক বাঁচিবে না।

১০। যাহার শরীর হইতে অগ্নিগন্ধ কিংবা শবগন্ধ নির্গত হয়, সে ব্যক্তির আয়ু তখন এক মাসের কিছু অধিক আছে, ইহা অনুমান করিবে।

১১। স্নান করিবামাত্র যাহার বুকের জল তৎক্ষণাৎ শুকাইয়া যায়, সে দশ দিন মাত্র জীবিত থাকিবে, ইহা নিশ্চয় করা কর্ত্তব্য।

১২। যে ব্যক্তি কর্ণদ্বয় চাপিয়া অভ্যন্তরস্থ নির্ঘোষ শুনিতে পায় না, যে চক্ষু চাপিয়া চাক্ষুষ-জ্যোতি দেখিতে পায় না, সেও অধিক দিন বাঁচে না।

১৩। কোন নারী রক্তবস্ত্র কিংবা কৃষ্ণবস্ত্র পরিধান করিয়া হাসিতে হাসিতে দক্ষিণদিকে লইয়া যাইতেছে, এরূপ স্বপ্ন দেখিলে শীঘ্র মরণ হয়।

১৪। উলঙ্গ সন্ন্যাসী হাসিতেছে, নাচিতেছে, ক্রূর দৃষ্টিতে চাহিতেছে, বিভ্রান্ত হইতেছে, এরূপ স্বপ্ন দেখিলেও মৃত্যু নিকট হয়।

১৫। গর্ত্তে পড়িলাম আর উঠিতে পারিলাম না, অন্ধাগারে গেলাম আর দ্বার রুদ্ধ হইল, এরূপ স্বপ্ন দেখিলেও অধিক কাল বাঁচে না।

১৬। অগ্নিমধ্যে প্রবেশ করিলাম, জলে ডুবিলাম, কিন্তু বাহির হইতে কিংবা উঠিতে পারিলাম না, এরূপ স্বপ্ন দেখিলেও আয়ুঃশেষ অনুমিত হয়।

১৭। ভয়ানক কৃষ্ণবর্ণ পুরুষ অস্ত্র উদ্যত করিয়া মারিতে আসিতেছে, কি প্রস্তরাঘাত করিতে আসিতেছে, এরূপ স্বপ্ন দেখিলে সেই দিনেই মৃত্যু হয়।

১৮। দীপনির্ব্বাণের গন্ধ পায় না, রাত্রে অগ্নি দেখিয়া ভয় পায়, পরনেত্রে আত্মবিম্ব দেখিতে পায় না, এরূপ ব্যক্তি শীঘ্রই মৃত্যুগ্রাসে পতিত হয়।

১৯। স্বভাবের বৈপরীত্য ও শরীরের বিপর্য্যয় দেখিলে বুঝিতে হইবে, তাদৃশ ব্যক্তির মৃত্যু নিকট হইয়াছে।

২০। মুখ রক্তবর্ণ হইয়াছে, কিন্তু তাহার জিহ্বা কৃষ্ণবর্ণ, এরূপ হইলে তাহার মৃত্যু নিকট, ইহা বুঝিতে হইবে।

২১। নাসিকা বসিয়া গিয়াছে, কর্ণদ্বয় নত অর্থাৎ ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, বাম চক্ষে নিঃসাড়ে জল ঝরিতেছে, এরূপ হইলে সে নিশ্চিত বাঁচিবে না।

২২। অনবরত এক অহোরাত্র বাম নাসিকায় শ্বাস বহিলে তাহার আয়ুঃ তিন বৎসরে শেষ হয়।

২৩। অনবরত দুই দিন রবি-নাড়ীতে শ্বাস বহিলে জীবনের আশা এক বৎসরেই শেষ হয়।

২৪। দশ দিন পর্য্যন্ত নাসিকার দুই রন্ধ্র দিয়া সমানরূপে শ্বাস বহিলে দেড় মাসেই তাহার আয়ুঃশেষ হয়।

২৫। শ্বাস-বায়ু যদি নাসা-পথ পরিত্যাগ করিয়া মুখ দিয়া নির্গত হয়, তাহা হইলে তাহার আয়ুঃ শীঘ্রই শেষ হয়।

২৬। যাহার শরীর হইতে এককালে রেত, মল, মূত্র ও ক্ষুত অর্থাৎ হাঁচি নির্গত হয়, সে অধিক দিন বাঁচে না।

২৭। আসন্নমৃত্যু ব্যক্তি অরুন্ধতী (জিহ্বা), ধ্রুব (নাসাগ্র), বিষ্ণুপদ (ভ্রূমধ্য) এবং মাতৃমণ্ডল (নেত্রজ্যোতি বা চোকের পুতুল) দেখিতে পায় না।

২৮। যে ব্যক্তি এক রঙে অন্য রঙ্ দেখে এবং এক রসে অন্য রস অনুভব করে, সে ছয় মাসের মধ্যে যমপুরী দর্শন করে।

২৯। যাহার কণ্ঠ, ওষ্ঠ, দন্ত, জিহ্বা ও তালু,—সর্ব্বদাই শুষ্ক বলিয়া বোধ হয়, এবং যাহার রেত, করতল ও নেত্রপ্রান্ত নীলবর্ণ হয়, সে ব্যক্তি নিশ্চিত ছয় মাস অন্তে প্রাণপরিত্যাগ করিবে। উত্তমরূপে স্নান করিলেও যাহার হৃদয়, হস্ত ও পদ তৎক্ষণাৎ শুষ্ক হইয়া যায়, সে তদবধি তিন মাস মাত্র বাঁচে।

৩০। আসন বদ্ধ করত নিশ্চল হইয়া বসিলেও যাহার শরীর ও হৃদয় সবেগে কাঁপিয়া উঠে, যমদূত তাহাকে ৪ মাসের পর আহ্বান করে।

৩১। সর্ব্বদাই বুদ্ধিভ্রংশ হয়, সর্ব্বদাই বাক্য স্খলিত হয়, সর্ব্বক্ষণই রৌদ্র দর্শন হয়, রাত্রে দুই চন্দ্র, দিবায় দুই সূর্য্য, দিবসে নক্ষত্রব্যূহ ও রাত্রে তারকা-বর্জ্জিত আকাশের চতুর্দ্দিকে ইন্দ্রধনু, পর্ব্বতোপরি গন্ধর্ব্বনগর, এবং দিবসে পিশাচ,—এই সকল দৃষ্ট হইলে বুঝিতে হইবে, মরণ নিকট।

৩২। ধূলায় ও কর্দ্দম-মৃত্তিকায় চলিয়া গেলে যাহার পদচিহ্ন (পার্ষ্ণি বা পদাগ্রভাগের দাগ) খণ্ডিত দৃষ্ট হয়, সে সাত মাসের অধিক বাঁচে না।

৩৩। যাহার শরীরবায়ু স্তম্ভিত হয়, যে মর্ম্মস্থান ছিঁড়িয়া যাইতেছে বোধ করে ও জলস্পর্শ অসহ্য বিবেচনা করে, নিশ্চিত সে মৃত্যুর নিকটে গিয়াছে।

৩৪। ভোজন করিয়া উঠিতে না উঠিতে যাহার ক্ষুধোদ্রেক হয়, হৃদয় কাতর হয়, এবং দাঁতে দাঁতে ঘর্ষণ হয়, তাহারও আয়ুঃশেষ হইয়াছে।

৩৫। দৃষ্টি উর্দ্ধ হইয়াছে অথচ সুস্থির নহে; রক্তবর্ণ হইয়াছে অথচ বিবর্ত্তিত হইতেছে; মুখের উষ্মা নষ্ট হইয়াছে এবং নাড়ীও শীতল হইয়াছে; এরূপ হইলে সে ব্যক্তির মরণকাল আগত, ইহা স্থির করিবে।

৩৬। নির্ম্মল শুভ্র বস্ত্রকে যে রক্তবর্ণ বিবেচনা করে, তাহার জীবন সেই পর্য্যন্ত।

"এতানি কালচিহ্নানি সন্ত্যন্যানি বহূন্যপি।
জ্ঞাত্বাভ্যসেন্মরোযোগ-মথবা কাশিকাং শ্রয়েৎ॥"

এই সকল কালচিহ্ন বলিলাম, এতদ্ভিন্ন আরও অনেক আছে। মনুষ্য এ সকল ও সে সকল জ্ঞাত হইয়া যোগনিষ্ঠ অথবা কাশীবাসী হইবেন।

লয়যোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

পূর্ব্বে বলিয়া আসিয়াছি, আমরা পরিশিষ্টে লয়-যোগের, রাজযোগের,

হঠযোগের, ও মন্ত্রযোগের বিশেষ বিবরণ ব্যক্ত করিব। কিন্তু গ্রন্থবাহুল্যভয়ে আমরা সে কথা সম্যক্ প্রতিপালন করিতে পারিলাম না। অল্প কথায় উল্লিখিত যোগচতুষ্টয়ের বৃত্তান্ত বলিলাম, এ অপরাধ ক্ষমা করিবেন।

"কৃষ্ণদ্বৈপায়নাদ্যৈস্তু সাধিতোলয়সংজ্ঞিতম্।
নবস্বেব হি চক্রেষু লয়ং কৃত্বা মহাত্মভিঃ॥"

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন অর্থাৎ বেদব্যাস প্রভৃতি কয়েক জন মহর্ষি লয়-যোগের প্রথম সাধক। তাঁহারা শরীরস্থ নবচক্রে (নাড়ীগ্রন্থি-স্থানে) চিত্তলয় করিয়া মোক্ষ ও ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়াছিলেন, এজন্য তাহা "লয়যোগ" নামে খ্যাত।

এই লয়যোগের উদ্দেশ্য, শক্তিদ্বয় পরিচালন পূর্ব্বক মধ্যশক্তি-নামক শক্তিবিশেষকে উদ্বোধিত করা। উল্লিখিত মহাত্মগণ বলেন, প্রত্যেক মানবদেহে তিনপ্রকার শক্তি আছে। একটীর নাম ঊর্দ্ধশক্তি, আর একটীর নাম অধঃশক্তি এবং অন্যটীর নাম মধ্যশক্তি। এই শক্তিত্রয়ের মধ্যে ঊর্দ্ধ-শক্তির নিপাতন দ্বারা অধঃশক্তির সংযোগে মধ্যশক্তিকে প্রবুদ্ধ বা উদ্বুদ্ধ করিতে পারিলে সাত্ত্বিক প্রবাহের অর্থাৎ সাত্ত্বিক আনন্দের প্রাচুর্য্য উপলব্ধি হইবেক। যোগীরা সেই আনন্দে সমাহিত হইয়া ঐশ্বর্য্য ও মোক্ষ লাভ করিয়া থাকেন। যথা—

"প্রথমং ব্রহ্মচক্রং স্যাৎ ত্রিরাবর্ত্তং ভগাকৃতি।
অপানে মূলকন্দাখ্যং কামরূপঞ্চ তজ্জগুঃ॥
তদেব বহ্নিকুণ্ডং স্যাৎ তত্র কুণ্ডলিনী মতা॥
তাং জীবরূপিণীং ধ্যায়েজ্জ্যোতিষ্কাং মুক্তিহেতবে॥
স্বাধিষ্ঠানং দ্বিতীয়ং স্যাৎ চক্রং তন্মধ্যগং বিদুঃ।
পশ্চিমাভিমুখং তচ্চ প্রবালাঙ্কুরসন্নিভম্॥
তত্রোড্ডীয়ানপীঠে তু তদ্ধ্যাত্বাকর্ষয়েজ্জগৎ।
তৃতীয়ং নাভিচক্রং স্যাত্তন্মধ্যে ভুজগী স্থিতা॥
পঞ্চাবর্ত্তং মধ্যশক্তিশ্চিদ্রূপা বিদ্যুদাকৃতিঃ।
তাং ধ্যাত্বা সর্ব্বসিদ্ধীনাং ভাজনং জায়তে বুধঃ॥

চতুর্থং হৃদয়ে চক্রং বিজ্ঞেয়ং তদধোমুখম্।
জ্যোতীরূপঞ্চ তন্মধ্যে হংসং ধ্যায়েৎ প্রযত্নতঃ॥
তং ধ্যায়তোজগৎ সর্ব্বং বশ্যং স্যান্নাত্র সংশয়ঃ।
পঞ্চমং কালচক্রং স্যাত্তত্র বাম ইড়া ভবেৎ॥
দক্ষিণে পিঙ্গলা জ্ঞেয়া সুষুম্ণা মধ্যতঃ স্থিতা।
তত্র ধ্যাত্বা শুচি জ্যোতিঃ সিদ্ধীনাং ভাজনম্ভবেৎ॥
ষষ্ঠঞ্চ তালুকাচক্রং ঘণ্টিকাস্থানমুচ্যতে।
দশমদ্বারমার্গস্তু রাজ্যদং তত্র তং জগুঃ॥
তত্র শূন্যে লয়ং কৃত্বা মুক্তোভবতি নিশ্চিতম্।
ভূচক্রং সপ্তমং বিদ্যাদ্-বিন্দুস্থানঞ্চ তদ্বিদুঃ॥
ভ্রুবোর্মধ্যে বর্ত্তুলঞ্চ ধ্যাত্বা জ্যোতিঃ প্রমুচ্যতে।
অষ্টমং ব্রহ্মরন্ধ্রে স্যাৎ পরং নির্ব্বাণসূচকম্॥
তদ্ধ্যাত্বা সূচিকাগ্রাভং ধূমাকারং বিমুচ্যতে।
তচ্চ জালন্ধরং জ্ঞেয়ং মোক্ষদং লীনচেতসাম্॥
নবমং ব্রহ্মচক্রং স্যাদ্দলৈঃ ষোড়শভির্যুতম্।
সচ্চিদ্রূপা চ তন্মধ্যে শক্তিরূর্দ্ধা স্থিতাহপরা॥
তত্র পূর্ণং মেরুপৃষ্ঠে শক্তিং ধ্যাত্বা বিমুচ্যতে।
এতেষাং নবচক্রাণামেকৈকং ধ্যায়তোমুনেঃ॥
সিদ্ধয়োমুক্তিসহিতাঃ করস্থাঃ স্যুর্দিনে দিনে॥
কোদণ্ডদ্বয়মধ্যস্থং পশ্যতি জ্ঞানচক্ষুষা।
কদম্বগোলকাকারং ব্রহ্মলোকং ব্রজন্তি তে॥
ঊর্দ্ধশক্তিনিপাতেন হ্যধঃশক্তের্নিকুঞ্চনাৎ॥
মধ্যশক্তিপ্রবোধেন জায়তে পরমং সুখম্॥"

শ্লোকগুলির অর্থ উত্তমরূপে বুঝাইতে গেলে গ্রন্থ বাড়িয়া যায়, অল্প কথায় বলিলেও পাঠকগণের তৃপ্তি হইবে না। ফলত এই যোগে আসন ও প্রাণা-

য়াম প্রভৃতি কয়েকটী উৎকট অঙ্গ অভ্যস্ত না করিলেও হয়। ঊর্দ্ধশক্তির নিপাতন ও অধঃশক্তির সঙ্কোচ ধ্যানবলেই সাধিত হয়। তাহার প্রক্রিয়া কিরূপ? তাঁহা লয়যোগীর নিকট উপদেশ না পাইয়া বলা উচিত নহে।

রাজযোগ।

দত্তাত্রেয় প্রভৃতি কয়েক জন মহাত্মা ইহার প্রথম সাধক। মন ও শারীর-বায়ু স্থির বা নিশ্চল করাই ইহার প্রধান অঙ্গ; কাযেই ইহাতে প্রাণা-য়ামের অপেক্ষা আছে। প্রাণায়াম ব্যতীত অন্য কোন প্রক্রিয়ায় শ্বাস-বায়ুর স্থিরতা হইতে পারে না। এ সম্বন্ধে সংক্ষেপ উপদেশ এইরূপ:—

"দত্তাত্রেয়াদিভিঃ পূর্ব্বং সাধিতোঽয়ং মহাত্মভিঃ।
রাজযোগোমনোবায়ূ স্থিরৌ কৃত্বা প্রযত্নতঃ॥
পূর্ব্বাভ্যস্তৌ মনোবাতৌ মূলাধারনিকুঞ্চনাৎ।
পশ্চিমং দণ্ডমার্গস্তু শঙ্খিন্যন্তং প্রবেশয়েৎ॥
গ্রন্থিত্রয়ং ভেদয়িত্বা নীত্বা ভ্রমরকন্দরম্।
ততস্তু নাদয়েদ্বিন্দুং ততঃ শূন্যালয়ং ব্রজেৎ॥
অভ্যাসাত্তু স্থিরশ্বাসস্ত ঊর্দ্ধরেতাশ্চ জায়তে।
পরানন্দময়ো যোগী জরামরণবর্জিতঃ॥
অথবা মূলসংস্থানমুদবাতৈঃ সম্প্রবোধয়েৎ।
সুপ্তাং কুণ্ডলিনীং নাম বিসতন্তুনিভাকৃতিম্॥
সুষুম্ণান্তঃপ্রবেশেন পঞ্চ চক্রাণি ভেদয়েৎ।
ততঃ শিবে শশাঙ্কেন স্ফূর্জন্নির্ম্মলরোচিষি॥
সহস্রদলপদ্মান্তঃস্থিতে শক্তিং নিযোজয়েৎ।
অথ তৎসুধয়া সর্ব্বাং সবাহ্যাভ্যন্তরাং তনুম্॥
প্লাবয়িত্বা ততোযোগী ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ।
তত উৎপদ্যতে তস্য সমাধির্নিস্তরঙ্গিণী॥
এবং নিরন্তরাভ্যাসাদ্‌যোগসিদ্ধিঃ প্রজায়তে॥"

হঠযোগ।

হঠযোগ দুইপ্রকার। গোরক্ষ-নামক জনৈক যোগী এবং প্রাচীন মার্কণ্ডেয় মুনি হঠযোগের প্রধান অনুষ্ঠাতা। গোরক্ষ মুনি যে প্রক্রিয়া অবলম্বনে হঠযোগ করিয়াছিলেন এবং করিয়া সিদ্ধ হইয়াছিলেন, মার্কণ্ডেয় মুনি ঠিক্ সেইরূপ প্রক্রিয়ায় বা সেইরূপ অনুষ্ঠানে সিদ্ধ হন নাই। ইনি অন্য সুপন্থা উদ্ভাবন করিয়াছিলেন। সেই জন্যই শাস্ত্রে হঠযোগটীকে দুইপ্রকার বলা হইয়াছে। যথা—

"দ্বিধা হঠঃ স্যাদেকস্তু গোরক্ষাদিসুসাধিতঃ।
অন্যোমৃকণ্ডুপুত্রাদ্যৈঃ সাধিতোহঠসংজ্ঞকঃ॥"

গোরক্ষ মুনির মতে যোগাঙ্গ ৬টী, কিন্তু মার্কণ্ডেয়-মতে ৮টী। পতঞ্জলি আট অঙ্গের কথাই বলিয়াছেন। গোরক্ষমতের ৬ অঙ্গ কি—তাহা শুনুন।

"আসনং প্রাণসংরোধঃ প্রত্যাহারশ্চ ধারণা।
ধ্যানং সমাধিরেতানি যোগাঙ্গানি স্মৃতানি ষট্॥"

মন্ত্রযোগ।

প্রণব প্রভৃতি মন্ত্র জপ করিতে করিতে যে মনোলয় হয়, তাহার নাম মন্ত্রযোগ। দেবতা আরাধনা করিতে করিতে মনোলয় হইলে তাহাও মন্ত্রযোগ। ভৃগু, কাশ্যপ, প্রচেতা, দধীচি, ঔর্ব্ব, জমদগ্নি প্রভৃতি ইহার উপদেষ্টা।

মন্ত্রযোগের ইতিকর্ত্তব্যতা (অনুষ্ঠান-প্রকার) ও ফলাফল মহাভারতের শান্তি ও অনুশাসন পর্ব্বে উত্তমরূপে বর্ণিত আছে।

ভগবদ্গীতা।

যোগানুষ্ঠানের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ প্রভেদ থাকায় চতুর্বিধ প্রধান যোগের অনেক নাম আছে। সে সকল নাম ও প্রভেদ ভগবদ্গীতায় আছে। সাঙ্খ্যযোগ, কর্ম্মযোগ, জ্ঞানযোগ, সন্ন্যাসযোগ, ধ্যানযোগ, বিজ্ঞানযোগ, ব্রহ্মযোগ, রাজগুহ্যযোগ, বিভূতিযোগ, ভক্তিযোগ, প্রকৃতিপুরুষবিবেকযোগ, গুণত্রয়যোগ, পুরুষোত্তমযোগ, আচারবিবেকযোগ ও মোক্ষযোগ।

আসন।

বত্রিশপ্রকার আসন আছে। তন্মধ্যে পদ্মাসন ও সিদ্ধাসন, এই দুই আসন

প্রসিদ্ধ। পূর্ব্বোক্ত আসনত্রয় সহজ ও যোগের বিশেষ সাহায্যকারী। অন্যান্য আসন শক্তিচালন ও কায়স্থৈর্য্যের উদ্দেশেই সাধিত হইত; পরন্তু সমাহিত হওয়ার জন্য পদ্মাসন, সিদ্ধাসন ও অর্দ্ধপদ্মাসন,—এই তিন আসন গ্রাহ্য। উক্ত আসনত্রয়ের অন্যতম অভ্যস্ত হইলেই যথেষ্ট হয়; সুতরাং অন্যান্য আসনের বর্ণনা পরিত্যাগ করিয়া উল্লিখিত আসনত্রয়ের বর্ণনা করিলাম।

"পদ্মমর্দ্ধাসনঞ্চাপি তথা সিদ্ধাসনাদিকম্।
আস্থায় যোগং যুঞ্জীত কৃত্বা চ প্রণবং হৃদি॥
সমঃ সমাসনোভূত্বা সংহৃত্য চরণাবুভৌ।
সংবৃতাস্যঃ সমাচম্য সম্যগ্ বিষ্টভ্য চাগ্রতঃ॥
পাণিভ্যাং লিঙ্গবৃষণাবস্পৃশন্ প্রযতঃ স্থিরঃ।
কিঞ্চিদুন্নামিতশিরো-দন্তৈর্দন্তানসংস্পৃশন্॥
সম্পশ্যন্ নাসিকাগ্রং স্বং দিশশ্চাঽনবলোকয়ন্।
কুর্য্যাদ্দৃঢ়ং পৃষ্ঠবংশ-মুড্ডীয়ানং তথোত্তরে॥
উত্তানৌ চরণৌ কৃত্বা ঊরুসংস্থৌ প্রযত্নতঃ।
দক্ষিণোরুতলে বামং পাদং ন্যস্য তু দক্ষিণং।
ঊরুমধ্যে তথোত্তানৌ পাণী পদ্মাসনং ত্বিদম্॥
দক্ষিণোরুতলে বামং পাদং ন্যস্য তু দক্ষিণং।
বামোরূপরি সংস্থাপ্যমেতদর্দ্ধাসনং মতম্॥
পার্ষ্ণিস্তু বামপাদস্য যোনিস্থানে নিয়োজয়েৎ।
বামোরোরূপরি স্থাপ্য দক্ষিণং সৈদ্ধমাসনম্॥"

পদ্মাসন, অর্দ্ধাসন (ইহারই অন্য নাম অর্দ্ধপদ্মাসন) অথবা সিদ্ধাসন আশ্রয় করিয়া যোগযুক্ত হইবে। সমকায় (শরীর নত ও বক্র না হয়, এরূপ-ভাবে) হইয়া, চরণদ্বয় সংহৃত করিয়া (গুটাইয়া), মুখবিবর সংবৃত করিয়া (মুখ বুজিয়া), মুখচ্ছদ (ওষ্ঠ) স্তব্ধ করিয়া, লিঙ্গ ও মুখ স্পর্শ না করিয়া (ক্রোড়ের এরূপ স্থানে হাত রাখিবেক যে, যে স্থানে রাখিলে লিঙ্গস্থান স্পৃষ্ট না হয়), প্রযত ও স্থির হইয়া অর্থাৎ আন্তরিক যোগচেষ্টা

উত্তেজিত করিয়া, মস্তক কিঞ্চিৎ উন্নত করিয়া, দন্তের দ্বারা দন্ত স্পর্শ না করিয়া, কোনও দিক্ না দেখিয়া, স্বীয় নাসাগ্রমাত্রে দৃষ্টি রাখিয়া, পৃষ্ঠবংশ উড্ডীয়ান করিয়া (?) পদ্মাসনে, অর্দ্ধাসনে কি সিদ্ধাসনে উপবিষ্ট হইবে।

দুই উরুতে দুই পা চিৎ করিয়া উঠাইয়া, হস্তদ্বয় উত্তান অর্থাৎ চিৎ করিয়া, উরুমধ্যে স্থাপন পূর্ব্বক উপবিষ্ট হইলে তাহা "পদ্মাসন" হইবেক। দক্ষিণ উরুতে বাম পা এবং বাম উরুতে দক্ষিণ পা রাখিয়া কথিত প্রকারে বসিলে তাহা "অর্দ্ধ-পদ্মাসন" হইবে।

বাঁ পায়ের পার্ষ্ণি (গোড়) মলদ্বারে রাখিয়া দক্ষিণ পা বাম উরুতে স্থাপন পূর্ব্বক উপরোক্তপ্রকারে বসিলে তাহা "সিদ্ধাসন" হইবে। অন্য একপ্রকার সিদ্ধাসন আছে, তাহাও প্রায় ঐরূপ।

সমাধির ও সমাধিস্থযোগীর লক্ষণ।

'সমাধিঃ সমতাবস্থা জীবাত্মপরমাত্মনোঃ।
নিস্তরঙ্গপদপ্রাপ্তিঃ পরমানন্দরূপিণী ॥
নিশ্বাসোচ্ছ্বাসমুক্তোবা নিঃস্পন্দোঽচললোচনঃ।
শিবধ্যায়ী সুলীনশ্চ স সমাধিস্থ উচ্যতে ॥
ন শৃণোতি যদা কিঞ্চিৎ ন পশ্যতি ন জিঘ্রতি।
ন চ স্পর্শং বিজানাতি স সমাধিস্থ উচ্যতে ॥"

পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার ঐক্য হওয়া আর সমাধি হওয়া সমান। নিস্তরঙ্গপদ ও পরমানন্দস্বরূপ প্রাপ্ত হওয়াই সমাধি। শ্বাসপ্রশ্বাসবর্জ্জিত, স্পন্দরহিত, নির্নিমেষচক্ষু, শিবধ্যানে লীন-চিত্ত, এরূপ ব্যক্তিই যথার্থতঃ সমাধিস্থ; এবং যিনি কিছুমাত্র দেখেন না, শুনেন না, গন্ধ আঘ্রাণ করেন না, স্পর্শকেও জানেন না, তিনিও সমাধিস্থ।

কালবঞ্চনা।

অরিষ্টজ্ঞ যোগী আপনার মৃত্যু বা দেহপাতের কাল জানিতে পারেন। জানিবা মাত্র তাঁহারা যোগবলে দেহ পরিত্যাগ করেন। ইচ্ছাপূর্ব্বক বা যোগবলে দেহত্যাগ করার নাম কালবঞ্চনা। যোগে প্রাণ পরিত্যাগ করিবার বিধি যোগচিন্তামণি প্রভৃতি গ্রন্থে লিখিত আছে।

যোগিচর্য্যা ।

যোগিগণ কিরূপ চরিত্রে কালযাপন করেন, তাহা নিম্নলিখিত শ্লোকের দ্বারা জানা যায়। যথা—

"বাগ্দণ্ডঃ কর্ম্মদণ্ডশ্চ মনোদণ্ডশ্চ তে ত্রয়ঃ।
যস্যৈতে নিয়তা দণ্ডা স ত্রিদণ্ডী নিগদ্যতে ॥
যা নিশা সর্ব্বভূতানাং তস্যাং জাগর্ত্তি সংযমী ।
যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতোমুনেঃ ॥
যেন কেনচিদাচ্ছন্নোযেন কেনচিদাশিতঃ ।
যত্রসায়ংগৃহে যাতি তং দেবা যোগিনং বিদুঃ ॥
মানাপমানৌ যাবেতৌ প্রীত্যুদ্বেগকরৌ নৃণাম্ ।
তাবেব বিপরীতার্থৌ যোগিনঃ সিদ্ধিকারকৌ ॥
চক্ষুঃপূতং ন্যসেৎ পাদং বস্ত্রপূতং জলং পিবেৎ ।
সত্যপূতাং বদেদ্বাণীং বুদ্ধিপূতং বিচিন্তয়েৎ ॥
সর্ব্বসঙ্গবিহীনশ্চ সর্ব্বপাপবিবর্জ্জিতঃ ।
জড়বন্ধ কবদ্‌যোগী বিচরেত মহীতলম্ ॥
অসিধারাং বিষং বহ্নিং সমত্বেন প্রপশ্যতি ।
সর্ব্বত্র সমবুদ্ধির্যঃ স যোগী কথ্যতে বুধৈঃ ॥
আতিথ্যে শ্রাদ্ধযজ্ঞেষু দেবযাত্রোৎসবেষু বা ।
মহাজনে চ সিদ্ধার্থো ন গচ্ছেদ্‌যোগবিৎ ক্বচিৎ ॥
জাতে বিধূমে চাঙ্গারে সর্ব্বস্মিন্ ভুক্তবজ্জনে ।
অটেত যোগবিদ্‌ভৈক্ষ্যং ন তু তেষ্বেব নিত্যশঃ ॥
যথৈনং নাবমন্যন্তে জনাঃ পরিভবন্তি চ ।
তথা যুক্তশ্চরেদ্‌যোগী সতাং ধর্ম্মমদূষয়ন্ ॥
ভৈক্ষ্যং গৃহ্নন্ গৃহস্থেষু শ্রোত্রিয়েষু চরেদ্‌যদি ।
ফলং মূলং যবাঘন্নং পয়স্তক্রঞ্চ সক্তবঃ ॥

ব্রহ্মচর্য্যমলোভশ্চ দয়াঽক্রোধঃ শুচিস্তথা।
আহারলাঘবং শৌচং যোগিনাং নিয়মাঃ স্মৃতাঃ ॥
সারভূতমুপাসীত জ্ঞানং যৎ কার্য্যসাধনম্।
জ্ঞানানাং বহুতা যেয়ং যোগবিঘ্নকরী হি সা ॥
ইদং জ্ঞেয়মিদং জ্ঞেয়মিতি যস্তৃষিতশ্চরেৎ।
অপি কল্পসহস্রেষু নৈব জ্ঞেয়মবাপ্নুয়াৎ ॥
সমাহিতোব্রহ্মপরোঽপ্রমাদী,
বুধস্তথৈকান্তরমোযতেন্দ্রিয়ঃ।
বিশুদ্ধবুদ্ধিঃ সমলোষ্ট্রকাঞ্চনঃ,
প্রাপ্নোতি যোগী পরমব্যয়ং পদম্ ॥”

যিনি বাক্‌দণ্ড, মনোদণ্ড ও কর্ম্মদণ্ড বা কায়দণ্ড, এই ত্রিবিধ দণ্ড নিয়মিতরূপে ধারণ করেন, তিনি ত্রিদণ্ডী অথবা ত্রিদণ্ডযোগী বলিয়া উক্ত হন।

যাহা সকল প্রাণীর রাত্রি, সংযমী যোগী তাহাতে জাগ্রৎ অর্থাৎ তাহাই সংযমীর (যোগীর) দিবা। আর আর প্রাণী যাহাতে জাগ্রৎ থাকে, প্রত্যক্ষদর্শী মুনি তাহাতেই নিদ্রিত থাকেন। তাৎপর্য্য এই যে, সাধারণ প্রাণীরা আত্মতত্ত্বে নিদ্রিত এবং সংসারের প্রতি জাগ্রৎ, কিন্তু যোগীরা আত্মতত্ত্বেই জাগ্রৎ এবং সংসারবিষয়ে নিদ্রিত থাকেন।

দেবতারাও জানেন যে, যোগীরা যাহা তাহা পরিধান করেন, যাহা তাহা আহার করেন, যে স্থানে সন্ধ্যা হয়, সেই স্থানই তাঁহাদের গৃহ। অর্থাৎ তাঁহাদের আহার, আচ্ছাদন ও গৃহের বা বাসস্থানের কোন নিয়ম নাই। যথোপস্থিত মতে তাঁহারা আহার ব্যবহার প্রভৃতি চালাইয়া থাকেন।

মান ও অপমান, যাহা সাধারণ লোকের প্রীতি ও উদ্বেগ জন্মায়, যোগীর নিকট তাহা বিপরীত। তাঁহারা মানেও সন্তুষ্ট হন না, অপমানেও রুষ্ট হন না, এবং সর্ব্বত্রই সমদর্শী হন।

যোগীরা দৃষ্টিপূত করিয়া পদচালনা করেন, বস্ত্রপূত করিয়া জল পান করেন, সত্যপূত করিয়া বাক্য উচ্চারণ করেন, বুদ্ধিপূত করিয়া চিন্তা করেন।

তাঁহারা কোনপ্রকার আসঙ্গ করেন না, কোনপ্রকার পাপকার্য্য করেন না, জড়ের ন্যায় ও বোবার ন্যায় হইয়া পৃথিবীতে বিচরণ করেন।

আসন্ন খায়, বিষ ও অগ্নিকে যাঁহারা সমান জ্ঞান করেন অর্থাৎ যাঁহারা সর্ব্বত্রই নির্ভয়, বুধগণ তাঁহাদিগকেই যোগী বলিয়া উল্লেখ করেন।

যোগবেত্তা যোগী, যাঁহারা কৃতকার্য্য হইয়াছেন, তাঁহারা অতিথিশালায় গিয়া অতিথি হন না, শ্রাদ্ধ ও যজ্ঞাদিস্থানে যান না, দেবযাত্রার উৎসবে জনতাপূর্ণ স্থানেও যান না।

গৃহস্থের পাকশালায় অগ্নি নির্ব্বাপিত হইলে, সকলের ভোজন হইলে, তাদৃশ যোগী ভিক্ষার্থে গৃহস্থগৃহে গমন করেন, কিন্তু নিত্য এক স্থানে গমন করেন না।

যেপ্রকার অনুষ্ঠান করিলে বা যেপ্রকার আচার করিলে তাঁহাকে কেহ অবমাননা করিবে না, পরাভব করিবে না, বা বিরক্ত করিবে না, তাঁহারা সেইপ্রকার অনুষ্ঠান ও আচার ব্যবহার করত বিচরণ করেন; এবং কোন সদ্ধর্ম্মের নিন্দা করেন না।

যোগীরা যখন কোন গ্রামে আসিয়া গৃহস্থের নিকট ভক্ষ্য ভিক্ষা করেন, তখন তাঁহারা অন্য কিছু ভিক্ষা করেন না। কেবল ফল, মূল, ছাতু, দুগ্ধ, তক্র, আটা,—ইত্যাদি যোগীদিগের যাহা উপযুক্ত খাদ্য, তাহাই ভিক্ষা করেন।

ব্রহ্মচর্য্য, অলোভ, দয়া, অক্রোধ, সরলচিত্ততা, আহারলাঘব, শৌচ,—এই কয়েকটিই যোগীদিগের নিয়মিতরূপে সেব্য।

যোগীরা কেবলমাত্র কার্য্যসাধক সার জ্ঞানের উপাসনা করেন, অনেক জানিবার জন্য ব্যগ্র হন না। তাহার কারণ এই যে, জ্ঞানের বহুত্ব অর্থাৎ বহু বহু জানিবার ইচ্ছা থাকিলে তাহা যোগের বিঘ্নকর হয়।

ইহা জানিব, উহা জানিব, তাহা না জানিলে হইবে না;—যে ব্যক্তি এরূপ জ্ঞানতৃষ্ণায় ব্যাকুলিত হইয়া ভ্রমণ করে, সহস্র কল্প অতীত হইলেও সে ব্যক্তি প্রকৃত জ্ঞাতব্য পায় না, প্রকৃত প্রাপ্তব্যও পায় না।

সমাহিত, ব্রহ্মনিষ্ঠ, অপ্রমত্ত, জ্ঞানবান্, একাগ্রচিত্ত, সংযতেন্দ্রিয়, শুদ্ধবুদ্ধি, লোষ্ট্রে ও কাঞ্চনে তুল্যবুদ্ধি,—এইরূপ যোগীই অক্ষয় মোক্ষপদ প্রাপ্ত হন।

সমাপ্ত।